THE
RELIGIOUS SECTS
OF THE
HINDUS

ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়

৺অক্ষয়কুমার দত্ত-প্রণীত।

প্রথম ভাগ।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা

নূতন সংস্কৃত যন্ত্র

১৮৮৮।

PRINTED BY H. M. MOOKERJEA & CO.
at the NEW SANSKRIT PRESS.
6, Balaram De's street,
and Published by the SANSKRIT PRESS DEPOSITORY.
148, Baranasi Ghoshe's Street,
Calcutta.

বিজ্ঞাপন।

ভারত-বর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ের প্রথম ভাগ দ্বিতীয় বার মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। পূর্ব্বে প্রথম ভাগ সংক্রান্ত যে সকল বিবরণ প্রথম ভাগের ও দ্বিতীয় ভাগের পরিশিষ্ট-অংশে লিখিত হইয়াছিল, এবারে সে সমুদায় এই মূল গ্রন্থ-মধ্যে বিনিবেশিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন অক্ষয় বাবু জীবদ্দশায়, বহরমপুর কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মাধব-চন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় এবং কৃষ্ণনগর-নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রভৃতি আত্মীয়গণ ও কতিপয় সুবিজ্ঞ উদাসীনের নিকট হইতে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ীদিগের মেলা ও বেশভূষাদি বিষয়ক কতকগুলি বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন, সে গুলিও যথাস্থানে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। সুতরাং পুস্তকের আকার পূর্ব্বা-পেক্ষা কিছু বৃহৎ হইয়া উঠিয়াছে। আর পূর্ব্বে যে ক্রম অনুসারে প্রস্তাব গুলি সন্নিবেশিত হইয়াছিল, এবারে উচিত বোধে, স্থানে স্থানে তাহার ব্যতিক্রম করা হইয়াছে। উল্লিখিত তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় মস্তরাম বাবা-জীর আখড়া সংক্রান্ত যে বিবরণ লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতে কিছু সন্দেহ ছিল; এই পুস্তকের অন্তর্গত আখড়ার বিবরণ মুদ্রিত হইবার পরে সে সন্দেহের ভঞ্জন হয়; সুতরাং মস্তরাম বাবাজীর আখড়ার বৃত্তান্তটি পরিশিষ্টাকারেই প্রকাশিত করিতে হইয়াছে।

কলিকাতা মেট্রপলিট্যান্ ইনষ্টিটিউশনের হেডপণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশ চন্দ্র ঘোষাল মহাশয় যথোচিত যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে দ্বিতীয় ভাগ উপাসক-সম্প্রদায়ের মুদ্রাঙ্কন কার্য্য সম্পন্ন করেন; এজন্য অক্ষয়

বাবুর মানস ছিল, তাঁহার দ্বারাই প্রথম ভাগ উপাসক-সম্প্রদায়ের সংস্করণ কার্য্য সমাধান করাইবেন। তদনুসারে উল্লিখিত বাবু গিরিশ চন্দ্র ঘোষাল মহাশয় দ্বারাই ইহার যাবতীয় কার্য্য সম্পন্ন করান হইয়াছে।

প্রকাশক।

সূচী।

এই পুস্তকের উপক্রমণিকার মধ্যে নানা দেশীয় লোকের নানা বিষয়ের সৌসাদৃশ্য বা অভেদ প্রতিপাদন-উদ্দেশে নানা ভাষার শব্দ-বিশেষের সাদৃশ্য প্রদর্শন করা আবশ্যক হইয়াছে। সংস্কৃতে যে বর্ণের যেরূপ বিশুদ্ধ উচ্চারণ প্রসিদ্ধ আছে *, ঐ সকল শব্দ সেইরূপেই উচ্চারণ করিতে হইবে জানিবে। কিন্তু ভাষা-বিশেষে এরূপ কতকগুলি বর্ণ আছে যে, তাহা সংস্কৃতে অর্থাৎ দেবনাগর বর্ণাবলীর মধ্যে বিদ্যমান নাই। কোন কোনটি থাকিলেও, বাঙ্গলায় তাহার প্রকৃতরূপে উচ্চারণ হয় না। অতএব বাঙ্গলা বর্ণ-বিশেষে চিহ্ন-বিশেষ দিয়া সেই সমস্ত বিদেশীয় বর্ণের উচ্চারণ বিজ্ঞাপন করিতে হইয়াছে। সেই সমুদায় চিহ্নিত বর্ণ কিরূপে উচ্চারণ করিতে হইবে, তাহা লিখিয়া অন্যের হৃদয়ঙ্গম করা সুকঠিন; এই নিমিত্ত যে যে চিহ্নিত বর্ণ এদেশ-ব্যবহৃত কোন ভাষার যে যে বর্ণের সদৃশ, পশ্চাৎ তাহাই লিখিত হইতেছে। পাঠকগণ অল্প আয়াসেই বুঝিয়া লইতে পারিবেন।

চিহ্নিত বর্ণ			অন্য কোন ভাষার যে বর্ণের সদৃশ।
আ	া	...	বাঙ্গলা আমার ও আথিবিথি শব্দের আকার।
ই	...	...	বাঙ্গলা যাই ও পাই শব্দের ইকার।
উ	...	...	বাঙ্গলা লাউ ও ঝাউ শব্দের উকার।
এ	ে	...	ইংরেজী Bet শব্দের e.
এ	ে	...	অতিমাত্র হ্রস্ব ও অস্পষ্ট। যেমন বাঙ্গলা ধরে, করে, বলে ইত্যাদি।
এ	ে	...	বাঙ্গলা কেমন শব্দের একার ও ইরেজী Bad শব্দের a.
ও	...	...	বাঙ্গলা হও ও লও শব্দের ওকার।

* বাঙ্গলা দেশে সংস্কৃত ভাষার যেরূপ উচ্চারণ-রীতি প্রচলিত আছে, তাহা অত্যন্ত অশুদ্ধ। অতএব সে রীতি পরিত্যাগ করিয়া ঐ সমস্ত বিদেশীয় শব্দ প্রকৃত রীতি অনুসারে উচ্চারণ করিতে হইবে।

চিহ্নিত বর্ণ	অন্য কোন ভাষার যে বর্ণের সদৃশ।
ওঁ†	প্রায় বাঙ্গলা অকার এবং ইংরেজী Hod শব্দের o.
ো ো ...	বাঙ্গলা কোটা ও মোটা শব্দের ওকার এবং অমুক শব্দের অকার।
ক়	পার্সী ق
খ়	পার্সী خ
গ়	পার্সী غ
জ়	ইংরেজী Z.
জ়	ইংরেজী Azure শব্দের Z এবং Pleasure শব্দের S.
ফ়	ইংরেজী F.
বঁ	দেবনাগর व ও ইংরেজী V.

ইংরেজী প্রভৃতি কোন কোন ভাষার T ও D বর্ণের স্থানে ট ও ড বর্ণ লিখিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাদের উচ্চারণের অনেক বিশেষ আছে। সংস্কৃত ট ও ড মূর্দ্ধন্য বর্ণ; T ও D সেরূপ নয়। দন্তের কিঞ্চিৎ পশ্চাৎ ভাগে জিহ্বার অগ্রভাগ সংযোগ করিয়া T ও D উচ্চারণ করিতে হয়, কিন্তু জিহ্বাকে ব্যাবর্ত্তিত করিয়া তাহার অনেক পশ্চাতে সংযোগ করিলে তবে ট ও ড বর্ণ উচ্চারিত হইয়া থাকে।

ট় বর্ণ না ইংরেজী T না বাঙ্গলা ত ; এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী।

---

† এটি আবস্থিক হ্রস্ব ওকার-বিজ্ঞাপক।

ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়।

উপক্রমণিকা।

হিন্দু ধর্ম্মের মূলানুসন্ধান করিতে হইলে, ভারতবর্ষ হইতে বহির্গত হইয়া বর্ষান্তরে বিচরণ করিতে হয়। হিন্দুরা ভারতভূমির আদিম নিবাসী ছিলেন না; দেশান্তর হইতে আগমন করিয়া এ স্থানে অবস্থিত হইয়াছেন।

লাটিন ও গ্রীক, কেল্‌টিক ও টিউটোনিক, লেটিক ও স্লেবোনিক *, হিন্দু ও পারসীক ইত্যাদি বিভিন্ন বংশীয় বিভিন্ন জাতি একটি মূল জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এই পরম মনোহর মহত্তম তত্ত্বটি ইয়ুরোপীয়দিগের শব্দবিদ্যানুশীলনের, বিশেষতঃ, সংস্কৃত-চর্চ্চার, সুধাময় ফল †। যত দিন সংস্কৃত শাস্ত্র তাঁহাদের কর-স্পর্শ

---

* লাটিন, গ্রীক, কেল্‌টিক, টিউটোনিক, লেটিক, স্লেবোনিক এই কয়েক বংশ হইতে ইংরেজ, ফরাসী, জর্ম্মেন ও ইটালীয় প্রভৃতি ইয়ুরোপস্থ প্রায় সমস্ত সভ্য জাতি উৎপন্ন হইয়াছে।

† যে বিদ্যায় ধাতু ও প্রত্যয়, শব্দ সমুদায়ের রূঢ় ও যৌগিক শক্তি এবং ব্যাকরণ ও অলঙ্কার-প্রতিপাদ্য অন্য অন্য বিষয় বিচারিত হয়, তাহার সাধারণ নাম শব্দবিদ্যা। যেরূপ শব্দবিদ্যা নানা ভাষার জ্ঞান-সাপেক্ষ, অর্থাৎ যাহাতে বিবিধ ভাষার ঐ সমস্ত বিষয়ের পরস্পর সম্বন্ধ প্রদর্শিত হয়, তাহাকে আপেক্ষিকী শব্দবিদ্যা কহে। এস্থলে শব্দবিদ্যার বিষয়ে যাহা কিছু লিখিতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহা এই আপেক্ষিকী শব্দবিদ্যা বিষয়ক বলিয়াই জানিতে হইবে। পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষের মধ্যে সংস্কৃত ও প্রাকৃত শব্দবিদ্যার সমধিক শ্রীবৃদ্ধি-সাধন হইয়াছিল বটে, কিন্তু সে সময়ে কোন স্থানে বিভিন্ন দেশীয় বিবিধ ভাষা বিষয়িণী আপেক্ষিকী শব্দবিদ্যার সূত্রপাতও হয় নাই।

লাটিন গ্রীক প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতি যে একটি অভিন্ন মূল জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, শব্দবিদ্যার অনুশীলন দ্বারা ইহা কিরূপে নিরূপিত হয়, তাহা জানিবার নিমিত্ত সকলেরই কৌতূহল উপস্থিত হইতে পারে। কিন্তু এ প্রস্তাবে সে বিষয়ের সবিস্তর বিবরণ করা সম্ভব ও সঙ্গত নহে। অতএব কিঞ্চিৎ আভাস মাত্র দেওয়া যাইতেছে।

এই সকল ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভাষায় কতকগুলি শব্দের এরূপ সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় যে, এক কালে উহারা সকলেই এক-ভাষী ও এক-জাতি-নিবিষ্ট না থাকিলে কোন ক্রমেই সেরূপ ঘটিতে পারে না। ঐ সৌসাদৃশ্য যে কিরূপ, তাহার দুই একটি উদাহরণ প্রদর্শন করা যাইতেছে। যথা;—

করিতে সমর্থ হয় নাই, তত দিন ঐ শব্দবিদ্যার অবয়ব-সংস্থান-মাত্রও

স্বসম্পর্কি-বাচক সুসদৃশ শব্দ।

সংস্কৃত	আবস্তিক*	পারসীক	গ্রীক	লাটিন	জর্ম্মেন	ইংরেজী	চলিত বাঙ্গলা।
মাতৃ	,,	মাদর্	মাটর্	মাটর্	মুতের্	মদর্	মা
পিতৃ	পৈতর্	পদর্	পাটর্	পাটর্	ফাতের্	ফাদর্	,,
ভ্রাতৃ	ব্রাতর্	ব্রাদর্	ফ্রাট্রিআ	ফ্রাটর্	ব্রুদের্	ব্রদর্	ভাই
দুহিতৃ	দুঘ্ধর্	দোখ্তর্	থুগাটর্	,,	টখ্তের্	ডটর্	,,
স্বসৃ	,,	,,	,,	সসর্। সরর্	শ্বেস্তের্	সিস্টর্	,, †
			সর্ব্বনাম।				
অহম্ প্রথমাবিভক্তি-নিষ্পন্ন	অজেম্	মা (বহুবচন)	,,	,,	,,	আই	আমি
ত্বম্	তুম্	তু	সু	টু	,,	দৌ। ইউ	তুমি। তুই। তু
			সঙ্খ্যা।				
দ্বি	দ্ব	দো	ডুও	ডুও	,,	টু	দুই
ত্রি। ত্রয়স্। তিস্রঃ (স্ত্রীলিঙ্গ)	তিসরো (স্ত্রীলিঙ্গ)	,,	ট্রাইস্	ট্রেস্	দ্রাই	থ্রি	তিন
চতুর। চত্বারঃ	চথ্বারো	চার্। চাহার্	,,	কাটুওর্	,,	,,	চার
পঞ্চন্	পঞ্চন্	পঞ্জ্	পেন্টি	,,	,,	,,	পাঁচ
ষষ্	খ্স্বস্	শশ্	হেক্স্	সেক্স্	সেক্স্	সিক্স্	ছয়
সপ্তন্	হপ্তন্	হফ্তৎ	হেপ্টা	সেপ্টেম্	সেপ্ত	সেবেন্	সাত
অষ্টন্	অস্তন্	হস্তন্	অক্টো	অক্টো	আখ্ত	এইট্	আট
নবন্	নবন্	নোহ্	হেনিয়া	নবেম্	নয়িন্	নাইন্	নয়

* প্রাচীন পারসীক ভাষা-বিশেষ। পশ্চাৎ যথাস্থানে ইহার বিষয় সবিশেষ লিখিত হইবে।

† চলিত বাঙ্গলায় স্বসৃ শব্দ ব্যবহৃত নাই বটে, কিন্তু মাসী ও পিসী শব্দ মাতৃস্বসৃ ও পিতৃস্বসৃ শব্দেরই রূপান্তর।

সুসম্পন্ন হয় নাই। ঐ পূর্ব্বকালীন অতুল্য ভাষা তদীয় করস্থ হইবামাত্র ঐ অদ্ভুত বিদ্যার অনুপম মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া দিল, এবং অনতিবিলম্বেই উল্লিখিত গুরুতর তত্ত্বটি সুসিদ্ধ করিয়া তুলিল। ঐটি অব-

---

কাল সহকারে এক ভাষার অন্তর্গত শব্দ-বিশেষ অন্য ভাষায় প্রবিষ্ট হইতে পারে, কিন্তু মাতা, পিতা, ভ্রাতা, দুহিতা প্রভৃতি স্বসম্পর্কি-বাচক, আমি তুমি প্রভৃতি সর্ব্বনাম এবং এক, দুই, তিন প্রভৃতি সঙ্খ্যা-বাচক শব্দগুলি সেরূপ হওয়া সম্ভব নহে। মনুষ্যেরা প্রথম অবস্থায় বাক্-শক্তি-শূন্যই থাকুন আর নাই থাকুন, তাঁহাদের যে সময়ে প্রথম বাক্য-স্ফূর্ট হয়, সে সময়ে মাতা, পিতা, ভ্রাতা, দুহিতা প্রভৃতি স্বসম্পর্কীয় জনকে সম্ভাষণ করা অনতিবিলম্বেই আবশ্যক হইয়া থাকে তাহার সন্দেহ নাই। অতএব এক জাতীয় লোকের অন্য জাতির ভাষা হইতে ঐ সমস্ত শব্দ শিক্ষা করিবার নিমিত্ত অপেক্ষা করিয়া থাকা কোন মতেই সম্ভাবিত নহে। সর্ব্বনাম ও সঙ্খ্যাবাচক শব্দের বিষয়েও এই রূপ জানিতে হইবে।

ঐ সমস্ত শব্দ ব্যতিরেকে ব্যাকরণ-ঘটিত প্রত্যয়াদিরও সমধিক ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। এস্থলে সে বিষয়ের সবিশেষ বর্ণন করা সঙ্গত নহে, একারণ পাঠক-বর্গকে অতি সঙ্ক্ষেপে তাহার একটু আভাস মাত্র দেওয়া যাইতেছে। সংস্কৃত ভাষায় দান ও অস্তিত্ব বুঝিতে দা ও অস্ নামে দুইটি ধাতু ব্যবহৃত হয়, পশ্চাৎ তাহাদের কয়েকটি রূপ লিখিত হইতেছে।

সংস্কৃত	আবস্তিক	পারসীক	গ্রীক	লাটিন।
দদামি	দধামি	দেহম্	ডিডোমি	ডো
দদাসি	দধাহি	দেহ্	ডিডোস্	ডাস
দদাতি	দধৈতি	দেহদ্	ডিডোটি	ডাট্
অস্মি	অহ্মি	হস্তম্। অস্তম্	এস্মি	সম্
অসি	অহি	হস্তি। অস্তি	এস্সি। আইস্	এস্
অস্তি	অশতি	হস্ত্। অস্ত্	এসটি	এসট্

যে সমস্ত ভাষা একটি মূল ভাষা হইতে উৎপন্ন না হইয়াছে, সে সমুদায়ের ঐরূপ বৈয়াকরণিক সাদৃশ্য ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। অতএব যে সকল জাতির ভাষায় ঐরূপ ব্যাকরন-ঘটিত প্রত্যয়ের ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সমস্ত জাতি একটি মূল জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

যাঁহারা এবিষয়ের সবিশেষ বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা Bopp's comparative Grammar, Lectures on the Science of Language by Max Müller 1st. and 2nd. series, Prichard's Physical History of mankind, ইত্যাদি,' ইংরেজী গ্রন্থ দেখিবেন।

ধারিত হওয়াতে, পূর্ব্বোক্ত আদিম জাতির, অর্থাৎ আর্য্য-কুলের, পুরাবৃত্তের প্রথম পরিচ্ছেদ প্রকটিত হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না *। ঐ আদিম জাতি অবনিমণ্ডলের কোন্ অংশে অবস্থিত

---

* আর্য্য শব্দের ইতিবৃত্ত বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ যাহা লিখিত হইতেছে, তাহা পাঠ করিয়া দেখিলে, ঐ আদিম জাতি আর্য্য অথবা তদনুরূপ সংজ্ঞায় প্রসিদ্ধ ছিল বলিয়া অনুভূত হয়।

হিন্দুদিগের নব্যতর গ্রন্থানুসারে আর্য্য শব্দের অর্থ, বিশিষ্ট, মান্য ও সৎকুলোদ্ভব। বেদসংহিতায় হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী লোক মাত্রেই আর্য্য বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে।

বিজানীহ্যার্য্যান্ যে চ দস্যবো বর্হিষ্মতে রন্ধয়া শাসদব্রতান্।

শাকী ভব যজমানস্য চোদিতা বিশ্বেত্ তা তে সধমাদেষু চাকন॥

ঋগ্বেদ-সংহিতা। ১ম, ৫১ সূ, ৮ ঋক্।

ইন্দ্র! তুমি আর্য্য-বর্গকে এবং দস্যুদিগকে বিশেষ রূপে অবগত হও। ঐ ব্রত-বিরোধীদিগকে নিগ্রহ করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠাতা যজমানের অধীন কর। তুমি শক্তিশালী, অতএব যজমানের প্রযোজক হও। আমি প্রমোদকর যজ্ঞ সমুদায়ে তোমার ঐ সমুদায় কর্ম্মের বিষয় কীর্ত্তন করিতে অভিলাষ করি।

এইরূপ ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১০৩ সূক্তের ৩ ঋক্ ও ১১৭ সূক্তের ২১ ঋক্; দ্বিতীয় ম, ১১ সূ, ১৯ ঋক্; ষষ্ঠ ম, ৩৩ সূ, ৩ ঋক্ ইত্যাদি অনেক অনেক ঋকে আর্য্য ও দস্যু বা দাসগণের পরস্পর বিরুদ্ধ স্বভাব ও বিরুদ্ধ-জাতিত্ব সূচিত হইয়াছে। ঐ দুই শব্দ যেরূপ স্থলে যেরূপ অর্থে লিখিত হইয়াছে তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে, আর্য্য শব্দ সমগ্র হিন্দুজাতি-প্রতিপাদকই বোধ হয়।

অথর্ব্ববেদ-সংহিতায় সমগ্র লোক শূদ্র ও আর্য্য এই দুই বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে।

তয়াহং সর্বং পশ্যামি যশ্চ শূদ্র উতার্য্যঃ।

অথর্ব্ববেদ-সংহিতা। ৪ কাণ্ড। ১২০। ৪।

প্রিয়ং মা কৃণু দেবেষু প্রিয়ং রাজসু মা কৃণু।

প্রিয়ং সর্বস্য পশ্যত উত শূদ্র উতার্য্যে॥

অথর্ব্ববেদ-সংহিতা। ১৯ কাণ্ড। ৬২। ১।

শতপথ ব্রাহ্মণে ও কাত্যায়ন-প্রণীত শ্রৌতসূত্রে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই বর্ণ-ত্রয়েরই আর্য্য বলিয়া পরিচয় পাওয়া যায়।

শূদ্রার্য্যৌ চর্ম্মণি পরিমণ্ডলে ব্যায়চ্ছেতে। (১২অ, ৩ক, ৬সূ।)

এই কাত্যায়ন-কৃত সূত্রের অর্থে ভাষ্যকার লেখেন,—

শূদ্রশ্চতুর্থো বর্ণঃ আর্য্যস্ত্রৈবর্ণিকঃ।

আর্য্য শব্দের অর্থ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণ; চতুর্থ বর্ণের নাম শূদ্র।

ছিল ইহা জানিবার নিমিত্ত আমাদের কৌতূহল-শিখা অবিলম্বেই উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে তাহার সন্দেহ নাই।

বোধ হয়, শূদ্র-বর্ণ আর্য্য-বংশীয় নহে; আর্য্যেরা ভারতবর্ষে আসিয়া শূদ্র-নামক অনার্য্য-জাতি-বিশেষকে আপনাদের সমাজ-ভুক্ত করিয়া লন।

মনুসংহিতায় হিন্দুদিগের আবাস-ভূমি আর্য্যাবর্ত্ত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

आसमुद्रात्तु वै पूर्वादासमुद्रात्तु पश्चिमात् ।
तयोरेवान्तरं गिर्य्योरार्य्यावर्त्तं विदुर्बुधाः ॥

মনুসংহিতা। দ্বিতীয়াধ্যায়।

উত্তরে হিমালয় ও দক্ষিণে বিন্ধ্যাচল এবং পূর্ব্বে পূর্ব্ব সমুদ্র ও পশ্চিমে পশ্চিম সমুদ্র এই চতুঃসীমাবদ্ধ ভূভাগের নাম পণ্ডিতেরা আর্য্যাবর্ত্ত বলিয়া জানেন।

এই বচন-রচনার সময়ে আর্য্য শব্দ হিন্দুদিগের জাতি-গত সাধারণ নাম ছিল বলিতে হইবে।

আর্য্যাবর্ত্ত আর্য্যদিগের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণের নিবাস-ভূমি ছিল ইহা মনুসংহিতায় সুস্পষ্ট প্রকটিত আছে। সুতরাং আর্য্যাবর্ত্ত শব্দের অন্তর্ভূত আর্য্য শব্দ ঐ সমগ্র বর্ণ-ত্রয়-প্রতিপাদক বলিতে হইবে।

एतान् द्विजातयो देशान् संश्रयेरन् प्रयत्नतः ।
शूद्रस्तु यस्मिन् कस्मिन् वा निवसेत् वृत्तिकर्षितः ॥

মনুসংহিতা। দ্বিতীয়াধ্যায়।

দ্বিজাতি অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যেরা এই সকল দেশে বসতি করিবেন, শূদ্রেরা ব্যবসায় অনুরোধে যথা তথা বাস করিতে পারে।

মনুসংহিতায় আর্য্য অনার্য্য এই উভয় কুলের পরস্পর বিভিন্নতা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে।

जातो नार्य्यामनार्य्यायामार्य्यादार्य्यो भवेद्गुणैः ।
जातोऽप्यनार्य्यादार्य्यायामनार्य्य इति निश्चयः ॥

মনুসংহিতা। ১০ম অধ্যায়। ৬৭ শ্লোক।

আর্য্য পুরুষের ঔরসে ও অনার্য্যা নারীর গর্ভে যে সন্তান জন্মে, সে সন্তান শাস্ত্রোক্ত গুণ-যুক্ত হইলে আর্য্যত্ব প্রাপ্ত হয়। আর অনার্য্য পুরুষের ঔরসে আর্য্যা স্ত্রীর গর্ভে যে পুত্র জন্মে, সে নিশ্চয়ই অনার্য্য।

अनार्य्यमार्य्यकर्म्माणमार्य्यं चानार्य्यकर्म्मिणम् ।
सम्प्रधार्य्याब्रवीद्धाता न समौ नासमाविति ॥

মনুসংহিতা। ১০ম অধ্যায়। ৭৩ শ্লোক।

মনুষ্যেরা প্রথমে আসিয়া-খণ্ডেরই অধিবাসী ছিলেন এইরূপ একটি

যে অনার্য্য ব্যক্তি আর্য্য জাতির, এবং যে আর্য্য ব্যক্তি অনার্য্য জাতির, কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, বিধাতা বিচার করিয়া সেই উভয়কে না সমান না অসমান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রীমান্ কুল্লূক ভট্ট এই শেষোক্ত দুই শ্লোকের মধ্যে প্রথম শ্লোকের আর্য্য শব্দ ব্রাহ্মণ-বাচক ও অনার্য্য শব্দ শূদ্র-বাচক এবং দ্বিতীয় শ্লোকের অনার্য্য শব্দ শূদ্র-বাচক ও আর্য্যশব্দ দ্বিজাতি অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বাচক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

অমরকোষেও লিখিত আছে, বিন্ধ্য ও হিমালয় পর্ব্বতের মধ্যগত দেশ আর্য্যাবর্ত্ত অর্থাৎ আর্য্যদিগের স্থান ছিল।

আর্য্যাবর্ত্তঃ পুণ্যভূমির্ম্মধ্যং বিন্ধ্যহিমাগয়োঃ।

অর্য্য শব্দের অর্থ বৈশ্য। সুতরাং এক কালে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ভিন্ন ভারতবর্ষের সমস্ত আর্য্য-বংশীয়েরাই, অর্থাৎ আর্য্য-কুলোৎপন্ন অধিকাংশ লোকেই, অর্য্য নাম ধারণ করিত। হয় ত, অর্য্য শব্দ হইতেই আর্য্য শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। কৃষি-কার্য্য বৈশ্যদিগের একটি প্রধান বৃত্তি। লাটিন, গ্রীক, এঙ্গ্লোসেক্সন্, ইংরেজী, রুশ্, আয়রিশ্, কর্ণিশ্, ওএল্শ্, প্রাচীন নর্স, লিথ্এনিয়ক প্রভৃতি অনেক ইয়ুরোপীয় ভাষায় হল ও কৃষি-বাচক কতকগুলি শব্দ আছে, তাহা অর্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন বলিয়া অবধারিত হইয়াছে। ঐ অর্ ধাতুর অর্থ ভূমি-কর্ষণ। ইহাতে বোধ হয় আর্য্যেরা একত্র সংসৃষ্ট থাকিতে কৃষি-কার্য্য করিতেন, এবং তদনুসারে তাঁহারা অর্য্য বা আর্য্য বা তদনুরূপ অন্য নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যদিও সংস্কৃত ভাষায় অবিকল অর্ ধাতু বিদ্যমান নাই *, কিন্তু অন্য অন্য অধিকাংশ আর্য্য ভাষার ঐ সমস্ত কৃষি ও হল-বাচক শব্দের পর্য্যালোচনা দ্বারা ঐ ধাতুটি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

পারসীকদিগের অবস্তা নামক প্রাচীন শাস্ত্রে ঐর্য্য শব্দ শ্রদ্ধাস্পদ ও লোক-সাধারণ এই দুই অর্থে প্রয়োজিত আছে। পারসীকদিগের আদিম স্থানের নাম ঐর্য্যানমৃবএজো অর্থাৎ আর্য্যবীজ। তাঁহারা ঐ মূল স্থান হইতে ক্রমশঃ দক্ষিণে ও পশ্চিমে গিয়া অধিবাস করেন। তাঁহারা যে যে দেশ অধিকার করেন, অবস্তায় তাহা ঐর্য্যা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। গ্রীক গ্রন্থকার ষ্ট্রাবো ঐ সমস্ত জনপদ ও তাহার সমীপবর্ত্তী আর কতকগুলি স্থানকে একত্র আরিআনা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। হিরোডোটস (VII. 62) মীড দেশীয়দিগকে আরিআই এবং তাঁহার পূর্ব্বে হেলেনিকস পারসীক দেশকে আরিয়া বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

কীলরূপা শিলালিপিতে ** পারসীক সম্রাট্ দরায়ুষের নামের সহিত অরিয় ও অরিয়চিত্র (অর্থাৎ আর্য্য ও আর্য্যবংশীয়) এই দুই বিশেষণ সংযোজিত আছে।

---

* সংস্কৃত ভাষায় ঋ ধাতু আছে, তাহা হইতে অর্য্য ও আর্য্য উভয় শব্দই নিষ্পন্ন হইতে পারে।

** পারসীক দেশে কতকগুলি শিলালিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহা একরূপ কীলকাকৃতি অক্ষরে অঙ্কিত। তাহার ভাষা সংস্কৃত ভাষার অনুরূপ। শ্রীমান্ রলিন্‌সন্ তাহার অর্থোদ্ভেদ করেন।

জন-প্রবাদ সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে। ঐ খণ্ডের মধ্য-স্থল মানব-কুলের সূতীগৃহ-স্বরূপ। কালে কালে ঐ স্থান হইতে লোক-পুঞ্জ বিনির্গত ও চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া বহু-বিস্তৃত ভূ-খণ্ড সমুদায় অধিকার করিয়াছে। চীন-জাতীয়েরা ঐ স্থলেরই আদিম নিবাসী এই অনুমান কোন মতেই অযুক্ত নহে এবং চীন-রাজ্যের ইতিবৃত্ত ঐ স্থল-বহির্ভূত দুর্ব্বিজয় বর্ব্বরদিগের অসকৃৎ আক্রমণাদির বৃত্তান্ত বই আর কিছুই নয়। অপেক্ষাকৃত ইদানীন্তন সময়ে

পুরাকালীন পারসীকদিগের প্রধান দেবতার নাম অহুর মজ্দ্ ছিল। তিনি অন্য এক শিলালিপিতে আর্য্যদিগের দেবতা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। পারসীক দেশের অধুনাতন নাম ইরান্ ঐ অরিয় শব্দেরই বিকৃতি বোধ হয়। কতকগুলি শিলালিপিতে দেখিতে পাওয়া যায়, ঐ রাজ্যের পারসীক ভূপতিরা অনেকে আপনাদিগকে ইরান্ বা অনিরান্ অর্থাৎ আর্য্য বা অনার্য্য উভয় জাতীয় লোকদিগের অধীশ্বর বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। পূর্ব্বতন পারসীকদিগের অনেকানেক নাম অরিয়-শব্দ-সংশ্লিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। মহারাজ দরায়ুষের প্রপিতামহের নাম অরিয়া রাম্ন *।

আর্মানি ভাষায় অরি শব্দের অর্থ ইরানি ও সাহসিক। ককেসস পর্ব্বতের উপত্যকায় কতকগুলি আর্য্য-বংশীয় লোক বাস করে, তাহাদের জাতীয় নাম আয়রন্। পশ্চাৎ দৃষ্ট হইবে, আর্য্য-বংশীয়েরা প্রথমে আসিয়াখণ্ডের মধ্যস্থলে বাস করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে কতকগুলির খোরাসান্ ও রুষ দেশ দিয়া কৃষ্ণসাগরের উপকূলে ও থ্রেস্ দেশে গমন করা সম্ভব ও সঙ্গত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। ঐ থ্রেসের প্রাচীন নাম আরিয়া।

আয়র্লণ্ড দ্বীপস্থ কেল্ট জাতীয়েরা আর্য্য-বংশীয়দিগেরই একটি প্রাচীন শাখাবিশেষ। উহাদের প্রাচীন নাম এর অথবা এরি। উহারা প্রাচীন নর্স্ † ভাষায় ঈরার্ এবং এঙ্গ্লোসেক্সন্ ভাষায় ইরা বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। আয়র্লণ্ডের পূর্ব্বতন নাম ঈরিউ। অতএব আর্য্যদিগের আর্য্য নামের একটি পুরাতন রূপ আয়র্লণ্ড দ্বীপের প্রসিদ্ধ নামে লক্ষিত হইতেছে একথা অসম্ভব নহে।

ভারতবর্ষ হইতে আয়র্লণ্ড পর্য্যন্ত আর্য্য-বংশীয় নানা জাতির ও তদীয় আবাসভূমির সংজ্ঞার বিষয় যাহা সংক্ষেপে সঙ্কলিত হইল, তাহা পাঠ করিলে আর্য্যবংশীয়েরা আর্য্য অথবা তদনুরূপ কোন নামে পরিচিত ছিলেন বলিয়া প্রতীতি জন্মে।— Lectures on the Science of Language by Max Müller, 1st series, Lecture VI Commentaire sur le yacna par E. Burnouf Tome. 1. p. 460 – 462. Ibid Notes et eclaircissements. p. lxi. দেখ।

---

* হিরোডোটস্ প্রভৃতি গ্রীক গ্রন্থকারেরা এইরূপ 'অরিয়া'-ভাগ-বিশিষ্ট অনেকানেক পারসীক নাম উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

† সুইডেন, নারোয়ে, ডেন্মার্ক ও আইস্লণ্ড্ দ্বীপের প্রাচীন ভাষার নাম নর্স্।

হূনাদি ভীষণ-মূর্ত্তি, প্রচণ্ডতর, বর্ব্বর-দল সকল ঐ স্থল হইতে বহির্গত হইয়া, পশ্চিমাভিমুখে প্রধাবন পূর্ব্বক, সম্মুখস্থ সমস্ত দেশে ত্রাস ও সঙ্কট বিস্তৃত করিয়াছে এবং জগদ্বিখ্যাত সুসমৃদ্ধ রোমক-রাজ্য আক্রমণ ও অধিকার করিয়া তৎকালীন সুখ, সমৃদ্ধি, বিদ্যা, গৌরব সমস্তই ভ্রষ্ট ও বিনষ্ট করিয়াছে। নর-কুলের কালান্তক-স্বরূপ তৈমুর ও জঙ্গিজ্‌ খাঁ পঙ্গপাল তুল্য স্বদল সমভিব্যাহারে ঐ স্থল হইতেই নির্গত হইয়া নর-কণ্ঠ-বিনিঃসৃত শোণিত-তরঙ্গে চতুর্দ্দিক্‌ পরিপ্লুত করিয়াছে এবং অবশেষে অধিকৃত দেশ ও প্রদেশস্থ লোকের বিদ্যা, বুদ্ধি ও সভ্যতা-গুণে আপনাদিগের জাঙ্গলিকতা ও বর্ব্বরতা-ভাব পরিহার পূর্ব্বক ধীমান্‌ ও সভ্যতাবান্‌ হইয়া উঠিয়াছে। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, অতিপূর্ব্বে উল্লিখিত আর্য্য-বংশীয়েরাও ঐ স্থলেরই একাংশের অধিবাসী ছিলেন। বোধ হয়, তাঁহারা উহার অন্তর্গত বেলুর্তাগ্‌ ও মুস্‌তাগ্‌ পর্ব্বতের পশ্চিম পার্শ্বস্থ উচ্চতর ভূমিতেই অবস্থিতি করিতেন *। যেমন একান্ন-ভুক্ত পরিজন-সমূহ কালক্রমে

---

* যে যে কারণে এবিষয়টি অনুমান-সিদ্ধ বোধ হয়, তাহার মধ্যে স্থূল স্থূল কয়েকটি কারণ এস্থলে সংক্ষেপে সংকলিত হইতেছে।

প্রথমতঃ। আসিয়াখণ্ডের লোকে ইয়ুরোপখণ্ডে গিয়া অধিবাস করে, এই প্রবাদটি সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছে।

দ্বিতীয়তঃ। গ্রীক্‌ ও রোমকেরা পূর্ব্বোত্তর অঞ্চল হইতে গমন করিয়া গ্রীসে ও ইটালি দেশে অধিবাস করেন এই বিষয়টি ইতিহাস-বেত্তারা প্রায় সকলেই অনুমান করিয়া থাকেন। Prichard's Researches into Physical History of Mankind. Third edition Vol. III. p. 51, 390, 400, 403 &c. and Vol. IV. p. 603.

তৃতীয়তঃ। হিন্দুদিগের প্রাচীনতম শাস্ত্র অর্থাৎ বেদসংহিতা পাঠে প্রতীয়মান হয়, তাঁহারা ভারতবর্ষ মধ্যে সর্ব্বাগ্রে পশ্চিমোত্তর ভাগে অর্থাৎ পঞ্জাব প্রদেশে অবস্থিত হন, অনন্তর উত্তরোত্তর পূর্ব্বে ও দক্ষিণ ভাগে আসিয়া অধিবাস করেন। পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইবে, বেদ-সংহিতায় দক্ষিণাপথের কোন স্থানের উল্লেখ নাই, কিন্তু হিমালয়ের ও হিমালয়ের উত্তর দিকের সুস্পষ্ট প্রসঙ্গ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব তাঁহাদের ভারতবর্ষের উত্তর দিক্‌ হইতেই আসা সম্ভব বোধ হয়।

চতুর্থতঃ। হিন্দুরা হিমালয়ের উত্তরাংশকেই চিরকাল সমধিক পবিত্র ও লোকাতীত মহিমান্বিত বলিয়া বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছেন। ঐ দিকেই তাঁহাদের দেব-নিবাস সুমেরু পর্ব্বত। ঐ দিকেই তাঁহাদের স্বর্গারোহণের প্রশস্ত পথ। ঐ দিকেই তাঁহাদের কৈলাসাদি দেব-ভূমি ও সর্ব্ব-প্রধান তপস্যা-স্থল।

পৃথগন্ন হইয়া নানা পরিবারে বিভক্ত হইয়া পড়ে, সেইরূপ ঐ আদিম-জাতীয়েরা আবাস-ভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক নানা স্থানে প্রস্থান করিয়া ভিন্ন ভিন্ন নানা জাতি হইয়া উঠিয়াছেন। কতকগুলি পশ্চিম ও পশ্চিমোত্তরাভিমুখে যাত্রা করিয়া আসিয়া-খণ্ডের পশ্চিম

প্রঞ্চমতঃ। কৌষীতকী ব্রাহ্মণে এক স্থলে লিখিত আছে, পণ্ডিতেরা ভাষা-শিক্ষার্থ উত্তর প্রদেশে গমন করিতেন। ঐ বিষয়টি এস্থলে উদ্ধৃত হইতেছে।

পথ্যাস্বস্তিরুদীচীং দিশং প্রাজানাদ্বাগ্ বৈ পথ্যাস্বস্তিস্তস্মাদুদীচ্যাং দিশি প্রজ্ঞাততরা বাগুদ্যতে। উদঞ্চ উ এব যন্তি বাচং শিক্ষিতুম্। যো বা তত আগচ্ছতি তস্য বা শুশ্রূষন্তে ইতি স্মাহ। এষা হি বাচো দিক্ প্রজ্ঞাতা।

কৌষীতকীব্রাহ্মণ ৭। ৬।

পথ্যাস্বস্তি উত্তর দিকের বিষয় পরিজ্ঞাত ছিলেন। বাণীই পথ্যাস্বস্তি। এই হেতু উত্তর দিকেই বাক্য অধিকতর বিজ্ঞাত বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে। লোকেও উত্তর দিকেই ভাষা-শিক্ষার্থ গমন করে। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, যে ব্যক্তি ঐ দিক্ হইতে আগমন করেন, লোকে তাঁহারই উপদেশ শ্রবণ করিতে অভিলাষী হয়। কারণ, লোকে কহে, উহা বাক্যের দিক্ বলিয়া বিদিত আছে।

যদিও টীকাকারেরা এই বচনোক্ত "উদীচী" শব্দ কাশ্মীর ও বদরিকাশ্রম প্রতিপাদক বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, কিন্তু উহার অধিকতর উত্তরদেশ-বাচক হওয়াও সম্ভব। যাস্ক একটি অতীব প্রাচীন ঋষি; তিনি নিরুক্তের মধ্যে এক স্থলে লিখিয়াছেন, "শবতির্গতি-কর্ম্মা কম্বোজেম্বেব ভাষ্যতে" (২ অ। ২।) অর্থাৎ কাম্বোজদেশে শবতি-ক্রিয়া গত্যর্থে প্রচলিত আছে। মহাভারতের অর্জ্জুন-দিগ্বিজয়-বর্ণন, রাজতরঙ্গিণীর ললিতাদিত্য-জয়যাত্রা-বর্ণন ও অন্য অন্য অনেক সংস্কৃত গ্রন্থের মধ্যে কাম্বোজ দেশ যে স্থলে অবস্থিত বলিয়া উল্লিখিত আছে, তাহা পাঠ করিলে ঐ দেশ অধুনাতন বোখারা প্রদেশের সমীপস্থ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অতএব যাস্ক ঋষির সময়েও, অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত ইদানীন্তন কালেও, ভারতবর্ষের পশ্চিমোত্তর অংশে একরূপ সংস্কৃত ভাষা প্রচলিত ছিল, সুতরাং সংস্কৃত-ভাষী আর্য্য-বংশীয় লোকে তথায় অধিবাস করিত ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। বোখারা প্রদেশের বর্ত্তমান ভাষাও সংস্কৃত ও পারসীক ভাষার সহিত সুসম্বদ্ধ একটি আর্য্য-ভাষা।

ষষ্ঠতঃ। পারসীকদিগের অবস্তা-শাস্ত্রের অন্তর্গত বেন্দিদাদ্ নামক পরিচ্ছেদের সৃষ্টি-প্রকরণে কতকগুলি দেশের বর্ণন আছে। তাহার মধ্যে ঐর্য্যানবঐজো নামে একটি দেশ পারসীকদিগের আদিম আবাস বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ঐ দেশে শীত ঋতু দশ মাস এবং গ্রীষ্ম ঋতু দুই মাস মাত্র। তাদৃশ শীতপ্রধান স্থান অধিকতর উত্তর দেশ ভিন্ন অন্য দেশ হওয়া সম্ভব নয়। অতএব তাঁহারাও হিন্দুদিগের ন্যায় কোন হিমপ্রধান উত্তর প্রদেশ হইতে আগমন করিয়াছিলেন ইহা সর্ব্বতোভাবেই সম্ভাবিত। হিন্দু ও পারসীক উভয় জাতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র যতই

ভাগে ও ইয়ুরোপ-খণ্ডের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থিতি করেন; অবশিষ্ট কতকগুলি দক্ষিণাভিমুখে আগমন পূর্ব্বক পারস্তান ও ভারতবর্ষ মধ্যে প্রবিষ্ট ও উপনিবিষ্ট হন। ঐ ভারতবর্ষ-নিবাসী আর্য্য-বংশীয়েরা হিন্দু * বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। আর্য্য-বংশীয়দিগের আদিম আর্য্য-ভাষা যেমন বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া গ্রীক ও লাটিন, কেল্টিক ও টিউটোনিক, সংস্কৃত ও পারসীক প্রভৃতি

পর্য্যালোচনা করা যায়, উল্লিখিতরূপ বহুতর কারণ দৃষ্টে ঐ কথাটি ততই যুক্তি-সিদ্ধ বোধ হইতে থাকে।

সপ্তমতঃ। আর্য্য-বংশীয় ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভাষায় কেবল শীত ও বসন্ত ঋতুর সুসদৃশ নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়; অন্য ঋতুর সেরূপ সদৃশ নাম পাওয়া যায় না। ইহাতে বোধ হয়, তাঁহাদের আদিম নিবাস শীত-প্রধান দেশেরই অন্তর্গত ছিল।— Modern Investigations on Ancient India, by A. Weber, translated from the German., 1857. p.9.

ইয়ুরোপীয় আর্য্য-বংশীয়েরা আসিয়া-খণ্ড হইতে প্রস্থান করিয়া ইয়ুরোপখণ্ডের নানা স্থানে অধিবাস করেন এবং পারসীক ও ভারতবর্ষীয় আর্য্যেরা উত্তর প্রদেশ হইতে আসিয়া পারস্তানে ও ভারতবর্ষে উপনিবেশ করেন, এই দুইটি বিষয় অনুধাবন করিয়া দেখিলে, আর্য্য-কুলের আদিম নিবাস আসিয়া-খণ্ডের মধ্য-স্থল ভিন্ন অন্যত্র হওয়া সম্ভব নহে। ঐ স্থান বেলুর্তাগ ও মুস্তাগ পর্ব্বতের পশ্চিমাবস্থ ও আমু নদীর প্রস্রবণ-সন্নিহিত হিমাবৃত উন্নত ভূমি বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।

* হিন্দু-শব্দ সংস্কৃত নহে; বেদ, স্মৃতি, দর্শন ও রামায়ণাদি কোন প্রাচীন গ্রন্থে উহা দৃষ্ট হয় না। যে পুরাতন পারসীক ভাষা ইতিপূর্ব্বে আবেস্তিক বলিয়া লিখিত হইয়াছে, ঐ শব্দটি সেই ভাষার অন্তর্গত। পশ্চাৎ, সংস্কৃত সপ্তসিন্ধু ও আবেস্তিক হপ্তহেন্দু শব্দের প্রসঙ্গ পাঠ করিলে বোধ হইবে, আবেস্তিক হেন্দু শব্দ সংস্কৃত সিন্ধু শব্দেরই রূপান্তর মাত্র। পারসীক দেশের কীলরূপা * শিলালিপিতে উহা হিদুস্ বলিয়া লিখিত আছে।

তন্ত্রবিশেষে হিন্দু শব্দ উল্লিখিত ও তাহার ব্যুৎপত্তি লিখিত আছে বটে, কিন্তু তাহা কেবল ঐ তন্ত্রের আধুনিকত্ব সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে। কেবল হিন্দু শব্দ নয়, এই অনুক্ত তন্ত্র-বচনে ইংরেজ, ফিরিঙ্গি ও লণ্ডন নগরের নাম সন্নিবেশিত থাকিয়া উহার অতিমাত্র আধুনিকতার সুস্পষ্ট পরিচয় প্রদান করিতেছে।

हीनञ्च दूषयत्येव हिन्दुरित्युच्यते प्रिये ।
पूर्व्वाम्नाये नवशतं षडशीतिः प्रकीर्त्तिताः ॥
फिरिङ्गिभाषया मन्त्रास्तेषां संसाधनात् कलौ ।
अधिपा मण्डलानाञ्च संग्रामेष्वपराजिताः ॥
इंरेजा नव षट् पञ्च लण्डजाश्चापि भाविनः ।

মেরুতন্ত্র, ত্রয়োবিংশ প্রকাশ॥

---

* ৬ পৃষ্ঠায় দেখ।

বিভিন্ন প্রকার ভাষায় পরিণত হইয়াছে, আদিম আর্য্য-ধর্ম্মও সেই-রূপ ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তিত ও রূপান্তরিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছে। ঐ আদিম ধর্ম্মই ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া গ্রীসে গ্রীক, রোমকে রোমক, জর্ম্মেনিতে জর্ম্মেন্, পারসীকে পারসীক এবং হিন্দুদিগের দেশে হিন্দু ধর্ম্ম রূপে পরিণত হয়। ঐ আদিম ধর্ম্মই হিন্দু-ধর্ম্মের মুল-স্বরূপ। হিন্দু-ধর্ম্মের মুলানুসন্ধান করিতে হইলে, ঐ আদিম ধর্ম্মের অবস্থা অবধারণ করা নিতান্ত আবশ্যক।

মানব-জাতির বুদ্ধি বিদ্যা যখন যেরূপ অবস্থাপন্ন হয়, তাহাদের জাতীয় ধর্ম্মও প্রায় তদনুরূপ অবস্থায় অবস্থিত হইয়া থাকে। সভ্য ও অসভ্য জাতিদিগকে সতত এক ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে দেখা যায় বটে, কিন্তু সেটি নাম মাত্র; তাহাদের ধর্ম্ম-জ্ঞান ও ধর্ম্মানুষ্ঠান কদাচ একরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব আদিম আর্য্য-বংশীয়দিগের ধর্ম্মের অবস্থা জানিতে হইলে, তাঁহাদের বুদ্ধি বিদ্যা ও সামাজিক অবস্থার বিষয় পরিজ্ঞাত হইলে ভাল হয়। কিন্তু যাঁহাদের সংজ্ঞামাত্রও জগতে বিদিত ও প্রচারিত নাই, তাঁহাদের সবিস্তর ইতিবৃত্ত লাভের সম্ভাবনা কি? তাঁহাদিগের পরিচয়-প্রদানার্থ একটি হিরোডোটস্ বা যোসিফস্‌ও কস্মিন্ কালে মহীমণ্ডলে জন্ম-গ্রহণ করেন নাই। একটি হোমর্ অথবা বাল্মীকিও তাঁহাদের যশোগান ও গুণ-কীর্ত্তন করণা-শয়ে কদাচ অবতীর্ণ হন নাই *। তাঁহাদের সমস্ত ইতিবৃত্তই একবারে বিলুপ্ত-প্রায় হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু ধন্য শব্দবিদ্যা! ইয়ুরোপীয় শাব্দিকদিগকে শতবার ধন্যবাদ! আমরা ঐ মৃত-সঞ্জীবনী শব্দবিদ্যা-প্রভাবে ঐ অপরিজ্ঞেয়কল্প আর্য্য-বংশীয়দিগের কিছু কিছু পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছি। তাদৃশ প্রাচীন ভারত-বর্ষীয় হিন্দুগণ, পারস্তানীয় পারসীকগণ ও ইয়ুরোপীয় প্রায় সমস্ত প্রধান

* হিরোডোটস্ নামে এক প্রাচীন পণ্ডিত গ্রীক ভাষায় গ্রীক ও অন্য অন্য অনেক জাতির ইতিহাস বর্ণন করেন। যোসিফস্ নামে এক পণ্ডিত ইহুদিদিগের ইতিবৃত্ত সঙ্কলন করেন। হোমর্ নামে এক প্রধান কবি গ্রীক ভাষায় দুই খানি মহাকাব্য প্রস্তুত করেন; তাহাতে গ্রীকদিগের বল, বিক্রম, আচার, ব্যবহার ও ধর্ম্মাদির বৃত্তান্ত সন্নিবেশিত আছে।

জাতিগণের ভাষা সমুদায় যে একটি আদিম ভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ও সেই আদিম ভাষা দেশ-বিশেষে রীতি-বিশেষে রূপান্তরিত হইয়া বিভিন্ন ভাষা উৎপাদন করিয়াছে এই অসংশয়িত বিষয়টি ইতিপূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে। ঐ সমস্ত বিভিন্ন ভাষায় যদি কতকগুলি অভিন্ন শব্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তবে ঐ সমুদায় অভিন্ন শব্দের প্রতিপাদ্য যাবতীয় পদার্থ ঐ আদিম-ভাষা-ভাষী আর্য্য-বংশীয়েরা যে অবগত ছিলেন ও সেই সমুদায়কে যথাযথ ব্যবহার করিতেন ইহা আর কিরূপে অস্বীকার করা যায়? যখন ঐ আদিম জাতি হইতে উৎপন্ন অতিদূরবর্ত্তী বিভিন্ন জাতির মধ্যে ভ্রাতৃ, স্বসৃ, শ্বশুর, শ্বশ্রূ, দেবর, জামাতা, স্নুষা, নপ্তা, নপ্ত্রী, পিতৃব্য, প্রভৃতি স্বসম্পর্কি-বাচক বিবিধ শব্দ সর্ব্বতোভাবে একরূপ অথবা অনুরূপ দেখিতে পাওয়া যায় *, তখন ঐ সমস্ত সম্বন্ধ-বন্ধন আর্য্য-বংশীয়দের উদ্বাহ-সংস্কার-সংস্থাপন ও তন্নিবন্ধন গৃহ-ব্যবস্থা ও সামাজিক অবস্থার অপেক্ষাকৃত উন্নতি-সাধন পক্ষে যে সাক্ষ্য দান করিতেছে ইহাতে আর সন্দেহ কি? যখন পরস্পর দূরবর্ত্তী বহুতর জাতির জাতীয় ভাষায় গৃহ, দ্বার, নগর ও তক্ষক অর্থাৎ সূত্রধরের নাম নিতান্ত সুসদৃশ দৃষ্ট হইয়া থাকে†, তখন ঐ সমস্ত

* ইহার মধ্যে কয়েকটি শব্দের সাদৃশ্য ইতিপূর্ব্বে দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত হইয়াছে। সংস্কৃত পিতৃব্য; গ্রীক পাট্রোস; লাটিন পাট্রুবস্। সংস্কৃত শ্বশুর; লাটিন সসর্* ও গ্রীক হেকুরস্। সংস্কৃত শ্বশ্রূ; লাটিন সক্রু এবং গ্রীক হেকুরা। সংস্কৃত স্নুষা; লাটিন সুরস্ ও গ্রীক সুয়স্। সংস্কৃত দেবর; লাটিন লেবর্ ও প্রাচীন লাটিন ডেবর্; গ্রীক ডেঅর্ এবং বাঙ্গালা দেওর। সংস্কৃত নপ্তৃ; লাটিন নেপট্ ও বাঙ্গালা নাতি।

রক্ষণার্থক পা-ধাতু হইতে পিতা, পরিমাণার্থক মা-ধাতু হইতে মাতা এবং দোহনার্থক দুহ্-ধাতু হইতে দুহিতা শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। অতএব তদনুসারে এরূপ অনুমান করিতে পারা যায় যে, পিতা পরিজনের রক্ষা করিতেন; মাতা দ্রব্য-জাত পরিমাণ অর্থাৎ তদ্বিষয়ের ব্যবস্থা করিয়া দিতেন এবং দুহিতা গৃহপালিত পশুগণের দুগ্ধ দোহন করিতেন।

† সংস্কৃত ধাম; গ্রীক ডমস্; লাটিন ডমস্; স্লেবোনিক Domuü; কেল্টিক্ Daimh। সংস্কৃত পুরী; গ্রীক পলিস্। সংস্কৃত দ্বার; গ্রীক থুরা; বাঙ্গালা দুওর্ ও দোর্; ইংরেজী ডোর্। সংস্কৃত তক্ষন্; গ্রীক টেক্টোন্।

* অনেকেই এই শব্দটি সকর্ এবং কেহ কেহ সচর্ বলিয়া উচ্চারণ করে।

জাতির মূলীভূত আর্য্যবংশীয়েরা গৃহ, দ্বার, নগরাদি নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেন ইহা কিরূপে না অঙ্গীকার করা যায়? এইরূপ, হল-চালন, শস্যোৎপাদন, তন্তু-তনন, বস্ত্র-সীবন, মদিরা ও শর্করা প্রস্তুত করণ প্রভৃতি ব্যবসায়ের একরূপ নাম এবং বস্ত্রাদি শিল্প-জাত পদার্থ ও রজত, লৌহাদি ধাতু ও ধাতু-নির্ম্মিত বস্তু-বিশেষের সুসদৃশ সংজ্ঞা, এক দিকে ভারতীয় মহাসাগরের সলিলাভিষিক্ত ভারতবর্ষ-প্রান্ত, অন্য দিকে হিমার্ণব-পরিধৌত ইয়ুরোপ-প্রান্তের তুষারাবৃত শুভ্র ভূমি, এই উভয় সীমার মধ্যগত সুবিস্তৃত ভূভাগের বিভিন্ন জাতির ভাষায় বিদ্যমান থাকিয়া, ঐ আর্য্য-বংশীয়দিগের সুখ, সচ্ছন্দতা ও সামাজিক অবস্থার অপেক্ষাকৃত উন্নতি-সাধন একরূপ সপ্রমাণ করিয়া রাখিয়াছে *। সংস্কৃত, গ্রীক, লাটিন ও জর্ম্মেন্ ভাষায় নৌকার নাম এরূপ

---

* আদিম আর্য্যেরা কৃষি-ব্যবসায়ী ছিলেন, ইহা যে তাঁহাদের জাতীয় সংজ্ঞাতেই সূচিত রহিয়াছে এবিষয় পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে। (অষ্টম পৃষ্ঠা দেখ)। সংস্কৃত ভাষায় সীত্য শব্দের অর্থ শস্য ও কর্ষিত; গ্রীক ভাষায় শস্যের নাম সিটস্। বৈদিক সংস্কৃতে শস্য-ক্ষেত্রের নাম অজ্র; গ্রীক আগ্রস্; লাটিন আগর্। সংস্কৃত বস্ত্র; আবাস্তিক বস্ত্র; লাটিন বেস্টিস্; গ্রীক এস্থীস্; গথিক বস্টি। সংস্কৃত সীব *; লাটিন সুও; প্রাচীন জর্ম্মেন্ সিউ; গথিক Siuja; লিথুএনিয়ক Suwu´; স্লেবোনিক Shivu´; ইংরেজী সু। সংস্কৃত বে ও বপ্ †; লাটিন বিএও; প্রাচীন জর্ম্মেন্ Wab; ইংরেজী উইব্। সংস্কৃত মধু (মদ্য); গ্রীক মেথু। সংস্কৃত শর্করা; লাটিন সাকারম্; পারসীক শকর্; ইংরাজী শুগার; সুইডিশ্ Socker; ডেনিশ্ Sukker। সংস্কৃত অয়স্; লাটিন ঈস্ বা এস্ ‡ ও অহেস; প্রাচীন জর্ম্মেন্ er; গথিক ais; ইংরেজী আয়রন্। সংস্কৃত রজতম্; লাটিন আর্গেন্টম্। সংস্কৃত অসি; লাটিন এন্সিস্। সংস্কৃত পরশু; গ্রীক পেলেকুস। সংস্কৃত ক্ষুর=ক্ষুর; গ্রীক ক্সুরন্। সংস্কৃত বর্ম্ম; লাটিন আরমা; ইংরাজী আর্ম্মর; স্পেন্ ও ইটালি দেশের ভাষায় Arma।

---

* সংস্কৃত সীব্ ধাতুর অর্থ সেলাই।

† বে ও বপ্ ধাতুর অর্থ বোনা; যেমন বস্ত্রবয়ন।

‡ লাটিন ভাষায় Aes শব্দ কখন কখন লৌহ কখন বা সুবর্ণ অর্থে ব্যবহৃত আছে। সংস্কৃত ভাষায় অয়স্ শব্দ সচরাচর লৌহার্থেই প্রয়োজিত হইয়া থাকে, কিন্তু সায়নাচার্য্য ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ মণ্ডলের একাত্তর সূক্তের চতুর্থ ঋকের ভাষ্যে এক স্থলে উহা সুবর্ণ-বাচক বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

“অয়োহনুর্হিরণ্যয়হনুঃ”।

সুসদৃশ যে, একপ্রকার অভিন্ন বলিয়া উল্লিখিত হইতে পারে*, সুতরাং আমাদের আদিপুরুষেরা তরণি প্রস্তুত ও পরিচালিত করিয়া হ্রদ, নদাদি উত্তীর্ণ হইতেন ইহাও একপ্রকার নিশ্চিত বলিয়া লিখিত হইতে পারে। যখন বহু-দূরস্থ বিবিধ আর্য্য-ভাষায় চন্দ্রের নাম একরূপ দেখিতে পাওয়া যায়†, এবং যখন সেই সমস্ত নাম পরিমাণার্থক মা-ধাতু হইতে সাধিত হইয়া থাকে, তখন স্বতই এরূপ অনুমান উপস্থিত হইতে পারে যে, আদিম আর্য্য-বংশীয়েরা আদি-নিবাস পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে চন্দ্রমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তদীয় গতি অনুসারে কাল-বিভাগ নিরূপণ করিতেন। বিশেষতঃ যখন ঐ সমস্ত ভাষার অন্তর্গত অনেক ভাষায় চন্দ্র ও মাসের নাম পরস্পর সদৃশ ও সুসম্বন্ধ দৃষ্ট হইয়া থাকে‡, তখন ঐ অনুমান একরূপ প্রমাণ-সিদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া উঠে। এইরূপ গো, বৃষ, অশ্ব, মেষাদি গ্রাম্য পশুর সুসদৃশ সংজ্ঞায় আদিম আর্য্য-বংশীয়দিগের পশুপালনাদি বৈশ্য-বৃত্তির নিদর্শন একবারে অঙ্কিত রহিয়াছে ও সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে§। সংস্কৃত ও লাটিন ভাষায় রাজা ও

---

* সংস্কৃত নৌ এবং নাব; গ্রীক নৌস্; লাটিন নাবিস্; প্রাচীন জর্ম্মেন্ Nache; বাঙ্গালি মাজিদের ভাষায় না এবং লা; ইংরেজী অর্ণবযান সমূহ অথবা রণতরী সমগ্রের নাম নেবি।

† সংস্কৃত মাস্; পারসীক মাহ্; গ্রীক মীনী; এঙ্গ্লোসেক্সন্ Mona; গথিক mena; ইংরেজী মুন্।

‡ সংস্কৃত মাস; পারসীক মাহ্; গ্রীক মীন, লাটিন মেন্সিস্; এঙ্গ্লোসেক্সন্ Monadh; গথিক Menoth; ইংরেজী মন্থ্।

§ যেমন সংস্কৃত গৌঃ (প্রথমা বিভক্তির একবচন নিষ্পন্ন); পারসীক গাও্; ইংরেজী কৌ; সেক্সন্ Cu; ওলন্দাজী koe। সংস্কৃত ভাষায় বৃষের নাম উক্ষন্=উক্ষন্; ইংরেজীতে কৃতক্লীব বৃষের নাম অক্স; (বহুবচনে অক্সেন্); পারসীক গাও্-আখ্তা; সেক্সন্ Oxa; সুইডিশ Oxe। সংস্কৃত অশ্ব; আবস্তিক অশ্প; পারসীক অস্প্; ইংরেজী হর্স্। সংস্কৃত বরাহ; ইংরেজী বোর্; চলিত বাঙ্গালায় বরা; সেক্সন্ Bar; কর্নিশ্ Bora। সংস্কৃত ভাষায় উষ্ট্রের নাম ক্রমেল; ইংরেজী কেমেল্; লাটিন্ ক্যামেলস্। সংস্কৃত ভাষায় মেষের অপর একটি নাম অবি, উহা প্রথমা বিভক্তির এক-বচন-যুক্ত হইলে অবিস্ হয়; লাটিনেও অবিস্; গ্রীক অইস্। সংস্কৃত হংস; লাটিন আন্সর্।

ক্রমেল ও কেমেল শব্দ অনেকাংশে আরবি ভাষার উষ্ট্র-বাচক জমল শব্দের

এই পুস্তকের উপক্রমণিকার মধ্যে নানা দেশীয় লোকের নানা বিষয়ের সৌসাদৃশ্য বা অভেদ প্রতিপাদন-উদ্দেশে নানা ভাষার শব্দ-বিশেষের সাদৃশ্য প্রদর্শন করা আবশ্যক হইয়াছে। সংস্কৃতে যে বর্ণের যেরূপ বিশুদ্ধ উচ্চারণ প্রসিদ্ধ আছে *, ঐ সকল শব্দ সেইরূপেই উচ্চারণ করিতে হইবে জানিবে। কিন্তু ভাষা-বিশেষে এরূপ কতকগুলি বর্ণ আছে যে, তাহা সংস্কৃতে অর্থাৎ দেবনাগর বর্ণাবলীর মধ্যে বিদ্যমান নাই। কোন কোনটি থাকিলেও, বাঙ্গলায় তাহার প্রকৃতরূপে উচ্চারণ হয় না। অতএব বাঙ্গলা বর্ণ-বিশেষে চিহ্ন-বিশেষ দিয়া সেই সমস্ত বিদেশীয় বর্ণের উচ্চারণ বিজ্ঞাপন করিতে হইয়াছে। সেই সমুদায় চিহ্নিত বর্ণ কিরূপে উচ্চারণ করিতে হইবে, তাহা লিখিয়া অন্যের হৃদয়ঙ্গম করা সুকঠিন; এই নিমিত্ত যে যে চিহ্নিত বর্ণ এদেশ-ব্যবহৃত কোন ভাষার যে যে বর্ণের সদৃশ, পশ্চাৎ তাহাই লিখিত হইতেছে। পাঠকগণ অল্প আয়াসেই বুঝিয়া লইতে পারিবেন।

চিহ্নিত বর্ণ		অন্য কোন ভাষার যে বর্ণের সদৃশ।
আ ়া	...	বাঙ্গলা আমার ও আথিবিথি শব্দের আকার।
ই ...	...	বাঙ্গলা যাই ও পাই শব্দের ইকার।
উ ...	...	বাঙ্গলা লাউ ও ঝাউ শব্দের উকার।
এ ে	...	ইংরেজী Bet শব্দের e.
এ ে	...	অতিমাত্র হ্রস্ব ও অস্পষ্ট। যেমন বাঙ্গলা ধরে, করে, বলে ইত্যাদি।
এ ে	...	বাঙ্গলা কেমন শব্দের একার ও ইংরেজী Bad শব্দের a.
ও ...	...	বাঙ্গলা হও ও লও শব্দের ওকার।

---

* বাঙ্গলা দেশে সংস্কৃত ভাষার যেরূপ উচ্চারণ-রীতি প্রচলিত আছে, তাহা অত্যন্ত অশুদ্ধ। অতএব সে রীতি পরিত্যাগ করিয়া ঐ সমস্ত বিদেশীয় শব্দ প্রকৃত রীতি অনুসারে উচ্চারণ করিতে হইবে।

চিহ্নিত বর্ণ	অন্য কোন ভাষার যে বর্ণের সদৃশ।
ওঁ†	প্রায় বাঙ্গলা অকার এবং ইংরেজী Hod শব্দের o.
ো ...	বাঙ্গলা কোটা ও মোটা শব্দের ওকার এবং অমুক শব্দের অকার।
ক়	পার্সী ق
খ়	পার্সী خ
গ়	পার্সী غ
জ়	ইংরেজী Z.
জ়	ইংরেজী Azure শব্দের Z এবং Pleasure শব্দের S.
ফ়	ইংরেজী F.
বঁ	দেবনাগর ব ও ইংরেজী V.

ইংরেজী প্রভৃতি কোন কোন ভাষার T ও D বর্ণের স্থানে ট ও ড বর্ণ লিখিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাদের উচ্চারণের অনেক বিশেষ আছে। সংস্কৃত ট ও ড মূর্দ্ধন্য বর্ণ; T ও D সেরূপ নয়। দন্তের কিঞ্চিৎ পশ্চাৎ ভাগে জিহ্বার অগ্রভাগ সংযোগ করিয়া T ও D উচ্চারণ করিতে হয়, কিন্তু জিহ্বাকে ব্যাবর্ত্তিত করিয়া তাহার অনেক পশ্চাতে সংযোগ করিলে তবে ট ও ড বর্ণ উচ্চারিত হইয়া থাকে।

ট় বর্ণ না ইংরেজী T না বাঙ্গলা ত; এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী।

---

† এটি আবস্তিক হ্রস্ব ওকার-বিজ্ঞাপক।

ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়।

উপক্রমণিকা।

হিন্দু ধর্ম্মের মূলানুসন্ধান করিতে হইলে, ভারতবর্ষ হইতে বহির্গত হইয়া বর্ষান্তরে বিচরণ করিতে হয়। হিন্দুরা ভারতভূমির আদিম নিবাসী ছিলেন না; দেশান্তর হইতে আগমন করিয়া এ স্থানে অবস্থিত হইয়াছেন।

লাটিন ও গ্রীক, কেল্‌টিক ও টিউটোনিক, লেটিক ও স্লেবোনিক *, হিন্দু ও পারসীক ইত্যাদি বিভিন্ন বংশীয় বিভিন্ন জাতি একটি মূল জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এই পরম মনোহর মহত্তম তত্ত্বটি ইয়ুরোপীয়দিগের শব্দবিদ্যানুশীলনের, বিশেষতঃ, সংস্কৃত-চর্চ্চার, সুধাময় ফল †। যত দিন সংস্কৃত শাস্ত্র তাঁহাদের কর-স্পর্শ

---

* লাটিন, গ্রীক, কেল্‌টিক, টিউটোনিক, লেটিক, স্লেবোনিক এই কয়েক বংশ হইতে ইংরেজ, ফরাসী, জর্ম্মেন ও ইটালীয় প্রভৃতি ইয়ুরোপস্থ প্রায় সমস্ত সভ্য জাতি উৎপন্ন হইয়াছে।

† যে বিদ্যায় ধাতু ও প্রত্যয়, শব্দ সমুদায়ের রূঢ় ও যৌগিক শক্তি এবং ব্যাকরণ ও অলঙ্কার-প্রতিপাদ্য অন্য অন্য বিষয় বিচারিত হয়, তাহার সাধারণ নাম শব্দবিদ্যা। যেরূপ শব্দবিদ্যা নানা ভাষার জ্ঞান-সাপেক্ষ, অর্থাৎ যাহাতে বিবিধ ভাষার ঐ সমস্ত বিষয়ের পরস্পর সম্বন্ধ প্রদর্শিত হয়, তাহাকে আপেক্ষিকী শব্দবিদ্যা কহে। এস্থলে শব্দবিদ্যার বিষয়ে যাহা কিছু লিখিতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহা এই আপেক্ষিকী শব্দবিদ্যা বিষয়ক বলিয়াই জানিতে হইবে। পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষের মধ্যে সংস্কৃত ও প্রাকৃত শব্দবিদ্যার সমধিক শ্রীবৃদ্ধি-সাধন হইয়াছিল বটে, কিন্তু সে সময়ে কোন স্থানে বিভিন্ন দেশীয় বিবিধ ভাষা বিষয়িণী আপেক্ষিকী শব্দবিদ্যার সূত্রপাতও হয় নাই।

লাটিন গ্রীক প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতি যে একটি অভিন্ন মূল জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, শব্দবিদ্যার অনুশীলন দ্বারা ইহা কিরূপে নিরূপিত হয়, তাহা জানিবার নিমিত্ত সকলেরই কৌতূহল উপস্থিত হইতে পারে। কিন্তু এ প্রস্তাবে সে বিষয়ের সবিস্তর বিবরণ করা সম্ভব ও সঙ্গত নহে। অতএব কিঞ্চিৎ আভাস মাত্র দেওয়া যাইতেছে।

এই সকল ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভাষার কতকগুলি শব্দের এরূপ সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় যে, এক কালে উহারা সকলেই এক-ভাষী ও এক-জাতি-নিবিষ্ট না থাকিলে কোন ক্রমেই সেরূপ ঘটিতে পারে না। ঐ সৌসাদৃশ্য যে কিরূপ, তাহার দুই একটি উদাহরণ প্রদর্শন করা যাইতেছে। যথা;—

করিতে সমর্থ হয় নাই, তত দিন ঐ শব্দবিদ্যার অবয়ব-সংস্থান-মাত্রও

স্বসম্পর্কি-বাচক সুসদৃশ শব্দ।

সংস্কৃত	আবস্তিক*	পারসীক	গ্রীক	লাটিন	জর্ম্মেন	ইংরেজী	চলিত বাঙ্গলা।
মাতৃ	,,	মাদর্	মাটর্	মাটর্	মুতের্	মদর্	মা
পিতৃ	পৈতর	পদর্	পাটর্	পাটর	ফাতের	ফাদর	,,
ভ্রাতৃ	ব্রাতর	ব্রাদর্	ফ্রাট্রিআ	ফ্রাটর্	ব্রুদের্	ব্রদর	ভাই
দুহিতৃ	দুঘ্ধর্	দোখ্‌তর	থুগাটর্	,,	টখ্‌তের্	ডটর	,,
স্বসৃ	,,	,,	,,	সসর্। সরর	শ্বেস্তের	সিস্‌টর্	,, †

সর্ব্বনাম।

সংস্কৃত	আবস্তিক*	পারসীক	গ্রীক	লাটিন	জর্ম্মেন	ইংরেজী	চলিত বাঙ্গলা।
অহম্ প্রথমাবিভক্তি-নিষ্পন্ন	অজেম্	মা (বহুবচন)	,,	,,	,,	আই	আমি
ত্বম্ প্রথমাবিভক্তি-নিষ্পন্ন	তূম্	তু	সু	টু	,,	দৌ। ইউ	তুমি। তুই। তু

সঙ্খ্যা।

সংস্কৃত	আবস্তিক*	পারসীক	গ্রীক	লাটিন	জর্ম্মেন	ইংরেজী	চলিত বাঙ্গলা।
দ্বি	দ্বব	দো	ডও	ডুও	,,	টু	দুই
ত্রি। ত্রয়স্। তিস্রঃ (স্ত্রীলিঙ্গ)	তিসরো (স্ত্রীলিঙ্গ)	,,	ট্রাইস্	ট্রেস্	ত্রাই	থ্রি	তিন
চতুর। চত্বারঃ	চথ্বারো	চার্। চাহার্	,,	কাটুঅর	,,	,,	চার
পঞ্চন্	পঞ্চন্	পঞ্জ্	পেন্‌টি	,,	,,	,,	পাঁচ
ষষ্	খ্‌স্বস্	শশ্	হেক্‌স্	সেক্‌স্	সেশ্‌স্	সিক্‌স্	ছয়
সপ্তন্	হপ্তন্	হফ্‌ত্	হেপ্টা	সেপ্টেম্	সেপ্‌ত	সেবেন্	সাত
অষ্টন্	অস্তন্	হস্তন্	অকটো	অকটো	আখ্‌ত	এইট্	আট
নবন্	নবন্	নোহ্	হেনিয়া	নবেম্	নয়িন্	নাইন্	নয়

* প্রাচীন পারসীক ভাষা-বিশেষ। পশ্চাৎ যথাস্থানে ইহার বিষয় সবিশেষ লিখিত হইবে।

† চলিত বাঙ্গলায় স্বসৃ শব্দ ব্যবহৃত নাই বটে, কিন্তু মাসী ও পিসী শব্দ মাতৃস্বসৃ ও পিতৃস্বসৃ শব্দেরই রূপান্তর।

সুসম্পন্ন হয় নাই। ঐ পূর্ব্বকালীন অতুল্য ভাষা তদীয় করস্থ হইবামাত্র ঐ অদ্ভুত বিদ্যার অনুপম মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া দিল, এবং অনতিবিলম্বেই উল্লিখিত গুরুতর তত্ত্বটি সুসিদ্ধ করিয়া তুলিল। ঐটি অব-

---

কাল সহকারে এক ভাষার অন্তর্গত শব্দ-বিশেষ অন্য ভাষায় প্রবিষ্ট হইতে পারে, কিন্তু মাতা, পিতা, ভ্রাতা, দুহিতা প্রভৃতি স্বসম্পর্কি-বাচক, আমি তুমি প্রভৃতি সর্ব্বনাম এবং এক, দুই, তিন প্রভৃতি সংখ্যা-বাচক শব্দগুলি সেরূপ হওয়া সম্ভব নহে। মনুষ্যেরা প্রথম অবস্থায় বাক্-শক্তি-শূন্যই থাকুন আর নাই থাকুন, তাঁহাদের যে সময়ে প্রথম বাক্য-স্ফুট হয়, সে সময়ে মাতা, পিতা, ভ্রাতা, দুহিতা প্রভৃতি স্বসম্পর্কীয় জনকে সম্ভাষণ করা অনতিবিলম্বেই আবশ্যক হইয়া থাকে তাহার সন্দেহ নাই। অতএব এক জাতীয় লোকের অন্য জাতির ভাষা হইতে ঐ সমস্ত শব্দ শিক্ষা করিবার নিমিত্ত অপেক্ষা করিয়া থাকা কোন মতেই সম্ভাবিত নহে। সর্ব্বনাম ও সংখ্যাবাচক শব্দের বিষয়েও এই রূপ জানিতে হইবে।

ঐ সমস্ত শব্দ ব্যতিরেকে ব্যাকরণ-ঘটিত প্রত্যয়াদিরও সমধিক ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। এস্থলে সে বিষয়ের সবিশেষ বর্ণন করা সঙ্গত নহে, একারণ পাঠকবর্গকে অতি সংক্ষেপে তাহার একটু আভাস মাত্র দেওয়া যাইতেছে। সংস্কৃত ভাষায় দান ও অস্তিত্ব বুঝিতে দা ও অস্ নামে দুইটি ধাতু ব্যবহৃত হয়, পশ্চাৎ তাহাদের কয়েকটি রূপ লিখিত হইতেছে।

সংস্কৃত	আবস্তিক	পারসীক	গ্রীক	লাটিন।
দদামি	দধামি	দেহম্	ডিডোমি	ডো
দদাসি	দধাহি	দেহ্	ডিডোস্	ডাস
দদাতি	দধৈত্তি	দেহদ্	ডিডোটি	ডাট্
অস্মি	অহ্মি	হস্তম্। অস্তম্	এস্মি	সম্
অসি	অহি	হস্তি। অস্তি	এস্সি। আইস্	এস্
অস্তি	অশতি	হস্ত্। অস্ত্	এস্টি	এসট্

যে সমস্ত ভাষা একটি মূল ভাষা হইতে উৎপন্ন না হইয়াছে, সে সমুদায়ের ঐরূপ বৈয়াকরণিক সাদৃশ্য ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। অতএব যে সকল জাতির ভাষায় ঐরূপ ব্যাকরণ-ঘটিত প্রত্যয়ের ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সমস্ত জাতি একটি মূল জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

যাঁহারা এবিষয়ের সবিশেষ বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা Bopp's comparative Grammar, Lectures on the Science of Language by Max Müller 1st. and 2nd. series, Prichard's Physical History of mankind, ইত্যাদি, ইংরেজী গ্রন্থ দেখিবেন।

ধারিত হওয়াতে, পূর্ব্বোক্ত আদিম জাতির, অর্থাৎ আর্য্য-কুলের, পুরাবৃত্তের প্রথম পরিচ্ছেদ প্রকটিত হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না *। ঐ আদিম জাতি অবনিমণ্ডলের কোন্ অংশে অবস্থিত

---

* আর্য্য শব্দের ইতিবৃত্ত বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ যাহা লিখিত হইতেছে, তাহা পাঠ করিয়া দেখিলে, ঐ আদিম জাতি আর্য্য অথবা তদনুরূপ সংজ্ঞায় প্রসিদ্ধ ছিল বলিয়া অনুভূত হয়।

হিন্দুদিগের নব্যতর গ্রন্থানুসারে আর্য্য শব্দের অর্থ, বিশিষ্ট, মান্য ও সৎকুলোদ্ভব। বেদসংহিতায় হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী লোক মাত্রেই আর্য্য বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে।

বিজানীহ্যার্য্যান্ যে চ দস্যবো বর্হিষ্মতে রন্ধয়া শাসদব্রতান্।
শাকী ভব যজমানস্য চোদিতা বিশ্বেত্তা তে সধমাদেষু চাকন॥

ঋগ্বেদ-সংহিতা। ১ম, ৫১ সূ, ৮ ঋক্।

ইন্দ্র! তুমি আর্য্য-বর্গকে এবং দস্যুদিগকে বিশেষ রূপে অবগত হও। ঐ ব্রত-বিরোধীদিগকে নিগ্রহ করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠাতা যজমানের অধীন কর। তুমি শক্তিশালী, অতএব যজমানের প্রযোজক হও। আমি প্রমোদকর যজ্ঞ সমুদায়ে তোমার ঐ সমুদায় কর্ম্মের বিষয় কীর্ত্তন করিতে অভিলাষ করি।

এইরূপ ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১০৩ সূক্তের ৩ ঋক্ ও ১১৭ সূক্তের ২১ ঋক্; দ্বিতীয় ম, ১১ সূ, ১৯ ঋক্; ষষ্ঠ ম, ৩৩ সূ, ৩ ঋক্ ইত্যাদি অনেক অনেক ঋকে আর্য্য ও দস্যু বা দাসগণের পরস্পর বিরুদ্ধ স্বভাব ও বিরুদ্ধ-জাতিত্ব সূচিত হইয়াছে। ঐ দুই শব্দ যেরূপ স্থলে যেরূপ অর্থে লিখিত হইয়াছে তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে, আর্য্য শব্দ সমগ্র হিন্দুজাতি-প্রতিপাদকই বোধ হয়।

অথর্ব্ববেদ-সংহিতায় সমগ্র লোক শূদ্র ও আর্য্য এই দুই বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে।

তয়াহং সর্বং পশ্যামি যশ্চ শূদ্র উতার্য্যঃ।

অথর্ব্ববেদ-সংহিতা। ৪ কাণ্ড। ১২০। ৪।

প্রিয়ং মা কৃণু দেবেষু প্রিয়ং রাজসু মা কৃণু।
প্রিয়ং সর্বস্য পশ্যত উত শূদ্র উতার্য্যে॥

অথর্ব্ববেদ-সংহিতা। ১৯ কাণ্ড। ৬২। ১।

শতপথ ব্রাহ্মণে ও কাত্যায়ন-প্রণীত শ্রৌতসূত্রে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই বর্ণ-ত্রয়েরই আর্য্য বলিয়া পরিচয় পাওয়া যায়।

শূদ্রার্য্যৌ চর্ম্মণি পরিমণ্ডলে ব্যায়চ্ছেতে। (১৩অ, ২ক, ৩সূ।)

এই কাত্যায়ন-কৃত সূত্রের অর্থে ভাষ্যকার লেখেন,—

শূদ্রশ্চতুর্থো বর্ণঃ আর্য্যস্ত্রৈবর্ণিকঃ।

আর্য্য শব্দের অর্থ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণ; চতুর্থ বর্ণের নাম শূদ্র।

ছিল ইহা জানিবার নিমিত্ত আমাদের কৌতূহল-শিখা অবিলম্বেই উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে তাহার সন্দেহ নাই।

বোধ হয়, শূদ্র-বর্ণ আর্য্য-বংশীয় নহে; আর্য্যেরা ভারতবর্ষে আসিয়া শূদ্র-নামক অনার্য্য-জাতি-বিশেষকে আপনাদের সমাজ-ভুক্ত করিয়া লন।

মনুসংহিতায় হিন্দুদিগের আবাস-ভূমি আর্য্যাবর্ত্ত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

আসমুদ্রাত্তু বৈ পূর্ব্বাদাসমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ।
তয়োরেবান্তরং গির্য্যোরার্য্যাবর্ত্তং বিদুর্বুধাঃ॥

মনুসংহিতা। দ্বিতীয়াধ্যায়।

উত্তরে হিমালয় ও দক্ষিণে বিন্ধ্যাচল এবং পূর্ব্বে পূর্ব্ব সমুদ্র ও পশ্চিমে পশ্চিম সমুদ্র এই চতুঃসীমাবদ্ধ ভূভাগের নাম পণ্ডিতেরা আর্য্যাবর্ত্ত বলিয়া জানেন।

এই বচন-রচনার সময়ে আর্য্য শব্দ হিন্দুদিগের জাতি-গত সাধারণ নাম ছিল বলিতে হইবে।

আর্য্যাবর্ত্ত আর্য্যদিগের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণের নিবাস-ভূমি ছিল ইহা মনুসংহিতায় সুস্পষ্ট প্রকটিত আছে। সুতরাং আর্য্যাবর্ত্ত শব্দের অন্তর্ভূত আর্য্য শব্দ ঐ সমগ্র বর্ণ-ত্রয়-প্রতিপাদক বলিতে হইবে।

এতান্ দ্বিজাতয়ো দেশান্ সংশ্রয়েরন্ প্রযত্নতঃ।
শূদ্রস্তু যস্মিন্ কস্মিন্ বা নিবসেদ্ বৃত্তিকর্ষিতঃ॥

মনুসংহিতা। দ্বিতীয়াধ্যায়।

দ্বিজাতি অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যেরা এই সকল দেশে বসতি করিবেন, শূদ্রেরা ব্যবসায় অনুরোধে যথা তথা বাস করিতে পারে।

মনুসংহিতায় আর্য্য অনার্য্য এই উভয় কুলের পরস্পর বিভিন্নতা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে।

জাতো নার্য্যামনার্য্যায়ামার্য্যাদার্য্যো ভবেদ্গুণৈঃ।
জাতোঽপ্যনার্য্যাদার্য্যায়ামনার্য্য ইতি নিশ্চয়ঃ॥

মনুসংহিতা। ১০ম অধ্যায়। ৬৭ শ্লোক।

আর্য্য পুরুষের ঔরসে ও অনার্য্যা নারীর গর্ভে যে সন্তান জন্মে, সে সন্তান শাস্ত্রোক্ত গুণ-যুক্ত হইলে আর্য্যত্ব প্রাপ্ত হয়। আর অনার্য্য পুরুষের ঔরসে আর্য্যা স্ত্রীর গর্ভে যে পুত্র জন্মে, সে নিশ্চয়ই অনার্য্য।

অনার্য্যমার্য্যকর্ম্মাণমার্য্যঞ্চানার্য্যকর্ম্মিণম্।
সংপ্রধার্য্যাব্রবীদ্ধাতা ন সমৌ নাসমাবিতি॥

মনুসংহিতা। ১০ম অধ্যায়। ৭৩ শ্লোক।

মনুষ্যেরা প্রথমে আসিয়া-খণ্ডেরই অধিবাসী ছিলেন এইরূপ একটি

যে অনার্য্য ব্যক্তি আর্য্য জাতির, এবং যে আর্য্য ব্যক্তি অনার্য্য জাতির, কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, বিধাতা বিচার করিয়া সেই উভয়কে না সমান না অসমান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রীমান্ কুল্লূক ভট্ট এই শেষোক্ত দুই শ্লোকের মধ্যে প্রথম শ্লোকের আর্য্য শব্দ ব্রাহ্মণ-বাচক ও অনার্য্য শব্দ শূদ্র-বাচক এবং দ্বিতীয় শ্লোকের অনার্য্য শব্দ শূদ্র-বাচক ও আর্য্যশব্দ দ্বিজাতি অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বাচক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

অমরকোষেও লিখিত আছে, বিন্ধ্য ও হিমালয় পর্ব্বতের মধ্যগত দেশ আর্য্যা-বর্ত্ত অর্থাৎ আর্য্যদিগের স্থান ছিল।

আর্য্যাবর্ত্তঃ পুণ্যভূমির্ম্মধ্যং বিন্ধ্যহিমাগয়োঃ।

অর্য্য শব্দের অর্থ বৈশ্য। সুতরাং এক কালে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ভিন্ন ভারতবর্ষের সমস্ত আর্য্য-বংশীয়েরাই, অর্থাৎ আর্য্য-কুলোৎপন্ন অধিকাংশ লোকেই, অর্য্য নাম ধারণ করিত। হয় ত, অর্য্য শব্দ হইতেই আর্য্য শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। কৃষি-কার্য্য বৈশ্যদিগের একটি প্রধান বৃত্তি। লাটিন, গ্রীক, এঙ্‌লোসেক্‌সন্, ইং-রেজী, রুশ্, আয়রিশ্, কর্ণিশ্, ওএল্‌শ্, প্রাচীন নর্স, লিথুএনিয়ক প্রভৃতি অনেক ইয়ুরোপীয় ভাষায় হল ও কৃষি-বাচক কতকগুলি শব্দ আছে, তাহা অর্‌ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন বলিয়া অবধারিত হইয়াছে। ঐ অর্‌ ধাতুর অর্থ ভূমি-কর্ষণ। ইহাতে বোধ হয় আর্য্যেরা একত্র সংসৃষ্ট থাকিতে কৃষি-কার্য্য করিতেন, এবং তদনুসারে তাঁহারা অর্য্য বা আর্য্য বা তদনুরূপ অন্য নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যদিও সংস্কৃত ভাষায় অবিকল অর্‌ ধাতু বিদ্যমান নাই *, কিন্তু অন্য অন্য অধিকাংশ আর্য্য ভাষার ঐ সমস্ত কৃষি ও হল-বাচক শব্দের পর্য্যালোচনা দ্বারা ঐ ধাতুটি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

পারসীকদিগের অবস্তা নামক প্রাচীন শাস্ত্রে ঐর্য্য শব্দ শ্রদ্ধাস্পদ ও লোক-সাধারণ এই দুই অর্থে প্রয়োজিত আছে। পারসীকদিগের আদিম স্থানের নাম ঐর্য্যানমৃবএজো অর্থাৎ আর্য্যবীজ। তাঁহারা ঐ মূল স্থান হইতে ক্রমশঃ দক্ষিণে ও পশ্চিমে গিয়া অধিবাস করেন। তাঁহারা যে যে দেশ অধিকার করেন, অব-স্থায় তাহা ঐর্য্যা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। গ্রীক গ্রন্থকার ষ্ট্রাবো ঐ সমস্ত জনপদ ও তাহার সমীপবর্ত্তী আর কতকগুলি স্থানকে একত্র আরিআনা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। হিরোডোটস (VII. 62) মীড় দেশীয়দিগকে আরিআই এবং তাঁহার পূর্ব্বে হেলেনিকস পারসীক দেশকে আরিয়া বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

কীলরূপা শিলালিপিতে ** পারসীক সম্রাট্ দরায়ুবের নামের সহিত অরিয় ও অরিয়চিত্র (অর্থাৎ আর্য্য ও আর্য্যবংশীয়) এই দুই বিশেষণ সংযোজিত আছে।

---

* সংস্কৃত ভাষায় ঋ ধাতু আছে, তাহা হইতে অর্য্য ও আর্য্য উভয় শব্দই নিষ্পন্ন হইতে পারে।

** পারসীক দেশে কতকগুলি শিলালিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহা এবম্বিধ কীলকাকৃতি অক্ষরে অঙ্কিত। তাহার ভাষা সংস্কৃত ভাষার অনুরূপ। শ্রীমান্ রলিন্‌-সন্ তাহার অর্থোদ্ভেদ করেন।

জন-প্রবাদ সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে। ঐ খণ্ডের মধ্য-স্থল মানব-কুলের সূতীগৃহ-স্বরূপ। কালে কালে ঐ স্থান হইতে লোক-পুঞ্জ বিনির্গত ও চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া বহু-বিস্তৃত ভূ-খণ্ড সমুদায় অধিকার করিয়াছে। চীন-জাতীয়েরা ঐ স্থলেরই আদিম নিবাসী এই অনুমান কোন মতেই অযুক্ত নহে এবং চীন-রাজ্যের ইতিবৃত্ত ঐ স্থল-বহির্ভূত দুর্ব্বিজয় বর্ব্বরদিগের অসকৃৎ আক্রমণাদির বৃত্তান্ত বই আর কিছুই নয়। অপেক্ষাকৃত ইদানীন্তন সময়ে

পুরাকালীন পারসীকদিগের প্রধান দেবতার নাম অহুর মজ্দ্ ছিল। তিনি অন্য এক শিলালিপিতে আর্য্যদিগের দেবতা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। পারসীক দেশের অধুনাতন নাম ইরান্ ঐ অরিয় শব্দেরই বিকৃতি বোধ হয়। কতকগুলি শিলালিপিতে দেখিতে পাওয়া যায়, ঐ রাজ্যের পারসীক ভূপতিরা অনেকে আপনাদিগকে ইরান্ বা অনিরান্ অর্থাৎ আর্য্য বা অনার্য্য উভয় জাতীয় লোকদিগের অধীশ্বর বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। পূর্ব্বতন পারসীকদিগের অনেকানেক নাম অরিয়-শব্দ-সংশ্লিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। মহারাজ দরায়ুষের প্রপিতামহের নাম অরিয়া রাম্ন *।

আর্ম্মানি ভাষায় অরি শব্দের অর্থ ইরানি ও সাহসিক। ককেসস পর্ব্বতের উপত্যকায় কতকগুলি আর্য্য-বংশীয় লোক বাস করে, তাহাদের জাতীয় নাম আয়রন্। পশ্চাৎ দৃষ্ট হইবে, আর্য্য-বংশীয়েরা প্রথমে আসিয়াখণ্ডের মধ্যস্থলে বাস করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে কতকগুলির খোরাসান্ ও রুষ দেশ দিয়া কৃষ্ণসাগরের উপকূলে ও থ্রেস্ দেশে গমন করা সম্ভব ও সঙ্গত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। ঐ থ্রেসের প্রাচীন নাম আরিয়া।

আয়র্লণ্ড দ্বীপস্থ কেল্ট জাতীয়েরা আর্য্য-বংশীয়দিগেরই একটি প্রাচীন শাখা-বিশেষ। উহাদের প্রাচীন নাম এর অথবা এরি। উহারা প্রাচীন নর্স্ † ভাষায় ঈরার্ এবং এঙ্গ্লোসেক্সন্ ভাষায় ইরা বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। আয়র্লণ্ডের পূর্ব্বতন নাম ঈরিউ। অতএব আর্য্যদিগের আর্য্য নামের একটি পুরাতন রূপ আয়র্লণ্ড দ্বীপের প্রসিদ্ধ নামে লক্ষিত হইতেছে একথা অসম্ভব নহে।

ভারতবর্ষ হইতে আয়র্লণ্ড পর্য্যন্ত আর্য্য-বংশীয় নানা জাতির ও তদীয় আবাসভূমির সংজ্ঞার বিষয় যাহা সংক্ষেপে সঙ্কলিত হইল, তাহা পাঠ করিলে আর্য্যবংশীয়েরা আর্য্য অথবা তদনুরূপ কোন নামে পরিচিত ছিলেন বলিয়া প্রতীতি জন্মে।— Lectures on the Science of Language by Max Müller, 1st series, Lecture VI Commentaire sur le yacna par E. Burnouf Tome. 1. p. 460–462. Ibid Notes et eclaircissements. p. lxi. দেখ।

---

* হিরোডোটস্ প্রভৃতি গ্রীক গ্রন্থকারেরা এইরূপ 'অরিয়া'-ভাগ-বিশিষ্ট অনেকানেক পারসীক নাম উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

† সুইডেন, নারোয়ে, ডেন্‌মার্ক ও আইস্‌লণ্ড্ দ্বীপের প্রাচীন ভাষার নাম নর্স্।

হুনাদি ভীষণ-মূর্ত্তি, প্রচণ্ডতর, বর্ব্বর-দল সকল ঐ স্থল হইতে বহির্গত হইয়া, পশ্চিমাভিমুখে প্রধাবন পূর্ব্বক, সম্মুখস্থ সমস্ত দেশে ত্রাস ও সঙ্কট বিস্তৃত করিয়াছে এবং জগদ্বিখ্যাত সুসমৃদ্ধ রোমক-রাজ্য আক্রমণ ও অধিকার করিয়া তৎকালীন সুখ, সমৃদ্ধি, বিদ্যা, গৌরব সমস্তই ভ্রষ্ট ও বিনষ্ট করিয়াছে। নর-কুলের কালান্তক-স্বরূপ তৈমুর ও জঙ্গিজ খাঁ পঙ্গপাল তুল্য স্বদল সমভিব্যাহারে ঐ স্থল হইতেই নির্গত হইয়া নর-কণ্ঠ-বিনিঃসৃত শোণিত-তরঙ্গে চতুর্দ্দিক্ পরিপ্লুত করিয়াছে এবং অবশেষে অধিকৃত দেশ ও প্রদেশস্থ লোকের বিদ্যা, বুদ্ধি ও সভ্যতা-গুণে আপনাদিগের জাঙ্গলিকতা ও বর্ব্বরতা-ভাব পরিহার পূর্ব্বক ধীমান্ ও সভ্যতাবান্ হইয়া উঠিয়াছে। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, অতিপূর্ব্বে উল্লিখিত আর্য্য-বংশীয়েরাও ঐ স্থলেরই একাংশের অধিবাসী ছিলেন। বোধ হয়, তাঁহারা উহার অন্তর্গত বেলুর্তাগ্ ও মুস্তাগ্ পর্ব্বতের পশ্চিম পার্শ্বস্থ উচ্চতর ভূমিতেই অবস্থিতি করিতেন *। যেমন একান্ন-ভুক্ত পরিজন-সমূহ কালক্রমে

---

* যে যে কারণে এবিষয়টি অনুমান-সিদ্ধ বোধ হয়, তাহার মধ্যে স্থূল স্থূল কয়েকটি কারণ এস্থলে সংক্ষেপে সংকলিত হইতেছে।

প্রথমতঃ। আসিয়াখণ্ডের লোকে ইয়ুরোপখণ্ডে গিয়া অধিবাস করে, এই প্রবাদটি সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছে।

দ্বিতীয়তঃ। গ্রীক্ ও রোমকেরা পূর্ব্বোত্তর অঞ্চল হইতে গমন করিয়া গ্রীসে ও ইটালি দেশে অধিবাস করেন এই বিষয়টি ইতিহাস-বেত্তারা প্রায় সকলেই অনুমান করিয়া থাকেন। Prichard's Researches into Physical History of Mankind. Third edition Vol. III. p. 51, 390, 400, 403 &c. and Vol. IV. p. 603.

তৃতীয়তঃ। হিন্দুদিগের প্রাচীনতম শাস্ত্র অর্থাৎ বেদসংহিতা পাঠে প্রতীয়মান হয়, তাঁহারা ভারতবর্ষ মধ্যে সর্ব্বাগ্রে পশ্চিমোত্তর ভাগে অর্থাৎ পঞ্জাব প্রদেশে অবস্থিত হন, অনন্তর উত্তরোত্তর পূর্ব্বে ও দক্ষিণ ভাগে আসিয়া অধিবাস করেন। পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইবে, বেদ-সংহিতায় দক্ষিণাপথের কোন স্থানের উল্লেখ নাই, কিন্তু হিমালয়ের ও হিমালয়ের উত্তর দিকের সুস্পষ্ট প্রসঙ্গ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব তাঁহাদের ভারতবর্ষের উত্তর দিক্ হইতেই আসা সম্ভব বোধ হয়।

চতুর্থতঃ। হিন্দুরা হিমালয়ের উত্তরাংশকেই চিরকাল সমধিক পবিত্র ও লোকাতীত মহিমান্বিত বলিয়া বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছেন। ঐ দিকেই তাঁহাদের দেব-নিবাস সুমেরু পর্ব্বত। ঐ দিকেই তাঁহাদের স্বর্গারোহণের প্রশস্ত পথ। ঐ দিকেই তাঁহাদের কৈলাসাদি দেব-ভূমি ও সর্ব্ব-প্রধান তপস্যা-স্থল।

পৃথগন্ন হইয়া নানা পরিবারে বিভক্ত হইয়া পড়ে, সেইরূপ ঐ আদিম-জাতীয়েরা আবাস-ভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক নানা স্থানে প্রস্থান করিয়া ভিন্ন ভিন্ন নানা জাতি হইয়া উঠিয়াছেন। কতকগুলি পশ্চিম ও পশ্চিমোত্তরাভিমুখে যাত্রা করিয়া আসিয়া-খণ্ডের পশ্চিম

পঞ্চমতঃ। কৌষীতকী ব্রাহ্মণে এক স্থলে লিখিত আছে, পণ্ডিতেরা ভাষা-শিক্ষার্থ উত্তর প্রদেশে গমন করিতেন। ঐ বিষয়টি এস্থলে উদ্ধৃত হইতেছে।

पथ्यास्वस्तिरुदीचीं दिशं प्राजानाद् वाग् वै पथ्यास्वस्तिस्तस्मादुदीच्यां दिशि प्रज्ञाततरा वागुद्यते। उदञ्च उ एव यन्ति वाचं शिक्षितुम्। यो वा तत आगच्छति तस्य वा शुश्रूषन्त इति स्माह। एषा हि वाचो दिक् प्रज्ञाता।

কৌষীতকীব্রাহ্মণ ৭। ৬।

পথ্যাস্বস্তি উত্তর দিকের বিষয় পরিজ্ঞাত ছিলেন। বাণীই পথ্যাস্বস্তি। এই হেতু উত্তর দিকেই বাক্য অধিকতর বিজ্ঞাত বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে। লোকেও উত্তর দিকেই ভাষা-শিক্ষার্থ গমন করে। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, যে ব্যক্তি ঐ দিক্ হইতে আগমন করেন, লোকে তাঁহারই উপদেশ শ্রবণ করিতে অভিলাষী হয়। কারণ, লোকে কহে, উহা বাক্যের দিক্ বলিয়া বিদিত আছে।

যদিও টীকাকারেরা এই বচনোক্ত "উদীচী" শব্দ কাশ্মীর ও বদরিকাশ্রম প্রতিপাদক বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, কিন্তু উহার অধিকতর উত্তরদেশ-বাচক হওয়াও সম্ভব। যাস্ক একটি অতীব প্রাচীন ঋষি; তিনি নিরুক্তের মধ্যে এক স্থলে লিখিয়াছেন, "শবতির্গতি-কর্ম্মা কম্বোজেষ্বেব ভাষ্যতে" (২ অ। ২।) অর্থাৎ কাম্বোজ-দেশে শবতি-ক্রিয়া গত্যর্থে প্রচলিত আছে। মহাভারতের অর্জ্জুন-দিগ্বিজয়-বর্ণন, রাজতরঙ্গিণীর ললিতাদিত্য-জয়যাত্রা-বর্ণন ও অন্য অন্য অনেক সংস্কৃত গ্রন্থের মধ্যে কাম্বোজ দেশ যে স্থলে অবস্থিত বলিয়া উল্লিখিত আছে, তাহা পাঠ করিলে ঐ দেশ অধুনাতন বোখারা প্রদেশের সমীপস্থ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অতএব যাস্ক ঋষির সময়েও, অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত ইদানীন্তন কালেও, ভারতবর্ষের পশ্চিমোত্তর অংশে একরূপ সংস্কৃত ভাষা প্রচলিত ছিল, সুতরাং সংস্কৃত-ভাষী আর্য্য-বংশীয় লোকে তথায় অধিবাস করিত ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। বোখারা প্রদেশের বর্ত্তমান ভাষাও সংস্কৃত ও পারসীক ভাষার সহিত সুসম্বদ্ধ একটি আর্য্য-ভাষা।

ষষ্ঠতঃ। পারসীকদিগের অবেস্তা-শাস্ত্রের অন্তর্গত বেন্দিদাদ্ নামক পরিচ্ছেদের সৃষ্টি-প্রকরণে কতকগুলি দেশের বর্ণন আছে। তাহার মধ্যে ঐর্য্যনবএজো নামে একটি দেশ পারসীকদিগের আদিম আবাস বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ঐ দেশে শীত ঋতু দশ মাস এবং গ্রীষ্ম ঋতু দুই মাস মাত্র। তাদৃশ শীতপ্রধান স্থান অধিকতর উত্তর দেশ ভিন্ন অন্য দেশ হওয়া সম্ভব নয়। অতএব তাঁহারাও হিন্দুদিগের ন্যায় কোন হিমপ্রধান উত্তর প্রদেশ হইতে আগমন করিয়াছিলেন ইহা সর্ব্বতোভাবেই সম্ভাবিত। হিন্দু ও পারসীক উভয় জাতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র যতই

ভাগে ও ইয়ুরোপ-খণ্ডের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থিতি করেন; অবশিষ্ট কতকগুলি দক্ষিণাভিমুখে আগমন পূর্ব্বক পারস্তান ও ভারতবর্ষ মধ্যে প্রবিষ্ট ও উপনিবিষ্ট হন। ঐ ভারতবর্ষ-নিবাসী আর্য্য-বংশীয়েরা হিন্দু * বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। আর্য্য-বংশীয়দিগের আদিম আর্য্য-ভাষা যেমন বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া গ্রীক ও লাটিন, কেল্টিক ও টিউটোনিক, সংস্কৃত ও পারসীক প্রভৃতি

পর্য্যালোচনা করা যায়, উল্লিখিতরূপ বহুতর কারণ দৃষ্টে ঐ কথাটি ততই যুক্তি-সিদ্ধ বোধ হইতে থাকে।

সপ্তমতঃ। আর্য্য-বংশীয় ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভাষায় কেবল শীত ও বসন্ত ঋতুর সুসদৃশ নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়; অন্য ঋতুর সেরূপ সদৃশ নাম পাওয়া যায় না। ইহাতে বোধ হয়, তাঁহাদের আদিম নিবাস শীত-প্রধান দেশেরই অন্তর্গত ছিল।—Modern Investigations on Ancient India, by A. Weber, translated fiom the Germau., 1857. p.9.

ইয়ুরোপীয় আর্য্য-বংশীয়েরা আসিয়া-খণ্ড হইতে প্রস্থান করিয়া ইয়ুরোপখণ্ডের নানা স্থানে অধিবাস করেন এবং পারসীক ও ভারতবর্ষীয় আর্য্যেরা উত্তর প্রদেশ হইতে আসিয়া পারস্তানে ও ভারতবর্ষে উপনিবেশ করেন, এই দুইটি বিষয় অনু-ধাবন করিয়া দেখিলে, আর্য্য-কুলের আদিম নিবাস আসিয়া-খণ্ডের মধ্য-স্থল ভিন্ন অন্যত্র হওয়া সম্ভব নহে। ঐ স্থান বেলুর্তাগ ও মুস্তাগ পর্ব্বতের পশ্চিমাবস্থ ও আমু নদীর প্রস্রবণ-সন্নিহিত হিমাবৃত উন্নত ভূমি বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।

* হিন্দু-শব্দ সংস্কৃত নহে; বেদ, স্মৃতি, দর্শন ও রামায়ণাদি কোন প্রাচীন গ্রন্থে উহা দৃষ্ট হয় না। যে পুরাতন পারসীক ভাষা ইতিপূর্ব্বে আবেস্তিক বলিয়া লিখিত হইয়াছে, ঐ শব্দটি সেই ভাষার অন্তর্গত। পশ্চাৎ, সংস্কৃত সপ্তসিন্ধু ও আবেস্তিক হপ্তহেন্দু শব্দের প্রসঙ্গ পাঠ করিলে বোধ হইবে, আবেস্তিক হেন্দু শব্দ সংস্কৃত সিন্ধু শব্দেরই রূপান্তর মাত্র। পারসীক দেশের কীলরূপা * শিলালিপিতে উহা হিদুস্ বলিয়া লিখিত আছে।

তন্ত্রবিশেষে হিন্দু শব্দ উল্লিখিত ও তাহার ব্যুৎপত্তি লিখিত আছে বটে, কিন্তু তাহা কেবল ঐ তন্ত্রের আধুনিকত্ব সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে। কেবল হিন্দু শব্দ নয়, এই অনুক্ত তন্ত্র-বচনে ইংরেজ, ফিরিঙ্গি ও লণ্ডন নগরের নাম সন্নিবেশিত থাকিয়া উহার অতিমাত্র আধুনিকতার সুস্পষ্ট পরিচয় প্রদান করিতেছে।

হীনঞ্চ দূষয়ত্যেব হিন্দুরিত্যুচ্যতে প্রিয়ে।
পূর্ব্বাম্নায়ে নবশতং ষড়শীতিঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
ফিরিঙ্গিভাষয়া মন্ত্রাস্তেষাং সংসাধনাৎ কলৌ।
অধিপা মণ্ডলানাঞ্চ সংগ্রামেষ্বপরাজিতাঃ॥
ইংরেজা নব ষট্ পঞ্চ লণ্ডজাশ্চাপি ভাবিনঃ।

মেরুতন্ত্র, ত্রয়োবিংশ প্রকাশ॥

---

* ৬ পৃষ্ঠায় দেখ।

বিভিন্ন প্রকার ভাষায় পরিণত হইয়াছে, আদিম আর্য্য-ধর্ম্মও সেই-রূপ ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তিত ও রূপান্তরিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছে। ঐ আদিম ধর্ম্মই ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া গ্রীসে গ্রীক, রোমকে রোমক, জর্ম্মেনিতে জর্ম্মেন্, পারসীকে পারসীক এবং হিন্দুদিগের দেশে হিন্দু ধর্ম্ম রূপে পরিণত হয়। ঐ আদিম ধর্ম্মই হিন্দু-ধর্ম্মের মুল-স্বরূপ। হিন্দু-ধর্ম্মের মুলানুসন্ধান করিতে হইলে, ঐ আদিম ধর্ম্মের অবস্থা অবধারণ করা নিতান্ত আবশ্যক।

মানব-জাতির বুদ্ধি বিদ্যা যখন যেরূপ অবস্থাপন্ন হয়, তাহাদের জাতীয় ধর্ম্মও প্রায় তদনুরূপ অবস্থায় অবস্থিত হইয়া থাকে। সভ্য ও অসভ্য জাতিদিগকে সতত এক ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে দেখা যায় বটে, কিন্তু সেটি নাম মাত্র; তাহাদের ধর্ম্ম-জ্ঞান ও ধর্ম্মানুষ্ঠান কদাচ একরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব আদিম আর্য্য-বংশীয়দিগের ধর্ম্মের অবস্থা জানিতে হইলে, তাঁহাদের বুদ্ধি বিদ্যা ও সামাজিক অবস্থার বিষয় পরিজ্ঞাত হইলে ভাল হয়। কিন্তু যাঁহাদের সংজ্ঞামাত্রও জগতে বিদিত ও প্রচারিত নাই, তাঁহাদের সবিস্তর ইতিবৃত্ত লাভের সম্ভাবনা কি? তাঁহাদিগের পরিচয়-প্রদানার্থ একটি হিরোডোটস্ বা যোসিফস্ও কস্মিন্ কালে মহীমণ্ডলে জন্ম-গ্রহণ করেন নাই। একটি হোমর্ অথবা বাল্মীকিও তাঁহাদের যশোগান ও গুণ-কীর্ত্তন করণা-শয়ে কদাচ অবতীর্ণ হন নাই *। তাঁহাদের সমস্ত ইতিবৃত্তই একবারে বিলুপ্ত-প্রায় হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু ধন্য শব্দবিদ্যা! ইয়ুরোপীয় শাব্দিকদিগকে শতবার ধন্যবাদ! আমরা ঐ মৃত-সঞ্জীবনী শব্দবিদ্যা-প্রভাবে ঐ অপরিজ্ঞেয়কল্প আর্য্য-বংশীয়দিগের কিছু কিছু পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছি। তাদৃশ প্রাচীন ভারত-বর্ষীয় হিন্দুগণ, পারস্তানীয় পারসীকগণ ও ইয়ুরোপীয় প্রায় সমস্ত প্রধান

---

* হিরোডোটস্ নামে এক প্রাচীন পণ্ডিত গ্রীক ভাষায় গ্রীক ও অন্য অন্য অনেক জাতির ইতিহাস বর্ণন করেন। যোসিফস্ নামে এক পণ্ডিত ইহুদিদিগের ইতিবৃত্ত সঙ্কলন করেন। হোমর্ নামে এক প্রধান কবি গ্রীক ভাষায় দুই খানি মহাকাব্য প্রস্তুত করেন; তাহাতে গ্রীকদিগের বল, বিক্রম, আচার, ব্যবহার ও ধর্ম্মাদির বৃত্তান্ত সন্নিবেশিত আছে।

জাতিগণের ভাষা সমুদায় যে একটি আদিম ভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ও সেই আদিম ভাষা দেশ-বিশেষে রীতি-বিশেষে রূপান্তরিত হইয়া বিভিন্ন ভাষা উৎপাদন করিয়াছে এই অসংশয়িত বিষয়টি ইতিপূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে। ঐ সমস্ত বিভিন্ন ভাষায় যদি কতকগুলি অভিন্ন শব্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তবে ঐ সমুদায় অভিন্ন শব্দের প্রতিপাদ্য যাবতীয় পদার্থ ঐ আদিম-ভাষা-ভাষী আর্য্য-বংশীয়েরা যে অবগত ছিলেন ও সেই সমুদায়কে যথাযথ ব্যবহার করিতেন ইহা আর কিরূপে অস্বীকার করা যায়? যখন ঐ আদিম জাতি হইতে উৎপন্ন অতিদূরবর্ত্তী বিভিন্ন জাতির মধ্যে ভ্রাতৃ, স্বসৃ, শ্বশুর, শ্বশ্রূ, দেবর, জামাতা, স্নুষা, নপ্তা, নপ্ত্রী, পিতৃব্য, প্রভৃতি স্বসম্পর্কি-বাচক বিবিধ শব্দ সর্ব্বতোভাবে একরূপ অথবা অনুরূপ দেখিতে পাওয়া যায় *, তখন ঐ সমস্ত সম্বন্ধ-বন্ধন আর্য্য-বংশীয়দের উদ্বাহ-সংস্কার-সংস্থাপন ও তন্নিবন্ধন গৃহ-ব্যবস্থা ও সামাজিক অবস্থার অপেক্ষাকৃত উন্নতি-সাধন পক্ষে যে সাক্ষ্য দান করিতেছে ইহাতে আর সন্দেহ কি? যখন পরস্পর দূরবর্ত্তী বহুতর জাতির জাতীয় ভাষায় গৃহ, দ্বার, নগর ও তক্ষক অর্থাৎ সূত্রধরের নাম নিতান্ত সুসদৃশ দৃষ্ট হইয়া থাকে†, তখন ঐ সমস্ত

---

* ইহার মধ্যে কয়েকটি শব্দের সাদৃশ্য ইতিপূর্ব্বে দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত হইয়াছে। সংস্কৃত পিতৃব্য; গ্রীক পাট্রোস; লাটিন পাট্রুবস্। সংস্কৃত শ্বশুর; লাটিন সসর্* ও গ্রীক হেকুরস্। সংস্কৃত শ্বশ্রূ; লাটিন সক্রু এবং গ্রীক হেকুরা। সংস্কৃত স্নুষা; লাটিন সুরস্ ও গ্রীক সুয়স্। সংস্কৃত দেবর; লাটিন লেবর্ ও প্রাচীন লাটিন ডেবর্; গ্রীক ডেঅর্ এবং বাঙ্গালা দেওর। সংস্কৃত নপ্তৃ; লাটিন নেপট্ ও বাঙ্গালা নাতি।

রক্ষণার্থক পা-ধাতু হইতে পিতা, পরিমাণার্থক মা-ধাতু হইতে মাতা এবং দোহনার্থক দুহ্-ধাতু হইতে দুহিতা শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। অতএব তদনুসারে এরূপ অনুমান করিতে পারা যায় যে, পিতা পরিজনের রক্ষা করিতেন; মাতা দ্রব্য-জাত পরিমাণ অর্থাৎ তদ্বিষয়ের ব্যবস্থা করিয়া দিতেন এবং দুহিতা গৃহপালিত পশুগণের দুগ্ধ দোহন করিতেন।

† সংস্কৃত ধাম; গ্রীক ডমস্; লাটিন ডমস্; স্লেবোনিক Domuü; কেল্টিক্ Daimh। সংস্কৃত পুরী; গ্রীক পলিস্। সংস্কৃত দ্বার; গ্রীক থুরা; বাঙ্গালা দুওর্ ও দোর্; ইংরেজী ডোর্। সংস্কৃত তক্ষন্; গ্রীক টেক্টোন্।

---

* অনেকেই এই শব্দটি সকর্ এবং কেহ কেহ সচর্ বলিয়া উচ্চারণ করে।

জাতির মূলীভূত আর্য্যবংশীয়েরা গৃহ, দ্বার, নগরাদি নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেন ইহা কিরূপে না অঙ্গীকার করা যায়? এইরূপ, হল-চালন, শস্যোৎপাদন, তন্তু-তনন, বস্ত্র-সীবন, মদিরা ও শর্করা প্রস্তুত করণ প্রভৃতি ব্যবসায়ের একরূপ নাম এবং বস্ত্রাদি শিল্প-জাত পদার্থ ও রজত, লৌহাদি ধাতু ও ধাতু-নির্ম্মিত বস্তু-বিশেষের সুসদৃশ সংজ্ঞা, এক দিকে ভারতীয় মহাসাগরের সলিলাভিষিক্ত ভারতবর্ষ-প্রান্ত, অন্য দিকে হিমার্ণব-পরিধৌত ইয়ুরোপ-প্রান্তের তুষারাবৃত শুভ্র ভূমি, এই উভয় সীমার মধ্যগত সুবিস্তৃত ভূভাগের বিভিন্ন জাতির ভাষায় বিদ্যমান থাকিয়া, ঐ আর্য্য-বংশীয়দিগের সুখ, সচ্ছন্দতা ও সামাজিক অবস্থার অপেক্ষাকৃত উন্নতি-সাধন একরূপ সপ্রমাণ করিয়া রাখিয়াছে *। সংস্কৃত, গ্রীক, লাটিন ও জর্ম্মেন্ ভাষায় নৌকার নাম এরূপ

* আদিম আর্য্যেরা কৃষি-ব্যবসায়ী ছিলেন, ইহা যে তাঁহাদের জাতীয় সংজ্ঞাতেই সূচিত রহিয়াছে এবিষয় পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে। (অষ্টম পৃষ্ঠা দেখ)। সংস্কৃত ভাষায় সীত্য শব্দের অর্থ শস্য ও কর্ষিত; গ্রীক ভাষায় শস্যের নাম সিটস্। বৈদিক সংস্কৃতে শস্য-ক্ষেত্রের নাম অজ্র; গ্রীক আগ্রস্; লাটিন আগর্। সংস্কৃত বস্ত্র; আবাস্তিক বস্ত্র; লাটিন বেস্টিস্; গ্রীক এস্থীস্; গথিক বস্তি। সংস্কৃত সীব *; লাটিন সুও; প্রাচীন জর্ম্মেন্ সিউ; গথিক Siuja; লিথুএনিয়ক Suwu´; স্লেবোনিক Shivu´; ইংরেজী সু। সংস্কৃত বে ও বপ্ †; লাটিন বিএও; প্রাচীন জর্ম্মেন্ Wab; ইংরেজী উইব্। সংস্কৃত মধু (মদ্য); গ্রীক মেথু। সংস্কৃত শর্করা; লাটিন সাকারম্; পারসীক শকর্; ইংরাজী শুগার; সুইডিশ্ Socker; ডেনিশ্ Sukker। সংস্কৃত অয়স্; লাটিন ঈস্ বা এস্ ‡ ও অহেস; প্রাচীন জর্ম্মেন্ er; গথিক ais; ইংরেজী আয়রন্। সংস্কৃত রজতম্; লাটিন আর্গেন্টম্। সংস্কৃত অসি; লাটিন এন্সিস্। সংস্কৃত পরশু; গ্রীক পেলেকুস। সংস্কৃত ক্ষুর=ক্ষুর; গ্রীক ক্সুরন্। সংস্কৃত বর্ম; লাটিন আরমা; ইংরাজী আর্ম্মর; স্পেন্ ও ইটালি দেশের ভাষায় Arma।

* সংস্কৃত সীব্ ধাতুর অর্থ সেলাই।

† বে ও বপ্ ধাতুর অর্থ বোনা; যেমন বস্ত্রবয়ন।

‡ লাটিন ভাষায় Aes শব্দ কখন কখন লৌহ কখন বা সুবর্ণ অর্থে ব্যবহৃত আছে। সংস্কৃত ভাষায় অয়স্ শব্দ সচরাচর লৌহার্থেই প্রয়োজিত হইয়া থাকে, কিন্তু সায়নাচার্য্য ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ মণ্ডলের একাত্তর সূক্তের চতুর্থ ঋকের ভাষ্যে এক স্থলে উহা সুবর্ণ-বাচক বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

"অয়োহনুর্হিরণ্যয়হনুঃ"।

সুসদৃশ যে, একপ্রকার অভিন্ন বলিয়া উল্লিখিত হইতে পারে*, সুতরাং আমাদের আদিপুরুষেরা তরণি প্রস্তুত ও পরিচালিত করিয়া হ্রদ, নদাদি উত্তীর্ণ হইতেন ইহাও একপ্রকার নিশ্চিত বলিয়া লিখিত হইতে পারে। যখন বহু-দূরস্থ বিবিধ আর্য্য-ভাষায় চন্দ্রের নাম একরূপ দেখিতে পাওয়া যায়†, এবং যখন সেই সমস্ত নাম পরিমাণার্থক মা-ধাতু হইতে সাধিত হইয়া থাকে, তখন স্বতই এরূপ অনুমান উপস্থিত হইতে পারে যে, আদিম আর্য্য-বংশীয়েরা আদি-নিবাস পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে চন্দ্রমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তদীয় গতি অনুসারে কাল-বিভাগ নিরূপণ করিতেন। বিশেষতঃ যখন ঐ সমস্ত ভাষার অন্তর্গত অনেক ভাষায় চন্দ্র ও মাসের নাম পরস্পর সদৃশ ও সুসম্বদ্ধ দৃষ্ট হইয়া থাকে‡, তখন ঐ অনুমান একরূপ প্রমাণ-সিদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া উঠে। এইরূপ গো, বৃষ, অশ্ব, মেষাদি গ্রাম্য পশুর সুসদৃশ সংজ্ঞায় আদিম আর্য্য-বংশীয়দিগের পশুপালনাদি বৈশ্য-বৃত্তির নিদর্শন একবারে অঙ্কিত রহিয়াছে ও সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে§। সংস্কৃত ও লাটিন ভাষায় রাজা ও

---

* সংস্কৃত নৌ এবং নাব; গ্রীক নৌস্; লাটিন নাবিস্; প্রাচীন জর্ম্মেন্ Nache; বাঙ্গালি মাজিদের ভাষায় না এবং লা; ইংরেজী অর্ণবযান সমূহ অথবা রণতরী সমগ্রের নাম নেবি।

† সংস্কৃত মাস্; পারসীক মাহ্; গ্রীক মীনী; এঙ্গ্লোসেক্সন্ Mona; গথিক mena; ইংরেজী মুন্।

‡ সংস্কৃত মাস; পারসীক মাহ্; গ্রীক মীন, লাটিন মেন্সিস্; এঙ্গ্লোসেক্সন্ Monadh; গথিক Menoth; ইংরেজী মন্থ্।

§ যেমন সংস্কৃত গৌঃ (প্রথমা বিভক্তির একবচন নিষ্পন্ন); পারসীক গাও্; ইংরেজী কৌ; সেক্সন্ Cu; ওলন্দাজী koe। সংস্কৃত ভাষায় বৃষের নাম উক্ষন্=উক্ষন্; ইংরেজীতে কৃতক্লীব বৃষের নাম অক্স; (বহুবচনে অক্সেন্); পারসীক গাও্-আখ্তা; সেক্সন্ Oxa; সুইডিশ Oxe। সংস্কৃত অশ্ব; আবেস্তিক অশ্প; পারসীক অস্প্; ইংরেজী হর্স্। সংস্কৃত বরাহ; ইংরেজী বোর্; চলিত বাঙ্গালায় বরা; সেক্সন্ Bar; কর্নিশ্ Bora। সংস্কৃত ভাষায় উষ্ট্রের নাম ক্রমেল; ইংরেজী কেমেল্; লাটিন্ কামেলস্। সংস্কৃত ভাষায় মেষের অপর একটি নাম অবি, উহা প্রথমা বিভক্তির এক-বচন-যুক্ত হইলে অবিস্ হয়; লাটিনেও অবিস্; গ্রীক অইস্। সংস্কৃত হংস; লাটিন আন্সর্।

ক্রমেল ও কেমেল শব্দ অনেকাংশে আরবি ভাষার উষ্ট্র-বাচক জমল শব্দের

রাজ-মহিষীর আখ্যা একরূপ থাকিয়া প্রতিপন্ন করিয়া দিতেছে, হিন্দু ও রোমকেরা পরস্পর স্বতন্ত্র ও স্থানান্তর হইবার পূর্ব্বে, রাজা ও রাজ-শাসনের অধীন থাকিয়া, কোন না কোনরূপ প্রণালী অনুসারে পালিত ও শাসিত হইতেন *। অতএব যে তমসাচ্ছন্ন অলক্ষ্য সময়ে আমাদের পূর্ব্বতন পুরুষেরা আসিয়া-খণ্ডের মধ্যস্থলের তুষারাকীর্ণ উন্নত প্রদেশের অধিবাসী ছিলেন, তখনও তাঁহারা বন-বাসী বিবস্ত্র বর্ব্বরদিগের ন্যায় ক্ষীণ-বুদ্ধি ও হীনাবস্থ ছিলেন না, প্রত্যুত উহাদের অপেক্ষায় অনেকাংশেই উন্নত ও সুশ্রীকতা-সম্পন্ন ছিলেন। সংস্কৃত বর্ব্বর ও গ্রীক বার্বারস এবং লাটিন বার্বারস্ শব্দও তৎকাল-সম্ভূত প্রতীয়মান হইয়া সাক্ষ্য দান করিতেছে, তাঁহারা অপরাপর প্রতিবেশী নরবংশ অপেক্ষায় আপনাদিগকে উৎকৃষ্ট পদস্থ বলিয়া অভিমান করিতেন ও অপর বংশীয়দিগকে হীন-পদস্থ বলিয়া হেয় জ্ঞান করিতেন।

কিন্তু তাঁহারা যত দূর সামাজিকতা-সম্পন্ন হইয়া থাকুন না কেন, এক্ষণকার সুসভ্য সংজ্ঞায় অধিরূঢ় কোন নরজাতির সমাবস্থ ছিলেন না। সমধিক বিদ্যা-লাভ, উৎকৃষ্টতর শিল্প-কর্ম্ম, সুবিস্তৃত বাণিজ্য-ব্যবসায়, দেশ-দেশান্তর গমনাগমন, রাজ্য-শাসনের সমুন্নত প্রণালী ইত্যাদি সুসভ্য-জনোচিত কোন বিষয়ের কিছুমাত্র নিদর্শন তাঁহাদের অবস্থা-পটে লক্ষিত হয় না। অতএব ধীশক্তি-সম্পন্ন বিদ্যাবান্ লোকে যুক্তি-পরম্পরা অবলম্বন করিয়া যেরূপ ধর্ম্মতত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিতে পারেন, তাঁহাদের সেরূপ ধর্ম্ম অবধারণ ও অবলম্বনের সম্ভাবনা ছিল না। মানব-জাতির প্রথম না হউক, দ্বিতীয় অবস্থোচিত, জড় পদার্থের উপাসনাতে অভিরত থাকাই তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব। তাঁহাদের জাতীয় ধর্ম্ম বিষয়ের ইতিবৃত্ত সঙ্কলনার্থ চেষ্টা করা বিফল-

---

অনুরূপ। কিন্তু আরবি একটি অনার্য্য ভাষা। অতএব যদি কোন অনার্য্য ভাষা হইতে আর্য্য-ভাষায় ঐ শব্দ গৃহীত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আদিম আর্য্যদিগের পালিত পশু-শ্রেণী হইতে উষ্ট্রকে পরিত্যাগ করিতে হইবে।

* সংস্কৃত রাজা ও রাজ্ঞী; লাটিন্ রেগস ও রেগীনা।

মাত্র। তথাচ তদ্বিষয়ের যে দুই একটি কথা অনুমান-সিদ্ধ বোধ হয়, তাহা লিপিবদ্ধ করায় অনিষ্টাপত্তির সম্ভাবনা নাই।

আর্য্য-বংশীয় বহু দূরস্থ বিভিন্ন-জাতির বিভিন্ন ভাষায় যে যে বস্তু ও যে যে ব্যবসায়ের এক অথবা সুসদৃশ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা যেমন ঐ সমস্ত জাতির পরস্পর পৃথগ্‌ভূত হইয়া দেশ-দেশান্তর উপনিবেশ করিবার পূর্ব্বেও বিদ্যমান ছিল বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে, আদিম আর্য্য-বংশীয়দিগের জাতীয় ধর্ম্মের অনুসন্ধান বিষয়েও সেই রীতির অনুসরণ করা যাইতেছে। বিদূরস্থ বিভিন্ন জাতীয় লোকে পরস্পর নিরপেক্ষ থাকিয়া চন্দ্র বা সূর্য্য বা নদী-বিশেষের অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইতে পারে তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু যদি পরস্পর দূরবর্ত্তী এক কুলোদ্ভব বিভিন্ন লোকের ভাষায় এক দেবতার একরূপ অথবা সুসদৃশ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে তাঁহারা এক স্থানে একত্র সংসৃষ্ট থাকিতেই ঐ দেবতার অর্চ্চনা অবলম্বন করিয়াছিলেন এইরূপ মীমাংসা আপনা হইতেই উপস্থিত হইতে থাকে। এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া এই অবিদিত-পূর্ব্ব বিষয়ের যৎকিঞ্চিৎ যাহা অনুমান-সিদ্ধ বোধ হয়, পশ্চাৎ লিখিত হইতেছে।

প্রথমতঃ। ঈশ্বর অথবা দেবতা-বাচক পদ আর্য্য-বংশীয় যাবতীয় জাতির মধ্যেই সম-স্বরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। উহা দিব্‌ অথবা দ্যু ধাতুর রূপ। ঐ ধাতু হইতে সংস্কৃত দেব, লাটিন ডিউস্, গ্রীক জ়িউস্ ও থেয়স্, প্রাচীন জর্ম্মেন্ ট্‌সিও, ও লিথুএনিয়ক dievas শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে *। অতএব আর্য্য-বংশীয়েরা, আদিম আবাস হইতে বহির্গত হইবার পূর্ব্বে, পেরেগোয়া-নিবাসী এবিওপোনিস্ নামক বর্ব্বরদিগের ন্যায় দেব-জ্ঞান-রহিত ও ধর্ম্ম-কর্ম্ম-বিবর্জ্জিত ছিলেন না ইহা আর্য্য-বংশীয় প্রায় সমুদায় জাতীয় ভাষার দেবতা-বাচক শব্দের ঐক্য সংস্থাপন দ্বারা নিঃসংশয়ে নির্দ্ধারিত হইতেছে।

দ্বিতীয়তঃ। পূর্ব্ব কালে গ্রীস দেশে জ়িউস্ নামে একটি দেবতার

* প্রাচীন পারসীক ভাষায় দএব শব্দও ঐ ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু কারণ-বিশেষ দ্বারা উহার অর্থান্তর ঘটিয়াছে।

উপাসনা প্রচলিত ছিল। উহার অন্তর্গত বিওসিয়া প্রদেশে ঐ জ়িউস্ দেব ডিউস্ নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। বেদ সংহিতায় দ্যৌঃ বা দ্যোস্ * নামে একটি দেবতার প্রসঙ্গ বারম্বার প্রাপ্ত হওয়া যায়। অনুধাবন করিয়া দেখিলে, গ্রীসীয় জ়িউস্ এবং বেদোক্ত দ্যোস্ এই দুইটি নাম যে নিতান্ত সুসদৃশ † ইহাতে সন্দেহ থাকে না। ঐ দুইটি দেবতার সংজ্ঞা যেমন পরস্পর সুসদৃশ, উহাদের প্রকৃতিও অনেকাংশে সেইরূপ বর্ণিত আছে। গ্রীকদিগের গ্রন্থে, ঐ জ়িউস্ দেব গগন-বিহারী, গগনাধিকারী ও বজ্রধারী, এবং মেঘ, বৃষ্টি, বজ্রাঘাত, শিলা-বর্ষণ, ইন্দ্রধনু-প্রকাশ প্রভৃতি গগন-গত ব্যাপারের উৎপাদন-কর্ত্তা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন ‡। বেদোক্ত দ্যোস্ দেবতাও গগন-বাচক ও বজ্র-বিচালক, এবং বৃষ্টিধারী ইন্দ্রদেবের উৎপাদক।

ক্ষিয়ন্তং ত্বমক্ষিয়ন্তং কৃণোতীয়র্ত্তি রেণুং মঘবা সমোহম্।
বিভঞ্জনুরশনিমাঁ ইব দ্যৌ রুত স্তোতারং মঘবা বসৌধাত্ ॥

ঋগ্বেদ সংহিতা। ৪ মণ্ডল। ১৭ সূক্ত। ১৩ ঋক্।

তুমি মঘবা। তুমি ধনাভাবে অবসন্ন ব্যক্তিকে ধনবান্ করিয়া থাক। তুমি স্তোতার সমীপ হইতে পাপ-পুঞ্জকে দূরীভূত কর। তুমি বজ্রশালী দ্যৌ দেবের তুল্য শত্রু-সংহারক। তুমি স্তোতৃগণকে ধনদান করিয়া থাক।

---

* এই পদটি দ্যো এবং দিব্ শব্দের প্রথমার একবচন-নিষ্পন্ন।

† গ্রীক ও সংস্কৃত ভাষার শব্দ-বিশেষের উচ্চারণ-ভেদ বিষয়ে এই একটি নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায় যে, শব্দ-বিশেষে সংস্কৃত ভাষার দকার স্থানে গ্রীক ভাষায় জ়কারের আদেশ হইয়া থাকে। Muller's Science of language, Second Series, p. 451. এই নিয়মের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে, জ়িউস্ ও দ্যোস্ শব্দের তাদৃশ প্রভেদ থাকে না। পরন্তু সংস্কৃত যকারের উচ্চারণ প্রায় ইয়্ অর্থাৎ ইংরেজী Young শব্দের Y বর্ণের অনুরূপ। দ্যোস্ শব্দের যকারের সেইরূপ উচ্চারণ করিলে, দ্যোস্ ও জ়িউস্ এই দুই শব্দ একেবারে অভিন্ন হইয়া যায়।

‡ Homer's Iliad by Pope, Book II. Line 724. Book VIII. Lines 28,47,64 and 95. Book XIV, Line 190 &ca. Grote's Greece, Vol. I p. 6—12. W. Smith's Classical Dictionary, Article Zeus. গ্রীক জ়িউস্ ও লাটিন যুপিটর এই উভয়ে ভেদ নাই।

সুবীরস্তে জনিতা মন্যত দ্যৌরিন্দ্রস্য কর্ত্তা স্বপস্তমো ভূৎ।
য ঈং জজান স্বর্য্যং সুবজ্রমনপচ্যুতং সদসো ন ভূম॥

ঋগ্বেদ সংহিতা। ৪ মণ্ডল। ১৭ সূক্ত। ৪ ঋক্।

তোমার জনয়িতা দ্যৌ মনে করিয়াছিলেন, আমি সৎপুত্রশালী। ইন্দ্রের জনক দ্যৌ সুকীর্ত্তিশালী হইয়াছিলেন। ঐ দ্যৌ স্বর্গ হইতে অবিচলিত, বজ্রশালী, মহত্ত্ব-বিশিষ্ট ইন্দ্রকে উৎপাদন করিয়াছিলেন।

গ্রীক ভাষার গ্রন্থ-বিশেষে জিউস্ দেবতা বহুতর তনয়ের পিতা ও অনেকানেক নর-বংশের জনয়িতা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন *। বৈদিক সংহিতায় দ্যৌস্ দেবতাকেও বারম্বার পিতৃ-শব্দে সম্বোধন করা হইয়াছে। এমন কি, অনেক স্থলে দ্যৌষ্পিতৃ শব্দটি একটি স্বতন্ত্র শব্দ-সদৃশ প্রতীয়মান হইয়া থাকে।

ইদং দ্যাবাপৃথিবী সত্যমস্তু পিতর্মাতর্যদিহোপব্রুবেবাম্।

ঋগ্বেদ সংহিতা। ১ মণ্ডল। ১৮৫ সূক্ত। ১১ ঋক্।

হে পিতঃ দ্যৌ! হে মাতঃ পৃথিবী! এই যজ্ঞে আমরা যে স্তব করিতেছি, তাহা সত্য অর্থাৎ সফল হউক।

তন্নোবাতো ময়োভু বাতু ভেষজং তন্মাতা পৃথিবী তৎপিতা দ্যৌঃ।

ঋগ্বেদ সংহিতা। ১ মণ্ডল। ৮৯ সূক্ত। ৪ ঋক্।

বায়ু আমাদিগকে সেই সুখপ্রদ ঔষধ প্রাপ্ত করাইয়া দেন। মাতা পৃথিবী ও পিতা দ্যৌ সেই সুখজনক ঔষধ আমাদিগকে প্রাপ্ত করাইয়া দেন।

দ্যৌষ্পিতা জনিতা।

ঋগ্বেদ সংহিতা। ৪ মণ্ডল। ১ সূক্ত। ১০ ঋক্।

দ্যৌ যে অগ্নির পিতা ও পাতা।

দ্যৌঽষ্পিতঃ পৃথিবি মাতরধ্রুগগ্নে ভ্রাতর্বসবো মৃলতা নঃ।
বিশ্ব আদিত্যা অদিতে সজোষা অস্মভ্যং শর্ম্ম বহুলং বি যন্ত॥

ঋগ্বেদ সংহিতা। ৬ মণ্ডল। ৫১ সূক্ত। ৫ ঋক্।

---

* Homer's Iliad by Pope, Book I. Line 666, Book VIII. Lines 40 and 61. Grote's Greece, Vol. I., 1849. p. 83.

হে দ্যৌষ্পিতঃ (অর্থাৎ পিতা দ্যৌ)! অনপকারিণী মাতা পৃথিবী *! বসুগণ! তোমরা আমাদিগকে সুখী কর। অদিতি ও অদিতি-পুত্র-সমুদায়! তোমরা সকলে একত্র হইয়া আমাদিগকে সুখ প্রদান কর।

ঐ বেদোক্ত দ্যৌষ্পিতৃ, গ্রীক জিউস্‌পাটর্ এবং লাটিন ডিএস্-পিটর্ ও যুপিটর্ † একান্ত অভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে ‡।

দ্যৌষ্পিতৃ = জিউস্‌পাটর্ = ডিএস্‌পিটর্ = ডিওবিস্‌পাটর্ § = যুপিটর্ ¶।

তৃতীয়তঃ। গ্রীকদিগের দেব-মণ্ডলীর মধ্যে উরনস্ নামে একটি দেবতার নাম দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঐ উরনস্ নভোমণ্ডলরূপী ও দেবগণের নিবাসস্বরূপ ‖। বৈদিক বরুণস্ ** অর্থাৎ বরুণ দেবতাও স্থানে স্থানে নভোমণ্ডল-নিবাসী, নভোমণ্ডল-প্রসারক প্রভৃতি গগন-সংক্রান্ত বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছেন।

प्र सम्राजे बृहदर्चा गभीरं ब्रह्मप्रियं वरुणाय श्रुताय ।
वि यो जघान शमितेव चर्मोपस्तिरे पृथिवीं सूर्याय ॥

ঋগ্বেদ সংহিতা। ৫ মণ্ডল। ৮৫ সূক্ত। ১ঋক্।

সুবিখ্যাত সম্রাট্ বরুণ দেবের উদ্দেশে অতিপ্রগাঢ় প্রীতিকর

---

* গ্রীকেরা হিন্দুদিগের ন্যায় পৃথিবীকে মাতৃ-সম্বোধন করিতেন। ডীমীটির্ নামে একটি দেবতা তাঁহাদের দেব-মণ্ডলীর মধ্যে সন্নিবেশিত ছিলেন। ঐ ডীমীটির্ শব্দের অর্থ মাতা-মেদিনী।

† দ্যু ধাতুর উত্তর প্রত্যয়-বিশেষ করিয়া দ্যু ও দ্যৌ উভয় শব্দই সিদ্ধ হয়। দ্যুপিতর্ ও যুপিটর্ একরূপ অভিন্ন বলিলেও অসঙ্গত হয় না।

‡ Muller's Lectures On the Science of Language, Second Series, Lecture X.

§ এই শব্দের অর্থ দ্যুলোক-পিতা বা দ্যুলোকেশ্বর। উহা সংস্কৃত দিবঃপিতৃ বা দিবঃপতি বই আর কিছুই নয়।

¶ শ্রীমান্ ম, মুলার প্রাচীন জর্ম্মনদিগের একটি (Tyr, সম্বন্ধে Tys) দেবতাকে গ্রীক জিউস্ ও বৈদিক দ্যৌস দেবের সহিত অভিন্ন বলিয়া অনুমান করিয়াছেন, কিন্তু ঐ দেবতা তাহাদিগের নিকট রণ ও রণ-জয়ের অধিষ্ঠাত্রী বলিয়া পরিগণিত ছিলেন্।

‖ Grote's Greece, Vol. I. p. 6.

** বরুণ-শব্দ প্রথমা-বিভক্তির একবচন-যুক্ত হইলেই বরুণস্ হয়।

প্রভৃত স্তোত্র উচ্চারণ কর। পশুহন্তা যেমন চর্ম্ম বিস্তার করে, বরুণ দেব তেমনি সূর্য্যের আস্তরণার্থ অন্তরীক্ষ বিস্তৃত করিয়াছেন।

অবুধ্নে রাজা বরুণো বনস্যোর্দ্ধং স্তূপং দদতে পূতদক্ষঃ।
নীচীনাঃ স্থুরুপরি বুধ্ন এষামস্মে অন্তর্নিহিতাঃ কেতবঃ স্যুঃ॥

ঋগ্বেদ সংহিতা। ১মণ্ডল। ২৪ সূক্ত। ৭ ঋক্।

বিশুদ্ধ-বল বরুণ রাজা অনাদি অন্তরীক্ষে অবস্থিত হইয়া উর্দ্ধদেশে তেজোরাশি ধারণ করেন। ঐ রশ্মি-জাল অধোমুখে এবং উহাদের মূল উর্দ্ধদেশে অবস্থিত। ঐ প্রাণ-স্বরূপ রশ্মি সমুদায় আমাদিগের অভ্যন্তরে অবস্থাপিত হউক।

এ বিষয়ের দুইটি মাত্র ঋক্ এস্থলে উদ্ধৃত হইল। বরুণ ও উরনসের সংজ্ঞা-সাদৃশ্য ও স্বরূপ-সাদৃশ্যের বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে, ঐ দেবতা আর্য্য-কুলের একটি আদিম দেবতা বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া উঠেন।

হীসিয়ড্ নামে একটি গ্রীক-গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, আকাশরূপী উরনস্ সকল বস্তুকে আবৃত করেন এবং যে সময়ে রজনী-কালকে আনয়ন করেন, সে সময়ে তিনি অবনীতলকে আলিঙ্গন করিয়া সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া থাকেন *। শ্রীমান্ সায়নাচার্য্যও শ্রুতি-বিশেষের প্রমাণানুসারে উল্লেখ করিয়াছেন †, 'বরুণদেব রাত্র্যভিমানী; তিনি অধর্ম্মীদিগকে আপন পাশে আবৃত করিয়া রাখেন ‡।' অতএব গ্রীক উরনস্ ও বৈদিক বরুণ এই উভয়ে কোন বৈলক্ষণ্য আর রহিল না।

---

* Oxford Essays for 1856. p. 41.

† বৃণোতি পাপকৃতঃ স্বকীয়ৈঃ পাশৈরাবৃণোতীতি রাত্র্যভিমানিদেবো বরুণঃ। শ্রূয়তে চ। বারুণী রাত্রিরিতি।

ঋগ্বেদসংহিতা। ২ম, ৮৯ সূ, ৩ ঋকের ভাষ্য।

‡ গ্রীকদিগের গ্রন্থে লিখিত আছে, উরনস্ দেব সমুদায় বস্তু আবৃত করিয়া রাখেন। বরুণ-শব্দের ব্যুৎপত্তি-মূলক অর্থও অবিকল ঐরূপ। উহা আবরণার্থক বৃ-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। অতএব বলিতে হয়, গ্রীক ভাষার উরনস্ শব্দে সংস্কৃত বরুণ শব্দের মূলীভূত বৃ-ধাতুর অর্থ রক্ষিত হইয়াছে ও সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে।

প্রাচীন পারসীকদিগের প্রধান দেবতার নাম অহুর-মজ্দ বা অহুরো-মজ্দাও ছিল। ঐ নামটি একটি শব্দ নয়, অহুরো ও মজ্দাও এই দুইটি শব্দের যোগে উৎপন্ন। বেদোক্ত বরুণদেব এক সময়ে সর্ব্ব-প্রধান না হউন, দেবগণের মধ্যে একটি অগ্রগণ্য দেবতা ছিলেন তাহার সন্দেহ নাই। তিনি অনেক স্থলে অসুর * বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। শব্দবিদ্যার নিয়মানুসারে, সংস্কৃত অসুর এবং আবস্তিক অহুর শব্দ নিতান্ত অভিন্ন †।

অহুর শব্দের অর্থ "জীবন-বিশিষ্ট" ‡। শ্রীমান্ সায়নাচার্য্য ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের পঁয়ত্রিশ সূক্তের দশম ঋকের ভাষ্যে অসুর শব্দের অর্থ "জীবনদাতা" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

অসুরঃ প্রাণদাতা।

অসুর শব্দের অর্থ প্রাণদাতা।

বেদসংহিতায় বরুণ ও মিত্র এই দুই দেবতা মিত্রাবরুণ নামে একত্র স্তুত ও বর্ণিত হইয়াছেন। পারসীকদিগের অবস্তা শাস্ত্রে অহুরমজ্দ এবং মিথ্র দেবতাও অবিকল ঐরূপ একত্র পূজিত ও কীর্ত্তিত হইয়াছেন। যদিও অবস্তা-রচনার সময়ে ঐ মিথ্র দেবতার পূর্ব্ব গৌরবের অতিমাত্র অপচয় হইয়াছিল তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু অহুরমজ্দের সহিত তাঁহার নামের একত্র সমাগম তদীয় পূর্ব্ব-পদের পরিচয় প্রদান করিতেছে। আবস্তিক মিথ্র, বৈদিক মিত্র বই আর কিছুই নয়। শ্রীমান্ ম, মুলর আবস্তিক অহুরমজ্দাও § ও সংস্কৃত অসুরমেধস্ শব্দ একান্ত

---

* ঋগ্বেদ সংহিতার ১ মণ্ডল, ২৪ সূক্ত, ১৪ ঋক্; ২ম, ২৭ সূ, ১০ ঋক্; ৭ম, ৩৯ সূ, ২ ঋক্; ৮ম, ৪২ সূ, ১ ঋক্ এবং ২৫ সূ, ৪ ঋক্ ইত্যাদি।

† আর্য্য-ভাষা সমুদায়ের পরস্পর যেরূপ শব্দ-বিশেষের উচ্চারণ-ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে ঘটিয়াছে। তন্মধ্যে একটি নিয়ম এই যে, শব্দ-বিশেষে এক ভাষার সকারের পরিবর্ত্তে অন্য ভাষার হকারের আদেশ হইয়া থাকে। যেমন সংস্কৃত ভাষার 'দিবস' শব্দ প্রাকৃত ভাষায় 'দিঅহ' হয়। সংস্কৃত, গ্রীক ও পারসীকাদি অন্য অন্য ভাষায় শব্দ-বিশেষের উচ্চারণ-বিভেদ বিষয়েও এইরূপ রীতি দৃষ্ট হয়। এই নিয়মের বিষয় অনুধাবন করিয়া দেখিলে অসুর ও অহুর শব্দ একেবারে অভিন্ন হইয়া যায়।

‡ A Lecture on an Original Speech of Zorooster, by Martin Haug, p.15

§ কীলরূপা শিলালিপিতে এই দেবতার নাম ঔর-মজদ বলিয়া লিখিত আছে।

অভিন্ন বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া দেখিলে, পারসীক অহুরোমজ্দাও, বৈদিক অসুর অর্থাৎ বরুণ ও গ্রীক উরনস্ এই তিনটি একই দেবতা বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া উঠেন। তিনি আদিম আর্য্য-কুলের একটি প্রধান দেবতা ছিলেন বোধ হয় *।

উরনস্ = বরুণস্ (অসুর) = অহুরো মজ্দাও।

চতুর্থতঃ। সংস্কৃত ও গ্রীক ভাষায় উষা-কালের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার সুসদৃশ নাম দৃষ্ট হইয়া থাকে। সংস্কৃতে উষ ও উষস্ এবং গ্রীকে আওস্ ও ঈওস্। অতএব হিন্দু ও গ্রীকেরা পরস্পর পৃথগ্ভূত হইবার পূর্ব্বে ঐ দেবতারও উপাসনা অবলম্বন করিয়াছিলেন।

পঞ্চমতঃ। শ্রীমান্ ম, মুলার প্রভৃতি ইউরোপীয় শাব্দিকেরা গ্রীক ঈরস্, ডাফ্নী, এরিন্নুস, ইক্সিওন্, খ্যারিট্, কেণ্টৌরস্, অর্থ্রস্, হেলেনা, পারিস্ প্রভৃতির সহিত যথাক্রমে বৈদিক অরুষা, অহনা, সরণ্যু, অক্ষিবান্, হরিৎ, গন্ধর্ব্ব, বৃত্র, সরমা, পণি প্রভৃতিকে অভিন্ন বলিয়া অনুমান করিয়াছেন †। কিন্তু ইহাদের সংজ্ঞা বিষয়ে যত দূর সাদৃশ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে, স্বভাব ও উপাখ্যান অংশে সকলের তত দূর অবলোকিত হয় না ‡।

আর্য্য-কুলের আদিম ধর্ম্মের বিষয় যৎকিঞ্চিৎ যাহা লিখিত হইল, তাহা পাঠ করিলে বোধ হয়, পুরা-কালীন আর্য্যেরা গগন ও গগনস্থ বস্তু ও গগনগত ব্যাপারেরই উপাসক ছিলেন। তাঁহারা উন্নত নয়নে নভোমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতেন, আর ঐ সমুদায়ের অভাবনীয় অদ্ভুত ভাব অবলোকন করিয়া ভক্তি-রসে অভিষিক্ত হইতেন।

---

* Royal Asiatic Society's Journal, Vol. 1. Part I. pp. 84, 85, 86.—Ibid. Vol. I. Part II. p. 389.—Lectures on the the Science of Language, by Max Muller, 1862. pp. 208, 209, 210.—Essai sur le Mythe des Ribhavas, par Neve. p. 19 দেখ।

† Oxford Essays, 1856. Article on comparative mythology. Muller's Lecture's on the science of Language, Second Series, Lecture XI. Muir's Sanscrit texts, Part II. p. 282.

‡ Westminster Review, January, 1865. pp. 56, 58, 59 &ca. দেখ।

বস্তুতঃ তাদৃশ পূর্ব্ব কালে ঐ সমস্ত বস্তুরই উপাসনা প্রচলিত থাকা সম্পূর্ণ সম্ভব। সে সময়ে মানব-জাতির বুদ্ধিবৃত্তি তাদৃশ মার্জ্জিত ও পরপক্ক হয় নাই, সুতরাং তাঁহারা এই সুকৌশল-সম্পন্ন পরম সুন্দর বিশ্ব-যন্ত্রের মর্ম্মোদ্ভেদ করিতে সমর্থ হন নাই। তাঁহারা যে সমস্ত বহু-শক্তি-সম্পন্ন তেজোময় জড় বস্তুর অসামান্য প্রভাব ও উপকারিতা-গুণ দৃষ্টি করিলেন, তাঁহাদেরই দেবত্ব ও প্রধানত্ব স্বীকার করিয়া অর্চ্চনা করিতে আরম্ভ করিলেন। মানব-জাতির ইতিহাস-গর্ভে যতই প্রবেশ করা যায়, ততই এই বিষয়টি, সম্ভাবিত বলিয়া প্রতীয়মান হইতে থাকে। পূর্ব্ব-কালীন পারসীকেরা পর্ব্বত-শিখরোপরি অধিরূঢ় হইয়া অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য ও পৃথিবীর স্তুতি-পাঠ করিত এবং ইন্দ্র বা দ্যৌ-দেবের তুল্যরূপ স্বভাব-বিশিষ্ট, নভোমণ্ডলরূপী, অন্য এক কল্পিত দেবতার আরাধনা করিত *। অতিপ্রাচীন গ্রীকেরাও সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র এবং ভূলোকের ও স্বর্গলোকের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইত †। য়িহুদিদিগের পরম্পরাগত পুরাবৃত্ত-পাঠে প্রতীতি হয়, তাহারাও অতিপূর্ব্বে নক্ষত্রগণের আরাধনায় নিযুক্ত থাকিত ‡। এইরূপ অতীব পূর্ব্বে আদিম কালীন আর্য্য মহাশয়েরাও তারকাবলী-মণ্ডিত সুবিস্তৃত গগনমণ্ডলের অত্যদ্ভুত তেজোময় ভাব অবলোকন করিয়া চমকিত ও বিমোহিত হইতেন এবং তাহার, ও তাহার অন্তর্গত জ্যোতির্ম্ময় বস্তু সমুদায়ের, দেবত্ব কল্পনা করিয়া ভক্তিভাবে উপাসনা করিতেন। বোধ হয় যেন প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, ঐ সরল-মতি পিতৃপুরুষেরা উন্নত নয়নে গগনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া প্রীতি-রসে অভিষিক্ত হইতেছেন ও স্তুতি-গর্ভ সুমধুর পদাবলী উদ্গিরণ করিয়া তাহাদেরই মহিমা বর্ণন ও গুণানুকীর্ত্তন করিতেছেন।

---

* Herodotus, Clio. 131.

† Mackay's Progress of Intellect, London 1850. Vol. I. p. 181.

‡ Mackay's Progres of Intelleet, London 1850. Vol. I. p. 122.

হিন্দু, রোমক ও প্রাচীন গ্রীকদের ভাষায় অমর-বাচক শব্দটি নিতান্ত একরূপ *। অতএব তাঁহারা একত্র সংসৃষ্ট থাকিতেই এ শব্দটি ব্যবহার করিতেন, সুতরাং বলিতে হইতেছে, হয়, তাঁহারা আপনাদের উপাস্য দেবগণকে অমর বোধ করিতেন, নয়, জীবাত্মাকে মরণাতীত জ্ঞান করিয়া পরলোকের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন, অথবা ঐ উভয়ই অঙ্গীকার করিতেন বোধ হয়।

সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে ঐ আদিম সময়ে উদ্বাহ-সংস্কার প্রকৃত প্রস্তাবেই প্রচলিত হইয়াছিল ইহা ইতিপূর্ব্বেই একপ্রকার প্রদর্শিত হইয়াছে †। বিধবা শব্দও ঐ বিষয়টি সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে। আর্য্য-বংশীয় অধিকাংশ জাতির মধ্যেই বিধবা-বাচক শব্দের সর্ব্বাঙ্গীন সৌসাদৃশ্য অবলোকিত হইয়া থাকে। অতএব পতি-বিয়োগ হইলে, ঐ অতীব পুরাকালীন আর্য্য-বনিতারাও বিধবা বলিয়া গণ্য হইতেন তাহার সন্দেহ নাই। তবে তাঁহাদের পুনঃসংস্কার হইত কি না, সে বিষয়ের কোন পক্ষে কিছুমাত্র প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। হিন্দুদিগের সামাজিক ব্যবস্থাবলির মূলীভূত যে বর্ণ-বিভাগ, তাহাও সে সময়ে সম্পন্ন হইয়াছিল এমন বোধ হয় না। ভারতবর্ষীয় ভিন্ন অন্য দেশীয় আর্য্য-বংশীয়দিগের মধ্যে প্রকৃত প্রস্তাবে বর্ণ-ভেদ ও বর্ণ-বিচার থাকিবার অণুমাত্র নিদর্শনও লক্ষিত হয় না। অতএব আদিম আর্য্যেরা একত্র সংসৃষ্ট থাকিতে ঐ বিষয় প্রচলিত হয় নাই এ কথা নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায়।

বহু-দূরস্থ বিভিন্ন আর্য্য-জাতির ক্রিয়া-কলাপ ‡, ব্যবহার-

* সংস্কৃত অমর্ত্য, গ্রীক আম্ব্রটস্, লাটিন ইমর্টালিস্।

† ১৪ পৃষ্ঠা দেখ।

‡ যেমন রোমকদিগের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়াদি অনেকাংশে হিন্দুদিগের অনুরূপ ছিল। রোমকেরা ঐ ক্রিয়ার সময়ে অগ্রে একটি চিতা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে শব স্থাপন করিত, পরে মৃত ব্যক্তির পুত্র পৌত্রাদি কোন স্বসম্পর্কীয় লোকে বিমুখ হইয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিয়া দিত, পরিশেষে এক দিবস ঐ মৃতের উদ্দেশে নিজ গৃহে উৎকৃষ্ট রূপে আত্মীয় কুটুম্বাদি ভোজন করাইত। Ramsay's Antiquities, pp, 426, and দেখ।

প্রণালী *, ও শাস্ত্রোক্ত দেবোপাখ্যানাদিরও † অনেকাংশে সমধিক সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ঐ সমস্ত সুসদৃশ বিষয় ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন রূপে উদ্ভাবিত হওয়াও নিতান্ত অসম্ভব ও অসঙ্গত নহে। এ নিমিত্ত ঐ সমুদায় ক্রিয়া ও ব্যবহারাদি আদিম আর্য্য-জাতির আদিম ধর্ম্ম ও আদিম শাস্ত্র বলিয়া নিশ্চয় নির্দ্ধারিত হইতে পারে না, সুতরাং এস্থলে উত্থাপিত ও বিস্তারিত হইল না।

আর্য্যদিগের জাতীয় ধর্ম্মের প্রথম অবস্থার ‡ এই অত্যল্প নিদর্শন ব্যতিরেকে আর কিছুই অনুভূত হয় না। ইহাই হিন্দু ধর্ম্মের মূল-সূত্র-স্বরূপ। ইহাই ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া হিন্দু ধর্ম্ম রূপে পরিণত হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় আর্য্যেরা অর্থাৎ হিন্দুরা, অপরাপর সমুদায় আর্য্য-বংশীয় লোক অপেক্ষায় পারসীকদিগের সহিত অধিক কাল একত্র সংসৃষ্ট ছিলেন। গ্রীক, লাটিন প্রভৃতি পশ্চিমোত্তর প্রদেশীয় আর্য্য-বংশীয় অন্যান্য সমস্ত জাতি ঐ উভয়কে পরিত্যাগ করিয়া গেলেও, উহাঁরা এক দেশে একত্র অবস্থিত হইয়া একরূপ ধর্ম্ম-প্রণালী অবলম্বন করিয়া চলিয়াছিলেন। ঐ ধর্ম্ম-প্রণালী হিন্দু-ধর্ম্মের দ্বিতীয় অবস্থা বলিয়া পরিগণিত হইল। ঐ অবস্থার ইতিবৃত্ত সঙ্কলন অপেক্ষা-কৃত সুসাধ্য।

প্রথমতঃ। হিন্দু ও পারসীকেরা অপরাপর আর্য্য-বংশীয়দিগের অপেক্ষায় যে অধিক কাল একত্র সংসৃষ্ট ছিলেন ঐ উভয় জাতির পূর্ব্ব-তন ভাষার সৌসাদৃশ্য তাহার একটি বলবৎ প্রমাণ। কীলরূপা §

---

* যেমন, বিবাহের সময়ে বর অথবা কন্যাকে অঙ্গুরীয় বা মাল্য অথবা ঐ উভয় দ্রব্যই দিবার রীতি আর্য্য-বংশীয় অনেক জাতির মধ্যেই প্রচলিত আছে।

† যেমন, প্রথমে একটি অণ্ডের সৃষ্টি হইয়া তাহা হইতে অপরাপর বস্তুর উৎপত্তি হয় এইরূপ একটি উপাখ্যান হিন্দু ও গ্রীক উভয় জাতির গ্রন্থেই সন্নিবেশিত আছে।

‡ অর্থাৎ গ্রীক, লাটিন, হিন্দু ও পারসীকেরা যে সময়ে একত্র অবস্থিতি করিতেন সেই সময়ের অবস্থা।

§ ৬ পৃষ্ঠায় দেখ।

শিল্পলিপি, অবস্তা নামক পারসীক শাস্ত্রের যশ্ন নামক বিভাগের গাথ-সংজ্ঞক পরিচ্ছেদাদি প্রাচীন ভাগ, আর ঐ শাস্ত্রের অবশিষ্ট সমুদায় ভাগ এই তিনটি এক একটি ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় বিরচিত *। ঐ তিনটি পারসীক ভাষার সহিত ভারতবর্ষীয় বৈদিক সংস্কৃতের এরূপ সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে যে, ঐ চারিটি ভাষাকে একটি মূল ভাষা হইতে উৎপন্ন দেশভাষা-বিশেষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। হিন্দী ও বাঙ্গলা ভাষার পরস্পর যে যৎকিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য আছে, তদপেক্ষায় ঐ চারিটির পরস্পর অধিক বৈলক্ষণ্য অবলোকিত হয় না।

* পারসীকদিগের প্রাচীন শাস্ত্রের নাম অবস্তা। উহা বহুতর বিভাগে বিভক্ত। একটি বিভাগের নাম যশ্ন। আবস্তিক যশ্ন এবং বৈদিক যজন অর্থাৎ যজ্ঞ একই শব্দ এবং ঐ উভয়ই একার্থ-প্রতিপাদক। উহার দ্বিতীয় ভাগের, অর্থাৎ গাথ নামক পাঁচ পরিচ্ছেদ ও অন্য অন্য কয়েক অধ্যায়ের, ভাষা অবস্তার অপরাপর সমুদায় ভাগের ভাষা অপেক্ষায় প্রাচীন। উহার অনেকাংশ বৈদিক সংহিতা-সন্নিবিষ্ট সূক্তসমূহের অনুরূপ দেবতা-স্তুতি-গর্ভ শ্লোকেতেই পরিপূর্ণ। গাথ শব্দটি সংস্কৃত ও পালি ভাষার গাথা শব্দ বই আর কিছুই নয়। অবস্তার দ্বিতীয় বিভাগের নাম বিস্পরদ্; উহা ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়ে বিভক্ত। তৃতীয় বিভাগের নাম বেন্দিদাদ্; উহা অহুর-মজ্দ্ ও জরথুস্ত্র এই উভয়ের কথোপ-কথনাত্মক প্রশ্নোত্তর স্বরূপ। উহাতে ধর্ম্মনীতি ও ধর্ম্ম-সংক্রান্ত বহুতর কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য নির্দ্দেশিত হইয়াছে। চতুর্থ বিভাগের নাম যশ্ত্; উহা দেবতাদির স্তুতি-গর্ভ ও গুণ-কীর্ত্তনাত্মক। যশ্ত্ (বা যেস্তি) শব্দের অর্থ স্তুতি ও হব্যাদি নিবেদন দ্বারা দেবপূজা। অতএব বৈদিক ইষ্টি ও আবস্তিক যশ্ত্ শব্দের অর্থ-সাদৃশ্য ও অক্ষর-সাদৃশ্য উভয়ই সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে। এস্থলে অবস্তার অবশিষ্ট বিভাগগুলির প্রসঙ্গ উপস্থিত করা তাদৃশ আবশ্যক নয়।

ঐ অবস্তা শাস্ত্র সচরাচর জেন্দাবেস্তা বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে; কিন্তু ঐ আখ্যাটি নিতান্ত ভ্রান্তি-মূলক। অবস্তার কিয়দংশ পহ্লবী ভাষায় অনুবাদিত হয়; ঐ অনুবাদ-ভাগেরই নাম জেন্দ্; আর ঐ অনুবাদের সমভিব্যাহারে তদীয় টিপ্পনী স্বরূপ কতকগুলি বাক্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার নাম পা-জেন্দ্। American Oriental Society's Journal, vol. V. pp, 348—358 দেখ। শ্রীমান্ ম, হগ্ ঐ শাস্ত্রের নাম অবস্তা-জন্দ্ বলিয়া বিবেচনা করেন। Martin Haug's Essays on the Sacred Language, Writings, and Religion of the Parsees, 1862, p. 121. তাঁহার মতে, জন্দ্ বা জেন্দ্ শব্দ ভাষ্য বা অনুবাদ মাত্রেরই প্রতিপাদক। যাহা হউক, পার্সী পণ্ডিতদিগের মতানুসারে ঐ শাস্ত্রকে এ গ্রন্থমধ্যে আপাততঃ অবস্তা বলিয়া লিখিলাম, এবং যে ভাষায় উহা লিখিত হইয়াছে তাহা আবস্তিক বলিয়া উল্লেখ করিলাম। সেই ভাষা বাহ্লীক অর্থাৎ বাল্খ অঞ্চলের প্রাচীন ভাষা ছিল।

দ্বিতীয়তঃ। হিন্দু ও পারসীক এই উভয় জাতির জাতীয় আখ্যা এবিষয়ের দ্বিতীয় প্রমাণ। বেদসংহিতাদি প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রে হিন্দুরা আর্য্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন *। পূর্ব্বতন পারসীকেরাও আপনাদিগকে অইর্য বলিয়া পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। আর্য্য ও অইর্য এ দুটি শব্দের যে যৎকিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়, তাহা ঐ উভয় জাতির অধ্যুষিত দেশের প্রদেশ-গত শব্দ-বৈলক্ষণ্য বই আর কিছুই নয়।

তৃতীয়তঃ। হিন্দু ও পারসীক শাস্ত্রোক্ত বীর ও ব্যক্তি-বিশেষের সুসদৃশ নাম ও উপাখ্যানাদিও এবিষয় সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে। অবস্তায় থ্রিত ও থ্রএতওন নামে দুই ব্যক্তির বিবরণ আছে †। বেদ-সংহিতায়ও ত্রিত ও ত্রৈতন নামে দুই ব্যক্তির অসকৃৎ প্রসঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায় ‡। থ্রিতের সহিত ত্রিতের এবং থ্রএতওনের সহিত ত্রৈত-নের সংজ্ঞা বিষয়ে যেরূপ অসাধারণ সাদৃশ্য অবলোকিত হইতেছে, উপাখ্যানাংশে সেরূপ দৃষ্ট হয় না। কিন্তু সে অংশে বৈদিক ত্রিতের সহিত আবস্তিক থ্রএতওনের সর্ব্বাঙ্গীন সাদৃশ্য বিদ্যমান রহিয়াছে। বেদ-সংহিতায় ত্রিতের একটি উপাধি আপ্ত্য বলিয়া লিখিত আছে; তিনি একটি সপ্ত-পুচ্ছ ত্রি-শিরা সর্পকে হত করিয়া গো সমুদায় মুক্ত করিয়া দেন। পারসীক থ্রএতওন আথ্ব্যের ঔরসে উৎপন্ন হন এবং ত্রি-শিরা, ত্রি-বক্ত্র, ষট্-পুচ্ছ ও সহস্র-শক্তি-শালী একটি মহাসর্প সংহার করেন। সাহিত্য, পুরাণ, রামায়ণ ও পাণিনি ব্যাকরণে কৃশাশ্ব § এবং প্রাচীন পারসীক শাস্ত্রে কেরেশাশ্প ¶ নামে একটি উগ্র-শীল রণ-প্রিয়

---

* ৬ পৃষ্ঠা দেখ।

† হোম যষ্ত্, অবি যষ্ত্, বেন্দিদাদ্ ১ অধ্যায় ও ২০—২২ অধ্যায় ইত্যাদি।

‡ ঋগ্বেদ-সংহিতা, ১ মণ্ডল, ৫২ সূক্ত, ৫ ঋক্ ও ১০৫ সূক্ত, ৯ ঋক্। ৫ মণ্ডল, ৮৬ সূক্ত, ১ ঋক্। ১ মণ্ডল, ১৫৮ সূক্ত, ৫ ঋক্ ইত্যাদি।

§ উত্তর রামচরিত, প্রথমাঙ্ক। বিষ্ণুপুরাণ ১ অংশ, ১৫ অধ্যায়। রামায়ণ, বাল-কাণ্ড, ২৩ বা ৩১ সর্গ। পাণিনিসূত্র, চতুর্থ অধ্যায়, তৃতীয় পাদ, একশত একাদশ সূত্র; যথা—কর্ম্মন্দকৃশাশ্বাদিনিঃ। এই সূত্রের এবং চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের ষষ্টি সূত্রের ব্যাখ্যা দেখ।

¶ বেন্দিদাদ্, প্রথম অধ্যায়, ও হোম-যষ্ত।

ব্যক্তির নাম দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই উভয় শব্দের যেরূপ সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে ঐ উভয় এক ব্যক্তির নাম বলিয়া স্বতঃই বিশ্বাস হইয়া উঠে। বেদে কাব্যউশনস্ নামে এক ব্যক্তির বিবরণ আছে, সেই কাব্যউশনস্ আবস্তিক কঁ'উশের সহিত অভিন্ন বলিয়া অনুমিত হইয়াছেন। ইদানীন্তন পারসীক গ্রন্থে তাঁহার নাম কাউস্ বলিয়া লিখিত আছে।*

ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলে নাভানেদিষ্ঠের প্রসঙ্গ আছে। তদর্থ তাহাতে নাভানেদিষ্ঠ সূক্ত নামে দুইটি সূক্ত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও যজমানের আত্ম-সংস্কার বা মন্ত্র-কৃত দেহ-কল্পনা ক্রিয়ার বিবরণে ঐ দুই সূক্ত বিনিযোজিত দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে প্রাকৃত জন্ম-প্রণালী অর্থাৎ সন্তানোৎপাদনের সমস্ত প্রকরণই কল্পিত হইয়াছে। এমন কি, সন্তানোৎপাদন বিষয়ে নাভানেদিষ্ঠ রেতঃস্বরূপ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

নাভানেদিষ্ঠং শংসতি। রেতো বৈ নাভানেদিষ্ঠঃ।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ। ৫। ৫ (২৭)।

তিনি নাভানেদিষ্ঠ সূক্ত আবৃত্তি করেন। নাভানেদিষ্টই রেতঃ।

এস্থলে নাভানেদিষ্ঠ সন্তান-উৎপাদনের কারণভূত। অবস্তায় উল্লিখিত নবানজ্দিস্ত শব্দের অর্থ অধস্তন সন্তান-পরম্পরা। অতএব বৈদিক নাভানেদিষ্ঠ ও আবস্তিক নবানজ্দিস্ত এই উভয় শব্দের কিছু কিছু অর্থ-সম্বন্ধ লক্ষিত হইতেছে।

ইরানিদিগের কতকগুলি দেবযোনির নাম ফ্রবষি। তাহারা জগতের সমস্ত বস্তুর রক্ষক ও মূলাদর্শ স্বরূপ †। নবানজ্দিস্ত তাহাদিগেরই নামান্তর বা বিশেষণ-পদ। শ্রীমান্ হোগের কৃত ব্যাখ্যানু-

* Martin Haug's Essays on the Sacred Language, Writings, and Religion of the Parsees, 1862, pp. 235 and 236. Muir's Sanskrit Texts, Part II. 1860, p. 294, ও H. H. Wilson's Rig-Veda-Sanhita, Vol. I, 1850, pp. 141—143 দেখ।

† Haug's Essays, p. 186.

সারে, বৈদিক নাভানেদিষ্ঠও দেবতা মনুষ্যাদি যাবতীয় বস্তুর স্বরূপ ও সমস্ত প্রাণীর বীজের রক্ষক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন *। অতএব নাভানেদিষ্ঠ † ও নবানজ্দিস্ত এই দুই শব্দের যেরূপ অক্ষর-সাদৃশ্য আছে, কিয়ৎপরিমাণে সেইরূপ অর্থ-সাদৃশ্যও অবলোকিত হইতেছে।

পর্ব্বের মধ্যে ঐ রেতোরূপী নাভানেদিষ্টের কিছু পরিণাম-সাধন হইলে তাহাকে নরাশংস কহে।

---

* ঋ—সং। ১০। ৬১। ১৮ ও ১৯।

† এই সংজ্ঞাটি ক্রমে ক্রমে রূপান্তরিত ও অর্থান্তরিত হইয়া নানা স্থানে নানা রূপ ধারণ করিয়াছে। বিষ্ণুপুরাণে নাভাগ ও নেদিষ্ট এই দুইটি স্বতন্ত্র শব্দ দুইটি স্বতন্ত্র ব্যক্তির নাম বলিয়া লিখিত আছে।

नाभागो नेदिष्टपुत्रस्तु वैश्यतामगमत्।

বিষ্ণুপুরাণ, ৪ অংশ, ১ অধ্যায়।

মনু-পুত্র নেদিষ্টের তনয় নাভাগ বৈশ্য হইয়াছিলেন।

ঐ পুরাণের ঐ অধ্যায়ে বৈবস্বত মনুর পুত্র-সংখ্যা বিবরণের মধ্যে নাভাগ-নেদিষ্ট এক স্থলে একত্র সংযোজিত আছে। ব্রহ্মপুরাণ-রচয়িতা লেখেন, "নেদিষ্টঃ সপ্তমঃ স্মৃতঃ" নেদিষ্ট মনুর সপ্তম পুত্র। কূর্ম্মপুরাণ-কর্ত্তা ঐ নেদিষ্ট শব্দের পরিবর্ত্তে অরিষ্ট শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, যথা "নাভাগোহ্যরিষ্টঃ"। হরিবংশানুসারে ঐ নামটি নাভাগারিষ্ট।

नाभागारिष्टपुत्रौ द्वौ वैश्यौ ब्राह्मणतां गतौ।

মহাভারতীয় হরিবংশ, ১১ অধ্যায়।

নাভাগারিষ্টের দুই পুত্র বৈশ্য হইয়া পুনরায় ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন।

হরিবংশের টীকাকার একটি শ্রুতি উদ্ধৃত করেন, তদনুসারে ঐ নাম নাভাগদিষ্ট। যথা "নাভাগদিষ্টং বৈ মানবমিতি শ্রুতিঃ"। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে একটি উপাখ্যান আছে, তাহাতে ঐ নামটি নাভানেদিষ্ট বলিয়া উল্লিখিত আছে।

नाभानेदिष्टं वै मानवं ब्रह्मचर्य्यं वसन्तं भ्रातरो निरभजन्।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ।

মনু-পুত্র নাভানেদিষ্ট ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত অবলম্বন করেন, তদীয় ভ্রাতারা তাঁহাকে ভাগ-চ্যুত করিয়াছিলেন।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, সমুদায় পুরাণ ও হরিবংশ অপেক্ষায় অনেক প্রাচীন তাহার সন্দেহ নাই। উহাতে ঐ নাম যেরূপ লিখিত আছে, তাহার সহিত পারসীক নামের অধিকতর ঐক্য হওয়া সম্ভব। বাস্তবিকও তাহাই অবলোকিত হইতেছে। ঐ ব্রাহ্মণ-প্রোক্ত নাভানেদিষ্ট ও পারসীক অবস্তা-প্রোক্ত নবানজ্দিস্ত উভয়ই একরূপ অভিন্ন বলিলে বলা যায়। Wilson's Vishnu Pura'n a, p. 348 দেখ।

স নারাশংসং শংসতি। প্রজা বৈ নরো বাক্ শংসঃ প্রজাস্বেব তদ্বাচং দধাতি।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ। ৬। ৫ (২৭)।

তিনি নারাশংস সূক্ত * আবৃত্তি করেন। নর শব্দের অর্থ প্রজা, আর শংস শব্দের অর্থ বাক্য। এই হেতু তিনি প্রজাতে বাক্য আধান করেন।

অবস্তায় লিখিত আছে, জরথুস্ত্রের তিন কণিকা রেতঃ অপচিত হয়। নইর্যোশঙ্হ নামে একটি যজত তাহা ধৃত করেন। অতএব বৈদিক নরাশংস ও আবস্তিক নইর্যোশঙ্হ এই উভয়ের একরূপ সম্বন্ধ-বিশেষ দৃষ্ট হইতেছে। বৈদিক নরাশংস পরিণাম প্রাপ্ত রেতঃ স্বরূপ, আবস্তিক নইর্যোশঙ্হ জরথুস্ত্রের অপচিত রেতের উদ্ধার-কারক।—M. Haug's Aitareya Brahmana. Introduction. pp. 25—27.

চতুর্থতঃ। কতকগুলি দেশ প্রদেশ ও নদ্যাদির নামের সৌসাদৃশ্যও এ বিষয়ের অন্য একটি নিদর্শন বলিয়া সম্ভাবিত হইতেছে। বেদাদি সমস্ত হিন্দুশাস্ত্রে সরস্বতী-সলিল ও সরস্বতী-তট পরম পবিত্র ও পূজনীয় পদার্থ বলিয়া বর্ণিত আছে। অবস্তায়ও হরখ্ইতি † নামে একটি অত্যুৎকৃষ্ট সৌভাগ্যশালী প্রদেশের প্রসঙ্গ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ হরখ্ইতি সরস্বতী শব্দেরই রূপান্তর বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে ‡।

---

* দ্বিতীয় নাভানেদিষ্ট সূক্তের নাম নারাশংস।=(ঋ-সং। ১০। ৬২।)

† বেন্দিদাদ্ প্রথম অধ্যায়।

‡ সরস্বতী ও হরখ্ইতি আপাততঃ কিছু ভিন্ন বোধ হয় বটে, কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে ঐ উভয় শব্দের অভেদ বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় থাকে না। সংস্কৃত ও আবস্তিক ভাষায় শব্দ-ভেদ বিষয়ে এই একটি নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায় যে, শব্দ-বিশেষে সংস্কৃত ভাষার সকার স্থানে আবস্তিক ভাষায় হকারের আদেশ হইয়া থাকে; যেমন সংস্কৃত সোম, সিন্ধু ও সুক্রতু শব্দের স্থানে আবস্তিক হোম, হেন্দু ও হুখ্রতুস্ হয়। আর একটি নিয়ম এই যে, সংস্কৃত ভাষার স্ব-এই বর্ণের স্থানে আবস্তিক ভাষায় খ্-এই বর্ণের আদেশ হয়; যেমন সংস্কৃত স্বপ্ন ও স্ব-ধাতু শব্দের স্থানে আবস্তিক খপ্ন ও খ্-ধাতু হইয়া থাকে। T. Clark's Comparative Grammar, 1862, pp. 56 & 85. এই দুইটি নিয়ম অবলম্বন করিয়া বিবেচনা করিলে, সরস্বতী ও হরখ্ইতি শব্দ একেবারে অভিন্ন হইয়া যায়।

বৈদিক সরযূ ও সপ্তসিন্ধু প্রভৃতি এবং আবস্তিক হরোয়ু ও হপ্তহেন্দু * প্রভৃতি আর কতকগুলি জল-স্থলের সংজ্ঞারও পরস্পর সুচারুরূপ সাদৃশ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই সমুদায় হিন্দু ও পারসীকদিগের সংসৃষ্টি-কালের জল ও স্থল-বিশেষের নাম হওয়াই সম্ভব বোধ হয়।

পঞ্চমতঃ। ঐ উভয় জাতির প্রাচীন ধর্ম্মাদির যেরূপ সুচারু সাদৃশ্য পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইবে, তাহাও এ বিষয়ের অনুকূল পক্ষে সুস্পষ্ট সাক্ষ্য দান করিতেছে। সে সমুদায় পাঠ করিয়া দেখিলে, ইহাতে আর অণুমাত্র সংশয় থাকে না।

অতএব পারসীক ও হিন্দুরা আর্য্য-বংশীয় অপরাপর জাতি অপেক্ষায় অধিক কাল একত্র অবস্থিত ছিলেন, সুতরাং উভয়ে এক ধর্ম্ম ও একরূপ আচার-প্রণালীর অনুসারী হইয়া চলিতেন তাহার সন্দেহ নাই। ঐ ধর্ম্ম-প্রণালীকে আদিম হিন্দু-ধর্ম্মের দ্বিতীয় অবস্থা বলিয়া অক্লেশেই উল্লেখ করিতে পারা যায়। ভারতবর্ষীয়দিগের বেদ ও পারসীকদিগের অবস্তার অন্তর্গত যে যে বিষয়ের সমধিক ঐক্য বা সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা উহাদিগের ঐ সময়ের ধর্ম্ম বলিয়া নিঃসংশয়ে নির্দ্দেশিত হইতে পারে।

বেদে মিত্র ও বরুণ নামে দুইটি দেবতার বিষয় লিখিত আছে। ঐ দুই দেবতার নাম মিত্রা-বরুণ বলিয়া একত্র সমাহৃত হইয়াছে এবং ঐ উভয় দেবতার উদ্দেশে যুগপৎ বহুতর সূক্ত সন্নিবেশিত রহিয়াছে। অবস্তা-শাস্ত্রে † ও অর্তক্ষত্র ‡ নামক পারসীক নরপতির কীলরূপা শিলালিপিতে ¶ এবং হিরোডোটস্ ও প্লুটার্ক্ § প্রভৃতি গ্রীক গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থে পূর্ব্বতন পারসীকেরা মিথ্র নামক দেববিশেষের উপাসক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। হিন্দুদিগের বরুণ ও

* বেন্দিদাদ, প্রথম অধ্যায়।

† মিহির্ যষ্ত্।

‡ এই নামটি গ্রীকদিগের গ্রন্থানুসারে ইংরেজিতে Artaxerxes বলিয়া লিখিত হইয়া থাকে।

¶ The Journal of the Royal Asiatic Society, vol. X. pp. 342 and 346.

§ Herodotus, I. 131. Plutarch Isis and Osiris, Chap. xlvi.

মিত্র-দেবের সহিত পারসীকদিগের অহুর-মজ্দ্ ও মিথ্র-দেবের সাতিশয় সাদৃশ্য ইতিপূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে *। ঐ বরুণ ও অহুর-মজ্দ্ উভয়েই আপন আপন উপাসকদিগের কর্তৃক রাজা, বিচারক, পাপের শাস্তা ও অন্য অন্য ঐশিক-গুণ-সম্পন্ন প্রধান দেবতা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন †।

বরুণ ও অহুর-মজ্দ্ এক দেবতারই নাম হওয়া সম্ভবপর মাত্র বলা যায়, কিন্তু মিথ্র ও মিত্রদেব যে একান্ত অভিন্ন ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। বেদ-সংহিতার ভাষ্যকারেরা শ্রুতি-বিশেষের অনুসারে মিত্রকে কোন স্থলে দিবাভিমানী ও কোন স্থলে বা সুস্পষ্ট সূর্য্য বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

मित्रं प्रमीतेः त्रायकं। अहरभिमानिनं देवम्।

मैत्रं वा अहरिति श्रुतेः। ‡

---

* ২৩ পৃষ্ঠা দেখ। বরুণ দেব অসুর বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন ইহা ঐ পৃষ্ঠায় প্রতিপন্ন হইয়াছে। প্রথমে পুরাকালীন পারসীকদিগের অন্য অন্য উপাস্য দেবতার নাম যেমন অহুর ছিল বোধ হয় *, সেইরূপ কোন কোন স্থানে অন্য অন্য বৈদিক দেবতাও অসুর বলিয়া উল্লিখিত দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু শ্রীমান্ জ, মিয়র অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন, বরুণ দেবই সর্ব্বাপেক্ষায় ঐ বিশেষণে বারম্বার বিশেষরূপে বিশেষিত হইয়াছেন †। যাহা হউক, বরুণ এক সময়ে অসুর-প্রধান ছিলেন তাহার সন্দেহ নাই। পারসীক অসুর-প্রধান অর্থাৎ অহুর-মজ্দ্ অতিশয় উন্নত-পদ হইয়া একেবারে পরমেশ্বরের পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। বৈদিক অসুর-প্রধান অর্থাৎ বরুণ দেব পুরাণের মধ্যে ক্রমশঃ অবনত হইয়া কেবল জলমাত্রের অধিষ্ঠাতা হইয়া পড়িয়াছেন। আবস্তিক অহুর-মজ্দ্ শব্দ সংস্কৃত অসুর-মেধস্ শব্দেরই রূপান্তর এই অনুমানও ঐ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত হইয়াছে। অসুর ও অহুর শব্দ অভিন্ন ইহাতে সন্দেহ নাই। সংস্কৃত মেধস্ শব্দের অর্থ বুদ্ধি, ও আবস্তিক মজ্দাও শব্দের অর্থ প্রজ্ঞাবান্ ‡।

† ঋগ্বেদ সংহিতা, ১ম, ২৪ সূ, ৭, ৮, ১০, ১৪ এবং ১৫ ঋক্; ১ম, ২৫ সূ, ২১ ঋক্; ২ ম, ২৮ সূ, ৪ ঋক্; ৬ ম, ৭০ সূ, ১ঋক্ ইত্যাদি। A Lecture on an Original Speech of Zoroaster, by Martin Haug, 1865, PP. 11—14.

‡ ঋগ্বেদ সংহিতা, ১মণ্ডল, ৮৯ সূক্ত, ৩ ঋকের ভাষ্য।

---

* Haug's Essays &ca. 1862, p. 256.

† R. A. S. Journal. New series, vol. I. Part I. p. 79.

‡ M. Haug's Lecture on an original Speech of Zoroaster, 1865, P. 15.

মিত্রমহস্য সূর্য্যমাহিমাত্। *

ঐ দেবতার সহিত আস্তা-প্রোক্ত মিথ্র দেবেরও অনেকাংশে সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। মিথ্র শব্দের অর্থ সূর্য্য ও বন্ধু। সংস্কৃত মিত্র শব্দেরও ঐ উভয় অর্থই প্রসিদ্ধ আছে। মিথ্র দেবতা অবনি-মণ্ডলের সমুদায় অংশেই আলোক আনয়ন করেন †। অতএব তিনিও সূর্য্যদেব বলিয়া নির্দ্ধারিত হইতেছেন ‡। মিথ্র-দেব অশ্ব-যোজিত রথে পরিভ্রমণ করেন §। হিন্দু-শাস্ত্রোক্ত মিত্র অর্থাৎ সূর্য্য-দেবতা যে সর্ব্বতোভাবে ঐ লক্ষণাক্রান্ত তাহা কাহারও অবিদিত নাই। অতএব এই দেবতা হিন্দু ও পারসীকদিগের সংসৃষ্টি-কালের সাধারণ দেবতা ছিলেন তাহার সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বতন পারসীকেরা হিন্দুদিগের ন্যায় বায়ু, সূর্য্য, অগ্নি ও পৃথিব্যাদির উপাসনায় অনুরক্ত ছিলেন, ইহা ইতিপূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে ¶। বৈদিক অগ্নিহোত্রীদিগের ন্যায় ‖ তাঁহারাও কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদন করিতেন ** ও নিজ গৃহে সেই অগ্নি স্থাপন করিয়া রাখিতেন ††।

অবস্তার অন্তর্গত গাথ পরিচ্ছেদে লিখিত আছে, জরথুস্ত্র স্পিতম অগ্নি-যাজকদিগের সুবিজ্ঞতার প্রশংসা করিতেছেন ও আপন সম্প্রদায়কে অঙ্গ্র ‡‡ নামক ঋত্বিক্-কুলের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে

---

* তৈত্তিরীয় সংহিতা, ১ কাণ্ড, ৮ প্রপাঠক, ১৬ অনুবাকের ভাষ্য।

† অবস্তা, মিহির যষ্ত্।

‡ R. A. S. Journal, vol. X. P. 346 দেখ।

§ অবস্তা, মিহির্ যষ্ত্।

¶ ২৫ পৃষ্ঠা দেখ।

‖ ঋগ্বেদ সংহিতা, ১ মণ্ডল, ১২ সূক্ত, ৩ ঋক্ ও তাহার ভাষ্য।

** M. Haug's Essays &ca. p. 150.

†† এক সময়ে তাঁহারা অগ্নিকে স্বতন্ত্র উপাস্য দেবতা স্বরূপ জ্ঞান করিতেন না; কেবল নিজ গৃহে অগ্নি স্থাপন করিয়া রাখিতেন ও তৎসন্নিধানে উপাসনা সংক্রান্ত সমস্ত ক্রিয়া-কলাপের অনুষ্ঠান করিতেন।—G. Rawlinson's five great Monarchies, vol. III. 1865, p. 102.

‡‡ M. Haug's Essays &ca. p. 250.

উৎসাহিত মনে উপদেশ দিতেছেন। ঐ পারসীক অঙ্গ্র হিন্দু-শাস্ত্রোক্ত প্রজাপতি অঙ্গিরা বলিয়া অনুভূত হইতেছেন। বেদ-সংহিতায় অগ্নি-দেবের সহিত অঙ্গিরা ঋষির সবিশেষ ঘনিষ্ঠতা সংক্রান্ত বহুতর প্রসঙ্গ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এমন কি, কোন কোন স্থলে অগ্নি-দেব একেবারে অঙ্গিরা বলিয়াই উল্লিখিত হইয়াছেন।

"ত্বমগ্নে প্রথমো অঙ্গিরাঋষিঃ"।
"ত্বমগ্নে প্রথমো অঙ্গিরস্তমঃ"।

ঋগ্বেদ সংহিতা, ১ মণ্ডল, ৩১ সূক্ত, ১ ও ২ ঋক্।

ফলতঃ অগ্নি-দেবের সহিত অঙ্গিরা ঋষির সবিশেষ সম্বন্ধ ছিল, তিনি কখন কখন অগ্নি-দেবতার প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ করিয়া দেব-কার্য্য সমাধা করিতে প্রবৃত্ত হন, তিনি ও তাঁহার বংশীয় ঋষিগণ জনসমাজে অগ্নি উপাসনা প্রচলিত করেন এইরূপ বহুতর কথা বেদ, নিরুক্ত ও মহাভারতে * বারম্বার সূচিত ও নিদর্শিত রহিয়াছে। এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, পারসীক অঙ্গ্র ও বৈদিক অঙ্গিরা এক ব্যক্তিরই নাম এবং পারসীক ও হিন্দুরা একত্র মিলিত থাকিতেই, তিনি ও তাঁহার বংশীয় ঋষিগণ অগ্নি-উপাসনার প্রচার, পুনঃ প্রচার বা বহুবিস্তার করেন, এই অনুমান আপনা হইতেই উপস্থিত হয়।

পারসীকদিগের অবস্তা শাস্ত্রে ইন্দ্র, শউর্ব ও নাওঙ্‌ হইথ্য এই তিনটি নাম স্থানে স্থানে সন্নিবেশিত আছে। ঐ তিনটি যথাক্রমে বেদোক্ত ইন্দ্র, শর্ব ও নাসত্য-যুগলের সহিত অভিন্ন বলিয়া বিবেচিত হইতেছে †। পুরাণাদি শাস্ত্রে শর্ব ও সর্ব্ব শব্দ শিব-নামাবলী মধ্যে বিনিবেশিত আছে, কিন্তু প্রথমে অগ্নি-দেবের সংজ্ঞা বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল।

---

* ঋগ্বেদ সংহিতা, ১ মণ্ডল, ১ সূক্ত, ৬ ঋক্ ও ৭১ সূক্ত, ২ এবং ৩ ঋক্। নিরুক্ত, ১১ অধ্যায়, ১৬ ও ১৭। মহাভারত, বনপর্ব্ব, ১১৬ অধ্যায়।

† M. Haug's Essays &ca. p. 230.

'সোऽब्रवीज्ज्यायान्वा ऽअसतोऽस्मि धेह्येव मे नामेति।
तमब्रवीत् सर्वोऽसीति।'

शतपथ ब्राह्मण, ৬। ১। ৩। ১০ এবং ১১।
মুদ্রিত পুস্তকের পৃষ্ঠা ৫০৬।

কুমার (অর্থাৎ অগ্নি) কহিলেন, আমি অসৎ হইতে শ্রেষ্ঠতর; আমাকে একটি নাম দাও। প্রজাপতি কহিলেন, তুমি সর্ব।

অশ্বিন্ নামক দুইটি দেবতার নাম নাসত্য *। পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইবে, হিন্দু ও পারসীকদিগের পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদ বশতঃ ঐ শর্ব, নাসত্য এবং ইন্দ্রদেব অবস্তার মধ্যে দৈত্য স্বরূপ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

অবস্তার মধ্যে বয়ু †, হোম ‡, অর্মইতি §, অইর্যমন্ ¶, নইর্যো-শঙ্হ ‖ নামে কতকগুলি দেবতা বা দেবদূত-বিশেষের বিষয় বর্ণিত আছে। ঐ সমুদায় যথাক্রমে হিন্দুশাস্ত্রোক্ত বায়ু, সোম, অর-মতি, অর্য্যমন্ ও নরাশংস বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। পারসীক বয়ু বহু-দূর-স্থিত ও সর্ব্বত্র-গামী বা সর্ব্বত্র-ব্যাপী। তিনি উপরি ভাগে অর্থাৎ গগনমণ্ডলে কর্ম্ম করেন **। বৈদিক বায়ু দেবও এই লক্ষণাক্রান্ত তাহার সন্দেহ নাই। বেদোক্ত অরমতি একটি উপাস্য দেবতা; আবস্তিক অর্মইতিও দেবতা বা দেব-পারিষদ স্বরূপ। বৈদিক অরমতি শব্দের অর্থ পৃথিবী, আবস্তিক অর্মইতি শব্দ অবিকল ঐ অর্থেই প্রয়োজিত হইয়াছে। পুরাণে লিখিত আছে পৃথিবী এক সময়ে গো-রূপ ধারণ করিয়াছিলেন ††। অবস্তার মধ্যেও পৃথিবী গো-স্বরূপ বলিয়া লক্ষিত

---

* ঋগ্বেদ সংহিতা, ১ ম, ৪৬ সূ, ৫ ঋক্; ৪৭ সূ, ৭ ও ৯ ঋক্; ৩ ম, ৫৪ সূ, ১৬ ঋক্ ইত্যাদি।

† রাম্-যষ্‌ত্।

‡ হোম যষ্‌ত্।

§ যশ্ন ১২ অধ্যায় ও যশ্ন ৩১ অধ্যায় (গাথ অহুনবইতি ৪র্থ পরিচ্ছেদ)।

¶ যশ্ন ৫৪ অধ্যায়, বিস্‌পরদ্ ১ অধ্যায় ও বেন্দিদাদ্ ২২ অধ্যায়।

‖ বেন্দিদাদ্ ২২ অধ্যায়।

** রাম্ যষ্‌ত্।

†† বিষ্ণুপুরাণ, প্রথম অংশ, ত্রয়োদশ অধ্যায়।

হইতেছে *। ভূমি-কর্ষণ ও শস্যোৎপাদন ঐ পৌরাণিক ও আবস্তিক উভয় উপাখ্যানেরই উদ্দেশ্য। এদেশে বিবাহ-সম্পাদনের সময়ে অর্যমন্ দেবতার সংক্রান্ত মন্ত্র-সমূহ প্রয়োজিত হয় †। আবস্তিক অইর্যমন্ দেবতার বিষয়ও অবিকল ঐরূপ। অবস্তার মধ্যে 'অইর্যম ইষ্যো' ‡ নামে এক মন্ত্র আছে, তাহাও উদ্বাহের সময়ে বিনিযোজিত হইয়া থাকে। অতএব বৈদিক অর্যমন্ ও আবস্তিক অইর্যমন্ একান্ত অভিন্ন। বেদের মধ্যে নরাশংস শব্দ অগ্নি, পূষন্, ব্রহ্মণস্পতি প্রভৃতি অনেকানেক দেবতার বিশেষণ স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছে। আবস্তিক নইর্য্যোশঙ্হ অহুরমজ্দের দূত স্বরূপ। বেদে অগ্নি ও পূষন্ দেবতাকেও ঐরূপ দৌত্য-ব্রতে ব্রতী দেখা যায়। ইন্দ্র-দেবের একটি নাম বৃত্রহন্; ঐ শব্দের আবস্তিক রূপ বেরেথ্রঘ্ন। অবস্তায় ইন্দ্র দৈত্য স্বরূপ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, কিন্তু বেরেথ্রঘ্ন ভক্তি-ভাজন ও পূজাস্পদ যজত-বিশেষ §। এই সমস্ত দেবতা হিন্দু ও পারসীকদিগের সংসৃষ্টি-কালের উপাস্য দেবতা ছিলেন বলিতে হইবে। বেদোক্ত ভগ ও অবস্তা-প্রোক্ত বগ শব্দ একরূপ অভিন্ন। বৈদিক ভগ একটি আদিত্যের নাম, কিন্তু আবস্তিক বগ শব্দ দেবতা মাত্রেরই প্রতিপাদক। আর্য্য-বংশীয়দিগের দেবতা-বাচক বগ বা ভগ শব্দটি অতীব প্রাচীন। পূর্ব্বতন স্লেবোনিক জাতীয়েরা ঐ নামের ¶ দুইটি দেবতা জানিতেন; একটি শুক্ল এবং অপরটি কৃষ্ণবর্ণ। ‖

---

* অবস্তা, গাথ অহুনবইতি, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ (যশ্ন উনত্রিংশ অধ্যায়)। M. Haug's Essays &ca. pp. 140 & 150.

† কুশণ্ডিকা-প্রণালী পাঠ করিয়া দেখিলেই এ বিষয়ের প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

‡ অবস্তা, যশ্ন ৫৪ ও বিস্পরদ্ ১ অধ্যায়।

§ অবস্তার মতে অহুরমজ্দের অপেক্ষায় নিকৃষ্ট পদস্থ, দৈব-শক্তি-সম্পন্ন, পূজনীয় ও স্তবনীয় জীব-বিশেষের নাম যজত। মিথ্র, অরুমইতি, অর্যমন্, হোম, বেরেথ্রঘ্ন ইহাঁরা সকলেই যজত। এই শব্দটি বৈদিক যজত শব্দেরই রূপান্তর মাত্র। যজত শব্দের অর্থ যজ্ঞিয়।—নিরুক্ত। ৮।৭ ও ১২।১৭।

¶ ঐ শব্দের স্লেবোনিক রূপ Bog.

‖ M. Haug's Essays &ca, pp, 230, 231, 232, 244, 281 and 193 দেখ।

বৈদিক দেবগণের সংখ্যা তেত্রিশ মাত্র, পুরাণোক্ত তেত্রিশ কোটী দেব-সংখ্যা বেদ-রচনার সময়ে কল্পিত হয় নাই।

ইতি স্তুতাসো অসথা রিশাদসো যে স্থ ত্রয়শ্চ ত্রিংশচ্চ।

মনোর্দেবা যজ্ঞিয়াসঃ ॥

ঋগ্বেদ সংহিতা, ৮ মণ্ডল, ৩০ সূ, ২ ঋক্।

হে শত্রুসংহারক! হে মনুর যজ্ঞিয় দেবগণ! তোমরা তিন ও ত্রিশ। তোমরা এইরূপ স্তুত হও।

যস্য ত্রয়স্ত্রিংশদ্দেবা অঙ্গে সর্বে সমাহিতাঃ।

অথর্ব্ববেদ সংহিতা। ১০। ৭। ১৩।
মুদ্রিত পুস্তকের পৃষ্ঠা ২৩০।

যে প্রজাপতির অঙ্গে সমুদায় তেত্রিশ দেবতা অবস্থিত আছেন *।

অবস্তায়ও লিখিত আছে, ঠিক তেত্রিশ জন রতু অর্থাৎ অধ্যক্ষ অহুরমজ্দের প্রতিষ্ঠিত ও জরথুস্ত্রের প্রচারিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট তত্ত্ব সমুদায় প্রচলিত রাখিবার নিমিত্ত নিয়োজিত থাকেন †। অনুমান হয়, ঐ সংখ্যাটি এক সময়ে একত্র-সংসৃষ্ট হিন্দু ও পারসীকদিগের দেবগণের গণনার্থ ব্যবহৃত ছিল; পারসীকেরা হিন্দুদের সহিত পৃথগ্‌ভূত হইয়া তাহার অর্থ ও তাৎপর্য্য একেবারে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন।

ঐ উভয়-জাতীয় দেবগণের সংজ্ঞা ও স্বরূপ বিষয়ে যাদৃশ সৌসাদৃশ্য প্রদর্শিত হইল, উহাদের ক্রিয়াকলাপ বিষয়েও ঐরূপ অবলোকিত হইতেছে। এস্থলে তদ্বিষয় সংক্রান্ত দুই একটি কথার প্রসঙ্গ করা যাইতেছে।

অবস্তায় ঋত্বিকের নাম আথ্রব ও ঋত্বিগ্-বিশেষের নাম জওঁত বলিয়া লিখিত আছে। এই দুইটি বৈদিক অথর্ব্বন্ ও হোতা ‡ বই

---

* অথর্ব্ব সংহিতা। ১০। ৭। ২৩ ও ১০। ৭। ২৭ দেখ।

† অবস্তা, যশ্ন ১। ১০। M. Haug's Essays &ca. p. 233.

‡ শব্দ-বিশেষে আবস্তিক জকারের স্থানে সংস্কৃত ভাষায় হকারের আদেশ দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন আবস্তিক অজেম্ শব্দের স্থানে সংস্কৃতে অহম্ হয়। ইহা হইলে হোতা ও জওঁত শব্দে বিশেষ বিভিন্নতা থাকে না।

আর কিছুই নয়*। পারসীকদিগের ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান-কালে দুগ্ধ, নবনীত, মাংস বা ফল, সোম-শাখা, সোম-রস, বৃষ-লোম, একত্র-বদ্ধ পল্লব-পুঞ্জ ও পিষ্টক-বিশেষ ব্যবহৃত হইয়া থাকে †। এইরূপ দ্রব্য-জাত হিন্দুদিগের যজ্ঞ পূজাদিতেও নিয়োজিত হয় ইহা প্রসিদ্ধই আছে।

অনেকের বিদিত থাকিবে, সোমযাগ একটি প্রধান বৈদিক যজ্ঞ। বেদানুসারে সোম, ও পারসীক শাস্ত্রানুসারে হোম, একটি উদ্ভিদের নাম। উভয় শাস্ত্রানুসারেই, উহা সুবর্ণ সদৃশ রঞ্জিত। উভয় শাস্ত্রানুসারেই, উহা মাদক ও রোগ-নিবারক। উভয় শাস্ত্রানুসারেই, উহা স্বাস্থ্য-দায়ক ও অমরত্ব-বিধায়ক। উভয় শাস্ত্রানুসারেই, উহা একটি পরম পূজনীয় দেবতা। উভয় শাস্ত্রানুসারেই, উহার রস বিহিত বিধানে প্রস্তুত ও মন্ত্র-পূত করিয়া পান করিতে হয়। বেদে ও অবস্তায় ঐ সোম দেবতার গুণ-বাচক যে সমস্ত একান্ত অভিন্ন শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। ‡

আবস্তিক	সংস্কৃত।
হ্বরেস	সবর্ষা §
বেরেথ্রজও	বৃত্রহা ¶
হুখ্রতুস্	সুক্রতুঃ ‖

* M. Haug's Essays &ca. 1862 p. 237.

† M. Haug's Esaays &ca. 1862. pp. 132, 238.

‡ ঋগ্বেদ সংহিতা, সমগ্র নবম মণ্ডল; ১ম, ৯১ সূ; ৪ম, ২৮ সূ; ১ম, ৪৩ সূ, ৭—৯ ঋক্; ৬ ম, ৪৭ সূ, ১—৫ ঋক্ ইত্যাদি। অবস্তা, হোম-যষ্ত (যশ্ন, ৯ ও ১০ অধ্যায়)। Translated extracts from Dr. Windischmann's Essay on the Soma worship of the Arians in Muir's Sanscrit Texts, part 11. Appendix, Note D দেখ।

§ स्वर्षामप्सां वृजनस्य गोपाम्।

ঋগ্বেদ সংহিতা, ১ম, ৯১ সূ, ২১ ঋক্।

¶ त्वं सोमासि सत्पतिस्त्वं राजोत वृत्रहा।

ঋগ্বেদ সংহিতা, ১ম, ৯১ সূ, ৫ ঋক্।

‖ त्वं सोमक्रतुभिः सुक्रतुर्भूस्त्वम्।

ঋগ্বেদ সংহিতা, ১ম, ৯১ সূ, ২ ঋক্।

পার্সীদের যে ক্রিয়াতে সোমলতার রস নিবেদিত ও ব্যবহৃত হয়, তাহার নাম ইজেষ্‌নে। উহাতে জ্যোতিষ্টোম নামক বৈদিক ক্রিয়ার প্রায় সমুদায় অঙ্গই লক্ষিত হইয়া থাকে। পার্সীরা আরও অনেক গুলি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, যথা আফ্রিগান্, দরুন্, গাহানবর্। এই তিনটি বেদোক্ত আপ্রী, দর্শপৌর্ণমাস ও চতুর্মাস্য যাগের সমান বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে*। কিন্তু বৈদিক আপ্রী ও আবস্তিক আফ্রি এই দুইটি নাম ভিন্ন অন্য ক্রিয়াগুলির কিছুমাত্র সংজ্ঞাসাদৃশ্য দৃষ্ট হয় না।

উপনয়ন-কালে যজ্ঞসূত্র-ধারণ বিষয়েও উভয় জাতির সবিশেষ সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষীয় আর্য্যেরা নির্দ্দিষ্ট বয়ঃক্রম কালে উপনীত হইয়া যজ্ঞসূত্র ধারণ করেন। ব্রাহ্মণের অষ্টম বর্ষ, ক্ষত্রিয়ের একাদশ বর্ষ এবং বৈশ্যের দ্বাদশ বর্ষ উপনয়নের মুখ্য কাল, কিন্তু উহাদের যথাক্রমে ষোড়শ, দ্বাবিংশ ও চতুর্বিংশ বৎসর অতীত না হইলে, উপনয়ন-কাল অতীত হয় না।

अष्टमे वर्षे ब्राह्मणमुपनयेद् गर्भाष्टमे वैकादशे क्षत्रियं द्वादशे वैश्यम्। आ षोड़शाद् ब्राह्मणस्यानतीतः काल आ द्वाविंशात् क्षत्रियस्य आ चतुर्विंशाद् वैश्यस्य। अत ऊर्द्ध्वं पतितसावित्रीका भवन्ति।

আশ্বলায়নগৃহ্যসূত্র। ১। ২০।

गर्भाष्टमेऽब्दे कुर्व्वीत ब्राह्मणस्योपनायनम्।
गर्भादेकादशे राज्ञो गर्भात्तु द्वादशे विशः॥
आषोड़शाद् ब्राह्मणस्य सावित्री नातिवर्त्तते।
आद्वाविंशात् क्षत्रबन्धोराचतुर्विंशतेर्विशः॥

মনুসংহিতা, ২ অধ্যায়, ৩৬ ও ৩৮ শ্লোক।

পারসীকদিগের মধ্যেও ইহার অনুরূপ রীতি প্রচলিত দেখা যায়। ভারতবর্ষ-নিবাসী পারসীকেরা সপ্তম বর্ষে উপনীত হন, কিন্তু কর্ম্মান্ প্রদেশীয় পারসীকেরা দশম বর্ষে প্রবৃত্ত না হইলে যজ্ঞোপবীত প্রাপ্ত হন-

* M. Haug's Essays &ca. pp. 238—242.

না। রবাএ়তের মতে, অর্থাৎ পার্সী পণ্ডিতদিগের ব্যবস্থানুসারে, বালকেরা সচরাচর দশমবর্ষ বয়সের সময়ে পার্সীদিগের সমাজ-ভুক্ত হয়; কিন্তু অন্যান্য গ্রন্থানুসারে বোধ হয়, তাহারা পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃস্থ হইলে ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে *।

অথর্ব্ব বেদের অনেকাংশে মন্ত্র-প্রয়োগ দ্বারা রোগ-শান্তি, দীর্ঘায়ু-লাভ, শত্রু-বিনাশ ও উৎপাত-নিবারণ প্রভৃতির বহুতর ব্যবস্থা বিদ্যমান আছে। অবস্তারও কোন কোন ভাগে † তদনুরূপ মন্ত্র-সমূহ সন্নিবেশিত রহিয়াছে। এমন কি, ঐ বেদের সহিত অবস্তার অন্তর্গত যষ্‌ত্‌ ও বেন্দিদাদ্‌ বিভাগের ঐক্য করিয়া দেখিলে, অনেকানেক বচনের সাতিশয় সাদৃশ্য দৃষ্ট হইতে পারে। অথর্ব্ব বেদের অন্য একটি নাম অথর্ব্বাঙ্গিরস বেদ; স্থানে স্থানে কেবল আঙ্গিরস বেদ অর্থাৎ অঙ্গিরা ও আঙ্গিরস-বংশীয় ঋষিদিগের বেদ বলিয়া লিখিত আছে। যে অগ্নিযাজক অঙ্গিরা ও আঙ্গিরস ঋষিগণ হিন্দু ও পারসীক উভয় জাতিরই পরম শ্রদ্ধেয় ও ভক্তি-ভাজন বলিয়া ইতিপূর্ব্বে বিবেচিত হইয়াছেন ‡, ঐ আঙ্গিরস আখ্যা দ্বারা ঐ বেদ তাঁহাদেরই হইতে উৎপন্ন বলিয়া সূচিত হইতেছে। পুরাণে পৌরাণিক কথার প্রণালী অনুসারে ঐ বেদ অঙ্গিরা ঋষির অপত্য বলিয়া বর্ণিত আছে।

प्रजापतेरङ्गिरसः स्वधा पत्नी पितॄनथ ।
अथर्वाङ्गिरसं वेदं पुत्रत्वे चाकरोत् सती ॥

ভাগবত। ৬। ৬। ১৬।

ঐ বেদের আর একটি নাম আথর্ব্বণ-বেদ, অর্থাৎ অথর্বন্‌দিগের বেদ। আবস্তিক আথ্রব ও বৈদিক অথর্বন্‌ শব্দ যথাক্রমে যাজক ও অগ্নিযাজক প্রতিপাদক। প্রথমে ঋক্‌, সাম, যজুঃ এই তিনই প্রকৃত বেদ বলিয়া গণ্য ছিল; তাহার মধ্যে অথর্ব্ব বেদের নাম সন্নিবিষ্ট ছিল

---

* Muir's Sanscrit Texts, Part II, p. 296.

† অবস্তা, আর্দি-বেহেশ্‌ত্‌ যষ্‌ত্‌ ও খোর্‌দদ্‌-যষ্‌ত্‌। অবস্তা, বেন্দিদাদ্‌ ২০—২২ অধ্যায়।

‡ ৩১ পৃষ্ঠা দেখ।

না। ঐ বেদ ম্লেচ্ছদিগের নিমিত্ত প্রকটিত এইরূপ একটি জন-প্রবাদও হিন্দু-সমাজে বহুকালাবধি প্রচলিত আছে। এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, প্রকরণ-বিশেষে আবস্তিক ধর্ম্মের সহিত আথর্ব্বণ ধর্ম্মের বিশেষ কিছু সম্বন্ধ অবশ্যই লক্ষিত বা সম্ভাবিত হইতে থাকে।

হিন্দু ও পার্সী * উভয় জাতীয়েরাই শাস্ত্রীয় ক্রিয়া-বিশেষ উপলক্ষে শরীর-শোধনার্থ গো-মূত্র ব্যবহার করিয়া থাকেন, এ কথাটিও আর্য্য-কুলের পুরাবৃত্ত-জিজ্ঞাসুদিগের উপেক্ষার বিষয় নয়।

বেদ-সংহিতায় দেব-প্রতিমা ও স্বতন্ত্র দেব-মন্দিরের কোন প্রসঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায় না। পারসীকেরাও প্রথমে ঐ উভয় অবগত ছিলেন না। অতএব হিন্দু ও পারসীকেরা একত্র সংসৃষ্ট থাকিতে, তাঁহাদের মধ্যে স্বতন্ত্র বিগ্রহ-পূজার ও দেবালয়-প্রতিষ্ঠার রীতি বিদ্যমান ছিল না।

অবস্তার মধ্যে বর্ণ-বিভাগের কিছুমাত্র নিদর্শন নাই। বেদ-সংহিতার প্রাচীনতম সূক্ত সমুদায়েও সে বিষয়ের সুস্পষ্ট প্রসঙ্গ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অতএব যদিও বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় শব্দের মূল স্বরূপ বিশ † ও ক্ষত্র শব্দ সংস্কৃত ও আবস্তিক উভয় ভাষাতেই বিদ্যমান আছে, তথাচ বলিতে হইবে, হিন্দু ও পারসীকেরা একত্র মিলিত থাকিতে, কুল-ক্রমাগত প্রকৃত বর্ণ-বিচারের সৃষ্টি হয় নাই।

হিন্দু ও পারসীকেরা পরস্পর পৃথক্ হইবার পূর্ব্বে পরলোকের বিষয়ে কিরূপ মতস্থ ছিলেন তাহা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় না। পারসীকদিগের অবস্তা-শাস্ত্রে যিম নামে অলৌকিক-শক্তি-সম্পন্ন কোন অসামান্য ব্যক্তির একটি উপাখ্যান আছে ‡। ঐ যিম বেদ-শাস্ত্রোক্ত যম রাজা তাহার সন্দেহ নাই। বেদানুসারে যম বিবস্বতের সন্তান; অবস্তানুসারে যিম বীবঙ্হ্বতের অপত্য। যিম একটি পরম সৌভাগ্যশালী রাজা ছিলেন; তিনি কিছু কাল রাজত্ব করিয়া

---

* অবস্তা, বেন্দিদাদ্ ৯ অধ্যায়।

† আবস্তিক বীশ্।

‡ অবস্তা, বেন্দিদাদ্ ২ অধ্যায়।

মনুষ্য ও অন্য অন্য প্রাণীতে পৃথিবী পরিপূর্ণ করেন এবং অবশেষে স্বর্ণময়-স্তম্ভ-পরিবেষ্টিত একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে নিয়মিত-সংখ্যক অত্যুৎকৃষ্ট মনুষ্য ও পশ্বাদি লইয়া যান ও তথায় অবস্থিতি করিয়া তাহাদিগকে সুখী ও অমৃতশালী করেন। তাঁহার অধিকারে অজ্ঞান, অধর্ম্ম, দীনতা, রোগ ও মৃত্যু কিছুই বিদ্যমান ছিল না। বেদ-সংহিতায়ও যম রাজা লোকান্তর-নিবাসীদিগের অধীশ্বর বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। তিনি জীবলোক-বিশেষে অধিবাস করিয়া তাহাদিগকে শাসন ও পালন করিয়া থাকেন। পুরাণাদি শাস্ত্রে যমালয় কেবল ভয় ও ক্লেশের আলয় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে বটে, কিন্তু পুরাকালীন হিন্দুদিগের ঈদৃশ সংস্কার ছিল এমন বোধ হয় না; প্রত্যুত তাঁহারা যমলোককে পারসীকদিগের যিম-মণ্ডলের ন্যায় সুখ ও সৌভাগ্যের নিলয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন।

यत्र ज्योतिरजस्रम् यस्मिन् लोके स्वर्हितम् ।
तस्मिन् माम् धेहि पवमान अमृते लोके अक्षिते ॥
यत्र राजा वैवस्वतो यत्रावरोधनम् दिवः ।
यत्रामूर्यह्वतीरापस्तत्र माम् अमृतम् कृधि ॥
यत्रानुकामम् चरणम् त्रिनाके त्रिदिवे दिवः ।
लोका यत्र ज्योतिष्मन्तस्तत्र माममृतम् कृधि ॥
यत्र कामा निकामाश्च यत्र ब्रध्नस्य विष्टपम् ।
स्वधा च यत्र तृप्तिश्च तत्र माममृतम् कृधि ॥
यत्रानन्दाश्च मोदाश्च मुदः प्रमुद आसते ।
कामस्य यत्राप्ताः कामास्तत्र माममृतम् कृधि ॥

ঋগ্বেদ-সংহিতা, ৯ ম, ১১৩ সূ, ৭—১১ ঋক্।

হে পবমান সোমদেব! যে লোকে অজস্র জ্যোতিঃ ও সূর্য্যতেজ অবস্থিত আছে, সেই অমৃত অক্ষয় লোকে আমাকে স্থাপন কর। যে লোকে বৈবস্বত (অর্থাৎ যম) রাজা রাজত্ব করেন, যেখানে দ্যুলোকের অন্তরতম স্থান এবং বিস্তৃত সলিল-পুঞ্জ অবস্থিত আছে, সেই স্থানে

আমাকে অমর কর। যে লোকে ইচ্ছানুরূপ আচরণ করা যায় এবং যেখানে জ্যোতিষ্মান্ লোক সকল বিদ্যমান আছে, দ্যুলোকের সেই ত্রিনাভি-বিশিষ্ট পবিত্রতম স্থানে আমাকে অমর কর। যেখানে যথেষ্ট সুখ-সম্ভোগ এবং স্বধা ও তৃপ্তি আছে ও যেখানে সূর্য্যলোক বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই স্থানে আমাকে অমর কর। যে স্থানে বহুল আনন্দ ও বহুতর আমোদ প্রমোদ বিদ্যমান আছে এবং যেখানে কাম্য বস্তু সমুদায়ই প্রাপ্ত হওয়া যায়, আমাকে সেই স্থানে অমর কর।

বেদ-সংহিতানুসারে যম রাজা পরলোকবাসীদিগের অধীশ্বর, কিন্তু পারসীকদিগের যিম রাজার সুখময় রাজ্য অবনিতেই অবস্থিত। অতএব যিম ও যম এই দুটি নামের সৌসাদৃশ্য একত্র সংসৃষ্ট হিন্দু ও পারসীকদিগের পরলোক বিষয়ক বিশ্বাসের পরিচয় দান করিতেছে কি না সংশয়-স্থল।

পূর্ব্ব-লিখিত * ভিন্ন অন্যান্য অনেক পৌরাণিক বা ঔপাখ্যানিক বিষয়েরও সমধিক ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দুদের মতে পৃথিবী সপ্তদ্বীপা। পার্সীরাও মেদিনীমণ্ডলকে সাত ভাগে বিভক্ত বলিয়া বিশ্বাস করেন †। হিন্দুদিগের মতানুসারে সুমেরু পর্ব্বত পৃথিবীর মধ্যস্থিত। পার্সীরাও ঐরূপ একটি পরম পবিত্র মধ্যস্থিত পর্ব্বতের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করিয়া থাকেন ‡। ঐ উভয়ই দেবতা-বিশেষের নিবাস-ভূমি। একের শিখরোপরি ব্রহ্মার পুরী §, অপরের উপরে মিথ্রদেবের সুখময় প্রাসাদ ¶।

হিন্দু ও পারসীকদিগের পূর্ব্বতন জাতীয় ধর্ম্মের সাদৃশ্য বিষয়ের যৎকিঞ্চিৎ যাহা লিখিত হইল, তদ্দ্বারা ঐ উভয় জাতির সংসৃষ্টি-

---

* ২৯, ৩০ ও ৩১ পৃষ্ঠা দেখ।

† অবস্তা, মিহির-যষ্ত্।

‡ বিষ্ণুপুরাণ, ২ অংশ, ২ অধ্যায়।

§ অবস্তা, মিহির-যষ্ত্।

¶ অবস্তা, মিহির-যষ্ত্।

কালীন ধর্ম্ম বেদ-সংহিতা-প্রোক্ত ধর্ম্মের অনুরূপ অথবা শৈশব-রূপ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। উহা সূর্য্য, বায়ু, পৃথিব্যাদি বহু-প্রভাবশালী নৈসর্গিক বস্তুর উপাসনার অতিরিক্ত অধিক কিছুই নয়। বিদেশ-বাসী পারসীক জাতির সহিত আমাদের এই অবিদিতপূর্ব্ব অমৃতময় ভ্রাতৃভাবের বর্ণন করা কি অভূতপূর্ব্ব আনন্দেরই বিষয়! কিন্তু ধরণীমণ্ডলে সৌহৃদ্য বা সৌভ্রাত্র কিছুই চিরস্থায়ী নয়। এই উভয় জাতি কারণ-বিশেষের, বোধ হয় ধর্ম্ম-সংক্রান্ত কলহ ক্রোধের, বশীভূত হইয়া একেবারে স্বতন্ত্র হইয়া পড়িলেন এবং ক্রমে ক্রমে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রদেশে প্রস্থান ও অবস্থান করিলেন। ইহাঁদের ঐ বদ্ধ-মূল বিদ্বেষ ও ঘোরতর বিসম্বাদের বহুতর সুস্পষ্ট নিদর্শন হিন্দু ও পারসীক উভয় শাস্ত্রের মধ্যেই জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছে।

হিন্দু ও পারসীকদিগের জাতীয় ধর্ম্মের যেমন অনেক বিষয়ে অ-সাধারণ ঐক্য অবলোকিত হইতেছে, কতকগুলি বিষয়ে আবার তেমনি বৈপরীত্য দেখিতে পাওয়া যায়। বেদের অন্তর্গত দেবঁ-শব্দ পূজাস্পদ দেবতা-প্রতিপাদক, কিন্তু তদনুরূপ আবঁস্তিক দএবঁ বা দেবঁ এবং অধু-নাতন পারসীক দেও্-শব্দ দৈত্য-বাচক। হিন্দুদিগের কয়েকটি প্রধান দেবতার নাম ইন্দ্র, শর্ব ও নাসত্য *। অবঁস্তা-রচয়িতারা তাঁহাদিগকে দৈত্য-নিকেতনে ও নিরয়-সদনে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন। তাঁহারা যথাক্রমে দৈত্যাধিপতি অঙ্গ্রমইন্যুর মন্ত্রিসভার দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ সভাসদের আসনে উপবেশিত হইয়াছেন। সোমযাগ একটি প্রধান বৈদিক ক্রিয়া ইহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে; জরথুস্ত্র-স্পিতম ঐ পূর্ব্বকালীন ক্রিয়া পরিত্যাগ করিয়া সোমরস-পানের ভূয়সী নিন্দা করিয়াছেন †। এমন কি, এই বিষয়ের মতামতই হিন্দু ও পারসীক-দিগের চির-বিচ্ছেদের একটি মূল কারণ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে ‡।

---

* সংস্কৃত শর্ব ও নাসত্য শব্দের আবঁস্তিক রূপ শউর্ব ও নাওংহইথ্য। ৩৬ পৃষ্ঠা দেখ।

† অবঁস্তা, যস্ন ৩২, ৩ ও ৪৮, ১০।

‡ কিন্তু সোমরস-পান একেবারে উঠিয়া যায় নাই; উত্তর কালে প্রকারান্তর

এইরূপ, হিন্দু ঋষিরাও পারসীক ধর্ম্ম ও পারসীক দেবতাদিগের নিন্দা করিতে ত্রুটি করেন নাই। আবেস্তিক অহুর-শব্দ সংস্কৃত অসুর-শব্দেরই রূপান্তর তাহার সন্দেহ নাই*। অহুর শব্দের অর্থ প্রভু ও জীবিত-বান্†, এবং পারসীকদিগের দেবগণের নাম অহুর ও প্রধান দেবতার নাম অহুরমজ্দ। কিন্তু শ্রীমান্ সায়নাচার্য্যের ব্যাখ্যানুসারে, প্রথমে বেদ-সংহিতার প্রাচীনতর ভাগের বহুতর স্থানেই অসুর-শব্দ সর্ব্বজীবের প্রাণদাতা (সুতরাং দেব-গুণ-বাচক) অর্থে প্রয়োজিত হইলেও‡, উত্তরকালীন হিন্দু শাস্ত্রকারেরা অসুরগণকে দেব-দ্বেষী দৈত্য-স্বরূপ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন ও স্বীয় দেবতাদিগকে অসুর-বিরোধিনী সুর-সংজ্ঞা প্রদান করিয়া প্রতিপক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

সোমযজ্ঞ পারসীক সম্প্রদায়ে প্রবর্ত্তিত হয়। অধুনাতন পার্সী পুরোহিতেরা অগ্নিকে উহা দর্শনমাত্র করাইয়া অত্যল্প মাত্রায় পান করেন।—হোম-যষ্‌ত্। অবস্তা, যশ্ন ৯ ও ১০ অধ্যায়। G. Rawlirson's Five Great Monarchies, 1865. pp. 103 and 104 দেখ।

* ২৩ পৃষ্ঠায় এ বিষয় প্রতিপন্ন করা হইয়াছে; এস্থলে ইহার আর একটি দৃঢ়তর প্রমাণ প্রদর্শিত হইতেছে। হিন্দুদিগের শুক্ল যজুর্ব্বেদীয় বাজসনেয়ি-সংহিতার অন্তর্গত কতকগুলি ছন্দের নাম আসুরী; যথা;—আসুরী গায়ত্রী, আসুরী উষ্ণিক্, আসুরী পংক্তি, আসুরী অনুষ্টুভ্, আসুরী বৃহতী, আসুরী ত্রিষ্টুভ্, আসুরী জগতী*। পারসীকদিগের অবস্তা শাস্ত্রের অন্তর্গত গাথ পরিচ্ছেদের মধ্যে ঐ সকল ছন্দ অবিকল বিদ্যমান রহিয়াছে এবং তাহা অহুর অর্থাৎ অসুর-ধর্ম্মের উপদেশার্থে বিনিয়োজিত হইয়াছে। আসুরী শব্দের অর্থ অসুর সম্বন্ধীয়। অতএব বলিতে হয়, বাজসনেয়ি-সংহিতা-সংগ্রাহক ভারতবর্ষীয় ঋষিরা ঐ অতি প্রাচীন গাথ শাস্ত্রের বিষয় অবগত ছিলেন ও পারসীকদিগের দেবগণের নাম অসুর বলিয়া জানিতেন এবং ঐ অসুর (অর্থাৎ অহুর)-প্রধান অবস্তা শাস্ত্রের অনেকানেক অংশ ঐ সমুদায় ছন্দে বিরচিত জানিয়া উহাদিগকে আসুরী এই সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন।

† M. Haug's Lecture on an original Speech of Zoroaster, 1865, p. 15.

‡ তিনি ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের পঁয়ত্রিশ সূক্তের সপ্তম ঋকের ভাষ্যে 'অসুরঃ সর্ব্বেষাং প্রাণদঃ' এবং দশম ঋকের ভাষ্যে 'অসুরঃ প্রাণদাতা' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

---

* শ্রীমান্ বেবের (Weber) কর্ত্তৃক মুদ্রিত বাজসনেয়ি-সংহিতার উপক্রমণিকার ৬০ পৃষ্ঠা দেখ।

হিন্দুদিগের দেবতাগণের ঐ আখ্যাটি সমধিক প্রাচীন নয়, উটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক নাম। বেদ-সংহিতায় সুর শব্দ বিদ্যমান নাই, পুরাণের মধ্যেই উহার বহুল প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব সর্ব্ব-প্রথমে ঐ শব্দটি হিন্দু-শাস্ত্রের অন্তর্গত ছিল না, সুতরাং বলিতে হয়, হিন্দুরা পারসীকদিগের অসুর-নামক দেবতাদিগের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করিয়া আপনাদের দেবগণের নাম সুর বলিয়া প্রচার করিলেন এবং অসুর সুর-বহির্ভূত অর্থাৎ সুর-দ্বেষী বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন *।

অবস্তায় লিখিত আছে, যিম রাজার রাজ্য সুখ ও সম্পদের স্থান ছিল। কিন্তু অপেক্ষাকৃত নব্যতর হিন্দুশাস্ত্র-প্রণেতারা যমের আলয় ভয় ও ক্লেশের আলয় বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

এক দিকে যেমন অবস্তা-রচয়িতারা বেদোক্ত কবি ও উশিজ নামক পরমার্থদর্শী জ্ঞানীদিগের ভূয়সী নিন্দা করিয়াছেন †; আর দিকে সেইরূপ ভারতবর্ষীয় হিন্দু ঋষিগণ জরথুস্ত্র-প্রবর্ত্তিত উপাসক-সম্প্রদায়ের প্রধান ব্যক্তিদিগকে বার বার তিরস্কার করিয়াছেন। ঐ

বুদ্ধিদাতা এই অর্থ বুঝিতেও অসুর-শব্দ অসু-শব্দ হইতে নিষ্পন্ন হয়। নিঘণ্টু অনুসারে অসু শব্দের অর্থ প্রজ্ঞা। যথা—

কেতুঃ কেতঃ চেতঃ চিত্তম্ ক্রতুঃ অসুঃ ধীঃ শচী।
মায়া বয়ুনম্ অভিখ্যেত্যেকাদশ প্রজ্ঞানামানি।

নিঘণ্টু। ৩। ৯।

কেতু, কেত, চেত, চিত্ত, ক্রতু, অসু, ধী, শচী, মায়া, বয়ুন, অভিখ্যা এই একাদশটি প্রজ্ঞার নাম।

ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে, অসুর-শব্দ প্রথমে দেবতা-প্রতিপাদক অথবা দেবগুণ-বাচক ছিল তাহার সন্দেহ নাই।

* অগ্রে অসুর-শব্দ বিদ্যমান ছিল, পরে সুর-শব্দের সৃষ্টি হয়। অতএব এখন অবধি এদেশীয় পণ্ডিতদিগের মতানুযায়ী অসুর-শব্দ 'সুর-বিরোধী' এইরূপ ব্যুৎপত্তি পরিত্যাগ করিয়া, সুর 'অসুর-বিরোধী' এই অর্থে অসুর হইতে মনঃকল্পিত সুর-শব্দ নিষ্পন্ন করা আবশ্যক হইয়া উঠিতেছে।

† M. Haug's Essays, &ca., pp. 245 and 246.

সম্প্রদায়ের প্রথম লোকদিগের নাম 'মগবং' *। উহার সংস্কৃত রূপ 'মঘবা'। কীলরূপা শিলালিপিতে ঐ নাম 'মগুষ্' † বলিয়া লিখিত আছে। ঐ সম্প্রদায়ী বীর ও ভূপতি-বিশেষের নাম 'কবা' বা 'কব' ছিল; যথা—কবা-বীস্তাস্প, কব-হুশ্রব, কব-উশ্। তাঁহারা সাধক, স্বধর্ম্ম-রক্ষক বা রাজর্ষি-বিশেষ ছিলেন। বেদ-সংহিতায় তাঁহাদের পক্ষাবলম্বী লোক কবাসখ ‡ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। অবস্তা-রচয়িতারা যেমন ইন্দ্রাদি হিন্দু দেবতাদিগকে দুরাত্মা দৈত্য-স্বরূপ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, সেইরূপ হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বী ভারতবর্ষীয় ঋষি-রাও উল্লিখিত 'মঘবা' ও 'কবাসখদিগকে' ইন্দ্র-বিদ্বেষী ও ইন্দ্র-দেবকে তাহাদিগের বিনাশকারী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

যো অস্মৈ ঘ্রংস উত বা য ঊধনি সোমং সুনোতি ভবতি দ্যুমাঁ অহ।
অপাপ শক্রস্ততনুষ্টিমূহতি তনূশুভ্রং মঘবা যঃ কবাসখঃ।

ঋগ্বেদ-সংহিতা, ৫ মণ্ডল, ৩৪ সূক্ত, ৩ ঋক্।
নিরুক্ত, ৬। ১৯।

যিনি দিবসে বা রাত্রিকালে ঐ ইন্দ্রদেবকে সোমাভিষিক্ত করেন, তিনি দীপ্তিমান্ হন। বহু সন্ততির আকাঙ্ক্ষী ও শরীর-শোভা-বিশিষ্ট যে কবাসখ ও মঘবা §, শক্রদেব তাহাকে বিনষ্ট করেন।

এই সমস্ত সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, এইটি আপনা হইতেই প্রতীয়মান হইয়া উঠে যে, যেমন জর্ম্মেনেরা খৃষ্ট-ধর্ম্ম অবলম্বন

---

* গ্রীক ও লাটিন গ্রন্থানুসারে ইংরেজীতে এই নামটি Magian ও Magi বলিয়া লিখিত হইয়া থাকে।

† The Journal of the Royal Asiatic Society, vol. X. pp. II, III, IV, XXIV, XXXIX and 126.

‡ বেদ-সংহিতায় কবত্নু ও কবারি এই দুইটি শব্দও বিদ্যমান আছে। (ঋগ্বেদ-সংহিতা, ১ম, ৩২ সূ, ৯ ঋক্; ১০ম, ১০৭ সূ, ৩ ঋক্।) তাহারও প্রকৃত অর্থ এরূপ বোধ হয়।

§ শ্রীমান্ সায়নাচার্য্য 'মঘবা' শব্দের অর্থ 'ধনবান্' ও 'কবাসখ' শব্দের অর্থ 'কুৎসিত-পুরুষ সহায়' বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার অপরাধ কি? তিনি পূর্ব্ব-কালীন পারসীক ইতিহাস জানিবার উপায়-লাভে সমর্থ হন নাই।

করিয়া আপনাদের পূর্ব্বতন দেবতাদিগকে দৈত্য-স্বরূপ বলিয়া অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন, হিন্দু ও পারসীকেরাও ধর্ম্ম-নিবন্ধন বিসম্বাদ বশতঃ পরস্পর বিদ্বেষ-পরবশ হইয়া তদনুরূপ ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এমন কি, অবস্তার অন্তর্গত যশ্ন পরিচ্ছেদের একটি প্রতিজ্ঞাবলীতে * সুস্পষ্টই লিখিত আছে, "আমি দেবগণের উপাসনায় নিবৃত্ত হইয়া অহুরমজ্‌দের উপাসনা অবলম্বন করিলাম। আমি দেবগণের † শত্রু হইয়া অহুরের ভক্ত এবং অমেষস্পেন্তদিগের স্তাবক ও উপাসক হইলাম।"

পুরাণে ও ব্রাহ্মণে ‡ বর্ণিত দেবাসুরের যুদ্ধ-বিবরণেও হিন্দু ও পারসীকদিগের ঐ ধর্ম্ম-ঘটিত বিরোধ-বৃত্তান্তই লক্ষিত হইতেছে। পুরাণে ও মহাভারতে হিন্দু-বংশীয় কতকগুলি লোকের ম্লেচ্ছ-ভাবপ্রাপ্তি বিষয়ের অনেকানেক উপাখ্যান সন্নিবেশিত আছে। হয়ত, তাহার মধ্যেও, এই প্রস্তাবিত বিসম্বাদ নিদর্শিত রহিয়াছে §।

---

* যশ্ন ১২ অধ্যায়। M. Haug's Essays &ca. 1862, pp. 163—164 দেখ।

† এই দেবশব্দে বিশেষ বিশেষ হিন্দু দেবতা বুঝিতে হইবে। যখন অবস্তা-রচয়িতা পণ্ডিতেরা দেব ও দেব-উপাসনার বার বার নিন্দা করিয়াছেন ও ইন্দ্রাদি বৈদিক দেবতাকে ঐ দেব অর্থাৎ দৈত্য-স্বরূপ বলিয়া তাঁহাদের প্রতি অসকৃৎ অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন, তখন ঐ সমস্ত নিন্দাবাদ যে হিন্দু দেবতা ও হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি প্রযোজিত হইয়াছিল ইহাতে আর সংশয় কি?

‡ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ১।২৩। শতপথ ব্রাহ্মণ, ১।২।৫।১—১০ এবং ৯।৫।১।১২—২৭।

§ পুরাণে লিখিত আছে, সগর রাজা যে সমস্ত ক্ষত্রিয়-বংশকে যুদ্ধে পরাভব করিয়া নানারূপে চিহ্নিত এবং বেদ ও অগ্নি-উপাসনায় অনধিকারী করেন, তাহাদের মধ্যে একটি বংশের নাম পহ্লব বা পহ্লব। তাহারা শ্মশ্রু-মুণ্ডনে নিষেধিত হয়*। পারসীক দেশে যে সমস্ত পুরাতন প্রস্তরময় নর-প্রতিমা দেখিতে পাওয়া যায়, সে সমুদায়ই শ্মশ্রু-বিশিষ্ট। অতএব ঐ পহ্লবেরা ইরানি-জাতি-বিশেষ বোধ হয়।

---

* বিষ্ণুপুরাণ, ৪র্থ অংশ ৩য় অধ্যায়।

ইরানি * জাতীয়দিগের মতানুসারে ধর্ম্ম-সংশোধন ও কৃষিকার্য্যের বহুল প্রচালনই † ঐ বিরোধ ও বিচ্ছেদ-ঘটনার মূল কারণ। যদিও এক দিবসে এক জন কর্ত্তৃক এই মহদ্ব্যাপার সুসম্পন্ন হইয়াছিল বোধ হয় না, তথাচ অবস্তানুসারে জরথুস্ত্র-স্পিতম ‡ নামক মহাত্মা এই গুরুতর বিষয়ের প্রবল ও কৃত-কৃত্য প্রবর্ত্তক বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছেন।

বোধ হয়, পঞ্চনদে অর্থাৎ পঞ্জাব প্রদেশে ঐ শোচনীয় বিসম্বাদ উপস্থিত হয় §। ঐ বিষম বিরোধ-প্রভাবে হিন্দু ও পারসীকেরা

---

* জরথুস্ত্র-স্পিতমের প্রবর্ত্তিত মতানুগামী লোকেরাই প্রকৃত ইরানি বলিয়া উল্লিখিত হইতে পারে। পারসীকেরা এবং প্রাচীন বাহ্লীক* ও মাদ † দেশীয়েরা ইরানি। এই প্রস্তাবে প্রাচীন পারসীক ধর্ম্মের বিষয় যাহা কিছু লিখিত হইল, তাহা ঐরূপ সমুদায় ইরানি-জাতীয়দিগের বিষয়েই প্রযোজিত জানিতে হইবে।

† দেবগণের নিন্দা ও কৃষিকার্য্যের প্রশস্ততা বহুতর স্থানে একত্র সন্নিবেশিত আছে। এমন কি, দেবগণ কৃষি বিষয়ের একরূপ বিরোধী বলিয়াই নির্দ্দেশিত হইয়াছেন। বেন্দিদাদ্ বিভাগের তৃতীয় অধ্যায় এই বিষয়ের প্রতিপাদনেই পর্য্যাপ্ত হইয়াছে।

"জরথুস্ত্র-স্পিতম জিজ্ঞাসা করিলেন, স্রষ্টা! কি উপায়ে মজ্দ-যশ্ন ‡ ধর্ম্মের উন্নতি সাধন করা যাইবে? অহুর-মজ্দ্ উত্তর করিলেন, জরথুস্ত্র-স্পিতম্! যব উৎপাদনই ইহার প্রধান উপায় §।"

‡ বেদ-সংহিতায় জরদষ্টি এই শব্দটি বিদ্যমান আছে ¶; শ্রীমান্ ম, হগ্ প্রভৃতি উহাকে অবস্তায় লিখিত জরথুস্ত্র-প্রতিপাদক বলিয়া বিবেচনা করেন। ঐ দুই শব্দের সমধিক সাদৃশ্য সুস্পষ্টই দৃষ্ট হইতেছে বটে, কিন্তু শ্রীমান্ ম, মুলার জরদষ্টি শব্দের অন্য অর্থ জানিয়া ঐ উভয়ের অভেদ-বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন ‖।

§ হিন্দু ও পারসীকেরা আদিম নিবাস পরিত্যাগ করিয়া পঞ্জাব পর্য্যন্ত একত্র মিলিত ছিলেন, পরে তথায় ধর্ম্ম-সংক্রান্ত বিবাদ বিসম্বাদে প্রবৃত্ত হইয়া চির দিনের মত বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন এই বিষয় পশ্চাৎ বিবেচিত হইতেছে। অবস্তায়

---

* Bactria. † Media. ‡ জরথুস্ত্র-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম।

§ অবস্তা, বেন্দিদাদ্ ৩। ৩০। এই পুস্তকে অবস্তার অন্তর্গত কোন কোন বচনের যেরূপ অনুবাদ করা হইয়াছে, তাহা প্রায়ই শ্রীমান্ ম, হগের অনুবর্ত্তী হইয়াই করিয়াছি।

¶ ঋগ্বেদ-সংহিতা, ১০ম, ৮৫ সূ, ৩৬ ঋক্। বাজসনেয়ি-সংহিতা, ৩৪। ৫২। অথর্ব্ববেদ-সংহিতা, ২। ২৮। ৫ এবং ৮। ৫। ১৯ ও ২১।

‖ Lectures on the Science of Language by Max Müller, 1862, p 211.

একেবারে স্বতন্ত্র হইয়া পড়িলেন। জরথুস্ত্র-স্পিতমের প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়ীরা হিন্দুদিগের সহিত পৃথগ্‌ভূত হইয়া তথা হইতে চির দিনের

একটি উপাখ্যান আছে *, তাহা পাঠ করিয়া দেখিলে, কিঞ্চিৎ অকল্পিত ইতিহাস-বিশেষ তাহার অন্তর্ভূত রহিয়াছে বোধ হয়। পারসীক দেবরাজ অহুর-মজ্‌দ্‌ একাদিক্রমে যে সমস্ত প্রদেশ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, জরথুস্ত্র সমীপে তাহা সবিশেষ বর্ণন করিতেছেন।—প্রথম প্রদেশের নাম অইর্যন-বএজো (বা আইর্যন-বেজো); উহা অত্যন্ত শীতল, সুতরাং সমধিক উত্তরস্থ। ঐ স্থান বেলুর্তাগ ও মুসতাগ পর্বতের পশ্চিমাবস্থ এবং আমু ও সাইহুন্‌ নদীর প্রস্রবণ-সন্নিহিত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে †। বোধ হয়, আর্য্যেরা ঐ স্থানে অভিন্ন ভাবে একত্র অধিবাস করিতেন। অইর্যন-বএজো সৃজনের পরে সুঘ্ধ, মোউরু, নিসেই, হরোযু প্রভৃতি আর পঞ্চদশটি প্রদেশের সৃষ্টি-ক্রিয়ার কথন আছে। পারসীকেরা আদিম আবাস পরিত্যাগ করিয়া যে যে দেশে উপনিবেশ করিয়া আসিয়াছেন, ঐ উপাখ্যানটি তাহারই বিবরণাত্মক বলিয়া অনুমিত হইতেছে। যদি তাহা অবিকল একাদিক্রমেই বর্ণিত না হইয়া থাকে, অন্ততঃ ঐ বিষয়ের অক্রমানুগত স্থূল বৃত্তান্ত হওয়াও সম্ভব।

ঐ সকল প্রদেশের অন্তর্গত দশম ও পঞ্চদশ প্রদেশের নাম হরখ্‌ইতি ও হপ্তহেন্দু। ঐ দুইটি আবস্তিক শব্দ বেদোক্ত সরস্বতী ও সপ্তসিন্ধু বই আর কিছুই নয় ‡। বেদ-সংহিতা ঐ সপ্তসিন্ধু শব্দের সুস্পষ্ট অর্থ সমর্থন করিয়া

---

* অবস্তা, বেন্দিদাদ্‌ ১ম অধ্যায়।

† ১২ পৃষ্ঠা দেখ। ঐ স্থান যে শীত-প্রধান তাহা ঐ পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত হইয়াছে। শীত ঋতুর অতিমাত্র প্রাদুর্ভাব হিন্দু ও ইরানি উভয়-বিধ আর্য্যদিগের এরূপ হৃদয়াঙ্কিত ছিল যে, তাঁহারা ঐ ঋতুর সংখ্যার দ্বারা বৎসরের সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়া আসিতেন। বেদ ও অবস্তা উভয় শাস্ত্রেই এ বিষয়ের বহুতর নিদর্শন বিদ্যমান আছে। অবস্তা-প্রণেতা পণ্ডিত-বিশেষ কহিয়াছেন,

"তখন তিন শত শীত ব্যাপিয়া যিমকে রাজ্য-শাসন-পদ প্রদত্ত হইয়াছিল।"
"তখন ছয় শত শীত ব্যাপিয়া যিমকে রাজ্য-শাসন-পদ প্রদত্ত হইয়াছিল।"

অবস্তা, বেন্দিদাদ্‌ ২। ৮ ও ১২।

বেদ-রচয়িতা ঋষি-বিশেষও অবিকল ঐরূপ কহিয়াছেন, যথা;

তোকং পুষ্যেম তনয়ং শতং হিমাঃ।

ঋগ্বেদ-সংহিতা, ১ম, ৬৪ সূ, ১৪ ঋক্‌।

আমরা যেন শত হেমন্ত এইরূপ পুত্র পৌত্রকে পোষণ করি।

‡ ৩২ ও ৩৩ পৃষ্ঠা দেখ।

মত প্রস্থান করিলেন ও পশ্চিমোত্তর দিক্ দিয়া ক্রমশঃ বাহ্লীকাদি নানা দেশে ভ্রমণ ও অবস্থান পূর্ব্বক পারস্যস্থানে গিয়া পারসীক নাম

দিতেছে। ঋগ্বেদের মধ্যে স্থানে স্থানে ঐ শব্দটি সন্নিবেশিত আছে *। শ্রীমান্ সায়নাচার্য্য ঐ শব্দ গঙ্গা, যমুনা, শতদ্রু, সরস্বতী প্রভৃতি সপ্তনদী-প্রতিপাদক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

ইমং মে গঙ্গে ইত্যস্যামৃচ্যাম্নাতা গঙ্গাদ্যাঃ সপ্তসংখ্যকানদীঃ।

ঋগ্বেদ-সংহিতা, ১ ম, ৩২ সূ. ১২ ঋকের ভাষ্য।

'ইমং মে গঙ্গে' ইত্যাদি ঋকে উল্লিখিত গঙ্গাদি সাতটি নদীর নাম সপ্তসিন্ধু। সপ্তসিন্ধু শব্দের অর্থ সপ্তনদী। কিন্তু ঐ ঋকের † মধ্যে দশটি নদীর নাম উল্লিখিত আছে। অতএব উহা কিরূপে সপ্ত-সিন্ধু-প্রতিপাদক হইবে বুঝিতে পারা যায় না। একটি শ্লোকের মধ্যে কতকগুলি নদীর নাম একত্র গ্রথিত আছে বলিয়া তাহা যে কি নিমিত্ত সপ্তসিন্ধু শব্দের প্রতিপাদ্য সাতটি নির্দ্দিষ্ট নদীর পরিচায়ক হইবে তাহারও কোন যুক্তি পাওয়া যায় না। কি প্রমাণ দৃষ্টেই বা ঐ ঋকে প্রস্তাবিত দশ নদীর মধ্য হইতে কেবল গঙ্গাদি সাতটি নদীর নাম গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকেই সপ্তসিন্ধু বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইল তাহাও অনুমান করা যায় না। পশ্চাৎ প্রতিপন্ন হইবে, বেদ-সংহিতার প্রাচীনতর সূক্ত সমুদায়ে হিন্দুদিগকে

---

* যথা ;—ঋগ্বেদ-সংহিতা, ১ ম, ৩২ সূ, ১২ ঋক্ ; ৩৪ সূ, ৮ ঋক্ ; ৩৫ সূ, ৮ ঋক্ ইত্যাদি।

† সেই ঋক্‌টি এই, যথা—

ইমং মে গঙ্গে যমুনে সরস্বতি শুতুদ্রি স্তোমং সচতা পরুষ্ণ্যা।
অসিক্ন্যা মরুদ্বৃধে বিতস্তয়ার্জীকীয়ে শৃণুহ্যা সুষোময়া॥

ঋগ্বেদ-সংহিতা, ১০ম, ৭৫ সূ, ৫ ঋক্।

হে গঙ্গে! যমুনে! সরস্বতি! শুতুদ্রি! তোমরা পরুষ্ণীর সহিত আমাদের এই স্তোত্র গ্রহণ কর। হে মরুদ্বৃধে! অসিক্নী ও বিতস্তার সহিত শ্রবণ কর। হে আর্জীকীয়ে! সুষোমার সহিত শ্রবণ কর।

যাস্ক ঋষি লেখেন, পরুষ্ণী ও আর্জীকীয়া এই দুইটি ইরাবতী ও বিপাশা নদীর নাম। আর অসিক্নী শব্দের অর্থ কৃষ্ণবর্ণ।

ইরাবতী পরুষ্ণীত্যাহুঃ পর্ববতী ভাস্বতী কুটিলগামিনী।
অসিক্ন্যসুক্লাসিতা সিতমিতি বর্ণনাম তৎপ্রতিষেধোঽসিতম্॥
*** * * * * আর্জীকীয়াং বিপাডিত্যাহুঃ ঋজুগামিনী বা।**

নিরুক্ত, ৯। ২৬।

শ্রীমান্ রোঠ্ অসিক্নী চন্দ্রভাগা অর্থাৎ চোনাব নদীর নাম বলিয়া অনুমান করেন। তাহা হইলে এই ঋকে পঞ্চনদ অর্থাৎ পঞ্জাব দেশের পাঁচটি নদীরই নাম নির্দ্দেশিত রহিয়াছে বলিতে হইবে।

প্রাপ্ত হইলেন; এবং হিন্দুরা ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে পূর্ব্ব ও দক্ষিণ ভাগে অগ্রসর হইয়া ক্রমে ক্রমে বিস্তৃত হইয়া পড়িলেন ও তত্রত্য

ভারতভূমির অতীব পশ্চিমোত্তর ভাগের, অর্থাৎ পঞ্জাব-অঞ্চলের, অধিবাসী বলিয়া পরিচয় দান করিতেছে। অতএব ঐ সপ্তসিন্ধু পঞ্জাবের পাঁচ প্রধান নদী অর্থাৎ ইরাবতী, চন্দ্রভাগা, বিতস্তা, বিপাশা ও শতদ্রু এবং সিন্ধু ও সরস্বতী বা কাবুল এই সাত নদী হওয়াই অধিকতর সম্ভব।

ঐ হরখ্‌ইতি ও হপ্তহেন্দু অবস্তার মধ্যে অতীব সৌভাগ্যশালী ও অতিমাত্র উৎকৃষ্ট ভূমি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। যদি হিন্দুরা ভারতবর্ষ প্রদেশের পূর্ব্বে পারসীকদিগের সহিত বিসম্বাদ করিয়া পৃথগ্‌ভূত হইতেন এবং ভারতবর্ষের অন্তর্গত ঐ উভয় প্রদেশ পারসীকদিগের অতিমাত্র ঘৃণাস্পদ ও বিদ্বেষ-ভাজন হিন্দুদিগের নিবাস-ভূমি হইত, আর পারসীকেরা কস্মিন্ কালে তথায় অধিবাস না করিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা ঐ উভয়কে কদাচ উল্লিখিতরূপ উৎকৃষ্ট বিশেষণে বিশেষিত করিতেন না। ভারতবর্ষীয় ঋষিরা যেমন ইন্দ্রদেবকে জুরথুস্ত্র-সম্প্রদায়ীদিগের বিশেষরূপ বিদ্বেষ্টা বলিয়া বর্ণন করেন *; সেইরূপ, ঐ সম্প্রদায়ী পণ্ডিতেরাও ইন্দ্রদেবকে দেবত্ব-পদ হইতে প্রচ্যুত করিয়া দৈত্য-সমাজে প্রেরণ করেন, ও ইন্দ্র-প্রিয় সোমরস-পানের ভূয়সী নিন্দা প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হন †। অতএব ঐ উভয় পক্ষের বিরোধ কালে ইন্দ্রদেব হিন্দুদিগের দেব-মণ্ডলীর উচ্চতর আসনে অধিরূঢ় ছিলেন তাহার সন্দেহ নাই। ঋগ্বেদ-সংহিতায় ইন্দ্র-দেবতার স্তুতি-প্রতিপাদক ও জুরথুস্ত্র-সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ-প্রকাশক প্রাচীন সূক্ত সমুদায় যেরূপ প্রাচীন ভাষায় বিরচিত হয়, তদনুরূপ ভাষায় লিখিত বহুতর সূক্তে সর্ব্বাপেক্ষায় কাবুল ও পঞ্জাব অঞ্চলেরই অন্তর্গত অনেকানেক নদীর স্তুতি ও প্রসঙ্গ আছে ‡। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া দেখিলে, ঐ বিসম্বাদের সময়ে হিন্দু ও পারসীকেরা ঐ প্রদেশেরই নিবাসী ছিলেন বলিতে হয়।

অবস্তার মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় রূপ হিন্দুদিগের বিষয়ই প্রস্তাবিত হইয়াছে §। অতএব বলিতে হয়, তাঁহারা ভারতবর্ষের পশ্চিমোত্তর ভাগের বিষয় বিশেষরূপ পরিজ্ঞাত ছিলেন। এ বিষয়টিও উল্লিখিত মতের কিছু না কিছু পোষকতা করিতেছে।

আমাদের সহোদর-সদৃশ-স্বসম্পর্কীয় বোম্বাই-প্রদেশীয় পার্সী মহাশয়েরা খ্রীষ্টাব্দের দশম শতাব্দীতে যে ভারতভূমির ক্রোড়ে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছেন, তাঁহারা কি তাহাকে আপনাদের পরম পবিত্র পূর্ব্বধাম বলিয়া চিনিতে পারিয়াছেন?

---

* ৪৯ পৃষ্ঠা দেখ। † ৩৭ ও ৪৬ পৃষ্ঠা দেখ।

‡ ঋগ্বেদ-সংহিতায় গঙ্গা ও যমুনার নাম অতীব বিরল। পূর্ব্বোল্লিখিত যে ঋক্‌টিতে গঙ্গা যমুনার নাম আছে, তাহা ঐ বেদের অপেক্ষাকৃত আধুনিক ভাগের অন্তর্গত। দশম মণ্ডলটি ঐ বেদের পরিশিষ্ট-স্বরূপ বলিলে নিতান্ত অসঙ্গত হয় না।

§ অবস্তা, মিহির যশ্‌ত, ১০৪ শ্লোক।

বিবিধ-বংশীয় অসভ্য আদিম-নিবাসীদিগকে * নির্জিত ও নির্ব্বাসিত করিয়া জয়-পতাকা ও ধর্ম্ম-পতাকা উড্ডীয়মান করিতে লাগিলেন।

তাঁহারা কি শুভ দিনে ও কি শুভ ক্ষণেই সিন্ধু নদের পূর্ব্ব পারে পদার্পণ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষীয়েরা উত্তর কালে যে অত্যুন্নত অতি-দুর্লভ গৌরব-পদে অধিরোহণ করেন, ঐ দিনেই তাহা অনুসূচিত হয়। যে উজ্জয়িনী-জনিতা কবিতা-বল্লীর মধুময় কুসুম বিকসিত হইয়া দিগন্ত পর্য্যন্ত আমোদিত রাখিয়াছে †, তদীয় বীজ ঐ দিনেই ভারত-ভূমিতে সমাহৃত হয়। যে পরমার্থ-বিমিশ্রিত বিদ্যাবলী ‡ জলদানু-

---

* হিন্দু ভিন্ন যে সমস্ত অতি পুরাতন মনুষ্য-জাতি ভারতবর্ষ মধ্যে অধিবাস করিয়া আসিতেছে, তাহারাই আদিম-নিবাসী বলিয়া উল্লিখিত হইল। তাহাদের সকলকে এক-বংশীয় বোধ হয় না এবং তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা সকলে এক সময়ে ভারতবর্ষ প্রবেশ করিয়াছে এরূপও প্রতীয়মান হয় না। জাতীয় ভাষার ভেদাভেদ-বিচার দ্বারা তাহারা পৃথক্ পৃথক্ তিন সম্প্রদায়ে বিভক্ত বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। তাহাদের মধ্যে এক এক সম্প্রদায় এক এক সময়ে ভারত-বর্ষে আসিয়া উপনিবেশ করে। কোল, ভীল, শাঁওতাল প্রভৃতি বন ও পর্ব্বত-নিবাসী লোক প্রথম-সম্প্রদায়-ভুক্ত। তামুল, তেলুগু প্রভৃতি দ্রাবিড়-ভাষী দাক্ষিণাত্য লোক দ্বিতীয়-সম্প্রদায়-ভুক্ত। এই দুইটি সম্প্রদায় পরস্পর ভিন্ন-বংশীয়। ইহাদের ভাষা এক-ভাষা-সমুদ্ভূত নহে, সুতরাং ইহারা এক বংশ হইতে উৎপন্ন হয় নাই। আর্য্যাবর্ত্তের প্রচলিত ভাষা সমুদায় সংস্কৃত-মূলক, কিন্তু তাহার মধ্যে অনেকগুলি সংস্কৃত ভিন্ন অন্য ভাষার শব্দ সন্নিবিষ্ট আছে। ঐ সকল শব্দকে দেশ্য শব্দ কহে। ঐ দেশ্য শব্দ সমুদায় যে সকল লোকের ভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং যাহারা পরিশেষে আর্য্যগণ কর্তৃক পরাভূত হয়, তাহারা তৃতীয়-সম্প্রদায়-ভুক্ত। বেদ-সংহিতায় তাহারাই দস্যু বলিয়া লিখিত হইয়াছে। তাহাদের ও পূর্ব্বোক্ত দ্রাবিড়-ভাষীদের ভাষা এরূপ দূর-সম্বন্ধ যে, ঐ উভয় জাতি ভারত-বর্ষে আসিয়াও একত্র সংসৃষ্ট ছিল এমন বোধ হয় না। তবে ঐ উভয়ে আর্য্য-বংশীয় নহে, কোন আদিম তুরানি-বংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এই মাত্র বলিতে পারা যায়। হয়ত, ঐ দ্বিতীয়-সম্প্রদায়-নিবিষ্ট দ্রাবিড়-ভাষীরা আদৌ আর্য্যাবর্ত্তেরই অধিবাসী ছিল, পরে ঐ তৃতীয়-সম্প্রদায়-নিবিষ্ট অনার্য্য-ভাষীরা তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া তথা হইতে অপসারিত করিয়া দিয়াছে। অপার-মহিমার্ণব আর্য্য মহাশয়েরা সর্ব্বশেষে আসিয়া সকলের প্রভু ও শিরোমণি হইয়া বসিয়াছেন।— Comparative Grammar of the Dravidian or South-Indian Family of Languages, by the Rev. R. Caldwell. 1856. Introduction, pp. 37—42 and 69—72.

† কবীন্দ্র কালিদাস উজ্জয়িনীর অধীশ্বর মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভাসদ্ ছিলেন এইরূপ জন-প্রবাদ সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ ও পুস্তক-মধ্যে লিপি-বদ্ধ আছে।

‡ ন্যায়, সাংখ্য, বেদান্ত, বৈশেষিকাদি দর্শন-শাস্ত্র।

কিন্তু পৌর্ণমাসী-রজনীর ন্যায় মানবীয় মনের একটি অপরূপ রূপ প্রকটিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহারও নিদান ঐ দিনেই ভারতবর্ষ মধ্যে সমানীত হয়। যে ইন্দ্রজাল-বৎ অদ্ভুত বিদ্যা অবলীলাক্রমে দ্যুলোকের সংবাদ ভূলোকে আনয়ন করিয়া সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রাদির ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান ত্রিকালের ইতিহাস এক কালেই বর্ণন করিতেছে এবং জাহ্নবী-জল-পবিত্র পাটলিপুত্র ও শিপ্রা-সলিল-সুস্নিগ্ধ অবন্তিকায়* অতিবিস্তৃত রশ্মি-জাল বিকীর্ণ করিয়া অবনী-মণ্ডল

* এক্ষণে যে স্থানে পাটনা নগর আছে, পূর্ব্বে ঐ স্থানে অথবা উহার সন্নিকটে পাটলিপুত্র নামে একটি নগর ছিল। গ্রীক গ্রন্থকারেরা ঐ নগরের নাম পালিবোথ্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ত্রিকাণ্ডশেষ ও হেমচন্দ্র অভিধানে উহার অন্য দুইটি নাম লিখিত আছে; পুষ্পপুর ও কুসুমপুর। সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে ঐ নগর গঙ্গা-তীর-স্থিত ও মগধ রাজ্যের রাজধানী বলিয়া বর্ণিত আছে।

অস্তি ভাগীরথীতীরে পাটলিপুত্রনামধেয়ং নগরম্।

হিতোপদেশ, মিত্রলাভ—সূচনা।

গঙ্গাতীরে পাটলিপুত্র নামে একটি নগর আছে।

উপাখ্যানের মধ্যে লিখিত আছে, ঐ নগরের অন্তর্গত একটি উৎকৃষ্ট রাজভবন গঙ্গা-তীরস্থ ছিল; পণ্ডিতেরা তাহাকে সুগাঙ্গ প্রাসাদ বলিয়া লিখিয়াছেন। মুদ্রারাক্ষসের অনেক স্থানে তাহার প্রসঙ্গ ও বর্ণনা আছে।

স্বয়মেব সুগাঙ্গপ্রাসাদশিখরগতেন দেবেনাব-
লোকিতমপ্রবৃত্তকৌমুদীমহোৎসবং কুসুমপুরম্।

মুদ্রারাক্ষস, তৃতীয়াঙ্ক।

মহারাজ স্বয়ংই সুগাঙ্গ প্রাসাদের উপরিভাগে অবস্থিত হইয়া দেখিয়াছেন, কুসুমপুরে কৌমুদী-মহোৎসব উপস্থিত হয় নাই।

এরিয়েন্ প্রভৃতি কোন কোন গ্রীক-গ্রন্থকার পাটলিপুত্র নগর গঙ্গা ও হিরণ্যবাহুর সঙ্গম-স্থানে সংস্থিত বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন*। শোণের অন্য একটি নাম হিরণ্যবাহু। মুদ্রারাক্ষসেও সৈন্য দলের কুসুমপুরাভিমুখে গমন কালে শোণ নদের তটে উপনীত হইয়া ঐ নগর আক্রমণের বিষয় প্রস্তাবিত হইয়াছে।

শোণং সিন্দূরশোণা মম গজপতয়ঃ পাস্যন্তি শতশঃ।
* * * রোৎস্যন্তি বাহ্যঘটানগরং মদীয়াঃ।

মুদ্রারাক্ষস, চতুর্থাঙ্ক।

সিন্দূর-সংযোগে লোহিত-বর্ণ আমার শত শত হাস্তিবর শোণ নদের সলিল

* Wilson's Mudrá Rákshasa, 1827. Preface. pp. 11 and 12.

উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার আদিম সূত্র ঐ দিনেই ভারত-

পান করিবে। * * * * আমার হস্তিসমুদায় ঐ (পাটলিপুত্র) নগর অব-রোধ করিবে।

চীন-জাতীয় পর্য্যটকেরা ঐ নগরের পুষ্পপুর ও কুসুমপুর উভয় নামই ব্যবহার করিয়াছেন ও তাহা মগধ-রাজ্যের রাজধানী বলিয়াও কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। চীন-দেশীয় তীর্থ-যাত্রী ফা হিয়ন্ পশ্চিমোত্তর প্রদেশ হইতে আসিতে আসিতে অধুনাতন সারন্ জেলার অন্তর্গত পূর্ব্বতন বৈশালী নগরী অতিক্রম পুরঃসর গণ্ডকী নদীর পূর্ব্ব-পার্শ্ব দিয়া পাঁচটি নদীর সঙ্গম-স্থান উত্তীর্ণ হইয়া পাটলিপুত্রে উপনীত হন।—The Pilgrimage of Fa Hian, Calcutta, 1848, pp. 251—260. ঐ পাঁচটি নদী গঙ্গা, গণ্ডকী, শোণ ও গঙ্গার দুইটি শাখা বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।—(R. A. S. Journal, Vol. V., p. 129.) অতএব পাটলিপুত্র পাটনা নগরেরই প্রাচীন নাম ছিল অথবা তাহার সন্নিকটে বিদ্যমান ছিল তাহার সন্দেহ নাই।

ঐ পাটলিপুত্র নগর নির্ম্মাণের সময় একরূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছে বলা যায়। বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক শাক্য-মুনি যে সমুদায় স্থান পরিভ্রমণ করেন, বৌদ্ধ-শাস্ত্রের মধ্যে তাহার সবিশেষ বিবরণ আছে। তিনি গণ্ডকী নদীর তীরস্থ বৈশালী নগরী হইতে রাজগৃহ পর্য্যন্ত বারম্বার গমন ও প্রত্যাগমন করেন *। তাহার বৃত্তান্তের মধ্যে পাটলিপুত্রের নাম কোন স্থানে উল্লিখিত নাই। পাটলিপুত্র যেরূপ সমৃদ্ধি-সম্পন্ন সৌভাগ্য-শালী নগর ছিল, তাহাতে উহার নামোল্লেখ না থাকা কোন রূপেই সম্ভব নয়। অতএব শাক্য-মুনির সময়ে, অর্থাৎ খৃষ্টাব্দের কিঞ্চিদূন ৫৫০ সাড়ে পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে, ঐ নগর বিদ্যমান ছিল না ইহা অক্লেশেই অনুমান করিতে পারা যায়। যে মহারাজা চন্দ্রগুপ্ত খৃষ্টাব্দের ন্যূনাধিক ৩০০ তিন শত বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন, তাঁহার সময়ে গ্রীক নরপতির দূত মিগাস্থিনিস্ আসিয়া ঐ নগরকে অতিমাত্র সমৃদ্ধি-সম্পন্ন দেখেন। অতএব শাক্য-মুনির পরে ও চন্দ্রগুপ্তের পূর্ব্বে কোন সময়ে ঐ নগর নির্ম্মিত হয় তাহার সন্দেহ নাই। বৌদ্ধ-শাস্ত্রের মধ্যে লিখিত আছে, মগধাধিপতি অজাতশত্রুর দুই জন মন্ত্রী পাটলি গ্রামে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করাইতেছিলেন এবং শাক্য-মুনি তাহা দেখিয়া কহেন, উত্তর কালে এই পাটলি একটি প্রধান নগর হইয়া উঠিবে। হিন্দু-শাস্ত্রের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়, ঐ অজাতশত্রুর পুত্র বা পৌত্র উদয়াশ্ব গঙ্গার দক্ষিণ কোণে কুসুমপুর নগর নির্ম্মাণ করান।

স বৈ পুরবরং রাজা পৃথিব্যাং কুসুমাহ্বয়ম্।
গঙ্গায়া দক্ষিণে কোণে চতুর্থেঽব্দে করিষ্যতি॥

বায়ুপুরাণ।

শাক্য-মুনি ও অজাতশত্রু উভয়ে সমকালবর্ত্তী ছিলেন। শাক্য অজাতশত্রুর

* পাটনার দক্ষিণ অংশে কয়েক ক্রোশ অন্তরে রাজগৃহ নগর বিদ্যমান ছিল।

রাজ্যে পতিত হয়। আরোগ্য-রূপ অমূল্য রত্নের আকর-স্বরূপ যে

রাজাভিষেকের পর অষ্টম বর্ষে * ও খৃষ্টাব্দের ৫৪৩ পাঁচ শত তেতাল্লিশ বৎসর † পূর্ব্বে প্রাণ-ত্যাগ করেন। অতএব পাটলিপুত্র নগর খৃষ্টাব্দের ন্যূনাধিক ৫০০ পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হয় বলিতে হইবে।—The Pilgrimage of Fa Hian, Calcutta, 1848, pp. 259 and 260 and the Vishnu Purana, Translated by H. H. Wilson, p. 467 ff.

জ্যোতির্ব্বিদ-কেশরী আর্য্য-ভট্ট ঐ স্থানের অধিবাসী ছিলেন। তিনি শকাব্দের পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম ভাগে প্রাদুর্ভূত হন।—(The Journal of the R. A. S. New Series, Vol. I., Part 2, pp. 405 and 406 দেখ।) তিনি আপনিই লিখিয়াছেন;—

ষষ্ট্যব্দানাং ষষ্টির্যদা ব্যতীতাস্ত্রয়শ্চ যুগপাদাঃ।
ত্র্যধিকা বিংশতিরব্দাস্তদেহ মম জন্মনোঽতীতাঃ॥

আর্য্যাষ্টশত।

তিন যুগপাদ এবং ৩,৬০০ তিন সহস্র ছয় শত বৎসর অতীত হইলে আমার জন্ম-দিবস হইতে ত্রয়োবিংশতি বৎসর অতীত হইল। ইহা হইলে চতুর্থ যুগপাদের অর্থাৎ কলিযুগের ৩,৫৭৭ তিন সহস্র পাঁচ শত সাতাত্তর বৎসর গত হইলে আর্য্য-ভট্টের জন্ম হয় বলিতে হইবে। সুতরাং তিনি ৩৯৯ তিন শত নিরানব্বই শকাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন।

প্রধান জ্যোতির্ব্বিদ বরাহমিহির আপনাকে আবন্তিক অর্থাৎ অবন্তিকাবাসী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। স্থানে স্থানে তিনি অবন্তিকাচার্য্য বলিয়াও বর্ণিত হইয়াছেন। অবন্তিকার অন্য একটি নাম উজ্জয়িনী। বরাহমিহির ঐ উজ্জয়িনীর অধীশ্বর বিক্রমাদিত্যের সভাসদ্ ছিলেন এইরূপ প্রবাদ সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে। কিন্তু এক্ষণে যে বিক্রমাদিত্যের সম্বতের বিংশ শতাব্দী চলিতেছে, তাঁহার সময়ে ঐ বরাহমিহিরের বিদ্যমান থাকা সম্ভব নহে। তিনি শকাব্দের পঞ্চম শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হন ‡।

নবাধিকপঞ্চশতসংখ্যশাকে বরাহমিহিরাচার্য্যো দিবং গতঃ।

ব্রহ্মগুপ্ত-কৃত খণ্ডখাদ্যের আমরাজ-কৃত টীকা।

পাঁচ শত নয় শকাব্দে বরাহমিহির আচার্য্য স্বর্গারোহণ করেন।

* মহাবংস, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

† শ্রীমান্ ম, মুলরের মতে ৪৭৭ চারি শত সাতাত্তর বৎসর।

‡ The Journal of the R. A. S. new Series, Vol. I, Part 2, pp. 406 and 407 দেখ।

আয়ুঃ-প্রদ শুভকর শাস্ত্র আবহমান কাল স্ব-দেশীয় ও ভিন্ন-দেশীয় * অসঙ্খ্য লোকের রোগ-জীর্ণ বিবর্ণ মুখ-মণ্ডলকে স্বাস্থ্য-গুণে প্রসন্ন ও প্রফুল্ল করিয়া তুলিয়াছে, এবং কোটি কোটি জনের উৎপৎস্যমান শোক-সন্তাপ ও পতনোন্মুখ বৈধব্য-বিপদের একান্ত প্রতিবিধান করিয়া আসিয়াছে ও অদ্যাপি যে অমৃতময় শাস্ত্রকে ঔষধ-বিশেষের শক্তি-যোগে কখন কখন প্রভাববতী ইয়ুরোপীয় চিকিৎসাকেও অতি-ক্রম করিতে দেখা যায়, তাহারও মূল ঐ দিনেই ভারত-ক্ষেত্রে সংরো-পিত হয়। যে শৌর্য্য, বীর্য্য ও পরাক্রম-প্রভাবে ভারতবর্ষীয় আদিম-নিবাসী যাবতীয় জাতি বিজিত হইয়া গহন ও গিরি-গুহায় আশ্রয় লইয়াছে এবং সে দিনেও যে শৌর্য্যাগ্নির একটি স্ফুলিঙ্গ শূর-শেখর শিখ-জাতির হৃদয়-চুল্লী হইতে উত্থিত হইয়া অত্যদ্ভুত অনল-ক্রীড়া প্রদর্শন করিয়া গিয়াছে, ঐ দিনেই তাহা এই আর্য্য-ভূমিতে অব-তারিত হয়। মহাবল-পরাক্রান্ত বীর্য্যবন্ত পূর্ব্বপুরুষেরা এক হস্তে হল-যন্ত্র ও অপর হস্তে রণ-শস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক পুত্র কলত্র দৌহিত্রাদির অগ্রণী হইয়া, উৎসাহিত ও অশঙ্কিত মনে, স্নেহ-পালিত গোধন সঙ্গে, ভারতবর্ষ প্রবেশ করিতেছেন † ইহা স্মরণ ও চিন্তন করা কি অপরিসীম আনন্দেরই বিষয়! ইচ্ছা হয়, তাঁহাদের আগমন-পদবীতে আম্র-শাখা-সমন্বিত সলিল-পূর্ণ কলসাবলী সংস্থাপন করিয়া রাখি এবং সমুচিত মঙ্গলাচরণ সমাধান পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে প্রীতি-প্রফুল্ল হৃদয়ে প্রত্যুদ্-গমন করিয়া আনি ও সেই পূজ্য-পাদ পিতৃ-পুরুষদিগের পদাম্বুজ-রজঃ গ্রহণ করিয়া কলেবর পবিত্র করিতে থাকি।—আহা! আমি কি

---

* আরব-রাজ্যের রাজ-সভায় সংস্কৃত জ্যোতিষ ও গণিত সংক্রান্ত গ্রন্থের ন্যায় উত্তরোত্তর বৈদ্যক-গ্রন্থও নীত ও অনুবাদিত হয়। আরব-সম্রাট্ হরুন-অল্-রশিদ্ দুই জন ভারতবর্ষীয় চিকিৎসককে আপন সভায় লইয়া যান এবং সুশ্রু-তাদি সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসা-শাস্ত্র পারসীক ভাষায় অনুবাদ করান।

† এরূপ বর্ণন আদিম হিন্দুদিগের যুদ্ধাদি-প্রবৃত্তির বিজ্ঞাপক বই আর কিছুই নয়। তাঁহারা ভারতবর্ষ-প্রবেশের পূর্ব্বে পশু-পালন-বৃত্তিতে প্রবৃত্ত ছিলেন ও কোনরূপে কৃষি-কার্য্যেরও কিছু কিছু অনুষ্ঠান করিতেন বোধ হয়। ১৫ ও ১৬ পৃষ্ঠা দেখ।

অসম্বন্ধ অলীকবৎ প্রলাপ-বাক্য বলিতেছি! তখন আমাদের অস্তিত্ব কোথায়! আমরা তখন অনাগত কাল-গর্ভে নিহিত ছিলাম!—এই সমস্ত স্বপ্ন-কল্পিত বাসনার এই স্থলেই অবসান হওয়া ভাল! পাঠকগণ! এখন প্রকৃত প্রস্তাবের অনুসরণ কর।

হিন্দুগণ যে সময়ে ভারত-ভূমিতে প্রবেশ ও উপনিবেশ করিলেন, তাঁহাদের সেই সময়াবধির জাতীয়-ধর্ম্ম ও ধর্ম্ম-সংক্রান্ত রীতি নীতি পরিবর্ত্তনের ইতিবৃত্ত-অনুসন্ধান-পথ অনেকাংশেই সহজ ও সুপ্রশস্ত হইয়া আসিল। তাঁহারা আপনারাই সে বিষয়ের ইতিহাস সঙ্কলন করিয়া রাখিয়াছেন বলিলে নিতান্ত অত্যুক্তি হয় না। বেদ, স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্রে ঐ ইতিহাস বিনিবেশিত রহিয়াছে। অভিনিবেশ-সহকারে অধ্যয়ন করিতে পারিলেই কৃতকার্য্য হওয়া যায়। বেদ-সংহিতা ভারতবর্ষীয় হিন্দু-ধর্ম্মের আদিম অবস্থা, ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক সমুদায় দ্বিতীয় অবস্থা, কল্প-সূত্র ও স্মৃতি-সংহিতা সকল তৃতীয় অবস্থা এবং পুরাণ ও তন্ত্র চতুর্থ অবস্থা প্রকটন করিতেছে।

এক্ষণে যে ধর্ম্ম বৈদিক ধর্ম্ম বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, অবিকল তাহাই যে হিন্দুদিগের প্রথমকার ধর্ম্ম ছিল এমন নয়। সমগ্র বেদ এক সময়ের রচিত নহে এবং সমুদায় বৈদিক-ক্রিয়াও এক কালে প্রচলিত হয় নাই। সমুদায়ে চারি বেদ; পাঁচ বেদ বলিলেও অসঙ্গত হয় না; যথা—ঋক্, সাম, কৃষ্ণ-যজুঃ, শুক্ল-যজুঃ ও অথর্ব্ব। ভারতবর্ষীয় পণ্ডিত-বিশেষও পঞ্চ-বেদের কথা লিখিয়াছেন।

স পুরাণান্ পঞ্চবেদান্ শাস্ত্রাণি বিবিধানি চ।
জ্ঞাত্বাপ্যনাত্মবিত্ত্বেন নারদোঽতিশুশোচ হি॥

পঞ্চদশী, ১১ পরিচ্ছেদ, ১৮ শ্লোক।

সমুদায় পুরাণ, পাঁচ বেদ ও নানাশাস্ত্র জানিয়াও আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানাভাবে অসন্তুষ্ট হইয়া নারদ অত্যন্ত শোকাকুল হইয়াছিলেন।

প্রত্যেক বেদ দুই ভাগে বিভক্ত, মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। মন্ত্র ভাগ প্রায়ই ব্রাহ্মণ ভাগের অপেক্ষায় অধিকতর প্রাচীন। মন্ত্র সমুদায় ভিন্ন ভিন্ন রূপে সঙ্কলিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন সংহিতা প্রস্তুত হইয়াছে; যথা—

ঋগ্বেদ-সংহিতা, সাম-বেদ-সংহিতা, তৈত্তিরীয়-সংহিতা, বাজসনেয়ি-সংহিতা ও অথর্ব্ব-সংহিতা। সাম ও ঋগ্বেদ-সংহিতার সমুদায়ই পদ্যময়। অথর্ব্ব ও যজুর্ব্বেদ-সংহিতার কিয়দংশ গদ্যময়, অবশিষ্ট সমস্ত ভাগই পদ্য। সংহিতা ভাগের তাৎপর্য্যার্থ, রচনা-প্রণালী ও ব্যাকরণ-ঘটিত বৈলক্ষণ্য বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীতি হয়, সংস্কৃত ভাষায় বৈদিক-সংহিতার তুল্য-রূপ প্রাচীন অন্য কোন পুস্তক প্রচলিত নাই। কিন্তু ঐ পাঁচ খানি সংহিতা এক কালে রচিত ও সঙ্কলিত হইয়াছে ও হিন্দুদিগের এক কালীন ধর্ম্মই প্রদর্শন করিতেছে এরূপ বলা যায় না। প্রত্যুত তাহার বৈপরীত্যই প্রতীয়মান হইতেছে।

প্রাচীন ও নব্য বহুতর শাস্ত্রে ঋক্, সাম, যজুঃ এই তিন মাত্র বেদ ত্রয়ী বা ত্রয়ী-বিদ্যা বলিয়া লিখিত আছে *। ইহাতেই বোধ হইতে পারে, প্রথমে এই তিনটিমাত্র বেদ বিদ্যমান ছিল। অথর্ব্ব-বেদ অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন †। শুক্ল-যজুঃও সমধিক পুরাতন

* যথা;—ঋগ্বেদ-সংহিতা। ১০।৯০।৯। শতপথ ব্রাহ্মণ। ১১।৫।৮। ছান্দোগ্যোপনিষদ্। ৪।১৭।১—৩। মনু-সংহিতা। ১। ২৩ ও ৩। ১। রামায়ণ। ১। ৪। ৬। মহাভারত। ১।১০০।৬৭ ও ২।৫।৯৭ এবং ৩।১৫০।৩১। বিষ্ণুপুরাণ। ২।১১।৫ ও ৯ এবং ১০। ভাগবত।১।৪।২৫ ও ৩।১।৩৩। অমরকোষ, স্বর্গবর্গ ইত্যাদি।

† শাস্ত্রকারেরা মীমাংসা করেন, ঋক্, সাম, যজুঃ এই তিন বেদ যজ্ঞ-নির্ব্বাহার্থে প্রয়োজিত হয়, এ নিমিত্ত ঐ তিন বেদ ত্রয়ী বা ত্রয়ী-বিদ্যা বলিয়া পৃথক্ নির্দ্দেশিত হইয়াছে। কিন্তু সামবেদ ও যজুর্ব্বেদ-সংহিতা যেমন উদ্গাতা ও অধ্বর্য্যু ঋত্বিক্দিগের নিমিত্তই সঙ্কলিত, ঋগ্বেদ-সংহিতা সেরূপ কেবল হোতাদিগের নিমিত্ত সংগৃহীত বোধ হয় না। পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে, উদ্গাতা ও অধ্বর্য্যু ঋত্বিকেরা সাম ও যজুঃ সংহিতার প্রত্যেক সূক্ত ও প্রত্যেক মন্ত্রই যজ্ঞার্থে ব্যবহার করিয়া থাকেন। হোতাদিগকে সেরূপ সমগ্র ঋগ্বেদ-সংহিতা অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিতে হয় না। ঐ সংহিতা মধ্যে এরূপ অনেকগুলি সূক্ত আছে যে, তাহা কস্মিন্ কালে কোন যজ্ঞে বিনিয়োজিত হয় নাই *।

অথর্ব্ব-বেদ যজ্ঞের উপযোগী নহে, কেবল অভিচারাদি-সম্পাদন বিষয়ে নিয়োজিত হইয়া থাকে, এ নিমিত্ত উহা ঋক্, সাম ও যজুর্ব্বেদের সহিত একত্র পরিগণিত হয় নাই।

অথর্ব্ববেদস্য * * * * চতুর্থবেদত্বে ঽপি প্রায়েণাভিচারাদ্যর্থত্বাত্ যজ্ঞবিদ্যা-

* Müller's A. S, L. pp, 467 and 468.

নয়*। বৈদিক ধর্ম্মের প্রথম অবস্থার ইতিহাস সঙ্কলন বিষয়ে ঋগ্বেদ-সংহিতাই সর্ব্বাপেক্ষা আদরণীয়। বহু-ব্যাপার-শালী যজ্ঞানুষ্ঠান হিন্দু-জাতির প্রথমকার ধর্ম্ম নহে; উহা ক্রমে ক্রমে অধিক কালে

यामनुपयोगात्तस्यानिर्द्देशः। तथाहि ऋग्वेदेनैव हौत्रं कुर्व्वन् यजुर्व्वेदेनाध्वर्य्यवं सामवेदेनोद्गात्रं यदेव त्रय्यै विद्यायै शुक्लान्तेन ब्रह्मत्वमिति श्रुतेस्त्रयीसम्पाद्यत्वं यज्ञानां ज्ञायते।

মনু-সংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকের কুল্লুক ভট্ট-কৃত টীকা।

এ কথা কত দূর প্রামাণিক তাহা বিবেচনা করা উচিত। যত দূর হউক, অথর্ব-সংহিতা কোন মতেই ঋগ্বেদ-সংহিতাদির তুল্য-রূপ পুরাতন নয় এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাহার কিয়দংশ সমধিক প্রাচীন ও অনেক ভাগ ঋগ্বেদ-সংহিতার মধ্যেও সন্নিবেশিত আছে বটে, কিন্তু তাহার পদ্যময় ভাগের অনেকাংশের ভাষা ও তাৎপর্য্যের বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে, সেই সেই অংশকে ঋগ্বেদ-সংহিতা অপেক্ষা অত্যন্ত আধুনিক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অতএব সেই সমুদায় অংশ অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন কালে বিরচিত ও অথর্ব্ব-সংহিতা তৎপরে সঙ্কলিত বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। অথর্ব্ব-বেদ পরিশেষে ম্লেচ্ছদিগের নিমিত্ত প্রকাশিত হয় এই কৌতুককর জন-প্রবাদও এই অভিপ্রায়ের পোষক বলিতে হইবে।

পাণিনি একটি পূর্ব্ব-কালীন বৈয়াকরণ। তাঁহারও সময়ে অথর্ব্ব-বেদ প্রচলিত ছিল এমন বোধ হয় না। তদীয় ব্যাকরণ-সূত্রের মধ্যে* অথর্ব্বন্ নামক ঋত্বিক্-বিশেষের ধর্ম্মাদি বুঝিতে আথর্ব্বণিক শব্দ বিদ্যমান আছে বটে, কিন্তু সুস্পষ্ট চতুর্থ-বেদ-প্রতিপাদক অথর্ব্ব বা অথর্ব্বাঙ্গিরস শব্দ উহার কোন স্থলে বিনিবেশিত নাই। তাঁহার সময়ে ঐ বেদ প্রচারিত থাকিলে, তিনি সূত্রসমূহের মধ্যে ঋক্, সাম ও কৃষ্ণ-যজুঃর ন্যায় ঐ বেদ-পরিজ্ঞানেরও বহুতর প্রমাণ প্রদর্শন করিতেন ইহা সর্ব্বতোভাবেই সম্ভাবিত।—Pa'nini; His Place in Sanskrit Literature, by Theodor Goldstucker, 1461, pp. 142 and 143. Ancient Sanskrit Literature, by Max Müller, 1859, pp. 445 and 446 ও American Oriental Society's Journal, Vol. III., pp. 305—308 দেখ।

* বাজসনেয়ি-সংহিতা-প্রণয়ন বা সঙ্কলন বিষয়ে একটি উপাখ্যান আছে, তদনুসারে বোধ হয় যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি ঐ সংহিতাটি প্রচার করেন। কাত্যায়ন ঋষি লেখেন, যাজ্ঞবল্ক্য সূর্য্য দেবের নিকট হইতে শুক্ল-যজুর্ব্বেদ প্রাপ্ত হন।

शुक्लानि यजूंषि भगवान् याज्ञवल्क्यो यतः प्राप तं विवस्वन्तम्।

কাত্যায়ন-প্রণীত অনুক্রমণী।

आदित्यानीमानि शुक्लानि यजूंषि वाजसनेयेन याज्ञवल्क्येनाख्यायन्ते।

শতপথ ব্রাহ্মণের শেষ।

---

* পাণিনিসূত্র, ৪ অ, ৩ পা, ১৩৩ সূ এবং ৬ অ, ৪ পা, ১৭৪ সূ।

কল্পিত হইয়াছে এবিষয় পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইবে। সাম ও যজু-

যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি বাজসনেয়ি-সংহিতা ও শতপথ ব্রাহ্মণ উভয়েরই সংগ্রাহক। পাণিনি কেবল ঋক্, সাম ও কৃষ্ণ-যজুঃ এই তিন বেদকে প্রাচীন বলিয়া জানিতেন; শুক্ল-যজুঃকে তাদৃশ পুরাতন বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না। পাণিনি-সূত্রে না যাজ্ঞবল্ক্যের নাম, না বাজসনেয়ি ও শতপথ শব্দ, কিছুই সন্নিবেশিত নাই। ইহাতে অক্লেশেই এরূপ সংশয় উপস্থিত হইতে পারে যে, তিনি ঐ উভয় অবগত ছিলেন না, অর্থাৎ তাঁহার সময়ে ঐ উভয় গ্রন্থ বিরচিত হয় নাই। কাত্যায়ন ও যাজ্ঞবল্ক্য উভয়ে সমকালবর্ত্তী ছিলেন এইরূপ কথা নানা শাস্ত্র মধ্যেই লিখিত আছে। ব্রাহ্মণ ও কল্প-গ্রন্থের সংজ্ঞা-সাধন বিষয়ে পাণিনির এই একটি সূত্র আছে, যথা;—

পুরাণপ্রোক্তেষু ব্রাহ্মণকল্পেষু।

৪ অ, ৩ পা, ১০৫ সূ।

এই সূত্রের সংস্কৃত ব্যাখ্যা এই, যথা;—

তৃতীয়ান্তাত্ প্রোক্তমিত্যেতস্মিন্নর্থে ণিনিঃ স্যাত্।

ইহার তাৎপর্য্য এই, প্রাচীন ব্যক্তিদিগের প্রণীত ব্রাহ্মণ বা কল্প-গ্রন্থের নাম ঐ গ্রন্থকারদিগের নামের উত্তর ণিনি অর্থাৎ ইন্ প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়া থাকে। যথা—শাট্যায়ন-প্রণীত ব্রাহ্মণের নাম শাট্যায়নিন্। কাত্যায়ন ঋষি ঐ সূত্রের একটি বার্ত্তিক লেখেন; যথা—

পুরাণপ্রোক্তেষু ব্রাহ্মণকল্পেষু যাজ্ঞবল্ক্যাদিভ্যঃ প্রতিষেধস্তুল্যকালত্বাত্।

৪।৩।১০৫ সূত্রের বার্ত্তিক।

এই বার্ত্তিকের তাৎপর্য্য এই যে, যাজ্ঞবল্ক্যাদি-প্রণীত ব্রাহ্মণাদির নাম এই সূত্রানুসারে সিদ্ধ হয় না, কারণ তাঁহারা তুল্যকালবর্ত্তী। পতঞ্জলি তাঁহার প্রণীত ব্রাহ্মণ সকলের নাম "যাজ্ঞবল্ক্যানি ব্রাহ্মণানি" বলিয়া লিখিয়াছেন।

পুরাণপ্রোক্তেষ্বিত্যত্র যাজ্ঞবল্ক্যাদিভ্যঃ প্রতিষেধো বক্তব্যঃ। যাজ্ঞবল্ক্যানি ব্রাহ্মণানি। সৌলভানীতি। কিং কারণম্। তুল্যকালত্বাত্। এতান্যপি তুল্যকালানীতি।

পতঞ্জলি-ভাষ্য।

অতএব কাত্যায়ন ঋষি বাজসনেয়ি-সংহিতা ও শতপথ ব্রাহ্মণকে পূর্ব্বতন গ্রন্থ বলিয়া জানিতেন না। তাঁহার সময়েই সঙ্কলিত বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। সুতরাং ঐ উভয় শাস্ত্র পাণিনি অপেক্ষায় প্রাচীন নহে। মীমাংসা-দর্শনের প্রথমকার ভাষ্যকারেরাও শুক্লযজুর প্রসঙ্গ ও নামোল্লেখ করেন নাই।—Pa'nini: His place in Sanskrit Literature, by Theodor Goldstucker, 1861, pp. 130—140. History of ancient Sanskrit Literature, by Max Müller, 1859, pp, 350—354 & 363 ও the Westminister Review, October, 1682, p 487 দেখ।

র্ব্বেদ অপেক্ষাকৃত উত্তরকালে যজ্ঞানুষ্ঠান নিমিত্ত সংগৃহীত হই-য়াছে। তাহার প্রত্যেক মন্ত্র ও প্রত্যেক শব্দ কোন না কোন যজ্ঞের অনুষ্ঠানে বিনিয়োজিত হয়। কিন্তু ঋগ্বেদ-সংহিতা সেরূপ নয়। উহা হিন্দু-কুলের আদিম পুরুষদিগের চির-সঞ্চিত মহামূল্য সম্পত্তি; ভারতবর্ষীয় আর্য্য মহাশয়েরা পুরুষানুক্রমে ভক্তি-সহকারে উহার উত্তরাধিকারী হইয়া আসিয়াছেন ও এখন মহানুভব ইয়ুরোপীয় আর্য্যেরা উহাকে মৃত-সঞ্জীবন মুদ্রাযন্ত্রে অধিরূঢ় ও অঙ্কিত করিয়া অমরত্ব প্রদান করিয়াছেন। উহার অধিকাংশ অতীব প্রাচীন। অবনীমণ্ডলে কোন ভাষায় সেই সমস্ত অংশের তুল্যরূপ পুরাতন গ্রন্থ বিদ্যমান আছে কি না সন্দেহ। তাহার সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে, হোমর্ ও হীসীয়ড্ নামক অতিপ্রাচীন গ্রীক গ্রন্থকার-দিগের গ্রন্থও অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন বলিয়া উল্লেখ করিতে হয়। শাস্ত্রকারেরা লিখিয়াছেন, সাম ও যজুর্ব্বেদ-সংহিতা উহার অনুচর বা সেবক-স্বরূপ।

तत्परिचरणावितरौ वेदौ।

কৌষীতকী ব্রাহ্মণ। ৬। ১১।

সাম-বেদীয় সংহিতার প্রায় সমুদায় মন্ত্র, যজুর্ব্বেদীয় বাজসনেয়ি-সংহিতার প্রায় অর্দ্ধেক এবং অথর্ব্ববেদীয় সংহিতারও অনেকাংশ ঋগ্বেদ-সংহিতার মধ্যে বিনিবিষ্ট আছে। সায়নাচার্য্যও একথা লিখিয়া গিয়াছেন।

मन्त्रकाण्डेऽपि यजुर्वेदगतेषु तत्र तत्राध्वर्युणा प्रयोक्तव्या ऋचो बहव आम्नाताः। साम्नान्तु सर्व्वेषां ऋगाश्रितत्वं प्रसिद्धम्। आथर्व्वणिकैरपि स्वकीयसंहितायामृच एव बाहुल्येन धीयन्ते।

ঋগ্বেদ-ভাষ্যানুক্রমণিকা।

সমগ্র ঋগ্বেদই যে এক সময়ের ধর্ম্ম প্রকটন করিতেছে তাহাও নয়; উহারও কোন কোন অংশ অপেক্ষাকৃত প্রাচীন বা অপ্রাচীন। বেদ-প্রণেতা ঋষিরা স্বয়ংই তাহা ব্যক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। কোন্ কোন ঋষি অপেক্ষাকৃত প্রাচীন ঋষিদিগের প্রসঙ্গ করিয়াছেন এবং পুরাতন ও নূতন শ্লোকের বিষয়ও উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

অগ্নিঃ পূর্ব্বেভির্ঋষিভিরীড্যো নূতনৈরুত। স দেবাঁ এহ বক্ষতি।

ঋগ্বেদ-সংহিতা। ১। ১। ২।

অগ্নি পূর্ব্বকালীন এবং ইদানীন্তন ঋষিগণ কর্ত্তৃক স্তবনীয়। তিনি এ যজ্ঞে দেবগণকে আহ্বান করুন।

ইমমূ ষু ত্বমস্মাকং সনিং গায়ত্রং নব্যাংসং। অগ্নে দেবেষু প্রবোচঃ।

ঋগ্বেদ-সংহিতা। ১। ২৭। ৪।

হে অগ্নি! তুমি দেবগণকে আমাদের এই হবি-দানের বিষয় ও এই অভিনবতর স্তোত্র সমুদায় অবগত কর।

যঃ স্তোমেভির্ব্বাবৃধে পূর্ব্যেভি র্যো মধ্যমেভিরুতনূতনেভিঃ।

ঋগ্বেদ-সংহিতা। ৩। ৩২। ১৩।

যিনি (অর্থাৎ ইন্দ্র) পুরাতন, নূতন ও মধ্য-কালে উৎপন্ন স্তব দ্বারা বৃদ্ধি পাইয়াছেন।

ঋগ্বেদ-সংহিতার ভাগ-বিশেষের নব্যত্ব ও প্রাচীনত্ব প্রতিপাদক এইরূপ ভূরি ভূরি বচন উদ্ধৃত হইতে পারে *। কিন্তু তদ্দ্বারা প্রস্তাব-

---

* শ্রীমান্ ম,মুলর্ বেদ-সংহিতার অন্তর্গত প্রাচীনতম শ্লোক সমুদায়কে ছন্দস্ এবং অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন অবশিষ্ট শ্লোক সমুদায়কে মন্ত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন *। কিন্তু এ দুই শব্দের এরূপ অর্থে প্রয়োগ কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। বেদের ব্রাহ্মণ-ভাগ ভিন্ন অন্য সমুদায় ভাগেরই নাম মন্ত্র ইহা প্রসিদ্ধই আছে। ঋগ্বেদীয় পুরুষসূক্তে যজুর্ব্বেদের পদ্যময় ভাগ ছন্দস্ বলিয়া উল্লিখিত আছে, এবং বোধ হয় অথর্ব্ববেদ বা তাহার অন্তর্গত শ্লোকগুলি সেই বেদের এক স্থলে ছন্দস্ নামে নির্দ্দেশিত হইয়াছে।

তস্মাদ্যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুত ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে।

---

* History of Ancient Sanskrit Literature, by Max Müller, 1859. pp. 70 and 525 ff.

বাহুল্য না করিয়া এ বিষয়ের আর দুই একটি আবশ্যক কথা মাত্র এস্থলে লিখিত হইতেছে।

ছন্দাংসি * জজ্ঞিরে তস্মাদ্যজুস্তস্মাদজায়ত ॥

ঋগ্বেদ-সংহিতা। পুরুষসূক্ত। ১০। ৯০। ৯।

ঋচঃ সামানি ছন্দাংসি পুরাণং যজুষা সহ।

উচ্ছিষ্টাজ্জজ্ঞিরে সর্বে দিবি দেবা দিবিশ্রিতঃ ॥

অথর্ব্ববেদ-সংহিতা। ১১। ৭। ২৪।

পাণিনি ঋষি স্বপ্রণীত ব্যাকরণ-সূত্রের মধ্যে শত শত বার বেদের প্রসঙ্গ করিয়াছেন। শ্রীমান্ গোল্ড্‌স্টুকর্ গণিয়া দেখিয়াছেন, পাণিনি-সূত্রের মধ্যে বেদ-সমগ্র অর্থে এক শত দশ বার ছন্দস্ শব্দের প্রয়োগ আছে ও দুই শত তেত্রিশ সূত্র ব্যাপিয়া উহার তাৎপর্য্যার্থ চলিয়া গিয়াছে। কখন কখন কেবল মন্ত্র ও কখন কখন কেবল ব্রাহ্মণ অর্থ বুঝিতেও ছন্দস্ শব্দ প্রয়োজিত হইয়াছে।—Pa'nini: His Place in Sanskrit Literature by Theodor Goldstücker, 1861, pp. 70 and 71.

তদ্ভিন্ন কি প্রাচীন কি নব্য অন্যান্য সমুদায় সংস্কৃত শাস্ত্রে বেদ-সমগ্রই ছন্দস্ ও বৈদিক প্রয়োগ মাত্রই ছান্দস প্রয়োগ বলিয়া লিখিত আছে। কিন্তু কেবল অতি প্রাচীন মন্ত্র অর্থে ছন্দঃ শব্দ ও অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন মন্ত্র মাত্র বুঝিতে মন্ত্র-শব্দ কস্মিন্ কালে কোন শাস্ত্রে প্রয়োজিত হয় নাই।

শ্রীমান্ ম, মুলর্ সংস্কৃত ছন্দস্ ও আবেস্তিক জেন্দ্ এই দুইটি শব্দ অভিন্ন বলিয়া বিবেচনা করেন †। কিন্তু ঐ উভয়ের যেমন অক্ষর-সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়,

---

* শ্রীমান্ সায়নাচার্য্য এস্থলের 'ছন্দাংসি' শব্দের অর্থ গায়ত্রী প্রভৃতি বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু ঐ ঋকে 'ছন্দাংসি' ও 'যজুঃ' এই দুইটি শব্দ বিদ্যমান আছে। তাহার মধ্যে যজুস্ শব্দে সচরাচর যজুর্ব্বেদের কেবল গদ্যময় ভাগ বুঝায়,

বৃত্তগীতিবর্জিতত্বেন প্রশ্লিষ্টপঠিতা মন্ত্রা যজূংষি।

জৈমিনীয় ন্যায়মালা বিস্তর। ২। ১। ১২।

এজন্য শ্রীমান্ গোল্ড্‌স্টুকর্ বিবেচনা করেন, ঐ ঋকৃটিতে গদ্য পদ্য উভয় ভাগাত্মক সমগ্র যজুর্ব্বেদ জানাইবার জন্য যজুর্ব্বেদের গদ্যময় ভাগ যজুঃ ও পদ্যময় ভাগ ছন্দাংসি বলিয়া কথিত হইয়াছে।

† Lectures on the Science of Language, by Max Müller, 1862, p. 206.

গাথী * (অর্থাৎ গাথিন্) ঋষি, তাঁহার পুত্র বিশ্বামিত্র ও পৌত্র ঋষভ, ঐ বিশ্বামিত্র-কুলোদ্ভব কত, আর কত-বংশ-জাত উৎকীল ঋষি ইঁহারা প্রত্যেকে ঋগ্‌বেদের তৃতীয় মণ্ডলের অনেকানেক সূক্ত প্রণয়ন করেন †। অতএব বলিতে হয়, পরম্পরাগত পাঁচ বা তদপেক্ষা অধিক-সংখ্যক পুরুষে তৃতীয় মণ্ডলের বহুতর ভাগ রচনা করিয়াছেন।

দ্বিতীয় মণ্ডলের প্রায় সমুদায় সূক্তই গৃৎসমদ ঋষির প্রণীত। অনেকানেক উপাখ্যানের মধ্যে লিখিত আছে, ঐ গৃৎসমদের অন্য একটি নাম শৌনক।

য আঙ্গিরসঃ শৌনহোত্রো ভূত্বা ভার্গবঃ শৌনকো-
ঽভবৎ স গৃৎসমদো দ্বিতীয়ং মণ্ডলমপশ্যদিতি।

ঋগ্বেদ-সংহিতার দ্বিতীয় মণ্ডলের সায়ন-ভাষ্যের
প্রারম্ভে উদ্ধৃত অনুক্রমণিকা-বচন।

সেরূপ অর্থ-সাদৃশ্য নাই। জেন্দ্ শব্দের অর্থ ভাষ্য বা অনুবাদ *, কিন্তু ছন্দস্ শব্দের অর্থ মূল-বেদ।

* রামায়ণ মহাভারতাদি অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন গ্রন্থে এই বৈদিক নামটি গাধি বলিয়া লিখিত হইয়া আসিয়াছে। মহাভারতাদি অনুসারে গাধি কুশিক রাজার পুত্র। (মহাভারত। ১।১৭৫। ৩। হরিবংশ। ২৭। ১৩-১৭ এবং ৪৫।) বৈদিক শাস্ত্রের মতে গাথীও কুশিক-নন্দন।

ঋষিঃ কৌশিকো গাথী।

ঋগ্বেদ। ৩। ২২। প্রারম্ভ।

† ঋষভ ১৩শ ও ১৪শ সূক্ত; উৎকীল ১৫শ ও ১৬শ সূক্ত; কত ১৭শ ও ১৮শ সূক্ত; গাথী ১৯শ, ২০শ, ২১শ, ও ২২শ সূক্ত এবং বিশ্বামিত্র ১ম, ২য় ও ৩য় প্রভৃতি ৪৪ চুয়াল্লিশটি সূক্ত রচনা করেন।

---

* অবস্তা যে ভাষায় লিখিত, তাহাই ইদানীং জেন্দ্ বলিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে বটে, কিন্তু তাহাও নিতান্ত ভ্রান্তি-মূলক। আঁকেতীই দু পের্ঁ নামক একটি সুপ্রসিদ্ধ ফরাসি পণ্ডিতের কুশিক্ষা হইতে ঐ ভ্রমটি উৎপন্ন হইয়াছে। সর্ উইলিয়ম্ জোন্স্ যেমন কোন ব্যক্তির নিকট শুনিয়াছিলেন, অবস্তা যে অক্ষরে লিখিত তাহার নাম জেন্দ্, সেইরূপ ঐ ফরাসি পণ্ডিত সুরাট নগরে থাকিয়া শিখিয়াছিলেন, অবস্তা যে ভাষায় লিখিত তাহাকে জেন্দ্ কহে।— Preface to N. L. Westergaard's Zendavesta 1852 – 1854, p. 1. তদবধি ঐ ভ্রমটি সর্ব্বত্র এরূপ প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে যে, এক্ষণে তাহা নিবারণ করা অতীব কঠিন। যাহা হউক, এরূপ অমূলক আখ্যা আর চলিতে দেওয়া উচিত নয়।

যিনি অগ্রে আঙ্গিরস-বংশীয় শুনহোত্র-পুত্র হইয়া পরে ভৃগু-বংশীয় শৌনক হইলেন, সেই গৃৎসমদ দ্বিতীয় মণ্ডল দর্শন করিয়াছিলেন।

পাণিনি ঋষি বৈদিক শাস্ত্র সমুদায়কে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, 'দৃষ্ট *' ও 'প্রোক্ত †'। তিনি সাম-বেদাদি যে সমস্ত শাস্ত্রকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর-প্রণীত সুতরাং অতীব প্রাচীন বলিয়া জানিতেন, তাহার নাম দৃষ্ট, আর ব্রাহ্মণ, কল্পসূত্রাদি যে সমস্ত শাস্ত্র সেরূপ বিশ্বাস করিতেন না, তাহাই প্রোক্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ প্রোক্ত শাস্ত্রকারদিগের নামের মধ্যে শৌনক ‡ ঋষির নাম সন্নিবেশিত আছে। অতএব পাণিনি ঋষি তাঁহার প্রণীত গ্রন্থকে অপ্রাচীন বলিয়া জানিতেন তাহার সন্দেহ নাই। সুতরাং তদনুসারে তাঁহার কৃত ঐ দ্বিতীয় মণ্ডলও সাম-সংহিতাদি অপেক্ষায় অপ্রাচীন বলিয়া উল্লেখ করিতে হয়। ঐ মণ্ডলের প্রথম সূক্তেরই দ্বিতীয় ঋকে যজ্ঞ-সম্পাদনকারী ঋত্বিক্‌দিগের পৃথক্ পৃথক্ নাম-উল্লেখই এই মতে সাক্ষ্য-দান করিতেছে। কিন্তু এবিষয়ের স্থির সিদ্ধান্ত করিবার পূর্ব্বে ঐ মণ্ডলের ভাষার অপেক্ষাকৃত প্রাচীনত্ব বা অপ্রাচীনত্বের বিষয় বিচার করা আবশ্যক। এরূপ বিষয়ে ভাষা বিষয়ক প্রমাণই সর্ব্বাপেক্ষা বলবৎ মানিতে হইবে।

পশ্চাৎ প্রস্তাবিত অনেকানেক গুরুতর বিষয়ের বিবেচনায় সক্ষম

---

* दृष्टं साम।

পাণিনি-সূত্র, ৪ অ, ২ পা, ৭ সূ।

ব্যাখ্যান—तृतीयान्तात् दृष्टमित्येतस्मिन्नर्थे ऽणादयः प्रत्यया भवन्ति।

† तेन प्रोक्तम्।

পাণিনি-সূত্র, ৪ অ, ৩ পা, ১০১ সূ।

ব্যাখ্যান—तृतीयान्तात् प्रोक्तमित्येतस्मिन्नर्थे यथाविहितमणादयः।

‡ शौनकादिभ्यश्छन्दसि।

পাণিনি-সূত্র, ৪ অ, ৩ পা, ১০৬ সূ।

ব্যাখ্যানোক্ত উদাহরণ—शौनकेन प्रोक्तमधीयते शौनकिनः।

হইবার উদ্দেশে পাঠকগণকে এই পূর্ব্ব-লিখিত কথাটি স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের ভাষা ও তাৎপর্য্যার্থ বিচার করিয়া ঐ মণ্ডল এমন আধুনিক অবধারিত হইয়াছে যে, উহাকে উত্তর কালের লিখিত একটি পরিশিষ্ট-স্বরূপ বলিয়া অক্লেশেই লিখিতে পারা যায়। ঐ মণ্ডলটি পাঠ করিয়া দেখিলেই ইহাতে নিশ্চিত প্রতীতি জন্মিবে তাহার সন্দেহ নাই। এস্থলে এ বিষয়ের আর বাহুল্য না করিয়া অপরাপর মুখ্য বিষয়ের বিবরণে প্রবৃত্ত হওয়া বিধেয়।

দেখিতে পাওয়া যায়, হিন্দুরা ক্রমে ক্রমে যে যে দেশে অধিবাস করিয়াছেন, সেই সেই দেশের জল-ভাগ ও স্থল-ভাগ-বিশেষকে দেবতা বা দেবতা-স্বরূপ অথবা পরম পবিত্র দেব-স্থান জ্ঞান করিয়া আসিয়াছেন। অতএব বৈদিক ধর্ম্মের প্রথম অবস্থার বিবরণ করিতে হইলে তাঁহারা ভারতবর্ষ-প্রবেশ করিয়া প্রথমে কোন্ স্থানে অবস্থান করেন তাহার অনুসন্ধান করা আবশ্যক। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, ঋগ্বেদ-সংহিতার কিয়দ্ভাগ, বোধ হয় অপেক্ষাকৃত প্রাচীন ভাগই, হিন্দুদিগকে কাবুল নদীর তীরস্থ ও পঞ্চনদের অধিবাসী বলিয়া পরিচয় দান করিতেছে। উল্লিখিত বেদ-সংহিতা-পাঠে জানিতে পারা যায়, তাহার অন্তর্গত সূক্ত-রচয়িতারা কাবুল, সিন্ধু ও পঞ্চনদ অর্থাৎ পঞ্জাব দেশ বিশেষরূপ অবগত ছিলেন। ঐ সংহিতায় কাবুল নদী, এবং সিন্ধু, বিতস্তা, চন্দ্রভাগাদি পঞ্চনদস্থ পঞ্চ নদী ও পুণ্যময়ী সরস্বতীরই পৌনঃপুন উল্লেখ ও ভূরি ভূরি প্রশংসা আছে। এ বিষয়ের সবিশেষ বিবরণ সমধিক হৃদয়-গ্রাহী হইতে ও কৌতূহল চরিতার্থ করিতে পারে বটে, কিন্তু প্রস্তাব-বাহুল্য হইয়া পড়ে। অতএব ইহাতে পাঠকগণের প্রতীতি জন্মাইবার উদ্দেশে এস্থলে দুই চারিটি উদাহরণ মাত্র প্রদর্শিত হইতেছে *।

अमन्दान् स्तोमान् प्रभरे मनीषा सिन्धावधिक्षियतो भाव्यस्य ।

---

* শ্রীমান্ জ, মিয়র্-প্রণীত সংস্কৃত মূল (Sanskrit Texts) নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের একাদশ অধ্যায়ে উপস্থিত বিষয়ের কতকগুলি প্রমাণ সঙ্কলিত হইয়াছে।

যো মে সহস্রম্ অমিমীত সবান্ অতূর্তো রাজা শ্রব ইচ্ছমানঃ ॥

ঋগ্বেদ-সংহিতা। ১। ১২৬। ১।

আমি বুদ্ধি সহকারে সিন্ধুতীর-নিবাসী ভব্য-নয় স্বনয়ের উদ্দেশে তেজোবিশিষ্ট স্তুতি সমুদায় উৎপাদন করি। ঐ অপরাজেয় নরপতি প্রতিষ্ঠাভিলাষী হইয়া আমার দ্বারা সহস্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করাইয়াছেন।

মা বো রসাঽনিতভা কুভা ক্রুমুর্মা বঃ সিন্ধুর্নিরীরমত্।
মা বঃ পরিষ্ঠাৎ সরযুঃ পুরীষিণ্যস্মে ইৎ সুম্নমস্তু বঃ ॥

ঋগ্বেদ-সংহিতা। ৫। ৫৩। ৯।

মরুদ্গণ! রসা, অনিতভা, কুভা (অর্থাৎ কাবুল নদী *), ক্রুমু অথবা সিন্ধু যেন তোমাদের গতি-রোধ না করে। সলিলময়ী সরযূ † তোমাদিগকে যেন রুদ্ধ করিয়া না রাখে। তোমাদের আগমন-জনিত সুখ-পুঞ্জ আমাদের সমীপস্থ হউক।

ঋগ্বেদে সুবাস্তু নামে একটি নদীর নাম সন্নিবেশিত আছে।

সুবাস্ত্বা অধি তুগ্বনি।

ঋগ্বেদ-সংহিতা। ৮। ১৯। ৩৭।

যাস্ক ঋষি ইহার এইরূপ অর্থ করিয়াছেন; যথা,—

সুবাস্তুর্নদী। তুগ্ব তীর্থং ভবতি।

নিরুক্ত। ৪। ১৫। (মুদ্রিত পুস্তকের ৬৯ পৃষ্ঠা)।

সুবাস্তু একটি নদী। তুগ্ব তীর্থ-বিশেষ।

---

* গ্রীক গ্রন্থকারেরা কোফেন্ নামে একটি নদীর বিষয় লিখিয়াছেন; ঐ নদী এক্ষণে কাবুল বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। উহা সিন্ধু নদের সহিত মিলিত হইয়াছে। বেদোক্ত কুভা ঐ কোফেন্ অর্থাৎ কাবুল নদী বলিয়া অনুভূত হইতেছে।

† কোন কোন স্থানে সরযূ ও গোমতীর নাম পঞ্জাব ও কাবুল দেশীয় নদী-গণের সংজ্ঞাবলী-মধ্যে সন্নিবেশিত আছে। অতএব কোন কোন পণ্ডিত বিবেচনা করেন, প্রথমে পঞ্জাব অঞ্চলের দুইটি নদীর নাম সরযূ ও গোমতী ছিল; তদ্দৃষ্টে উত্তর কালে অযোধ্যা অঞ্চলের দুইটি সুপ্রসিদ্ধ নদীর ঐ দুই নাম রাখা হইয়াছে। কিন্তু যখন বৈদিক ঋষিগণ কীকট অর্থাৎ বেহার দেশের বিষয় অবগত ছিলেন, তখন এরূপ মীমাংসাকে নিতান্ত নিশ্চিত জ্ঞান করিবার প্রয়োজন নাই।

এই সুবাস্তু কাবুল নদীর উপনদী বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে *।

সর্ব্বাহমস্মি রোমশা গন্ধারীণামিবাবিকা।

ঋগ্বেদ-সংহিতা। ১। ১২৬। ৭।

আমি গন্ধার দেশীয় মেষীর তুল্য সর্ব্বতোভাবে রোম-বিশিষ্ট।

কান্দাহারেরই সংস্কৃত নাম গন্ধার। উহা সিন্ধু নদের পশ্চিমাবস্থ ও কাবুল নদীর দক্ষিণস্থ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। পূর্ব্বতন গ্রীক গ্রন্থকারেরা উহাকে ঐ স্থান-স্থিতই লিখিয়া গিয়াছেন। লিখিত আছে, গন্ধার-দেশীয়েরা খ্ষযার্ষা † নামক সুপ্রসিদ্ধ পারসীক সম্রাটের সেনা-দল-মধ্যে নিবিষ্ট ছিল।

অনেকানেক ঋকে সুস্পষ্ট লিখিত আছে, হিন্দুরা এক সময়ে সরস্বতী-তটে অধিবাস করিয়া অগ্নি-দেবের অর্চ্চনা করিতেন। মনু-সংহিতাদি ধর্ম্ম-শাস্ত্রে ঐ স্থানের অসাধারণ মাহাত্ম্য ও অলৌকিক পুণ্যশালিত্ব বর্ণিত আছে। অতএব যদিও হিন্দুরা অগ্রে পঞ্চনদে আসিয়া অধিবাস করেন, তথাচ বোধ হয় হিন্দু-ধর্ম্ম প্রথমে সরস্বতী-তটে অর্থাৎ ব্রহ্মাবর্ত্তে প্রণালী-বদ্ধ ও পরিস্ফুটিত হয়।

নি ত্বা দধে বর আ পৃথিব্যা ইলায়াস্পদে সুদিনত্বে অহ্নাম্।
দৃষদ্বত্যাং মানুষে আপয়ায়াং সরস্বত্যাং রেবদগ্নে দিদীহি।

ঋগ্বেদ-সংহিতা। ৩। ২৩। ৪।

অগ্নি! আমি শুভতম দিনে ইলারূপিণী অবনীর উৎকৃষ্ট স্থানে

---

* মহাভারতের জম্বুখণ্ড-বর্ণনায় সুবাস্তু ও গৌরী নদী একত্র সন্নিবেশিত আছে। "বাস্তুং সুবাস্তুং গৌরীঞ্চ কম্পনাং সহিরণ্বতীম্।" —(ভীষ্মপর্ব্ব, ৯ অধ্যায়, ২৫ শ্লোক।) গ্রীক গ্রন্থকার এরিয়ান্ লিখিয়াছেন *, ঐ দুই নদী † আসিয়া কোফেন্ নদীতে পতিত হইয়াছে। এক্ষণে দৃষ্ট হয়, সুবর্দ্ নামে একটি নদী কাবুল নদীর সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। অতএব বেদোক্ত সুবাস্তু ঐ সুবর্দ্।

† গ্রীকদিগের গ্রন্থানুসারে ইংরেজীতে এই নামটি Xerxes বলিয়া লিখিত হইয়া থাকে।

---

* Indica 4. 11.

† Soastos and Garoias.

তোমাকে স্থাপন করি। তুমি ধনবান্ হইয়া দৃষদ্বতী, অপয়া এবং সরস্বতী নদীর মনুষ্য-বিশিষ্ট তটে প্রদীপ্ত হও।

এই ঋক্‌টি অকল্পিত ইতিহাস-বৃত্তান্ত বলিলে বলা যায়। এই নিমিত্ত এস্থানে উদ্ধৃত হইল। অনুক্ত মনু-বচন ইহার সবিস্তর ব্যাখ্যা-স্বরূপ।

> सरस्वतीदृषद्वत्योर्देवनद्योर्यदन्तरम्।
> तं देवनिर्म्मितं देशं ब्रह्मावर्त्तं प्रचक्षते ॥
> तस्मिन् देशे य आचारः पारम्पर्य्यक्रमागतः।
> वर्णानां सान्तरालानां स सदाचार उच्यते ॥
>
> মনুসংহিতা, ২ অধ্যায়, ১৭ ও ১৮ শ্লোক।

সরস্বতী ও দৃষদ্বতী এই দুটি দেবনদীর মধ্যগত দেশকে ব্রহ্মাবর্ত্ত কহে। ঐ দেশটি দেব-নির্ম্মিত *। ঐ দেশে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ ও সঙ্কীর্ণ জাতিদিগের যেরূপ আচার-প্রণালী পরম্পরানুসারে প্রচলিত আছে, তাহাই সদাচার।

ভারতবর্ষ-মধ্যে হিন্দুদিগের প্রথম নিবাস-ভূমি পঞ্জাব ও সারস্বত দেশীয় নদী সমুদায়ের পরিচায়ক ভূরি ভূরি বচন ঋগ্বেদ-সংহিতায় সন্নিবেশিত আছে †, কিন্তু তাহাতে গঙ্গা যমুনার নাম অতীব বিরল। পূর্ব্বে উদ্ধৃত যে ঋক্‌টিতে ‡ ঐ দুই নদীর নাম প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে,

---

* देवनदीदेवनिर्म्मितशब्दौ नदीदेशप्राशस्त्यार्थौ।

কুল্লুকভট্টোক্তি।

দেব-নদী ও দেব-নির্ম্মিত শব্দ সেই নদী ও দেশের উৎকর্ষ-বোধক।

† ঋগ্বেদ-সংহিতার ৩ মণ্ডলের ৩৩ সূক্ত; ৪ মণ্ডলের ৩০ সূক্ত; ৬ মণ্ডলের ৬১ সূক্ত; ৭ মণ্ডলের ১৮ ও ৯৫ এবং ৯৬ সূক্ত; ৮ মণ্ডলের ২০ ও ৬৩ সূক্ত; ১০ মণ্ডলের ১৫ ও ৬৪ এবং ৭৫ সূক্ত ইত্যাদি বহুতর সূক্তের মধ্যে সিন্ধু, সরস্বতী ও পঞ্জাব-দেশীয় অন্য অন্য নদী সমুদায়ের নাম উল্লিখিত আছে।

‡ ৫৩ পৃষ্ঠা দেখ। তদ্ভিন্ন ঋগ্বেদ-সংহিতার আর দুই এক স্থানেও গঙ্গা যমুনার নামোল্লেখ মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়; যথা উহার ৬ মণ্ডলের ৪৫ সূক্তের ৩১ ঋকে গঙ্গার নাম এবং ৫ মণ্ডলের ৫২ সূক্তের ১৭ ঋকে ও ৭ মণ্ডলের ১৮ সূক্তের ১৯ ঋকে যমুনা নদীর প্রসঙ্গ আছে। কিন্তু পঞ্জাব-দেশীয় নদীগণের নাম যেমন ঋগ্বেদ-সংহিতার বহুতর স্থান ব্যাপিয়া আছে, ঐ দুই নদীর সেরূপ নাই।

তাহা ঋগ্বেদ-সংহিতার সমধিক অপ্রাচীন ভাগেরই অন্তর্গত। সেই ঋক্‌টি রচিত হইবার সময়ে হিন্দুরা পঞ্চনদ ও ব্রহ্মাবর্ত্ত উত্তরণ পূর্ব্বক জাহ্নবী-জল স্পর্শ করিয়াছিলেন তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু তদানীন্তন আর্য্যেরা ইদানীন্তনদিগের ন্যায় তাঁহাকে সুখ, স্বর্গ ও মোক্ষপদ-দাত্রী বলিয়া চিনিতে পারেন নাই। বোধ হয়, সিন্ধু সরস্বতী প্রভৃতির তুল্যরূপ পূজাস্পদ বলিয়াও স্থির করেন নাই। সিন্ধু ও সরস্বতীর উদ্দেশে যেমন বহুতর স্বতন্ত্র সূক্ত উক্ত হইয়াছে ঋগ্বেদ-সংহিতায় গঙ্গা নদীর স্তুতি-গর্ভ এতাদৃশ একটি সূক্তও বিদ্যমান নাই। যাহা হউক, আর্য্যেরা ঐ সমস্ত বচন-রচনা সময়ে গঙ্গা, যমুনার অন্তর্গত অন্তর্ব্বেদী অর্থাৎ দোয়াব পর্য্যন্ত আগমন করিয়াছিলেন তাহার সংশয় নাই। একটি ঋকে কীকট অর্থাৎ মগধ বা, বেহার * দেশের নাম নির্দ্দেশিত আছে †, কিন্তু যাস্ক ঋষি উহাকে অনার্য্য-দেশ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

কীকটো নাম দেশোঽনার্য্যনিবাসঃ।

নিরুক্ত। ৬। ৩২। (মুদ্রিত পুস্তকের ১০৩ পৃষ্ঠা।)

বোধ হয়, আর্য্যেরা ঐ ঋক্-রচনার সময়ে এ দেশটির বিষয় অবগত হইয়াছিলেন, কিন্তু উহা অধিকার করিয়া অধিবাস করিতে পারেন নাই। তাঁহারা সে সময়ে দক্ষিণাপথ দর্শন করেন নাই। ঋগ্বেদ-সংহিতায় না কৃষ্ণা কাবেরী গোদাবরী, না মলয় মহেন্দ্র সহ্যাদ্রি, দক্ষিণাপথস্থ কোন বস্তুরই কিছুমাত্র উল্লেখ নাই। ঐ সমস্ত স্রোতস্বতী তখন তাঁহাদের দেব-মণ্ডলী মধ্যে পরিগণিত হয় নাই। ঋগ্বেদ-

* ত্রিকাণ্ডশেষ। ভাগবত পুরাণের ১।৩। ২৪ শ্লোকের টীকায় কীকট শব্দের অর্থ এইরূপ লিখিত আছে, যথা – মধ্যে 'গয়াপ্রদেশে'।

† কিং তে কৃণ্বন্তি কীকটেষু গাবঃ।

ঋগ্বেদ-সংহিতা। ৩। ৫৩। ১৪।

কীকটদিগের মধ্যে তোমার গো সকল কি করিতেছে?

সংহিতায় হিমালয়ের নাম সুস্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে *, কিন্তু উহার কোন অংশে বিন্ধ্য গিরির নাম লক্ষিত হয় না।

যে হিন্দুরা আর্য্যাবর্ত্তের পশ্চিম খণ্ডে অর্থাৎ পঞ্জাব ও দোয়াব প্রভৃতি পশ্চিম প্রদেশেই অধিবাস করিতেন এবং যে সময়ে কেবল বেদ-সংহিতা-প্রোক্ত মন্ত্রমাত্র তাঁহাদের ধর্ম্ম-শাস্ত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত ছিল, তাঁহাদের তৎকালের ধর্ম্মের সহিত এক্ষণকার হিন্দু-ধর্ম্মের বিস্তর বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায়। ইদানীং পৌরাণিক ও তান্ত্রিক গ্রন্থকার সকলে দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি যে সমস্ত অভিনব দেবতার উপাসনা-প্রণালী প্রচার করিয়াছেন, তখন তাহা প্রচলিত থাকা যে নিতান্ত অসম্ভব এ কথা বলা বাহুল্য। সে সময়ে অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, ইন্দ্র † প্রভৃতি প্রত্যক্ষ-গোচর প্রাকৃত পদার্থের আরাধনাই প্রচলিত ছিল। উপাসকেরা অন্নাদি-লাভের উদ্দেশে এবং বিপদুদ্ধার ও দুঃখ-পরিহার প্রার্থনায় তাঁহাদের স্তুতি করিতেন, তাঁহাদিগকে ঘৃতাহুতি প্রদান করিতেন এবং সোমরস নিবেদন করিয়া দিতেন।

---

* **यस्येमे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्रं रसया सहाहुः ।**

ঋগ্বেদ-সংহিতা। ১০। ১২১। ৪।

এই হিমবান্ পর্ব্বত সকল এবং নদী-সম্বলিত সমুদ্র যাহার মহিমা কীর্ত্তন করে। অন্য এক বেদ-সংহিতায়ও হিমালয়ের পৌনঃপুন উল্লেখ আছে।

गिरयस्ते पर्वता हिमवन्तोऽरण्यं ते पृथिवि स्योनमस्तु ।

অথর্ব্ববেদ। ১২। ১। ১১।

পৃথিবী! তোমার পর্ব্বত সকল হিমবান্ ও অরণ্য শোভমান হউক।

उदङ् जातो हिमवतः स प्राच्यां नीयसे जनम् ।

অথর্ব্ববেদ। ৫। ৪। ৮।

তুমি হিমালয়ের উত্তর দিকে জন্ম গ্রহণ করিয়া পূর্ব্ব-দেশীয় লোকের সমীপে নীত হইয়া থাক।

† ইন্দ্র কোন প্রত্যক্ষ-গোচর পদার্থ নয় বটে, কিন্তু তদীয় উপাসকেরা তাঁহাকে প্রত্যক্ষ-গোচর বারি-বর্ষণের নিয়ন্তা বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। তাঁহাদের মতে, মেঘ-রূপী বৃত্রাসুরকে পরাভব করিয়া তাহার নিকট হইতে জল গ্রহণ করিয়া পৃথিবীতে বর্ষণ করা ইন্দ্রের প্রধান কর্ম্ম।

মনুষ্যেরা যেরূপ জল, বায়ু, মৃত্তিকাদি নৈসর্গিক বস্তুতে পরিবেষ্টিত থাকেন, তাঁহাদের আচার ব্যবহার ধর্ম্মাদি বিষয়ে তাহার সম্পূর্ণ কার্য্যকারিত্ব অবলোকিত হয়। তুষার-মণ্ডিত হিমালয়, গিরি-নিঃসৃত নির্ঝর, আবর্ত্তময়ী বেগবতী নদী, চিত্ত-চমৎকারক ভয়ানক জলপ্রপাত, অযত্ন-সম্ভূত উষ্ণপ্রস্রবণ, দিগ্‌দাহকারী দাব-দাহ, বসুমতীর তেজঃ-প্রকাশিনী সুচঞ্চল-শিখা-নিঃসারিণী লেহায়মানা জ্বালামুখী, বিংশতি-সহস্র জনের সন্তাপ-নাশক বিস্তৃত-শাখা-প্রসারক বিশাল বটবৃক্ষ, শ্বাপদ-নাদে নিনাদিত বিবিধ-বিভীষিকা-সংযুক্ত জন-শূন্য মহারণ্য, পর্ব্বতাকার-তরঙ্গ-বিশিষ্ট প্রসারিত সমুদ্র, প্রবল ঝঞ্ঝাবাত, ঘোরতর শিলাবৃষ্টি, জীবিতাশা-সংহারক হৃৎকম্প-কারক বজ্রধ্বনি, প্রলয়-শঙ্কা-সমুদ্ভাবক ভীতি-জনক ভূমিকম্প, প্রখর-রশ্মি-প্রদীপ্ত নিদাঘ-মধ্যাহ্ন, মনঃ-প্রফুল্ল-করী সুধাময়ী শারদীয় পূর্ণিমা, অসংখ্য-তারকা-মণ্ডিত তিমিরাবৃত বিশুদ্ধ গগন-মণ্ডল ইত্যাদি ভারতভূমি-সম্বন্ধীয় নৈসর্গিক বস্তু ও নৈসর্গিক ব্যাপার অচিরাগত কৌতূহলাক্রান্ত হিন্দু-জাতীয়-দিগের অন্তঃকরণ এরূপ ভীত, চমৎকৃত ও অভিভূত করিয়া ফেলিল যে, তাঁহারা প্রভাবশালী প্রাকৃত পদার্থ সমুদয়কে সচেতন দেবতা জ্ঞান করিয়া সর্ব্বাপেক্ষায় তদীয় উপাসনাতেই প্রবৃত্ত থাকিলেন। তাঁহারা তখন ঐ সমুদয় বস্তুর প্রকৃত স্বভাব ও গুণ কিছুই পরিজ্ঞাত ছিলেন না। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কেবল আপনাদের অর্থাৎ মানব-জাতির প্রকৃতিই বুঝিতেন এবং তদ্দৃষ্টে ঐ সমস্ত জড়ময় বস্তুরও মনুষ্যাদির ন্যায় হস্ত-পদাদি অবয়ব এবং ক্ষুৎ-পিপাসা ও কাম-ক্রোধাদি মনোবৃত্তি বিদ্যমান আছে বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। মনুষ্যেরা কোন আদিম কালাবধি আপনাদের উপাস্য দেবতাকে ঐরূপ মানব-ধর্ম্মাক্রান্ত জ্ঞান করিয়া আসিতেছেন, অদ্যাবধি ঐরূপ করিতেছেন এবং হয়ত চির কালই ঐরূপ করিতে থাকিবেন। যে সমস্ত জ্ঞানাভিমানী ইদানীন্তন ব্যক্তিরা এখন অপরিজ্ঞাত বিশ্ব-কারণের কাম-ক্রোধাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির অস্তিত্ব আর স্বীকার করেন না, তাঁহারাও মানব-মনের স্নেহ, মায়া, ক্ষমা, প্রণয়াদি কতকগুলি

উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম অনন্ত-গুণিত করিয়া ঈশ্বর-স্বরূপে সমারোপণ করেন। এইরূপ মানবত্ব-সমারোপণ-রীতি তাঁহাদের এমন অস্থি-গত হইয়া গিয়াছে যে, বিচার-ধারে বিখণ্ডিত হইয়া গেলেও, তাঁহারা উহার বিমোহিনী মায়া পরিত্যাগ করিতে পারেন না। প্রাচীন আর্য্যেরা এই রীতির অনুবর্ত্তী হইয়া বিশ্বাস করিতেন, লিখিত-পূর্ব্ব দেবতাগণ নর-জাতির ন্যায় ইচ্ছানুগত হইয়া ইতস্ততঃ গমনাগমন করেন, ক্ষুৎ-পিপাসার বশবর্ত্তী হইয়া অন্ন জল গ্রহণ করেন, ক্রোধ হিংসার পর-বশ হইয়া শত্রুদল সংহার করেন, প্রবৃত্তি-বিশেষের বশীভূত হইয়া দার-পরিগ্রহ পুরঃসর গৃহ-ধর্ম্ম পরিপালন করেন *, এবং এই বিশ্ব-ব্যাপার অখণ্ডনীয় ও অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মের অনুবর্ত্তী থাকিলেও, তাঁহারা দয়া দাক্ষিণ্যের অনুসারী হইয়া ভক্ত জনের মনোরথ পূর্ণ করেন।

এই প্রকার অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, চন্দ্র প্রভৃতি ভৌতিক পদার্থের সহজ প্রকার উপাসনা যে পৃথিবীস্থ অন্য অন্য প্রাচীন মানব-জাতির

---

* বেদ-সংহিতার মধ্যে অনেক স্থানে দেব-পত্নীদিগের নামোল্লেখ ও গুণ-কীর্ত্তন আছে।

উতগ্নাব্যন্তু দেবপত্নীরিন্দ্রাণ্যগ্নায্যশ্বিনী রাট্।

আরোদসী বরুণানী শৃণোতু ব্যন্তু দেবীর্য ঋতুর্জনীনাং॥

ঋগ্বেদ-সহিতা। ৫। ৪৬। ৮।

আর দেব-পত্নী দেবী সমুদায় হবি ভক্ষণ করুন। ইন্দ্রপত্নী ইন্দ্রাণী, অনল-পত্নী অগ্নায়ী, অশ্বিনুদিগের পত্নী দীপ্তিমতী অশ্বিনী, রুদ্র-পত্নী রোদসী, বরুণ-পত্নী বরুণানী ইহাঁরা প্রত্যেকে শ্রবণ করুন। দেবী সমুদায় হবি ভক্ষণ করুন। দেব-পত্নীদিগের কালাভিমানী দেবী সমুদায়ও ভক্ষণ করুন।

অথর্ব্ব-সংহিতার মধ্যে নবোঢ়া স্ত্রীর পতি-সহযোগ দ্বারা অপত্যোৎপাদনের বিধান প্রসঙ্গে দেবতাগণের স্ত্রী-সহযোগের বিষয় সুস্পষ্ট লিখিত আছে।

দেবা অগ্রে ন্যপদ্যন্ত পত্নীঃ সমস্পৃশন্ত তন্বস্তনূভিঃ।

অথর্ব্ব-সংহিতা। ১৪।২।৩২।

প্রথমে দেবগণ দার পরিগ্রহ করিয়া নিজ শরীরে তদীয় শরীর সংস্পর্শ করিয়াছিলেন।

ন্যায় হিন্দুদিগেরও জাতীয় ধর্ম্ম ছিল, তাঁহাদের আদিম শাস্ত্র বৈদিক-সংহিতায় তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে। পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে, সেই সময়ে দেব-মন্দির ও দেব-প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মিত ও স্থাপিত হইবার কোন নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যজমানের নিজ নিকেতনেই আরাধনা-ক্রিয়া সম্পন্ন হইত।

শ্রীমান্ ম, মূলর্ এক স্থানে লিখিয়াছেন, হিন্দুরা সর্ব্ব-প্রথমে একেশ্বর-বাদী ছিলেন, পরে বহুতর দেব দেবীর উপাসনাতে প্রবৃত্ত হন *। শ্রীমান্ আদল্ফ্ পিক্‌তে কহেন, একমাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের উপাসনাই আর্য্য-কুলের আদিম ধর্ম্ম ছিল; অনন্তর কালক্রমে বহুতর বিভিন্ন দেব দেবীর আরাধনা উৎপন্ন হয়। কিন্তু শ্রীমান্ জ, মিয়র্, আল্বের্ রেবিল্ ও থ, গোল্ডস্টুকর্ ঐ সমস্ত মতে অসম্মত হইয়া উচিতমত প্রতিবাদ করিয়াছেন †। যে সমুদায় সূক্ত একেশ্বর-প্রতিপাদকবৎ প্রতীয়মান হয়, সে সমুদায় যে সাকার-প্রতিপাদক প্রাচীনতম সূক্ত সমুদায় অপেক্ষায় প্রাচীন ইহা কোনরূপেই সপ্রমাণ হইবার বিষয় নয়। প্রত্যুত বিপরীত পক্ষই সর্ব্বতোভাবে প্রামাণিক বোধ হয়। অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, উষা প্রভৃতি নৈসর্গিক দেবতা-প্রতিপাদক অনেকানেক সূক্তের ভাষা ও রচনা তাহাদিগকে অতিমাত্র পুরাতন বলিয়া সাক্ষ্যদান করিতেছে। ঈশ্বর-প্রতিবাদকবৎ সূক্ত-সমূহ ঋগ্বেদ-সংহিতার অনতিপ্রাচীন দশম মণ্ডলেরই অন্তর্গত। শ্রীমান্ ম, মূলর্ একেশ্বর-বাদ বিষয়ের উদাহরণ প্রদর্শন উদ্দেশে যে সূক্তটির পদ্যময় ইংরেজী অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়াছেন ‡, তাহাতে জগতের আদি কারণ সংক্রান্ত এরূপ দুরূহ ও প্রগাঢ় ভাব সমুদায় আবির্ভূত রহিয়াছে যে, তাহা কদাচ অল্পবুদ্ধি আদিম লোক কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত হওয়া সম্ভাবিত নয়; তাহা

---

* Ancient Sanskrit Literature, by Max Müller, 1859, pp. 559 & 568.

† R. A. S. Journal, New Series, Vol. I, Part 2, pp. 385—388 and Pa'nini: His place in Sanskrit Literature, by Theodor Goldstucker, 1861, p. 144.

‡ Ancient Sanskrit Literature, p. 564.

পরম্পরাগত বহু-কাল-ব্যাপিনী পরমার্থ-পর্য্যালোচনা ব্যতিরেকে কোন রূপেই সম্ভব হয় না। একেশ্বর-বাদ-বিষয়ক অনেক সূক্তই যে অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন ইহা তিনি নিজেই স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়াছেন *। ফলতঃ ঋগ্বেদ-সংহিতা পাঠ করিয়া দেখিলে, যত সময় ব্যাপিয়া ঐ সংহিতার সূক্ত সমুদায় রচিত হয়, তাহার অপ্রথম ভাগের অথবা শেষ ভাগেরই কতক সময় বহুতর সাকার দেব দেবীর উপাসনার সঙ্গে ঋষি-বিশেষ কর্ত্তৃক বিশ্বকারণের বিষয়ও পর্য্যালোচিত হইত ও কোন না কোন নামে এক পরম দেবতার গুণ ও মহিমাদি অপরিস্ফুট রূপে চিন্তিত ও অনুশীলিত হইয়া থাকিত এতাবন্মাত্র কথঞ্চিৎ অঙ্গীকার করিতে পারা যায়; ইহার অতিরিক্ত আর কিছুই বলা সঙ্গত নহে †।

* Ancient Sanskrit Literature, by Max Müller, 1859, p. 570.

† এই পুস্তকের এই অংশটি যন্ত্রারূঢ় হইলে পর, মহা-মহোপাধ্যায় মূলর্ সাহেবের একখানি অভিনব গ্রন্থ (Chips from a German Workshop, Vol. 1.) দৃষ্টি-গোচর হইল। তাহাতে তিনি এ বিষয়ের আর এক রূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন দেখিলাম। তিনি এক স্থানে * লেখেন, পারিভাষিক শব্দ দিয়া বলিলে, বেদাবলম্বী হিন্দুরা নিঃসন্দেহ বহুদেববাদী ছিলেন বলিতে হয়, পুনরায় পর পৃষ্ঠাতেই † লেখেন, তাঁহারা না একেশ্বরবাদী না বহুদেববাদী। কোন কোন ঋষি মন্ত্র-বিশেষে স্তবনীয় দেবতা-বিশেষকে অন্য অন্য দেবতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা কয়েকটি দেবতার সহিত অভিন্ন অথবা কোন কোন ঐশিক গুণ-সম্পন্ন বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন ইহাই দেখিয়া তিনি ঐ শেষোক্ত অভিপ্রায়টি প্রকটন করিয়াছেন। কিন্তু দেব-বিশেষের মাহাত্ম্য-সূচক ঐ সমুদায় ভাব তদীয় ভক্তগণের ভক্তি-প্রভাব হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে বোধ হয়। অসংখ্য দেবতার উপাসক অধুনাতন পৌরাণিক হিন্দুরাও আপন আপন উপাস্য দেবগণের ঐরূপ মহিমা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। কোন ঋষি যেমন আপনার উপাস্য দেবকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কেহবা আবার সেইরূপ সকল বৈদিক দেবতাকেই সমান বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন ‡। দুই এক স্থানে যেমন কয়েকটি মাত্র দেবতার অভেদ ভাব কল্পনা করা হইয়াছে, তেমন শত শত স্থানে সকল দেবতা পরস্পর ভিন্ন-প্রকৃতি ও ভিন্ন-গুণান্বিত বলিয়া প্রতিপাদিত রহিয়াছেন। যেমন এক মন্ত্রে সকল দেবতা তুল্যরূপ মহৎ বলিয়া লিখিত আছে, সেইরূপ আবার অন্য মন্ত্রে তাঁহারা মহৎ, নিকৃষ্ট, কনিষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ প্রভৃতি নানা শ্রেণীতে বিভক্ত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

নমো মহদ্ভ্যো নমো অর্ভকেভ্যো নমো যুবভ্যো নমআশ্বিনেভ্যঃ।

* p. 27 † p. 28. ‡ ঋগ্বেদ-সংহিতা। ৮। ৩০। ১।

আর্য্য-বংশীয়েরা পৃথক্ হইয়া পড়িবার পূর্ব্বে যে কেবল একেশ্বরবাদী ছিলেন, পিকৃতে সাহেবের এই মতের প্রমাণ বা পোষকতা ঐ বংশোদ্ভব কোন জাতির ইতিহাসের মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। প্রত্যুত, বিপরীত পক্ষই, অর্থাৎ হিন্দু ও অন্য অন্য আর্য্য-বংশীয়েরা প্রথমে অগ্নি, বায়ু, জ্যোতিষ্ক প্রভৃতি নৈসর্গিক বস্তুর উপাসক ছিলেন এই মতই, সর্ব্বতোভাবে প্রমাণ-সিদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

যাস্ক ঋষি একবার কহেন, সমুদায় বৈদিক দেবতা এক আত্মারই অঙ্গসমূহ মাত্র।

একস্য আত্মনোঽন্যে দেবাঃ প্রত্যঙ্গানি ভবন্তি।

নিরুক্ত। ৭। ৪। (মুদ্রিত পুস্তকের ১১৭ পৃষ্ঠা।)

পরেই তিনি পুনর্ব্বার বলেন, তাঁহার মতানুসারে শ্রীমান্ হ, হ, উইল্সন্ও অঙ্গীকার করেন*, সমুদায়ে তিনটি মাত্র বৈদিক-দেবতা; অগ্নি, সূর্য্য এবং বায়ু বা ইন্দ্র। তাঁহারা কর্ম্ম বা মহত্ত্বানুসারে ভিন্ন ভিন্ন উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন।

তিস্র এব দেবতা ইতি নৈরুক্তা অগ্নিঃ পৃথিবীস্থানো বায়ুর্বেন্দ্রো বান্তরিক্ষস্থানঃ সূর্য্যো দ্যুস্থানঃ। তাসাং মহাভাগ্যাদেকৈকস্যা অপি বহূনি নামধেয়ানি ভবন্ত্যপি বা কর্ম্মপৃথক্ত্বাত্।

নিরুক্ত। ৭। ৫। (মুদ্রিত পুস্তকের ১১৭ পৃষ্ঠা।)

যজাম দেবান্ যদি শক্নবাম মা জ্যায়সঃ শংসমা বৃক্ষি দেবাঃ॥

ঋগ্বেদ-সংহিতা। ১। ২৭। ১৩।

মহৎ দেবতাদিগকে নমস্কার। অল্প-গুণ-শালী দেবতাদিগকে নমস্কার। যুবা দেবতাদিগকে নমস্কার। বৃদ্ধ দেবতাদিগকে নমস্কার। আর যদি পারি, দেবতা সকলের যজন করি। হে দেবগণ! আমি জ্যেষ্ঠ দেবতাদিগের স্তোত্র করিতে ত্রুটি করি নাই।

আর ঋষি-বিশেষ কর্ত্তৃক কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন দেবতার একত্ব-কল্পনার পূর্ব্বে তাঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন সত্তা ও স্বরূপে আদিম হিন্দুদিগের যে বিশ্বাস ছিল ইহা অক্লেশেই অনুভূত হইতে পারে। ফলতঃ বেদাবলম্বী প্রথমকার সাধারণ হিন্দুরা যে বহুদেববাদী ছিলেন ইহাতে সন্দেহ নাই।

উল্লিখিত নূতন গ্রন্থে শব্দবিদ্যা-বিশারদ বহুশ্রুত মূলর্ সাহেব বুদ্ধি-বিদ্যা বিষয়ে পৃথিবীর সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিতগণের প্রতি উপহাস-বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন*।

* Wilson's Rig-veda Sanhita, Vol. I, 1850, Introduction, p. xxxix.

---

* p. 202.

কিন্তু এ সকল কথা প্রমাণ-সিদ্ধ বোধ হয় না। ইহা কেবল উত্তর-কালীন পণ্ডিতগণের মনঃকল্পিত মত-বিশেষ মাত্র। বেদ-সংহিতা পাঠ করিয়া দেখিলে অক্লেশেই প্রতীতি জন্মিতে পারে, পূর্ব্বকালীন ঋষিগণ সমধিক শক্তি-সম্পন্ন ও সবিশেষ প্রভাবশালী বিভিন্ন প্রাকৃতিক পদার্থ সমুদায়কে ভিন্ন ভিন্ন জীবিতবান্ সচেতন দেবতা বলিয়া প্রত্যয় যাইতেন। অগ্নি, বায়ু, পৃথিবী প্রভৃতি, মনুষ্যের ন্যায় ইচ্ছানুসারে স্ব স্ব ব্যাপার সম্পাদন করিতেছেন ইহাই তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন। সেই সমস্ত পৃথক্ পৃথক্ দেবতার পৃথক্ পৃথক্ নাম ও গুণ প্রসিদ্ধই আছে। তবে যে স্তোতৃগণ কোন কোন উপাস্য দেবতার মহিমাদি বহুলীকৃত করিয়া স্তুতি-বিস্তার করিয়াছেন, শাস্ত্রীয় বিচারের নিয়মানুসারে তাহাকে স্তুতিবাদ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।

সমগ্র বেদ-সংহিতা এক সময়ের রচিত নহে একথা ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং কেবল এক সময়ের ধর্ম্মও উহাতে সন্নিবেশিত নাই। যদিও উহার প্রত্যেক সূক্ত ও প্রত্যেক মন্ত্রের রচনা-কাল নির্দ্ধারণ করিবার অসংশয়িত উপায় প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তথাচ সূক্ত-বিশেষে দেবতা-বিশেষের এরূপ সরল ভাবাপন্ন স্তুতি ও বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়, যে বোধ হয় যেন কোন পুরাকালীন কবি অভিমুখস্থ প্রাকৃত পদার্থ-বিশেষকে দেবতা জ্ঞান করিয়া তদীয় স্তুতি-গর্ভ সুকোমল সরল পদাবলী উদ্গিরণ করিতে লাগিলেন। বোধ হয়, যেন ঐ সূক্তগুলি রচিত হইবার সময়ে বহু-ব্যাপার-বিশিষ্ট ক্রিয়া-কাণ্ডের উদ্ভব হয় নাই। মনুষ্যেরা প্রথম অবস্থায় ঋজু-স্বভাব ও সরল-বুদ্ধি থাকেন। সে সময়ে তাঁহাদের উপাসনা-কার্য্য ঐরূপ অকৃত্রিম স্তুতি বা তৎসহকারে দ্রব্য-বিশেষ নিবেদন মাত্রেই পর্য্যাপ্ত হওয়া সম্ভব। বৈদিক ক্রিয়া গুলি যেরূপ জটিল ও বহু-ব্যাপার-শালী, তাহা উল্লিখিতরূপ প্রথমাবস্থায় একে বারে উদ্ভাবিত হওয়া কোন রূপেই সম্ভাবিত নয় *। কিন্তু বৈদিক

---

* যজ্ঞ-প্রতিপাদক যজুর্ব্বেদের অন্তর্গত কোন কোন মন্ত্রের ভাষা এরূপ প্রাচীন

সংহিতায় হিন্দু-জাতির মনোবৃত্তি যত দূর বিকসিত ও বহু-বিষয়-ব্যাপৃত দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা নিতান্ত প্রথমাবস্থার লক্ষণ নয়। ঐ সংহিতায় তাঁহাদের যাদৃশ অবস্থা লক্ষিত হয়, তাহা নিতান্ত বর্ব্বর লোকের অবস্থা বলিয়া কদাচ পরিগণিত হইতে পারে না। তাঁহারা গ্রাম ও নগর নির্ম্মাণ করিয়া অধিবাস করিতেন *, ভূমি কর্ষণ করিয়া যবাদি শস্যসমূহ উৎপাদন করিতেন †, রাজত্ব-পদ ও রাজকীয় ব্যবস্থা সংস্থাপন করিয়া রাজ্য-শাসন করিতেন ‡, অস্ত্র, বর্ম্ম ও স্বর্ণালঙ্কার নির্ম্মাণ করিয়া ব্যবহার করিতেন§, এবং রথা-রোহণ ¶, বস্ত্র-বয়ন ও সূচীকর্ম্ম-সম্পাদন ‖ করিয়া আপনাদের অব-স্থোন্নতির প্রত্যক্ষ পরিচয় প্রদান করিতেন। ধন ও ধনাঢ্য **, সুবর্ণ ও সুবর্ণ-কোশ ††, ঋণ ও অধমর্ণ ‡‡, বৃদ্ধি ও বার্দ্ধুষিক §§, সমুদ্রযান ও সামুদ্রিক বণিক্ ¶¶, পান্থ ও পান্থনিবাস ‖‖, ঔষধ ও চিকিৎসা-বৃত্তি ***,

---

যে তাহা ঋগ্বেদের অতিপ্রাচীন মন্ত্র অপেক্ষায়ও কোনরূপেই অপ্রাচীন নয়। অতএব বোধ হয়, সহজরূপ যজ্ঞ বা দেবার্চ্চনা-বিশেষ অতিপূর্ব্বেই আরব্ধ হয়।

শ্রীমান্ ম, হোগ্ ম, মূলর্ সাহেবের মতের প্রতিবাদ করিয়া এইরূপ বিবেচনা করেন যে, তিনি যে সমুদায় যজ্ঞ-নিদর্শন-শূন্য সূক্তকে সর্ব্বাপেক্ষায় পুরাতন বলিয়া 'ছন্দস্' এই সংজ্ঞা দিয়াছেন, অনেকানেক যজ্ঞ-পরিচায়ক সূক্ত তাহার কোন সূক্তের অপেক্ষায় অল্প প্রাচীন নয়।—The Aitareya Bra´hman´a, by M. Haug, 1863, Introduction, pp. 11—23.

* যথা—ঋগ্বেদ-সংহিতা। ১। ১৭৩। ১০ ॥ ৪। ২৬। ৩ ॥

† যথা—ঋগ্বেদ-সংহিতা। ১। ২৩। ১৫ ॥

‡ যথা—ঋগ্বেদ-সংহিতা। ১। ৫৩। ৮ ও ৯ এবং ১০ ॥ ১। ১৭৩। ১০ ॥ ইত্যাদি।

§ যথা—ঋগ্বেদ-সংহিতা। ১। ৩১। ১৫ ॥ ১। ৫৬। ৩ ॥ ৬। ৩। ৪ ॥ ৬। ৩। ৫ ॥

¶ ঋ-সং। ১। ২৫। ৩ ॥ ১। ১২৬। ৩ ॥

‖ ঋ-সং। ১। ৩১। ১৫ ॥ ২। ৩২। ৪ ॥

** ঋ-সং। ২। ২৭। ১৭ ॥ ২। ২৮। ১১ ॥

†† ঋ-সং। ৬। ৪৭। ২২ ॥

‡‡ ঋ-সং। ৬। ৬১। ১ ॥

§§ ঋ-সং। ৩। ৫৩। ১৪ ॥

¶¶ ঋ-সং। ১। ১১৬। ৩ ও ৪ এবং ৫ ইত্যাদি ॥ ৪। ৫৫। ৬ ॥

‖‖ ঋ-সং। ১। ১৬৬। ৯ ॥

*** ঋ-সং। ১। ১১৬। ১৬ ॥ ১। ১১৭। ৪ ও ২৪ ॥ (অথর্ব্ব সং। ৫। ৪।)

গগন-পর্য্যবেক্ষণ ও মাস-মলমাসাদি কালাংশ-নির্দ্ধারণ * এই সমস্ত মহত্তর বিষয়ের পৌনঃপুন উল্লেখ সংহিতা-কালীন হিন্দু-সমাজের সমধিক উৎকর্ষ-সাধন পক্ষে সাক্ষ্য দান করিতেছে। চোর ও চৌর্য্য †, ব্যভিচার ও ব্যভিচারিণী ‡, রহস্য-প্রসব ও ভ্রূণ-হত্যা §, দ্যূত ও দ্যূতকারক ¶ এই সমস্তও জন-সমাজের আদিম অবস্থায় তাদৃশ সম্ভাবিত নহে, প্রত্যুত সভ্যতা-সত্তারই বিষময় লক্ষণ বলিয়া লক্ষিত হইতে পারে।

সে সময়ে আর্য্য-বংশীয় স্ত্রীগণও নিতান্ত হীনাবস্থ ছিলেন না। তাঁহারা দেবার্চ্চনায় ও যজ্ঞানুষ্ঠানে অধিকারিণী ছিলেন, যজ্ঞ-সমাজেও উপস্থিত থাকিতেন, উদ্বাহ-কালে যৌতুক-লাভেও সমর্থ হইতেন ও স্থল-বিশেষে দুহিতৃ-পুত্রেরা শাস্ত্রানুসারে মাতামহের ধন অধিকার করিতেন ‖। বিশ্বাবারা নাম্নী একটি অত্রি-বংশীয় স্ত্রীলোক ঋগ্বেদের পঞ্চম মণ্ডলের অন্তর্গত একটি সম্পূর্ণ সূক্ত ** রচনা করেন এই-রূপ লিখিত আছে। স্ত্রী-জাতি শিক্ষা-লাভ বিষয়ে একেবারে বঞ্চিত থাকিলে, ওরূপ কথার উল্লেখ থাকা কদাচ সম্ভব হইত না। 'স্ত্রীশূদ্র-দ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা' এই শ্লোকার্দ্ধও তখন বিরচিত হয় নাই। যে সমস্ত হিন্দুরা এতাদৃশ অশেষ বিষয়ে অশেষরূপে মনোবৃত্তি পরিচালন করিয়াছিলেন, তাঁহারা যে পরমার্থ বিষয়ে ঐরূপ মনোবৃত্তি চালনা ও কল্পনা-শক্তি প্রকাশ করেন নাই ইহা কোন মতেই সঙ্গত নহে। ফলতঃও বৈদিক সংহিতার বহুতর ভাগে বহু-ব্যাপার-বিশিষ্ট

---

* ঋ-সং। ১। ২৫। ৮॥

† ঋ-সং। ১। ৫৩। ১॥ ১। ৬১। ১০॥ ১। ৬২। ২॥ ১। ৬৫। ১॥ ইত্যাদি।

‡ ঋ-সং। ১। ১৬৭। ৪॥

§ ঋ-সং। ২। ২৯। ১॥

¶ ঋ-সং। ১। ৪১। ৯॥ ১০। ৩৪ সূক্ত।

‖ Wilson's Rig-veda Sanhitá, 1857, Introduction, Vol. III., p. xvii.

** অষ্টাবিংশ।

ক্রিয়াকলাপ-সৃষ্টির সমূহ নিদর্শন লক্ষিত হইয়া থাকে। উহার মধ্যেও ঋত্বিক্‌দিগের নাম সচরাচরই দেখিতে পাওয়া যায়। অশ্বমেধ প্রভৃতি বৃহত্তর যজ্ঞের বিষয় মন্ত্র-সংহিতায় প্রস্তাবিত হইয়াছে *। সূক্ত-বিশেষে জগৎকারণ-নির্দ্ধারণের বিষয়ও সূচিত ও চেষ্টিত হইয়াছে †। ব্রাহ্মণাদি উত্তরকালীন গ্রন্থসমূহে সেই সমুদায় বিষয় ক্রমে ক্রমে পরিস্ফুটিত দেখা যায়। তাহার বিবরণ করিবার পূর্ব্বে, পাঠকগণকে ভারতবর্ষীয় হিন্দুধর্ম্মের প্রথমাবস্থার স্বরূপ-বিবেচনায় সমর্থ করিবার উদ্দেশে, বেদ-সংহিতায় উল্লিখিত দেবতাগণের নাম সমুদায় অবগত করা আবশ্যক।

বেদ-সংহিতায় উল্লিখিত দেবতাগণের নাম।

অগ্নি। বায়ু। দ্যৌ। পৃথিবী। মরুদ্‌গণ। রুদ্রগণ। বরুণ। মিত্র। ইন্দ্র। সূর্য্য=সবিতৃ। দক্ষ=ধাতৃ। অংশ। ভগ। অর্য্যমন্ ‡। কাল। ঋতু। নক্ত। অশ্বিন্ §। সোম ¶। বনস্পতি। পিতু ‖। সরস্বত্ **। ত্বষ্টৃ। ব্রহ্মণস্পতি ††। হিরণ্যগর্ভ। বিশ্বকর্ম্মন্। পুরুষ। স্কম্ভ। প্রজাপতি। ব্রহ্ম। রোহিত। প্রাণ। কাম ‡‡। উচ্ছিষ্ট। ব্রহ্মচারিন্। ঋভু §§। বৃহস্পতি। অদিতি। দিতি। সরস্বতী শুতুদ্রী প্রভৃতি নদী।

---

* ঋ-সং। ১। ১৬২ ও ১৬৩ সূক্ত।

† ঋ-সং। ১০। ১২৯ সূক্ত।

‡ বরুণ অবধি অর্য্যমন্ পর্য্যন্ত আটটি দেবতার সাধারণ নাম আদিত্য।

§ প্রভাতের পূর্ব্বকালীন আলোক-মিশ্রিত তমোভাগের অধিষ্ঠাত্রী দুইটি দেবতা।

¶ মাদকতা-শক্তি-শালী উদ্ভিদ-বিশেষ। স্থানে স্থানে ঐ উদ্ভিদ-রূপী সোমের সহিত জ্যোতিষ্ক-রূপী সোম অর্থাৎ চন্দ্র অভিন্ন বলিয়া লিখিত আছে।

‖ অন্ন-দেবতা।

** সরস্বতী-পতি।

†† মন্ত্র-দেবতা অথবা অগ্নিরই নামান্তর-বিশেষ বোধ হয়।

‡‡ শুভ-কামনা।

§§ তিনটি দেবতার নাম ঋভু। ইঁহারা মনুষ্য ছিলেন, পরে তপস্যা-বলে দেবত্ব লাভ করেন এই রূপ উপাখ্যান আছে।

নিষ্টিগ্রী *। ইন্দ্রাণী। বরুণানী। সূর্য্যা। পৃশ্নি †। আগ্নেয়ী। রোদসী। রাকা। গুঙ্গূ ‡। সিনীবালী §। উষস্। অরণ্যানী। শ্রদ্ধা। ইলা। ভারতী। মহী। হোত্রা। দক্ষিণা। বরুত্রী। ধিষণা ¶। অনুমতি। শ্রী। লক্ষ্মী। জুহূ প্রভৃতি যজ্ঞ-পাত্র। শ্যেন।

দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, প্রাচীনতর বৈদিক দেবগণের মধ্যে অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি নৈসর্গিক (অর্থাৎ নৈসর্গিক বস্তু ও ব্যাপারের অধিষ্ঠাত্রী) দেবতাগণই অগ্রগণ্য। ঋগ্বেদ-সংহিতার অধিকাংশই ঐরূপ দেবতার স্তুতি সমূহেই পরিপূর্ণ। ইরানীদিগের অবস্তার মধ্যে মিত্র, বায়ু, ইন্দ্রাদি নৈসর্গিক দেবতার নাম সন্নিবেশিত থাকাতে, ঐরূপ দেবগণকেই অতি প্রাচীন বলিয়া অবধারিত করিতে হয়। ঈশ্বরবৎ প্রতীয়মান স্কম্ভ, পুরুষ, ব্রহ্মাদি কয়েকটি দেবতা এবং কাম, প্রাণ, লক্ষ্মী, শ্রী, শ্রদ্ধা, উচ্ছিষ্ট, জুহূ, ব্রহ্মচারী প্রভৃতি অনেক গুলি অনৈসর্গিক দেবতার বিষয় ঐ সংহিতার প্রাচীনতর ভাগে বিদ্যমান নাই, উহার দশম মণ্ডলে বা অথর্ব্ব-বেদ-সংহিতায় অথবা বাজসনেয়ি-সংহিতার মধ্যেই বর্ণিত আছে, কিন্তু ঐ তিনই অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন। যে গায়ত্রী-জপ বহু কালাবধি ব্রহ্ম-উপাসনা বলিয়া প্রচলিত আছে ও পণ্ডিতেরা ব্রহ্ম-পক্ষেই যাহার নানারূপ ব্যাখ্যা করিয়া আসিয়াছেন, তাহা সবিতা নামক নৈসর্গিক দেবতারই উদ্দেশে উচ্চারিত মন্ত্র-সমূহের অন্তর্গত ‖। অতএব তাহা ব্রহ্ম-স্তুতি নয়, প্রথমে ঐ সবিতা দেবতারই স্তোত্র বলিয়া পরিগণিত ছিল। বাহ্য-বিষয়ের কি প্রভাব দেখ! যে আর্য্য-জাতি গ্রীসে গ্রীক নাম গ্রহণ করিয়া আপনাদের মানসিক শক্তির প্রাচুর্য্য এবং অধ্যুষিত দেশের নৈসর্গিক ব্যাপারের

---

* ইন্দ্রমাতা।

† মরুদ্গণের মাতা।

‡ অমাবস্যা।

§ যে অমাবস্যাতে অল্প চন্দ্রকলা দেখা যায়।

¶ ইলা, মহী, ভারতী, হোত্রা, দক্ষিণা, ধিষণা, বরুত্রী এই সমুদায় ধর্ম্ম বা যজ্ঞ সংক্রান্ত বিষয়-বিশেষ-রূপিণী দেবী সমূহ।

‖ ঋ-সং। ৩।৬২।১০॥

অপেক্ষাকৃত অল্পতা ও ক্ষীণতাবশতঃ আপনাদের দেবগণকে মানব-গুণেরই অবতার স্বরূপ করিয়াছিলেন, সেই আর্য্য-জাতিই ভারতবর্ষে হিন্দু নাম অবলম্বন পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকৃস্থ নৈসর্গিক ব্যাপারের অতিমাত্র প্রভাব ও তেজস্বিতা দর্শনে ভীত ও চমৎকৃত হইয়া নৈসর্গিক দেবগণকেই সর্ব্ব-প্রধান করিয়া তুলিয়াছিলেন * ।

সচরাচর যেমন লোক-সমাজের একটি অধীশ্বর অর্থাৎ রাজা থাকেন, সেই রূপ বেদ-সংহিতার মধ্যে হিন্দুদিগের দেব-সমাজেও বরুণ দেবতাকে এবং কখন বা ইন্দ্রাদি দেবতাকেও রাজ-পদে অধিরূঢ় দেখিতে পাওয়া যায়। আর্য্য-বংশীয়েরা পরস্পর পৃথক্ হইবার পূর্ব্বে, অন্ততঃ হিন্দুরা গ্রীকদিগের সহিত একত্র মিলিত থাকিতে, বরুণ দেবের উপাসনা প্রচলিত ছিল ইহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে †। অতএব বরুণ আর্য্য-কুলের একটি অতীব প্রাচীন দেবতা তাহাতে সন্দেহ নাই। ইন্দ্র দেবতাকে তাদৃশ প্রাচীন বলিয়া অনুমান করিবার কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। গ্রীক, লাটিন প্রভৃতি আর্য্য-বংশীয় কোন প্রাচীন জাতির দেব-সংজ্ঞাবলীর মধ্যে ইন্দ্রের নাম লিখিত নাই। ইন্দ্রের স্থলে অবস্তায় ত্রিত নামে একটি দেবতার নাম দৃষ্ট হয়। বেদ-সংহিতার মধ্যেও ঐ নামটি বিদ্যমান আছে। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলটি অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন। তাহাতে বরুণ দেবতার উদ্দেশে একটিও সম্পূর্ণ সূক্ত বিনিবেশিত নাই। ইন্দ্র দেবের উপাসনা অবলম্বন বিষয়ে হিন্দুদিগের মধ্যে পরস্পর বিদ্বেষ-প্রকাশ ও বিরোধ-ঘটনা হইয়া যায়। বেদ-সংহিতায় তাহার যথেষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান আছে। ঋগ্বেদের অনেকানেক মন্ত্রে ইন্দ্রের অস্তিত্ব বিষয়েই সুস্পষ্ট সংশয় প্রকাশিত হইয়াছে ‡। কোন মন্ত্রে বা তাঁহার প্রতি

---

* H. T. Buckle's History of Civilization in England, 1857, Vol, I, General Introduction, pp. 124—132 দেখ।

† ২১ ও ২২ পৃষ্ঠা দেখ।

‡ ঋ-সং ২।১২।৫॥

অশ্রদ্ধা-সূচক অভিপ্রায়ও প্রকটিত রহিয়াছে *। অনেক মন্ত্রে বহুতর লোক অনিন্দ্র অর্থাৎ ইন্দ্র-উপাসনা-বিরহিত বলিয়া নিন্দিত ও তিরস্কৃত হইয়াছেন †। এমন কি, যে যে কারণে জরথুস্ত্র-প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়ীরা অর্থাৎ ইরানীরা হিন্দুদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যান, ইন্দ্র দেবের উপাসনা-প্রবর্ত্তনও তাহার একটি প্রধান কারণ বোধ হয়। তাঁহারা ইন্দ্রকে দৈত্য বলিয়াই বর্ণন করিয়াছেন। কোন কোন স্থলে ইন্দ্র ও বরুণ উভয়েই সম্রাট্ ও উভয়েই উভয়ের মিত্র বলিয়া স্তুত ও বর্ণিত হইয়াছেন ‡। ইহাতে বোধ হয়, কোন পক্ষপাত-শূন্য মীমাংসক ঋষি ইন্দ্র-উপাসক ও বরুণ-উপাসকদিগের বিরোধ-ভঞ্জন উদ্দেশেই ঐরূপ অভিপ্রায় প্রকটন করিয়া অদ্বৈধ ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। অধুনাতন পৌরাণিক মতে ইন্দ্রই দেবরাজ ও বরুণ জল-মাত্রের অধিষ্ঠাতা। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া দেখিলে, আর্য্য মহাশয়েরা নিসর্গ-প্রধান ভারতবর্ষে আগমন করিয়া ইন্দ্র নামক নৈসর্গিক দেবতার আরাধনায় প্রবৃত্ত হন ও ক্রমে ক্রমে তাঁহাকে প্রধান পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রাচীনতম প্রধান দেব বরুণ রাজাকে ক্রমশ নিকৃষ্ট পদে স্থাপিত করেন এই অনুমান সর্ব্বতোভাবে যুক্তি-সিদ্ধ বোধ হয়। প্রথমে বরুণ ও সর্ব্ব-শেষে ইন্দ্রদেব হিন্দু-দেবগণের রাজত্ব-পদে অধিষ্ঠিত হন। অপরাপর বৈদিক দেবতারা মহৎ, নিকৃষ্ট, জ্যেষ্ঠ, কনিষ্ঠ প্রভৃতি উচ্চ নীচ বিভিন্ন পদে অধিরূঢ় থাকেন ইহা পূর্ব্বেই প্রদর্শন করা গিয়াছে §। কিন্তু পৌরাণিক হিন্দুদের ন্যায় পূর্ব্বকালীন বৈদিক হিন্দুরাও ভক্তি-প্রভাবে আপন আপন উপাস্য দেবতাকে মনোমত মাহাত্ম্যশালী ও নানারূপ ঐশিক গুণ-সম্পন্ন বলিয়া তাঁহাদের এরূপ

---

* ঋ-সং। ১। ১৭০। ৩॥

† ঋ-সং। ১। ১৩৩। ১॥ ৪। ২৩। ৭॥ ৫। ২। ৩॥

‡ ঋ-সং। ১। ১৭। ১॥ ৪। ৪১। ৩॥

§ ৭৮ পৃষ্ঠা দেখ।

স্তুতি বিস্তার করিয়া গিয়াছেন যে, তাহাতে প্রত্যেক দেবতার গুণ ও পদের সীমা নির্দ্ধারণ করা অতীব কঠিন। *

হিন্দুদিগের সামাজিক ব্যবস্থাও ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুযায়ী। অনতি-প্রাচীন পুরুষসূক্তে চারি বর্ণের বিষয়ই লিখিত আছে বটে, কিন্তু ঋগ্বেদের প্রাচীনতর সূক্ত সমুদয়ে বর্ণ-বিভেদ থাকিবার কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তাহার দুই এক স্থলে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় শব্দ বিদ্যমান আছে, কিন্তু তাহা কোনরূপেই কুল-পরম্পরাগত বর্ণ-বিশেষ প্রতিপাদক বলিয়া স্থির করা যায় না। প্রথমে হিন্দুদিগের বর্ণ-ভেদ ছিল না; ভারতবর্ষে আসিয়া প্রয়োজনানুসারে ক্রমে ক্রমে উহার সূত্রপাত হয় †। ঐ ব্যবস্থা সংস্থাপিত হইলেও প্রথমে কুল-পরম্পরাগত ছিল না, লোকে আপন আপন গুণ-কর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি বলিয়া উল্লিখিত হইত। এক বর্ণ হইতে অন্য বর্ণ উৎপন্ন হইত; এমন কি গ্রন্থ-বিশেষে এক ব্যক্তি হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র চারি বর্ণেরই উৎপত্তি-প্রসঙ্গ বিনিবেশিত আছে ‡। কালক্রমে যখন এই বর্ণ-ভেদ কুল-পরম্পরাগত হইয়া আসিল, তখনও এক জাতীয় লোকে তপস্যা-বলে বা গুণ-প্রভাবে অন্য জাতির পদে অধিরোহণ করিতে পারিত § ও অন্য জাতির অন্ন-

---

* R. A. S. Journal, New Series, Vol. I, Part I, pp. 101—108 দেখ।

† ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মণা বর্ণতাং গতম্॥
মহাভারতীয় মোক্ষধর্ম্ম।
(শব্দকল্পদ্রুমেরও ৪৩০৮ পৃষ্ঠায় বর্ণ শব্দের বিষয় দেখ।)

এই জগৎ ব্রহ্ম-ময়; ইহাতে বর্ণ-ভেদ নাই। লোক সমুদায় ব্রহ্ম-কর্ত্তৃক পূর্ব্বে সৃষ্ট হইয়া নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে বিভক্ত হইয়াছেন।

‡ ৩১ পৃষ্ঠা দেখ। হরিবংশের ১১ ও ২৯ এবং ৩২ প্রভৃতি আর বিষ্ণুপুরাণের ৪ অংশের ১ ও ৮ এবং ১৯ প্রভৃতি নানা অধ্যায়ে ও অন্যান্য পুরাণেও এ বিষয়ের যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

§ বিশ্বামিত্র ঋষি ক্ষত্রিয়-কুলে জন্ম-গ্রহণ করিয়া তপস্যা-বলে ব্রাহ্মণ হন এই প্রবাদ হিন্দু-সমাজে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ ও গ্রন্থ-মধ্যে লিপি-বদ্ধ আছে। তদ্ভিন্ন আর্ষ্টি-ষেণ, সিন্ধুদ্বীপ ও দেবাপি ইঁহারাও ক্ষত্রিয় হইয়া ব্রাহ্মণ-পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এইরূপ উপাখ্যান আছে।

গ্রহণ * ও ভিন্ন জাতীয় স্ত্রীগণের পাণিগ্রহণ † করিতে সমর্থ হইত। বর্ণ-বিচার-প্রণালী যে হিন্দুদিগের সহজাত ব্যবস্থাবৎ প্রতীয়মান হয়, তাঁহাদের উল্লিখিতরূপ ইতিহাস-বর্ণন আপাততঃ চমৎকার-জনক বোধ হয় বটে, কিন্তু তদীয় পণ্ডিতেরাই নিজ শাস্ত্রে ইহার সমূহ নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। অতএব বেদ-সংহিতার যে সমস্ত প্রাচীনতর ভাগে হিন্দু জাতির প্রথমাবস্থারই ইতিহাস-বর্ণন আছে, তাহাতে উল্লিখিত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় শব্দ কুল-ক্রমাগত বর্ণ-বিশেষ না হইয়া পূর্ব্বোক্তরূপ বৃত্তি বা কর্ম্ম-বিশেষ-বিজ্ঞাপক ছিল এইরূপই সম্ভব বোধ হয়।

সে অবস্থায় হিন্দু জাতির স্ত্রীলোকেরা নিতান্ত হীনাবস্থা ছিলেন না; শিক্ষা-লাভে ও অন্যান্য নানা বিষয়ে অধিকারিণী ছিলেন ইহা

तत्रार्ष्टिषेणः कौरव्य ब्राह्मण्यं संशितव्रतः ।।
तपसा महता राजन् प्राप्तवानृषिसत्तमः ।
सिन्धुद्वीपश्च राजर्षि र्देवापिश्च महातपाः ।।
ब्राह्मण्यं लब्धवान् यत्र विश्वामित्रस्तथा मुनिः ।
महातपस्वी भगवानुग्रतेजा महातपाः ।।

মহাভারত। শল্যপর্ব্ব। ৪০ অধ্যায়। ৩৬—৩৮ শ্লোক।

* त्रिषु वर्णेषु कर्त्तव्यं पाकभोजनमेव च ।
शुश्रूषामभिपन्नानां शूद्राणाञ्च वरानने ।।

আদিত্য-পুরাণ।

शूद्रास्तु ये दानपरा भवन्ति व्रतान्विता विप्रपरायणास्तु ।
अन्नं हि तेषां सततं सुभोज्यं भवेद्द्विजैरुक्तमिदं पुरातनैः ।।

বহ্নি-পুরাণ। বৃষদানাধ্যায়।
(শব্দকল্পদ্রুমেরও ৫৪৬৫ পৃষ্ঠায় শূদ্র শব্দের বিষয় দেখ।)

† शूद्रैव भार्य्या शूद्रस्य सा च स्वा च विशः स्मृते ।
ते च स्वा चैव राज्ञश्च ताश्च स्वा चाग्रजन्मनः ।।

মনু-সংহিতা। ৩। ১৩।

শূদ্র-কন্যাই শূদ্রের ভার্য্যা, শূদ্র ও বৈশ্যের কন্যা বৈশ্যের ভার্য্যা, শূদ্র, বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়ের কন্যা ক্ষত্রিয়ের ভার্য্যা এবং শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের কন্যা ব্রাহ্মণের ভার্য্যা হইতে পারে ইহা স্মৃতিকারেরা কহিয়া গিয়াছেন।

পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। এক সময়ে স্ত্রীলোকেরা প্রথমে এক পতির পাণিগ্রহণ করিয়া পুনরায় অন্য পতি গ্রহণ করিতে পারিতেন।

या पूर्वं पतिं वित्त्वाथान्यं विन्दतेऽपरम्।
पञ्चौदनं च तावजं ददातो न वि योषतः॥
समानलोको भवति पुनर्भुवापरः पतिः।
योऽजं पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति॥

অথর্ব্ববেদ-সংহিতা। ৯। ৫। ২৭ ও ২৮। (মুদ্রিত পুস্তকের ২০৪ পৃষ্ঠা।)

যে স্ত্রীলোক পূর্ব্ব পতি সত্ত্বে অন্য পতি গ্রহণ করেন, অজপঞ্চৌদন দান করিলে তাঁহাদের বিচ্ছেদ ঘটে না। দ্বিতীয় পতিও যদি দক্ষিণা দ্বারা দীপ্তিমান্ অজপঞ্চৌদন দান করেন, তাহা হইলে তিনি ও তাঁহার পুনরুদ্বাহিত পত্নী উভয়ে এক লোকে গমন করেন *।

যদি এক পতি সত্ত্বে অন্য পতি গ্রহণ করা এই দুই শ্লোকের উদ্দেশ্য হয়, তবে পতি-বিয়োগ হইলে বিধবারা যে পুনরায় বিবাহ করিতে পারিতেন না, ইহা কোন রূপেই সম্ভব বোধ হয় না।

পুরাকালীন হিন্দুদের পরলোকে আস্থা ও পারলৌকিক সুখ-দুঃখের আশা-ভয় বেদ-সংহিতার বহুতর স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছে। মানব-জাতির জীবিতাশা ও সুখাশা এতাদৃশ বলবতী যে কিছুতেই পরিতৃপ্ত হইবার নহে। তাঁহারা ইহ লোকে যথাসম্ভব দীর্ঘায়ু-লাভ ও সুখ-সৌভাগ্য-সঞ্চয়ে পরিতুষ্ট না হইয়া পরলোকে জীবিত ও সুখিত হইবার অভিলাষ করেন। তাঁহারা ইহ লোকে যেরূপ বস্তু প্রত্যক্ষ ও যেরূপ সুখ সম্ভোগ করেন, কেবল তাহাই মনন ও চিন্তন করিতে সমর্থ হন। স্বপ্নযোগেও সেইরূপই ভাবনা করেন, পর-লোকেও কেবল সেইরূপ বিদ্যমান বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকেন। উষ্ণ-দেশ-নিবাসী আরবীয়েরা যে সমুদায় সামগ্রীকে সমধিক সুখকর জ্ঞান করিতেন, পরলোকও সেই সমস্ত বস্তু পরিপূর্ণ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। পরলোক-সুলভ বহু-বিস্তৃত বৃক্ষ-চ্ছায়া, পরিশুদ্ধ

* অতএব দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামি-গ্রহণ দৈব ঘটনা নয়, শাস্ত্রীয় বিধি ও সামাজিক রীতিরই অনুগত।

সুরাময়ী স্রোতস্বতী, পরম পবিত্র রূপবতী রমণীগণ ইত্যাদি সুখকর সামগ্রীর বর্ণন, শ্রবণ ও মনন করিয়া, মুসলমানেরা ইন্দ্রিয়-সুখ-লালসায় লোলুপ হইয়া থাকেন। ইয়ুরোপ-খণ্ডের সুইডেন্ ও নারোয়ে-নিবাসী পূর্ব্বতন লোকেরা যার পর নাই রণ-প্রিয় ছিল, নিরন্তর রণ-মদে উন্মত্ত থাকিত এবং সংগ্রামকেই সর্ব্বাপেক্ষায় সুখকর ব্যাপার বলিয়া বিবেচনা করিত। তদনুসারে তাহারা পর-কালে অহরহ সংগ্রাম-সুখে অভিষিক্ত হইবে এই প্রত্যাশায় জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিত *। ইদানীং যাঁহারা বিদ্যালয়ে নিবিষ্ট হইয়া স্বীয় স্বীয় শিক্ষার উৎকর্ষানুসারে উত্তরোত্তর উচ্চতর শ্রেণীতে অধিরোহণ করেন, তাঁহারা বহুতর জীবলোক কল্পনা করিয়া এইরূপ চিন্তা করেন, আমরা আপনাদের জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি অনুসারে উত্ত-রোত্তর উৎকৃষ্টতর লোকের অধিবাসী হইব ও ক্রমে ক্রমে শ্রেষ্ঠতর পুরস্কারের অধিকারী হইয়া নির্ম্মলতর সুখে সুখী হইতে থাকিব। পূর্ব্বকালীন হিন্দুরাও এই রীতির অনুবর্ত্তী হইয়া আপনাদের জ্ঞান ও বুদ্ধির অনুগত পারলৌকিক সুখ কল্পনা করিয়া আসিয়াছেন। বেদ-সংহিতায় হিন্দুদিগের যে সময়ের অবস্থা বর্ণিত রহিয়াছে, সে সময়ে তাঁহারা ইন্দ্রিয়-সুখের স্বাদ-গ্রহেই অধিকতর সমর্থ ছিলেন। তদনুসারে মরণোত্তর নিবাস-ভূমি স্বর্গধাম ইন্দ্রিয়-সুখের আস্পদ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। ইতি পূর্ব্বে এ বিষয়ের প্রমাণ স্বরূপ কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে †। এ স্থলে আরও ২। ১টি সঙ্কলিত হইতেছে।

अनास्थाः पूताः पवनेन शुद्धाः शुचयः शुचिमपि यन्ति लोकम्।
नैषां शिश्नं प्रदहति जातवेदाः स्वर्गे लोके बहु स्त्रैणमेषाम्॥
विष्टारिणमोदनं ये पचन्ति नैनानवर्तिः सचते कदा चन॥
आस्ते यम उप याति देवान्त्सं गन्धर्वैर्मदते सोम्येभिः॥

* Mallet's Northern Antiquities, Bohn's Edition. 1847, pp. 104—105.

† ৪৪ পৃষ্ঠা দেখ।

বিষ্টারিণমোদনং যে পচন্তি নৈনান্যমঃ পরিমুষ্ণাতি রেতঃ।
রথী হ ভূত্বা রথযান ঈয়তে পক্ষী হ ভূত্বাতিদিবঃ সমেতি॥

অথর্ব্ববেদ-সংহিতা। ৪। ৩৪। ২—৪। (মুদ্রিত-পুস্তকের ৭১ পৃষ্ঠা।)

তাঁহারা অস্থি-শূন্য, পবিত্র, বায়ু দ্বারা বিশুদ্ধীকৃত এবং উজ্জ্বল হইয়া জ্যোতির্ম্ময় লোকে গমন করেন। অগ্নি তাঁহাদের শিশ্নেন্দ্রিয় দগ্ধ করেন না। তাঁহাদের সেই স্বর্গ-লোকে যথেষ্ট রতি-সুখ সম্ভোগ হয়। যাঁহারা বিষ্টারি-নামক হবন-দ্রব্য রন্ধন করেন, তাঁহাদের কখন অপ্রতুল ঘটে না। এতাদৃশ ব্যক্তি যমের সহিত বাস করেন, দেবতাদিগের সন্নিধানে গমন করেন এবং সোমপায়ী গন্ধর্ব্বদিগের সহিত আনন্দে অবস্থান করেন। যাঁহারা বিষ্টারি-নামক হবন-দ্রব্য রন্ধন করেন, যম তাঁহাদিগের শিশ্নেন্দ্রিয় হরণ করেন না। এতাদৃশ মনুষ্য রথ-স্বামী হইয়া তদুপরে বাহিত হন ও পক্ষ-বিশিষ্ট হইয়া গগন-মণ্ডল অতিক্রম করিয়া যান।

ঐ সংহিতার ঐ কয়েকটি শ্লোকের কিঞ্চিৎ পরেই লিখিত আছে পরলোকে ধার্ম্মিকদিগের নিমিত্ত ঘৃত, মধু, সুরা, দুগ্ধ এবং দধির সরোবর পূর্ণ রহিয়াছে।

ঘৃতহ্রদা মধুকূলাঃ সুরোদকাঃ ক্ষীরেণ পূর্ণা উদকেন দধ্না।

অথর্ব্ববেদ-সংহিতা। ৪। ৩৪। ৬।

মনুষ্যেরা সচরাচর পুত্র কলত্র দৌহিত্রাদির প্রতি যেরূপ অনুরাগী, সেরূপ আর কাহারও প্রতি নহেন। তাঁহারা মৃত্যু-শয্যায় শয়িত হইয়াও তাহাদেরই চিন্তায় চিন্তাকুল হন ও কেবল তাহাদেরই পরিত্যাগ-ক্লেশ অসহমান হইয়া অশ্রু-জল বিসর্জ্জন করিতে থাকেন; সহসা তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে চাহেন না। এ নিমিত্ত অমার্জ্জিত-বুদ্ধি অনেক জাতীয় লোকে পরলোক-গামী হইয়াও ঐ সমস্ত প্রিয়-জনের সহিত সহবাস-সুখ সম্ভোগ করিব এই প্রত্যাশায় প্রত্যাশিত থাকে। হিন্দুদিগের পরিজন-স্নেহ অনেকানেক নর-জাতির অপেক্ষায় প্রবল, অতএব বেদাবলম্বী প্রাচীন হিন্দুরা ঐ রূপ আশ্বাস ও বিশ্বাস করি-

তেন। হিন্দু স্ত্রীদিগের অধিবেদন উপলক্ষে এ বিষয়েরও কিছু কিছু প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে *।

স্বর্গং লোকমভি নো নয়াসি সং জায়য়া সহ পুত্রৈঃ স্যাম।

অথর্ব্ববেদ-সংহিতা। ১২। ৩। ১৭।

তুমি আমাদিগকে স্বর্গ লোকে লইয়া যাও। আমরা যেন স্ত্রী পুত্রের সহিত একত্র অবস্থিতি করি।

পিতৃ পিতামহ প্রভৃতি স্বর্গ-বাসী হইলেও সন্তানদিগের পিতৃ মাতৃ প্রভৃতির প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা কিছু বিলুপ্ত হয় না। তদনুসারে বেদ-সংহিতায় লিখিত আছে, তাঁহারা সন্তানগণের নিকট পূজা গ্রহণ করেন এবং অন্ন-জল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

পুণ্যবান্‌দিগের পুরস্কার উদ্দেশে যেমন ইহ-লোক-পরিচিত সুখ-সামগ্রী সকল পরলোকে কল্পিত হইয়াছে, পাতকীদিগের দণ্ড-ভোগের উদ্দেশে সেইরূপ ভীতিকর বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। তাহারা গভীর গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হইবে ও ঘোরতর অন্ধকারে প্রবেশ করিবে এইরূপ ভয়ঙ্কর শাস্তির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে †। ঋগ্বেদে নরক শব্দ বিদ্যমান নাই, কিন্তু অথর্ব্ববেদে উহা নারক লোক বলিয়া লিখিত আছে।

অধরং নারকং লোকং নিরুন্ধানস্য যাচিতাম্।

অথর্ব্ববেদ-সংহিতা। ১২। ৪। ৩৬।

পুরাণাদি অপ্রাচীন শাস্ত্রে লিখিত আছে, মনুষ্যাদি জীবগণ আপন আপন সুকৃত ও দুষ্কৃত অনুসারে যোনি-ভ্রমণ অর্থাৎ নানা জন্তুর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করে। বেদ-সংহিতায় সে বিষয়ের কিছু মাত্র প্রমাণ নাই। সুতরাং বলিতে হয়, সে সময়ে সেই মতটি উদ্ভাবিত হয় নাই।

পুরাণে লিখিত আয়ুঃ-সঙ্খ্যা ও যুগ-সঙ্খ্যাদি বিষয়ক অসম্ভব ও অসঙ্গত পৌরাণিক মত সমুদায়ও সে সময়ে কল্পিত হয় নাই। বেদ-সংহিতায় তাহার কিছুমাত্র নিদর্শন নাই; শতায়ুই মনুষ্যের দীর্ঘায়ু বলিয়া পরিগণিত ছিল ‡।

---

* ৮৯ পৃষ্ঠায় দেখ।

† ঋ-সং। ৪। ৫। ৫॥ ৯। ৭৩। ৮॥ অথর্ব্ব-সং। ৮। ২ ২৪॥ ১৮। ৩। ৩॥

‡ ৫২ পৃষ্ঠা দেখ।

বেদ-সংহিতায় পরিচিত পূর্ব্বকালীন হিন্দু-ধর্ম্মের প্রথম অবস্থার বিষয় অতি সংক্ষেপে লিখিত হইল। মনুষ্যের মন চিরকাল সমান ভাবে থাকে না। এ পর্য্যন্ত যে দেশে যত ধর্ম্ম প্রচলিত হইয়াছে, সকলই উত্তরোত্তর পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে। হিন্দুরা সিন্ধু নদ উত্তীর্ণ হইয়া যেমন বাহু-বলে ও পরাক্রম-প্রভাবে আদিম নিবাসীদিগকে রণে পরাভব করিতে লাগিলেন ও তদীয় রাজ্য সমুদায় অধিকার পূর্ব্বক পূর্ব্ব ও দক্ষিণে ক্রমশঃ প্রবেশ করিতে থাকিলেন, সেইরূপ তৎসহকারে আপনাদের জাতীয় ধর্ম্মও পরিবর্দ্ধিত ও বহুলীকৃত করিয়া ঐ সমস্ত অধিকৃত প্রদেশে প্রচারিত করিতে প্রবৃত্ত রহিলেন। বেদের ব্রাহ্মণ-ভাগে সে বিষয়ের একরূপ স্পষ্ট বিবরণই আছে। শতপথ ব্রাহ্মণে তদীয় প্রচার বিষয়ের ইতিহাস-গর্ভ একটি উৎকৃষ্ট উপাখ্যান আছে *। এস্থানে তাহা অনুবাদ না করিয়া নিরস্ত হওয়া যায় না।

"বিদেঘ মাথব মুখ-মধ্যে অগ্নি ধারণ করেন। গোতম-রাহূগণ নামে এক ঋষি তাঁহার পুরোহিত ছিলেন। তিনি মাথবকে সম্ভাষণ করিলেন, কিন্তু কি জানি অগ্নি পাছে মুখ-রন্ধ্র হইতে বিনির্গত হন, এই আশঙ্কায় মাথব প্রত্যুত্তর করিলেন না। পুরোহিত অগ্নি দেবকে ঋগ্-মন্ত্র পাঠ করিয়া স্তব করিলেন।

বীতিহোত্রং ত্বা কবে দ্যুমন্তং সমিধীমহি।
অগ্নে বৃহন্তমধ্বরে ॥†—(বিদেঘেতি) ॥

হে অগ্নি! হে জ্ঞানময়! তুমি মহান্, দ্যুতিমান্ ও বীতিহোত্র। আমরা তোমাকে যজ্ঞ-স্থানে প্রজ্বলিত করি,—(হে বিদেঘ)।

মাথব তথাচ উত্তর দিলেন না। পুরোহিত পুনরায় বলিলেন,

উদগ্নে শুচয়স্তব শুক্রা ভ্রাজন্ত ঈরতে।
তব জ্যোতীংষ্যর্চয়ঃ ॥‡—(বিদেঘা ইতি) ॥

হে অগ্নি! তোমার দীপ্তিমান্, শুভ্র ও উজ্জ্বল শিখা ও কিরণ সমুদায় ঊর্দ্ধদিকে উত্থিত হইতেছে,—(হে বিদেঘ)।

---

* শতপথ ব্রাহ্মণ। ১।৪।১।১০—১৭।

† ঋ-সং। ৫।২৬।৩॥

‡ ঋ-সং। ৮।৪৪।১৭॥

পুরোহিত ইহাতে প্রত্যুত্তর না পাইয়া পুনরায় স্তব করিলেন,

তং ত্বা ঘৃতস্নবীমহে। *

হে ঘৃত-প্রেরক অগ্নি! আমরা তোমার নিকট প্রার্থনা করি।

এই অবধি আবৃত্তি করিয়াছেন আর অগ্নি 'ঘৃত' এই শব্দ শ্রবণ মাত্র মুখ হইতে বিনির্গত হইয়া দীপ্তিমান্ হইয়া উঠিলেন। মাথব তাঁহাকে ধারণ করিয়া রাখিতে পারিলেন না। তিনি মাথবের মুখ হইতে বিনির্গত হইয়া অবনী-মণ্ডলে অবতীর্ণ হইলেন। সে সময়ে বিদেঘ-মাথব সরস্বতী-তটে অবস্থিত ছিলেন। অগ্নি তখন দহন করিতে করিতে পূর্ব্বাভিমুখে পৃথিবী-পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। গোতম-রাহূগণ ও বিদেঘ-মাথব উভয়ে ঐ দাহবান্ অগ্নির অনুসারী হইলেন। বৈশ্বানর সমুদায় নদী অতিক্রম করিয়া দাহন করিলেন; কেবল উত্তর-গিরি-বিনির্গত সদানীরা নাম্নী নদীর পরপার মাত্র দগ্ধ করিলেন না। বৈশ্বানর ঐ নদী অতিক্রম করিয়া দাহন করেন নাই বলিয়া পূর্ব্বকালীন ব্রাহ্মণেরা উহাকে উত্তরণ করিয়া যাইতেন না। এখন অনেকানেক ব্রাহ্মণ উহার পূর্ব্বপারে অবস্থান করেন। অগ্নি বৈশ্বানর উহার স্বাদ গ্রহণ করেন নাই বলিয়া উহা অবাস্তব্য ও জল-সিক্ত ছিল। একণে ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞানুষ্ঠান করাতে উহা বাস-যোগ্য হইয়াছে। অগ্নি বৈশ্বানর ঐ নদী অতিক্রম করিয়া দগ্ধ করেন নাই এই নিমিত্ত উহা গ্রীষ্মাবশেষেও শীতল থাকে; বোধ হয় যেন ক্রুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। বিদেঘ-মাথব বলিলেন, আমি কোন্ স্থানে অবস্থান করিব? অগ্নি কহিলেন, এই নদীর পূর্ব্বপ্রদেশ তোমার আবাস-ভূমি হইবে। অদ্যাপি এই নদী কোশল ও বিদেহ-বাসীদিগের মধ্য-বর্ত্তিনী। তাহারা মাথব-সন্তান।"

আর্য্যেরা যে স্থান দিয়া ভারতবর্ষ প্রবেশ করুন না কেন, অতি পূর্ব্বে ব্রহ্মাবর্ত্ত প্রদেশে সরস্বতী-তীরে উপনিবিষ্ট হইয়া বৈদিক ধর্ম্ম প্রচার করেন † এবং ঐ সরস্বতী-তীর হইতে ক্রমশঃ ক্রমশঃ

* ঋ-সং। ৫। ২৬। ২।

† ১২ পৃষ্ঠা দেখ।

পূর্ব্ব প্রদেশ অধিকার পূর্ব্বক সদানীরা-তটে অধিবাস করিয়া নিজ ধর্ম্ম প্রচলিত করেন, এই দুইটি বিষয় ঐ উপাখ্যানে সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে। যে সময়ে শতপথ ব্রাহ্মণের ঐ অংশটি বিরচিত হয়, হিন্দুরা সে সময়ে সদানীরা নদী অতিক্রম করিয়া বিদেহ * অর্থাৎ মিথিলা দেশ অধিকার করিয়াছিলেন। ঐ ব্রাহ্মণের স্থলান্তরে বিনিবেশিত জনক-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদও এ বিষয়টি একরূপ সপ্রমাণ করিয়া রাখিয়াছে।

তদ্ধৈতজ্জনকো বৈদেহো যাজ্ঞবল্ক্যং পপ্রচ্ছ।

শতপথ ব্রাহ্মণ। ১১। ৩। ১। ২।

বৈদেহ জনক যাজ্ঞবল্ক্যকে ইহা জিজ্ঞাসা করিলেন।

সে সময়ের হিন্দুধর্ম্ম-প্রণালী বেদের ব্রাহ্মণ-ভাগ মধ্যে বিস্তৃত রহিয়াছে। ঐ ব্রাহ্মণ-ভাগের মধ্যে ক্রিয়া-কলাপেরই অতিমাত্র বাহুল্য দেখিতে পাওয়া যায়। মন্ত্র-ভাগ ও ব্রাহ্মণ-ভাগের রচনা-প্রণালী পরস্পর ঐক্য করিয়া দেখিলে ব্রাহ্মণ-ভাগই অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন বলিয়া স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। অনুমান হইতেছে, হিন্দুরা ইরানীদিগের সহিত পৃথক্‌ভূত হইবার পূর্ব্বেই বহুতর বৈদিক মন্ত্র রচিত ও প্রচলিত হয়। বৈদিক মন্ত্র শব্দের যেরূপ অর্থ, অবস্তায় তাদৃশ অর্থেই ঐ শব্দের প্রয়োগ আছে; কিন্তু উহার কোন স্থানে ব্রাহ্মণ শব্দ বিদ্যমান নাই। মন্ত্রের আবস্তিক রূপ মন্‌থ্র। পার্সীদের ধর্ম্মশাস্ত্রের একটি প্রাচীন নাম মন্‌থ্রশ্‌পেন্‌ত †। মন্ত্র-ভাগের অপেক্ষায় ব্রাহ্মণ-ভাগ এমন আধুনিক যে, ব্রাহ্মণ-বিরচক বা সংগ্রাহক ঋষিরা মন্ত্র-বিশেষের অর্থ ও তাৎপর্য্য একেবারে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলেন ‡। লিখন-প্রণালী

---

* বিদেহ শব্দ বৈদিক বিদেঘ শব্দেরই রূপান্তর।

† M. Haug's Aitareya Bra'hman'a, 1863, Introduction, p. 2.

‡ যেমন একটি মন্ত্রে কোন্ দেবতা এই অর্থে 'কস্মৈ দেবায়' এই দুই পদ প্রয়োজিত আছে। ব্রাহ্মণ-রচয়িতারা তাহার প্রকৃত অর্থ বুঝিতে না পারিয়া 'কনামক দেবতাকে' এই অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন *।

---

* An cient Sanskrit Literature, by Max Mü ler, 1859, p. 433.

সৃষ্ট হইবার পূর্ব্বে বেদ * শিষ্যানুশিষ্য ক্রমে শ্রুতি-পরম্পরায় চলিয়া আসিয়াছিল এইরূপ একটি প্রবাদ আছে; এনিমিত্ত উহার একটি নাম শ্রুতি। কিন্তু এই জনশ্রুতি সংহিতা বিষয়ে যেরূপ সঙ্গত, গদ্যে রচিত ব্রাহ্মণ-ভাগের পক্ষে সেরূপ কি না সন্দেহ-স্থল। সংহিতা-নিবিষ্ট শ্রুতি সকল ব্রাহ্মণের মধ্যে যেরূপ ভাবে উদ্ধৃত হইয়াছে, সে সময়ে সংহিতা সঙ্কলিত ও শৃঙ্খলা-বদ্ধ থাকিলেই, ও ব্রাহ্মণ-ভাগ লিপি-বদ্ধ † হইলেই, সেরূপ ভাবে ‡ উদ্ধৃত করা সমধিক সঙ্গত হয়। ফলতঃ ব্রাহ্মণ-ভাগ সংহিতা-ভাগের ভাষ্য-স্বরূপ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সংহিতা-ভাগের অর্থ ও তাৎপর্য্য-

* বেদ-সংজ্ঞাটি নিতান্ত প্রাচীন নয়। উহা ব্রাহ্মণ-ভাগ বিরচিত হইবার পরে কল্পিত হইয়াছে বোধ হয়। শ্রীমান্ ম, হোগ্ অনুমান করেন, ব্রাহ্মণে ও উপনিষদে ভূরি ভূরি স্থানে 'য এবং বেদ' এই বাক্যটি বিদ্যমান আছে, তদনুসারে পশ্চাৎ সমগ্র শ্রুতির ঐ নাম রাখা হয়।—M. Haug's Aitareya Bra´hman´a, 1863, Introduction, p. 51.

† শ্রীমান্ ম, মুলর্ কহেন, ব্রাহ্মণ, কল্পসূত্র ও পাণিনি ব্যাকরণ পর্য্যন্ত রচিত হইবার পর গ্রন্থ-লিখনার্থ লিপি-ব্যবহার হয়।—(A. S. Literature, 1859, pp. 497—524) কিন্তু তাঁহার এ মতটির অনেকাংশ বহুতর যুক্তি সহকারে প্রতিবাদিত হইয়াছে।—(T. Goldstücker's Pa´nini: &c. pp. 15—67 দেখ।)

‡ ব্রাহ্মণ-বিরচক গ্রন্থকর্ত্তারা সংহিতা-নিবিষ্ট অনেক অনেক শ্লোকের কেবল প্রথমের দুই চারিটি পদ মাত্র উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। সে সকল শ্লোক কোনপ্রকারে প্রণালী-বদ্ধ ও বিশেষরূপে প্রচারিত না থাকিলে এপ্রকার ভাবে উদ্ধৃত করা সম্ভব বোধ হয় না। এই স্থানে তাহার ২।৪ টি উদাহরণ প্রদর্শন করা যাইতেছে; তাহা পাঠ করিলেই এ বিষয়টি পাঠকবর্গের হৃদয়ঙ্গম হইবে তাহার সন্দেহ নাই। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের সপ্তম পঞ্চিকার তৃতীয়াধ্যায়ে শুনঃশেপের উপাখ্যান আছে; তাহা হইতে অনুক্ত প্রমাণ কয়েকটি গৃহীত হইতেছে।

সোঽগ্নিমুপসসারাগ্নের্বয়ং প্রথমস্যামৃতানামিত্যেতয়র্চা।

শুনঃশেপ 'অগ্নের্ব্বয়ং প্রথমস্যামৃতানাং' ইত্যাদি শব্দ ঘটিত ঋক্ পাঠ করিয়া অগ্নির আরাধনা করিলেন।

স প্রজাপতিমেব প্রথমং দেবতানামুপসসার
কস্য নূনং কতমস্যামৃতানামিত্যেতয়র্চা॥

শুনঃশেপ 'কস্য নূনংকতমস্যামৃতানাং' ইত্যাদি শব্দ ঘটিত ঋক্ পাঠ করিয়া সর্ব্বদেবের আদিদেব প্রজাপতির আরাধনা করিলেন।

প্রতিপাদক নিঘণ্টু নিরুক্ত প্রভৃতি যে সমস্ত বহু-প্রাচীন ব্যাখ্যা বা সংগ্রহ-পুস্তক আছে, তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ-ভাগ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন সুবিস্তৃত সংগ্রহ অথবা ব্যাখ্যা-পুস্তক বই আর কিছুই নয় *।

ব্রাহ্মণের অন্তর্গত কয়েকটি পরিচ্ছেদের নাম আরণ্যক। পাণিনি ঋষি আরণ্যক শব্দের অর্থ কেবল অরণ্য-বাসী বলিয়া লিখিয়াছেন †। কিন্তু বেদের ভাগ-বিশেষের নামও আরণ্যক। পাণিনি বেদাদি বহু-শাস্ত্র-বিশারদ ঋষি-বিশেষ। তাঁহার সময়ে যদি ঐ আরণ্যক-ভাগ প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে তিনি ঐ শব্দকে অবশ্যই ঐ বেদাংশ-প্রতিপাদক বলিয়াও ব্যাখ্যা করিতেন। সংহিতার মধ্যে হিন্দুধর্ম্ম-রূপ বিশাল পুষ্পের কলিকা মাত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে, ব্রাহ্মণ-ভাগে তাহা প্রস্ফুটিত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, প্রস্ফুটিত হইয়া যার পর নাই জটিল ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। সংহিতার অধিকাংশ ইন্দ্রাদি দেবগণের স্তুতি ও তাঁহাদের সমীপে অন্নাদি-প্রার্থনার বিবরণেই পরিপূর্ণ। কিন্তু ব্রাহ্মণ-ভাগে যজ্ঞাদি সংক্রান্ত বিধি-নিষেধ ও তৎসম্বন্ধীয় উপাখ্যানই অধিক। বোধ হয়, ব্রাহ্মণ-ভাগ প্রস্তুত হইবার সময়ে যে সকল ক্রিয়া-কলাপ প্রচলিত হইয়াছিল, গ্রন্থকর্ত্তারা তাহারই প্রামাণ্য-প্রতিপাদনার্থ সংহিতা-নিবিষ্ট মন্ত্র, নিবিদ্ ‡,

---

* নিঘণ্টু শব্দ-সংগ্রহ অর্থাৎ বৈদিক অভিধান-বিশেষ। শাক পূণি, স্থৌল ষ্ঠীবি ও যাস্ক ঋষি প্রভৃতির প্রণীত নিরুক্ত গ্রন্থে বৈদিক মন্ত্র সমূহ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই সমস্ত গ্রন্থ বেদ-সংহিতার অর্থ-প্রতিপাদনার্থে প্রস্তুত হয়। সায়নাচার্য্য-বিরচিত বেদ-ভাষ্য নব্য গ্রন্থের মধ্যেই পরিগণিত।

† অরণ্যান্মনুষ্যে।

পাণিনি সূত্র। ৪। ২। ১২৯।

বৃত্তিঃ—অরণ্য শব্দান্মনুষ্যেঽভিধেয়ে বুঞ্ স্যাৎ ॥

আরণ্যকো মনুষ্যঃ ॥

‡ দেবতা-বিষয়ক অতি প্রাচীন বাক্য-বিশেষের নাম নিবিদ্। হিন্দু-শাস্ত্র-রূপ সুগভীর সমুদ্রে প্রবেশ করিলে কত দূরই প্রবেশ করা যায়। অনেকানেক নিবিদ্ ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রাচীনতর সূক্ত সমুদায় অপেক্ষাও সমধিক প্রাচীন। বহুতর ঋকের মধ্যে সেই সমস্ত নিবিদ্ সুস্পষ্টরূপে উল্লিখিত আছে*, এবং

---

* ঋ-সং। ১। ৮৯। ৩॥ ১। ৯৬। ২॥ ২। ৩৬। ৬ ইত্যাদি ॥

গাথা এবং সে সময়ের প্রচলিত উপাখ্যানাদি সঙ্কলন করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ-ভাগে অগ্নিষ্টোম, দর্শপৌর্ণমাস, চাতুর্ম্মাস্য ইষ্টি, বাজপেয়, রাজসূয়, অশ্বমেধ ও নরমেধাদি বৃহৎ ও অবৃহৎ নানা যজ্ঞের বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। পুত্র, ধন, যশঃ, পশু, বিদ্যা ও স্বর্গাদি-লাভ ঐ সমস্ত যজ্ঞানুষ্ঠানের উদ্দেশ্য। হিন্দুদিগের চির-শ্রদ্ধেয় বেদ-শাস্ত্র পুরাবৃত্তানুসন্ধায়ীদিগেরও এক প্রকার শ্রদ্ধেয় তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু নিদারুণ নরমেধ যে উহাকে অপবাদ-গ্রস্ত করিয়া রাখিয়াছে এইটি অতীব দুঃখের বিষয়। মন্ত্র-ভাগের সহিত তুলনা করিলে ব্রাহ্মণ-ভাগকে সমধিক অপ্রাচীন বলিতে হয়, কিন্তু তাহাতেও অধুনাতন পৌরাণিক ও তান্ত্রিক যাত্রা-মহোৎসবাদির গন্ধ-বাষ্প কিছুই বিদ্যমান নাই।

ব্রাহ্মণ সমুদায়ে হিন্দুদিগের সামাজিক ব্যবস্থা নানা বিষয়ে বর্দ্ধিত দেখা যায়। সে সমস্ত সঙ্কলিত হইবার সময়ে বর্ণ-ভেদ-প্রণালী একরূপ সম্পূর্ণ ছিল তাহার সন্দেহ নাই। তাহার মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি বর্ণের বিষয়ই সুস্পষ্ট লিখিত আছে। প্রথমোক্ত তিন বর্ণ আর্য্য-বংশীয়; শূদ্রেরা অনার্য্য। কৃষ্ণবর্ণ দস্যু বা দাসদের সহিত শুভ্রবর্ণ আর্য্যদিগের বদ্ধ-মূল বিরোধ ও ঘোরতর যুদ্ধ-প্রসঙ্গ ঋগ্বেদ-সংহিতার বহুতর স্থানে বিস্তৃত রহিয়াছে*। ভারতবর্ষের পূর্ব্ব-নিবাসী ঐ দস্যু বা দাসদিগের মধ্যে যাহারা মহাবল পরাক্রান্ত আর্য্যগণ কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া দাসত্ব স্বীকার করে, তাহারাই

তন্মধ্যেও স্থানে স্থানে তাহা পূর্ব্ব অর্থাৎ পুরাতন এই বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছে। অবস্তার ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের বহু-সংখ্যক মন্ত্রের প্রথমেই 'নির্ব্বেএ অহয়েমি' অর্থাৎ আমি আহ্বান করি, এই বাক্য লিখিত আছে। সেই সমস্ত মন্ত্র বেদোক্ত নিবিদের অনুরূপ। অতএব হিন্দু ও ইরাণীরা একত্র মিলিত থাকিতেই নিবিদের সৃষ্টি হয় এইরূপ বিবেচিত হইতেছে।—M. Haug's Aitareya Bráhmańa, 1863, Introduction, pp 36–39 দেখ।

* শ্রীমান্ জ. মিয়র্-প্রণীত সংস্কৃত মূল (Sanskrit Texts) নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগের তৃতীয় পরিচ্ছেদের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে এ বিষয়ের সবিশেষ বিবরণ দেখিতে পাইবে।

শূদ্র বোধ হয়। ঐ দাস সংজ্ঞাটি শূদ্রদের চিরসঙ্গী হইয়া আসিয়াছে। রোমক-স্বামীদের সহিত শ্লেব্‌দিগের ও স্পার্টাধিকারীদের সহিত হীলট্‌দিগের যেরূপ সম্বন্ধ ছিল, ভারতবর্ষীয় আর্য্যদের সহিত শূদ্রদিগেরও সেইরূপ কলঙ্কময় সম্বন্ধ প্রতিপন্ন হইতেছে। আর্য্যেরা রাজা ও শূদ্রেরা দাস। অনেক-দেশীয় আর্য্য-কলেবরই তদনুরূপ অনপনেয় কলঙ্কে কলঙ্কিত রহিয়াছে।

পুরাকালীন হিন্দুদিগের পারলৌকিক মত ও বিশ্বাসের বিবরণ মধ্যে অনুবঙ্গাধীন বিধবা-বিবাহ প্রচলিত থাকা সম্ভবপর বলিয়া লিখিত হইয়াছে *। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে উদ্ধৃত একটি মন্ত্রেও ঐ বিষয় লক্ষিত হইতেছে কি না বিবেচনা করা উচিত। সে মন্ত্রটি এই যথা ;—

উদীর্ষ্ব নার্য্যভি জীবলোকমিতাসুমেতমুপশেষ এহি।
হস্তগ্রাভস্য দিধিষোস্ত্বমেতৎ পত্যুর্জনিত্বমভিসম্বভূব।

কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয় আরণ্যক, ৬ প্রপাঠক, ১ অনুবাক, ১৪ মন্ত্র।

সায়নাচার্য্য-কৃত ভাষ্য :—

তাং প্রতি মতঃ সব্যে পাণাবভিপদ্যোত্থাপয়তি, * * * * * ইতি। হে 'নারি,' ত্বং 'ইতাসুং' গতপ্রাণং, 'এতং' মৃতং, 'উপশেষে' উপেত্য শয়নং করোষি, 'উদীর্ষ্ব' অস্মাৎ পতিসমীপাদুত্তিষ্ঠ, 'জীবলোকমভি' জীবন্তং প্রাণিসমূহমভিলক্ষ্য, 'এহি' আগচ্ছ। 'ত্বং', 'হস্তগ্রাভস্য' পাণিগ্রাহবতঃ, 'দিধিষোঃ' পুনর্বিবাহেচ্ছোঃ, 'পত্যুঃ', 'এতৎ' 'জনিত্বং' জায়াত্বং, 'অভিসম্বভূব' অভিমুখ্যেন সম্যক্ প্রাপ্নুহি॥

ঋত্বিক্ মৃত পতির সমীপে শয়িত স্ত্রীর নিকটস্থ হইয়া বাম হস্তে ধরিয়া তাঁহাকে উত্থাপন পূর্ব্বক এই মন্ত্র পাঠ করিলেন যথা ;—তুমি মৃত পতির সমীপে শয়ন করিতেছ ; তাহার নিকট হইতে উত্থিত হইয়া জীবিত লোকের নিকট আগমন কর। তুমি সম্যক্‌রূপে তোমার পুনঃ-পাণিগ্রহণাভিলাষী পতির ভার্য্যা হও।

---

* ৮৯ পৃষ্ঠা দেখ।

এই ব্যাখ্যানুসারে বিধবা-বিবাহ বেদ-বিহিত বলিয়া প্রতিপন্ন হই-তেছে। অন্ততঃ উহা যে বেদ-ব্যাখ্যাতা সায়নাচার্য্যের বেদ-সম্মত বলিয়া বিশ্বাস ছিল ইহাতে আর সংশয় রহিল না *।

বেদ-সংহিতা-রচনার সময়ে হিন্দুদিগের পরলোক বিষয়ে যেরূপ মত ও অভিপ্রায় ছিল, ইতিপূর্ব্বে তাহার কিঞ্চিৎ প্রসঙ্গ করা গিয়াছে †। তাহার মধ্যে অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন অথর্ব্ব-সংহিতা হইতে যে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হিন্দু জাতির সর্ব্ব-প্রথমের পারলৌকিক মতের পরিচায়ক নহে ইহা বলা বাহুল্য। কিন্তু ঋগ্বেদ-সংহিতার মধ্যেও তদনুরূপ পারত্রিক ইন্দ্রিয়-ভোগাদির বিষয় সূচিত বা বর্ণিত আছে ‡। ঐ সংহিতায় যেরূপ পারলৌকিক আমোদ প্রমোদের অঙ্কুর সমূহ অবলোকিত হয়, অথর্ব্ব-সংহিতায় তাহারই সুবিস্তৃত শাখা-পল্লব দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণোক্ত কর্ম্মকাণ্ডের কুটিলতা ও জটিলতা হিন্দু জাতির জ্ঞান ও বুদ্ধির মালিন্য-বোধক হইতে

* শ্রীমান্ সায়নাচার্য্য ঐ মন্ত্রোক্ত 'অভিসম্বভূব' পদটির 'সম্যক্‌রূপে প্রাপ্ত হও' এই অর্থ লিখিয়াছেন, কিন্তু শ্রীমান্ ম, মুলর্ তাহাতে প্রতিবাদ করিয়া কহেন, বৈদিক সংস্কৃতে ভূ ধাতুর বর্ত্তমান কালে মধ্যম পুরুষে আদেশাদি অর্থে অর্থাৎ 'হও' এই অর্থে 'বভূবি' হয়; 'বভূব' হয় না। উহা অতীত কালের প্রথম ও উত্তম পুরুষের একবচনের এবং মধ্যম পুরুষের বহুবচনের পদ। কিন্তু শ্রীমান্ ডাক্তার মুলর্ ঐ পদটিকে অতীত কালের প্রথম পুরুষের পদ স্বীকার করিয়াও বিধবা-বিবাহ পক্ষে ঐ মন্ত্রের শেষার্দ্ধের নিম্ন-লিখিতরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যথা;—

পুনর্ব্বার পাণিগ্রহণাভিলাষী পুরুষের পত্নীত্ব তোমার সম্যক্ প্রকারে সম্ভব হইয়াছে *।

কিন্তু ঐ শেষার্দ্ধে বিনিবেশিত 'ত্বং' এই পদটির অন্বয় করা হয় নাই। যদি প্রথমার্দ্ধের সহিত তাহার অন্বয় করা হয়, তাহা হইলে দূরান্বয় দোষ ঘটিয়া উঠে। যাহা হউক, দিধিষু শব্দের অর্থ দ্বিতীয় বার বিবাহিত স্ত্রীলোকের স্বামী। অতএব ঐ মন্ত্রের ঐ শব্দটি বিধবা-বিবাহ বিষয়ক প্রথার প্রচলন পক্ষে সাক্ষ্য দান করিতেছে বলিতে পারা যায়।

† ৪৪ ও ৯০ এবং ৯১ পৃষ্ঠা দেখ। ‡ ৪৪ পৃষ্ঠা দেখ।

* The Englishman of the 3rd and 6th August 1869 দেখ।

পারে বটে, কিন্তু উত্তরোত্তর ধর্ম্ম-শাস্ত্রের অনুশীলন ক্রমে তাঁহাদের মনের ভাব কোন কোন অংশে পরিশোধিত হইয়া আসিতেছিল, তদনুসারে ব্রাহ্মণ-ভাগের এক এক স্থানে তাঁহাদের পরলোক বিষয়ক মত অপেক্ষাকৃত অস্থূল ও বিশুদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়।

सर्व्वस्मान्तरेवात्मा स एष सर्व्वासामपां मध्ये स एष सर्व्वैः कामैः सम्पन्न आपो वै सर्व्वकामाः स एषोऽकामः सर्व्वकामो न ह्येनं कश्चन कामः॥ तदेष श्लोको भवति। विद्यया तदारोहन्ति यत्र कामाः परागताः न तत्र दक्षिणा यन्ति नाविद्वांसस्तपस्विन इति न हैव तं लोकं दक्षिणाभिर्नतपसा-नैवंविदश्नुतऽएवंविदां हैव स लोकः।

শতপথ ব্রাহ্মণ। ১০।৫।৪।১৫ ও ১৬। (মুদ্রিত পুস্তকের ৮০২ পৃষ্ঠা।)

আত্মাই সকলের অন্ত। ইনি সমুদায় জলের মধ্যে অবস্থিতি করেন। ইনি সমস্ত কামনার বিষয় প্রাপ্ত হইয়া আছেন। জলই সমুদায় কামনার বিষয়। ইনি কামনা-শূন্য; কোন বিষয়ের কামনা ইহাঁকে অবলম্বন করে না। এ বিষয়ের এই এক শ্লোক আছে, যথা—যে লোকে কামনা থাকে না, বিদ্যা দ্বারা মনুষ্যেরা সেই লোকে অবস্থান করেন। তথায় দক্ষিণা যায় না। অজ্ঞানী তপস্বীরা তাহাতে গমন করেন না। অজ্ঞানী ব্যক্তি দক্ষিণা অথবা তপস্যা দ্বারা ঐ লোক প্রাপ্ত হন না। এই রূপ জ্ঞানীরাই সেই লোকের অধিকারী।

ব্রাহ্মণ-ভাগে যেরূপ ধর্ম্ম ও যেরূপ ক্রিয়া-কলাপের প্রসঙ্গ ও বৃত্তান্ত সন্নিবেশিত আছে, কল্পসূত্রে তাহাই সুপ্রণালী-সিদ্ধ ও সুশৃঙ্খলা-বদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ-ভাগ ইতিহাস, উপাখ্যান, শব্দ-ব্যুৎপত্তি প্রভৃতি অশেষ প্রকার প্রয়োজনাতিরিক্ত বিষয়ে পরিপূর্ণ, কিন্তু কল্পসূত্রে সুস্পষ্টরূপে ও সুপ্রণালীক্রমে ক্রিয়া-কলাপের অনুষ্ঠান-পদ্ধতি মাত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। অপ্রয়োজনীয় ও অপ্রাসঙ্গিক সমস্ত বিষয় নিঃশেষে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

ঐ সমুদায় সূত্র অতি প্রাচীন ও প্রায়ই ব্রাহ্মণ-ভাগের অব্যবহিত-কাল পরে বিরচিত তাহার সংশয় নাই। ব্রাহ্মণ-ভাগের ন্যায় উহাতেও

সারসিক ব্যাকরণের ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। টীকাকারেরা উহার অন্তর্গত অনেকানেক প্রয়োগ ছান্দস ও আর্ষ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়া যান। এমন কি, ব্রাহ্মণ-বিশেষ ও সূত্র-বিশেষের এরূপ সৌসাদৃশ্য অবলোকিত হয় যে, ভাষ্যকারেরা সূত্র-বিশেষকে ব্রাহ্মণ-সদৃশ ও ব্রাহ্মণ-বিশেষকে সূত্র-সন্নিভ বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন *। শতপথ ব্রাহ্মণে সূত্র-শাস্ত্রের বিষয় উল্লিখিত আছে †। অতএব কোন কোন সূত্র-গ্রন্থ ঐ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা প্রাচীন বলিতে হয়। কিন্তু কল্পসূত্র সমুদায় এতাদৃশ প্রাচীন হইয়াও বেদ-পদবীতে অবতীর্ণ হয় নাই। হিন্দুদিগের মতানুসারে, মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ অপৌরুষেয় অর্থাৎ ঈশ্বর-প্রণীত; কল্পসূত্র ও অপরাপর যাবতীয় শাস্ত্র পৌরুষেয় অর্থাৎ মনুষ্য-বিরচিত; মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের নাম শ্রুতি; উহা স্বতঃই প্রমাণ; উহাতে ভ্রম-সম্পর্ক থাকিবার সম্ভাবনা নাই; কল্পসূত্র ও মনু-সংহিতাদি সচরাচর স্মৃতি বলিয়া উল্লিখিত হয় ‡; উহা যত দূর শ্রুতি-মূলক, ততদূর মাত্রই প্রমাণ; যে যে অংশ শ্রুতির সহিত বিরুদ্ধ, সে সে অংশ অপ্রমাণ §। ঐ সমস্ত কল্পসূত্র সাক্ষাৎ বেদ না হউক, ছয় বেদাঙ্গের অন্তর্গত এক বেদাঙ্গ; উহা বৈদিক প্রমাণানুসারে

---

* আরুণপরাশরশাখাব্রাহ্মণস্য কল্পরূপত্বম্।

কুমারিলভট্ট-প্রণীত তন্ত্র-বার্ত্তিক।

আরুণ ও পরাশর-শাখার ব্রাহ্মণ কল্প-স্বরূপ।

† অরেঽস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্যদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানান্যস্যৈবৈতানি সর্ব্বাণি নিশ্বসিতানি॥

শতপথ ব্রাহ্মণ। ১৪।৫।৪।১০। (মুদ্রিত পুস্তকের ১০৬৪ পৃষ্ঠা।)

‡ অনেকে কল্পসূত্র সমুদায়কে স্মৃতিমধ্যে গণনা করেন না। তাঁহারা কহেন, মনু-সংহিতাদিই স্মৃতি; কল্পসূত্র বেদাঙ্গ-বিশেষ মাত্র। যাহা হউক, কল্পসূত্র কদাচ বেদ-মধ্যে গণ্য নয়।

§ শ্রুতিস্মৃতিবিরোধে তু শ্রুতিরেব গরীয়সী।

শ্রুতি ও স্মৃতির পরস্পর বিরোধ হইলে, শ্রুতিকেই প্রধান করিয়া মানিতে হইবে।

সঙ্কলিত হইয়াছে। কিন্তু কেবলই বেদ হইতে সঙ্কলিত এমত নহে; কোন কোন অংশ পরম্পরাগত লোকাচার অবলম্বন করিয়াও সংগৃহীত হইয়াছে।

তত্র যাবদ্ধর্ম্মমোক্ষসম্বন্ধি তদ্বেদপ্রভবম্। যত্ত্বর্থসুখবিষয়ং তল্লোকব্যবহার-পূর্ব্বকমিতি বিবেক্তব্যম্। এষৈবেতিহাসপুরাণয়োরপ্যুপদেশবাক্যানাং গতিঃ ॥

কুমারিলভট্ট-প্রণীত তন্ত্র-বার্ত্তিক।

উহার মধ্যে যে যে অংশ ধর্ম্ম ও মোক্ষ সম্বন্ধীয়, তাহা বেদ হইতে সঙ্কলিত। আর যে যে অংশ অর্থ ও সুখ বিষয়ক, তাহা লৌকিক ব্যবহার দৃষ্টে সংগৃহীত হইয়াছে এইরূপ বিবেচনা করিতে হইবে। ইতিহাস ও পুরাণের অন্তর্গত উপদেশ-বাক্য সমুদায়েরও এইরূপ ব্যবস্থা জানিবে।

কল্পসূত্র তিন প্রকার; শ্রৌত, গৃহ্য ও সাময়াচারিক। শ্রৌত সূত্রে দর্শপৌর্ণমাসাদি বহুতর প্রধান যজ্ঞের বিষয় বিবৃত হইয়াছে। গর্ভাধান, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন প্রভৃতি যাবতীয় সংস্কার-বিধি, উদ্বাহান্তর অগ্নিস্থাপন ও শ্রাদ্ধাদি বার্ষিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান-প্রণালী গৃহ্যসূত্রে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ব্রহ্মচর্য্যাদি বিবিধ আশ্রমের আচার, সন্ধ্যাবন্দনাদি দৈনন্দিন ক্রিয়া-পদ্ধতি, রাজনীতি বিষয়ক ব্যবস্থাবলী ইত্যাদি আশ্রম-ধর্ম্ম ও সামাজিক ধর্ম্মাদির বিষয় সাময়াচারিক সূত্রে বিশেষরূপে বিনিবেশিত হইয়াছে। সাময়াচারিক সূত্রের আর একটি নাম ধর্ম্মসূত্র। মানব ও যাজ্ঞবল্ক্য ধর্ম্ম-শাস্ত্র প্রভৃতি ধর্ম্ম-সংহিতা সমুদায় অথবা ঐ সমুদায়ের অধিকাংশ এই সমস্ত ধর্ম্মসূত্র হইতে সঙ্কলিত ও পদ্যচ্ছন্দে বিরচিত। মানব-কল্পসূত্র নামে এক খানি সূত্র-গ্রন্থ আছে; উহা মানব নামক ব্রাহ্মণ-

---

যা বেদবাহ্যাঃ স্মৃতয়ো যাশ্চ কাশ্চ কুদৃষ্টয়ঃ।
সর্ব্বাস্তা নিষ্ফলাঃ প্রেত্য তমোনিষ্ঠা হি তাঃ স্মৃতাঃ ॥

মনু-সংহিতা। ১২ অধ্যায়। ৯৫ শ্লোক।

যে সকল স্মৃতি ও তর্ক বেদ-বিরুদ্ধ, সে সমুদায় নিষ্ফল জানিবে, যেহেতু স্মৃতি-কর্ত্তা ঋষিরা সে সমুদায়কে নরক-সাধন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

কুলেরই অনুষ্ঠান-প্রতিপাদক ধর্ম্ম-শাস্ত্র। মনু-সংহিতা ঐ গদ্যময় মানব-সূত্র হইতে সঙ্কলিত হইয়া পদ্যচ্ছন্দে বিরচিত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। বোধ হয়, এই নিমিত্তই ঐ সংহিতার আর একটি নাম মানব-ধর্ম্ম-শাস্ত্র। ঐ শব্দের তাৎপর্য্যার্থ মানব নামক যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ-কুলের ধর্ম্ম-শাস্ত্র হইতে পারে। *

যদিও ঐ স্মৃতি-সংহিতা সমুদায়ের অধিকাংশই সূত্র-মূলক তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু বেদ-সংহিতা ও ব্রাহ্মণোক্ত বচনাদি অনুসারেও সেই সমুদায়ের কোন কোন ভাগ রচিত হইয়াছে এরূপ বোধ হয়।

পাঠকবর্গ বিবেচনা করিতে পারেন, ইরানীদিগের সহিত হিন্দু-দিগের পৃথক্ হইবার পর অবধি বৈদিক ধর্ম্ম ভারত-ভূমির মধ্যে বিনা বিরোধে প্রচারিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু কোন দেশীয় জাতীয় ধর্ম্ম বিনা বিসম্বাদে প্রচলিত হইবার বস্তু নহে। অবনীমণ্ডলে ধর্ম্ম নিবন্ধন যত যন্ত্রণা, যত নরহত্যা ও যত শোণিত-নিঃসারণ হইয়াছে, এত আর কিছুতেই হইয়াছে কি না সন্দেহ। কি পুরাতন, কি অধুনাতন, কি প্রলীয়মান, কি অভ্যুদয়বান্, সকল ধর্ম্মই বিদ্বেষ-কলুষে কলুষিত হইয়া অধর্ম্মের ক্রোড়ে অধিষ্ঠিত ও পরিপালিত হইয়া আসিয়াছে। হিন্দু ও ইরানীদের বদ্ধ-মূল বিরোধ-প্রসঙ্গ বেদ ও অবস্তাকে চির-কলঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে। খ্রিষ্টান্দের ক্রুসেড্ † ও মুসলমানদিগের ধর্ম্ম-সংগ্রাম স্মরণ হইলে, হৃদয় কম্পমান হইতে থাকে। হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের চির-বদ্ধ বিসম্বাদে বৌদ্ধগণকে ভারতবর্ষ হইতে একেবারে নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়াছে। যুক্তি-বিদ্বেষী স্বমতা-সক্ত ধর্ম্মপ্রচারকেরা এমনি ক্রোধান্ধ ও হতবুদ্ধি হয় যে, বোধ হয় অধুনাতন রাজশাসন-প্রণালী সমধিক প্রভাববতী না হইলে, ভারত-ভূমি এসময়েও উগ্রতর নিগ্রহ-তাপে পরিতপ্ত হইয়া নর-কণ্ঠ-

---

* A. S. L. by Max Müller, 1859, pp. 86, 132—135 and 200. The Administration of justice in British India, by W. H. Morley, 1858, pp. 207—209.

† মুসলমানদিগের সহিত খ্রিষ্টানদিগের যুদ্ধ-যাত্রা-বিশেষ।

শোণিতে অভিষিক্ত হইত। অনতিপ্রাচীন শৈব ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে যেরূপ ঘোরতর বিসম্বাদ উপস্থিত হয়, পূর্ব্বকালীন বৈদিক সম্প্রদায়ীদিগেরও পরস্পর তদনুরূপ বিরোধ ও বিদ্বেষ ঘটনা হইয়াছিল তাহার সন্দেহ নাই। সংহিতায়, ব্রাহ্মণে ও পরিশিষ্টাদি পূর্ব্বতন শাস্ত্রে এবিষয়ের বহুতর নিদর্শন লক্ষিত হইয়া থাকে। ইন্দ্রদেবের উপাসনা অবলম্বন বিষয়ে ভারতবর্ষীয় আর্য্য-সমাজে যে গুরুতর মত-ভেদ ও ঘোরতর বিরোধ-ঘটনা হইয়া যায়, তাহা পূর্ব্বেই একরূপ লিখিত হইয়াছে *। ঋগ্বেদ-সংহিতায় যে ইন্দ্রাগস্ত্য-সংবাদ আছে, তাহা হইতে অনূক্ত ঋক্ দুইটি উদ্ধৃত হইতেছে। উহা ধর্ম্ম-সংক্রান্ত বিরোধ-সূচক ব্যতিরেকে আর কিছুই বোধ হয় না। অনুমান হয়, অগস্ত্য এক সময়ে ইন্দ্রদেবের উপাসনায় অসম্মত হন ও ইন্দ্র-উপাসকদের প্রতি বিদ্বেষ-পরবশ হইয়া তাঁহাদের অনিষ্ট-চেষ্টা আরম্ভ করেন।

কিং ন ইন্দ্র জিঘাংসসি ভ্রাতরো মরুতস্তব।
তেভিঃ কল্পস্ব সাধুয়া মা নঃ সমরণে বধীঃ॥

ঋগ্বেদ-সংহিতা। ১। ১৭০। ২।

(অগস্ত্য কহিতেছেন)—হে ইন্দ্র! কেন তুমি আমাদিগের বধাভিলাষী হইতেছ। মরুদ্গণ তোমার ভ্রাতা, অতএব তাঁহাদের সহিত সদ্ভাব অবলম্বন কর। আমাদিগকে রণে নিধন করিও না।

কিং নো ভ্রাতরগস্ত্য সখা সন্নতি মন্যসে।
বিদ্মা হি তে যথা মনোঽস্মভ্যমিন্ন দিৎসসি॥

ঋগ্বেদ-সংহিতা। ১। ১৭০। ৩।

(ইন্দ্র কহিতেছেন)—ভাই অগস্ত্য! তুমি হিতকারী বন্ধু হইয়া কি নিমিত্ত আমাকে অমান্য করিতেছ। আমাকে কিছুই দিতে তোমার অভিলাষ নাই, তাহা আমি জানিতে পারিয়াছি।

যজুর্ব্বেদ দুই প্রকার; কৃষ্ণ-যজুঃ ও শুক্ল-যজুঃ, আর যজুর্ব্বেদী

---

* ৮৫ পৃষ্ঠা দেখ।

ঋত্বিকেরা অধ্বর্য্যু বলিয়া প্রসিদ্ধ, এই দুইটি কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। শুক্ল-যজুর্ব্বেদীরা নিজে অধ্বর্য্যু আখ্যা গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদীদিগকে চরকাধ্বর্য্যু নাম দিয়া তাঁহাদের পুনঃপুনঃ নিন্দা করিয়াছেন এবং এক স্থানে চরকাচার্য্যকে দুষ্কৃত-সন্নিধানে বলিদান দিতে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

দুষ্কৃতায় চরকাচার্য্যম্।

বাজসনেয়ি-সংহিতা। ৩০। ১৮।

দুষ্কৃত-সন্নিধানে চরকাচার্য্যকে বলিদান দিবেক।

অথর্ব্ব-বেদীরা ঋক্, সাম, যজুঃ এই বেদ-ত্রয়ী ভিন্ন ভিন্ন ঋত্বিক্-দিগের যার পর নাই নিন্দা করিয়া স্বসম্প্রদায়ীদিগকেই অদ্বিতীয় বিহিত ঋত্বিক্ বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন।

বহ্বৃচো হন্তি বৈ রাষ্ট্রম্ অধ্বর্য্যুর্নাশয়েৎ সুতান্।
ছন্দোগো ধনম্ নাশয়েৎ তস্মাদ্ আথর্ব্বণো গুরুঃ॥
অজ্ঞানাদ্বা প্রমাদাদ্বা যস্য স্যাদ্ বহ্বৃচো গুরুঃ।
দেশরাষ্ট্রপুরামাত্যনাশস্তস্য ন সংশয়ঃ॥
যদি বাধ্বর্য্যবং রাজা নিযুনক্তি পুরোহিতম্।
শস্ত্রেণ বধ্যতে ক্ষিপ্রম্ পরিক্ষীণার্থবাহনঃ॥
যথৈব পঙ্গুরধ্বানমপক্ষী চাণ্ডভোজনম্।
এবং ছন্দোগগুরুণা রাজা বৃদ্ধিং ন গচ্ছতি॥

অথর্ব্বপরিশিষ্ট। ১১২ অধ্যায়।

বহ্বৃচ অর্থাৎ ঋগ্বেদী ঋত্বিক্ যজমানের রাজ্য নাশ করেন, অধ্বর্য্যু অর্থাৎ যজুর্ব্বেদী ঋত্বিক্ যজমানের পুত্র নাশ করেন, ছন্দোগ অর্থাৎ সামবেদী ঋত্বিক্ যজমানের অর্থ নাশ করেন, অতএব আথর্ব্বণ অর্থাৎ অথর্ব্ব-বেদী ঋত্বিক্‌ই প্রকৃত গুরু। যে রাজা অজ্ঞান বা প্রমাদ বশতঃ ঋগ্বেদী ঋত্বিক্‌কে গুরু করেন, তাঁহার দেশ, রাজ্য, নগর ও অমাত্য নিঃসংশয়ে নষ্ট হইয়া যায়। যে রাজা যজুর্ব্বেদী ঋত্বিক্‌কে পুরোহিত-পদে নিযুক্ত করেন, তিনি ধন ও বাহন বিহীন হইয়া অবিলম্বে অস্ত্রাঘাতে প্রাণ-ত্যাগ করেন। পঙ্গু

ব্যক্তি যেমন পথ-গমনে শক্ত হয় না, আর পক্ষী ভিন্ন অন্য জীব যেমন অণ্ড-ভোজনে সমর্থ হয় না *, রাজা সেইরূপ সামবেদী গুরু দ্বারা উন্নতি-লাভে সক্ষম হন না।

ताऽँ ह चरकाः नानैव मन्त्राभ्यां जुह्वति प्राणोदानौ वाऽ अस्यैतौ नानावीर्य्यौ प्राणोदानौ कुर्म इति वदन्तस्तदु तथा न कुर्य्यान्मो-हयन्ति ह ते यजमानस्य प्राणोदानावपीद्वाऽएनं तूष्णीं जुहुयात्।

শতপথ ব্রাহ্মণ। ৪। ১। ২। ১৯। (মুদ্রিত পুস্তকের ৩৪৬ পৃষ্ঠা।)

'উহার এই প্রাণ ও উদান, এই প্রাণ ও উদানকে নানা-বীর্য্য-সম্পন্ন করি' এই কথা বলিয়া এই চরকেরা দুইটি মন্ত্র দ্বারা নানারূপে হবন করে, কিন্তু সেরূপ উহা করিবে না। কারণ তাহারা যজমানের প্রাণোদানকে মুহ্যমান করে। অতএব মৌনী হইয়া এই হবনের অনুষ্ঠান করিবে।

শুক্ল-যজুর্ব্বেদীয় শতপথ ব্রাহ্মণে যেমন কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদী আচার্য্যদিগের বারম্বার নিন্দা করা হইয়াছে, সাম-বেদের ব্রাহ্মণে সেইরূপ ঋগ্বেদী আচার্য্যদিগের প্রতি বহুতর বিদ্বেষ-বাক্য প্রযোজিত আছে। এক-বেদী ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ীরাও পরস্পর বিদ্বেষ-পরবশ হইয়া নিন্দা করিয়াছেন ও পরস্পরকে অপদস্থ করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। অথর্ব্ব-বেদের দুইটি শাখার নাম জলদ ও মৌদ; উল্লিখিত অথর্ব্ব-পরিশিষ্টে তদ্বিষয়ে এইরূপ লিখিত আছে যথা;—

पुरोधा जलदो यस्य मौदो वा स्यात् कथञ्चन।
अब्दाद्दशभ्यो मासेभ्यो राष्ट्रभ्रंशं स गच्छति॥

অথর্ব্বপরিশিষ্ট। ১১২ অধ্যায়।

জলদ অথবা মৌদ যে রাজার পুরোহিত হয়, এক বৎসর বা দশ মাসে তিনি রাজ্য-চ্যুত হন।

ব্রাহ্মণাদির মধ্যে এরূপ বহু-সংখ্যক বিদ্বেষ-সূচক বচন বিদ্য-

* এই উপমাটির তাৎপর্য্য বুঝিতে পারা যায় না।

মান আছে। এক্ষণে মনুসংহিতা হইতে তদ্বিষয়ের একটি প্রমাণ উদ্ধৃত হইতেছে।

> **সামধ্বনাবৃগ্‌যজুষী নাধীয়ীত কদাচন।**
> **বেদস্যাধীত্য বাপ্যন্তমারণ্যকমধীত্য চ॥**
> **ঋগ্বেদো দেবদৈবত্যো যজুর্ব্বেদস্তু মানুষঃ।**
> **সামবেদঃ স্মৃতঃ পিত্র্যস্তস্মাত্তস্যাশুচির্ধ্বনিঃ॥**
>
> মনুসংহিতা। ৪ অধ্যায়। ১২৩ ও ১২৪ শ্লোক।

সাম বেদের ধ্বনি শ্রুতিগোচর সত্ত্বে, বেদান্ত ও আরণ্যক অধ্যয়ন করণানন্তর ঋগ্বেদ ও যজুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিবে না। দেবগণ ঋগ্বেদের দেবতা, মানুষগণ যজুর্ব্বেদের দেবতা, পিতৃগণ সামবেদের দেবতা, এই হেতু সাম বেদের ধ্বনি অশুচি *। †

হিন্দু-সমাজস্থ সাধারণ লোকে বিবিধ সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পূর্ব্বোল্লিখিতরূপ কর্ম্মকাণ্ড-প্রণালী অবলম্বন করিয়া চলিতেছিল বটে, কিন্তু কালক্রমে অচিন্ত্য ও অনির্ব্বচনীয়-স্বরূপ বিশ্ব-কারণের অনুসন্ধান বিষয়ের কিছু কিছু বাহুল্য হইয়া আসিল। মনুষ্যেরা অসভ্যাবস্থা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ধন-প্রাণের বিঘ্ন-ভয় হইতে ক্রমশঃ যত বিমুক্ত হইতে থাকেন, ততই নানা বিষয়ের বিবেচনা করিতে অবসর প্রাপ্ত হন। এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড কিরূপে উৎপন্ন হইল, কেইবা ইহা উৎপাদন করিল, সেই বিশ্ব-কারণের স্বরূপই বা কিরূপ এই সমস্ত অতি দুর্ব্বোধ নিগূঢ় বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধানে অনুরক্ত হন। ভারতবর্ষীয় আর্য্যেরাও এই পদ্ধতি অনুসারে এই সকল বিষয়ে অনুধ্যানশীল হইতে লাগিলেন

---

* শ্রীমান্ কুল্লূকভট্ট লেখেন '**নস্যাশুচিরিব ধ্বনিঃ নত্বশুচিরেব।**' সামবেদের ধ্বনি অশুচি-তুল্য, বাস্তবিক অশুচি নয়। কিন্তু মূলের সংস্কৃতানুসারে তো এরূপ অর্থ সিদ্ধ হয় না!

পুরাণেও এরূপ ধর্ম্ম-সংক্রান্ত বিরোধ বিষয়ের পরিচায়ক বহুতর নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু যে সময়ের বিবরণ সঙ্কলিত হইতেছে, সে সময়ের পক্ষে বেদাদির প্রমাণই সমধিক আদরণীয়।

† শ্রীমান্ জ, মিয়র্—প্রণীত সংস্কৃত মূল (Sanscrit Texts) নামক গ্রন্থের তৃতীয় ভাগের প্রথম পরিচ্ছেদের পঞ্চম অধ্যায়ে শ্রীমান্ বেবেরের সঙ্কলিত উপস্থিত বিষয়ের বিবরণের অনুবাদ দেখ।

এবং যুক্তি-পরম্পরা অবলম্বন করিয়া একমাত্র অদ্বিতীয়-স্বরূপ বিশ্ব-কারণের অস্তিত্ব-জ্ঞান উপার্জ্জন করিলেন। এই জ্ঞান-লাভটি কদাচ সর্ব্ব সাধারণের ক্রমানুগত জ্ঞানোন্নতির পরিণাম নহে; অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান্ কোন কোন বিচক্ষণ ব্যক্তির জ্ঞান-পরিপাকের ফল তাহার সন্দেহ নাই। তাঁহাদের গ্রন্থগুলি উপনিষদ্ বলিয়া বিখ্যাত আছে। তাঁহাদের সময়ে হিন্দুরা যেরূপ অবস্থাপন্ন ছিলেন, উপনিষদ্-বিশেষে তাহা কিছু কিছু লক্ষিত হইতে পারে। তাহা পাঠ করিলে বোধ হয়, সে সময়ে হিন্দুরা এক প্রকার সভ্য হইয়া উঠিয়াছিলেন *। যদিও অতিপ্রাচীন ঋগ্বেদের অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন সূক্ত-বিশেষে উল্লিখিতরূপ জ্ঞানানুশীলনের আরম্ভ হয় †, কিন্তু উপনিষদ্ মধ্যে তাহা বহুলীকৃত ও একরূপ প্রণালী-বদ্ধ হইয়া আসিল। সমস্ত উপনিষদ্ নিতান্ত এক সময়ের ও তাহার প্রত্যেকে কেবল এক একটি পণ্ডিতের বিরচিত নহে। সেই সমুদায়ে নানা সময়ের ও নানা লোকের প্রণীত নানাবিধ শ্লোক সঙ্কলিত হয়। এমন কি, তাহাতে মন্ত্র-ভাগ হইতেও অনেকানেক বচন উদ্ধৃত হইয়াছে ও ব্রাহ্মণোক্ত কোন কোন উপাখ্যান পুনরায় বিবৃত হইয়াছে ‡।

উপনিষদ্-ভাগ বেদের অন্তিম ভাগ অর্থাৎ সর্ব্বশেষে রচিত এ কথা বলিলেও কিছুই বলা হয় না। অনেকগুলি উপনিষদ্ এত আধুনিক যে, তাহা কোন রূপেই বেদের অন্তর্গত বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। বৈদান্তিক ও অন্যান্য প্রাচীন মত-প্রচারকেরা উপ-নিষদ্ অবলম্বন করিয়া স্বমত প্রতিপাদন করিয়াছেন দেখিয়া, অভিনব সম্প্রদায়-গুরুরাও নানাবিধ অভিনব উপনিষদ্ প্রস্তুত করিয়াছেন। এই রূপে উপনিষদের সংখ্যা ক্রমে ক্রমে এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে, তাহা নির্দ্দিষ্ট হওয়াই দুষ্কর। শাজাহান্ বাদসাহের পুত্র শ্রীমান্

---

* কঠোপনিষদ্। ১ বল্লী। ১৬, ২৭, ২৪ ও ২৫ শ্লোক ইত্যাদি।

† ৭৭ ও ৮৪ পৃষ্ঠা দেখ।

‡ M. Müller's A. S. L. p. 328.

দারাশকো ৫০ পঞ্চাশ খানি উপনিষদ্ পারসীক ভাষায় অনুবাদ করান, এবং আঁকেতীই্ দু পের্ঁ নামে ফরাশি-দেশীয় পণ্ডিত সেই সমুদায়কে লাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন। ডাক্তার রোয়র্ এক স্থানে ঐ ফরাশি পণ্ডিতের এবং শ্রীমান্ কোল্ব্রুক্ ও বেবের্ প্রভৃতির নির্দ্দেশিত উপনিষদ্-সংখ্যা সংগ্রহ করিয়া ৯৫ পচানব্বই খানি উপনিষদ্ স্থির করেন *। মুক্তিকা ও মহাবাক্যরত্নাবলী উপনিষদে প্রসঙ্গক্রমে ১০৮ এক শত আট উপনিষদের নাম লিখিত আছে। শ্রীমান্ ওয়াল্টর্ এলিয়ট্ তৈলঙ্গী পণ্ডিতদিগের নিকট হইতে ১১১ এক শত এগার খানি উপনিষদের সংখ্যা সংগ্রহ করেন। এই সমস্ত দেখিয়া ও পর্য্যালোচনা করিয়া শ্রীমান্ রোয়র্ পুনরায় ১৩৮ এক শত আটত্রিশ খানি উপনিষদের সংখ্যাবলী অবধারণ করেন। কোন কোন উপনিষদের এক এক অংশ এক একটি ভিন্ন ভিন্ন উপনিষদ্ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। তাহা হইলে উপনিষদের সংখ্যা সমুদায়ে ১৫৪ এক শত চোয়ান্ন হইয়া উঠে †।

আদিম উপনিষদ্গুলি আরণ্যক ও ব্রাহ্মণ ভাগের অন্তর্গত এই রূপ প্রসিদ্ধ আছে। কেবল ঈশোপনিষদ্ ও শিবসঙ্কল্পোপনিষদ্ বাজসনেয়ি সংহিতার অন্তর্ভূত। ইহাতে ঐ দুই উপনিষদ্ সমধিক প্রাচীন বলিয়া গণ্য হওয়া দূরে থাকুক, ঐ সংহিতা যে বহুতর বিভিন্ন প্রমাণে অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন বোধ হয়, উহাতে উপনিষদের সন্নিবেশও তাহাই দৃঢ়রূপে সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে। কঠ, কেন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ দশ উপনিষদ্ ও অন্যান্য যে দুই এক খানি উপনিষদ্ ‡

---

* Bibliotheca Indica, Vol. vii, No. 34, Preface.

† Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. xx, p p. 607—619.

‡ যেমন শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্। উহা সাংখ্য-মতাবলম্বী পণ্ডিত-বিশেষের প্রণীত বলিয়া সহজেই অনুভূত হয়।

তৎকারণং সাংখ্যযোগাধিগম্যং জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ ॥

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্। ৬। ১৩।

অপেক্ষাকৃত পুরাতন উপনিষদ্ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, এস্থলে সেই সমুদায়েরই প্রসঙ্গ উপস্থিত করা যাইতেছে।

বেদান্তাদি দর্শন শাস্ত্রে যেমন এক একটি নির্দ্দিষ্ট মত অবলম্বিত ও প্রতিপাদিত হইয়াছে, উপনিষদে সেরূপ নহে। তাহাতে পরস্পর বিরুদ্ধ বা বিভিন্ন মত লক্ষিত হইয়া থাকে। কোন স্থলে বা জীব-ব্রহ্মের অভেদ-ভাব, আবার কোন স্থলে বা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাব বর্ণিত হইয়াছে *। জগৎকারণ কোন স্থলে আত্মাদি † পুরুষ-বাচক পুংলিঙ্গ শব্দের, কোথাও বা ব্রহ্মাদি অপুরুষ-প্রতিপাদক ক্লীব লিঙ্গ শব্দের ‡,

---

* **एतदात्म्यमिदꣳ सर्व्वं तत्सत्यꣳ स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति।**

ছান্দোগ্যোপনিষদ্। ৬। ৮। ৭।

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते। तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्त्यनश्नन्नन्योऽभिचाकशीति।

মুণ্ডকোপনিষদ্। ৩। ১।

† **स वा एष महानज आत्माऽजरोऽमरोऽमृतोऽभयः।**

বৃহদারণ্যকোপনিষদ্। ৪। ৪। ২৫।

নিম্ন-লিখিত শ্রুতি-বাক্যে আমাদের হৃদয়ের অভ্যন্তরস্থ পুরুষ-বাচক আত্মাই যে অপুরুষ-বাচক ব্রহ্ম এইটি শাণ্ডিল্য ঋষির মত বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে।

एष म आत्माऽन्तर्हृदयेऽणीयान् व्रीहेर्वा यवाद्वा सर्षपाद्वा श्यामाकाद्वा * * * * * * एष म आत्मान्तर्हृदय एतद्ब्रह्मैतमितः प्रेत्याभिसम्भवितास्मीति यस्य स्यादद्धा न विचिकित्साऽस्तीति ह स्माह शाण्डिल्यः शाण्डिल्यः।

ছান্দোগ্যোপনিষদ্। ৩। ১৪। ৩ ও ৪।

एष म आत्मैतमित आत्मानं प्रेत्याभिसम्भविष्यामीति यस्य स्यादद्धा न विचिकित्सास्तीति ह स्माह शाण्डिल्य एवमेतदिति।

শতপথ ব্রাহ্মণ। ১০। ৬। ৩। ২। (মু. পু. ৮০৬ পৃষ্ঠা।)

‡ **यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति।**

তৈত্তিরীয়োপনিষদ্।

सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म।

তৈত্তিরীয়োপনিষদ্। ব্রহ্মানন্দবল্লী। প্রথম অনুবাক।

প্রতিপাদ্য বলিয়া লিখিত হইয়াছে। কোন কোন স্থলে 'অক্ষর *', কুত্রাপি বা 'মায়া' ও 'মায়ী' †, কোথাও বা 'সৎ ‡' এবং কোন কোন পণ্ডিত কর্তৃক 'অসৎ §' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। শ্রীমান্ ম, মুলর্ কহেন, আদৌ ঐ সমুদায় শব্দের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অর্থ ছিল; ভাষ্য-কারেরা উহাদিগকে একার্থ-প্রতিপাদক বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু যখন আমরা মানবীয় মনের ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান করিতেছি, তখন ঐ সমস্ত বিভিন্ন শব্দ বিভিন্নার্থ বলিয়া বিবেচনা করা আবশ্যক ¶। যে ঋষি যে সময়ে বিশ্বকারণকে যেরূপ স্বভাবাক্রান্ত ও যেরূপ গুণ-সম্পন্ন অনুমান করিয়াছেন, তিনি তৎপ্রতিপাদনার্থ সেইরূপ শব্দ প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন বোধ হয়।

যাহা হউক, উপনিষৎ-কর্ত্তারা যে অতিমাত্র অনুধ্যানশীল ছিলেন এবং পরমার্থ-চিন্তন বিষয়ে প্রগাঢ়তর পরিশ্রম করিয়াছিলেন, উপ-নিষদ্ আবৃত্তি মাত্রই ইহা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতে থাকে। তাঁহারা জগতের মূল ও জগৎকারণের স্বরূপ নির্দ্দেশাদি বিষয়ে মধ্যে মধ্যে যে সমস্ত অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা পরিমার্জ্জিত বুদ্ধি ব্যতিরেকে উদ্ভাবিত হওয়া সম্ভব নয়। তাঁহাদের সময়ে বিজ্ঞান-শাস্ত্রের শ্রীবৃদ্ধি হয় নাই বলিয়া তদীয় গ্রন্থ গুলি সর্ব্ব স্থলে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর না হউক, তথাচ এক এক স্থলে এক একটি এরূপ অভি-প্রায় প্রকটিত আছে যে বোধ হয়, অধুনাতন কালোত্তর-বুদ্ধিমান্ অত্যল্প

---

* यो वा एतदक्षरं गार्ग्य विदित्वाऽस्मिंल्लोके जुहोति यजते तपस्तप्यते बहूनि वर्षसहस्राण्यन्तवदेवास्य तद्भवति ।

বৃহদারণ্যকোপনিষদ্। ৩। ৮। ১০।

† मायान्तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनन्तु महेश्वरम् ।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্। ৪। ১০।

‡ सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाऽद्वितीयम् ।

ছান্দোগ্য ।পনিষদ্। ৬। ২। ১।

§ तद्धैक आहुरसदेवेदमग्रऽआसीदेकमेवाद्वितीयं तस्मादसतः सज्जायत ।

ছান্দোগ্যোপনিষদ্। ৬। ২। ১।

¶ A. S. L. by M. Müller. p. 324.

লোক ব্যতিরেকে অন্যে তাহার প্রকৃতরূপ তাৎপর্য্য-গ্রহে সমর্থ হয় না।

যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্॥

তলবকারোপনিষদ্। ১। ১১।

যিনি নিশ্চয় মনে করেন ব্রহ্মকে জানা যায় না, তিনিই তাঁহাকে জানিয়াছেন। আর যাঁহার এরূপ নিশ্চয় হইয়াছে যে, ব্রহ্মকে আমি জানিয়াছি, তিনি তাঁহাকে জানেন নাই। জ্ঞানবান্ ব্যক্তিদের বিশ্বাস এই যে, ব্রহ্মকে জানা যায় না। অজ্ঞ ব্যক্তিরাই মনে করে, তাঁহাকে জানিতে পারা যায়।

নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা।
অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে॥

কঠোপনিষদ্। ৬। ১২।

বাক্য, মন ও চক্ষু দ্বারা পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তিনি আছেন এই কথা যে ব্যক্তি বলে, সেই তাঁহাকে জানে। তদ্ভিন্ন অন্য ব্যক্তি কিরূপে তাঁহাকে জানিতে পারে ?

অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ।
অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ যত্তৎ পশ্যসি তদ্বদ॥

কঠোপনিষদ্। ২। ১৪।

ধর্ম্ম হইতে ভিন্ন, অধর্ম্ম হইতে ভিন্ন, কার্য্য আর কারণ হইতে ভিন্ন, আর ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান কাল হইতে ভিন্ন যে ব্রহ্ম, তাঁহাকে তুমি জান। তাঁহার বিষয় কহ।

ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্গচ্ছতি নো মনো ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাদন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি। ইতি শুশ্রুম পূর্ব্বেষাং যে নস্তদ্ব্যাচচক্ষিরে।

তলবকারোপনিষদ্। ১। ৩।

তাঁহাকে চক্ষু দেখিতে পায় না, বাক্য কহিতে পারে না এবং মন চিন্তা করিতে পারে না। আমরা তাঁহাকে জানিতে পারি না। শিষ্যকে

কিরূপে ব্রহ্মের বিষয় উপদেশ দিতে হয় তাহাও জানি না। তিনি বিদিত অবিদিত সমুদায় বস্তু হইতে ভিন্ন। আমরা ইহা প্রাচীন পণ্ডিতদিগের নিকট হইতে শুনিয়াছি; তাঁহারা আমাদিগকে তাহা কহিয়াছেন।

বিশ্ব-কারণ যে অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়-স্বরূপ এই অসংশয়িত ও অখণ্ডনীয় তত্ত্বটি উল্লিখিতরূপ বহুতর উপনিষদ্-বচনে একরূপ সূচিত ও নিদর্শিত রহিয়াছে। বস্তুতঃ এই বিশ্ব-ব্যাপার এরূপ জটিল ও সুখ-দুঃখ-বিমিশ্রিত এবং নানারূপ নৈসর্গিক কারণে এরূপ দুঃসহ ক্লেশ ও ভয়ঙ্কর উৎপাত সমুদায় উপস্থিত হয় যে, অবিচলিত-ভক্তি সাকারবাদীরাও এক এক সময়ে বিশ্বকারণের সদয় স্বরূপে সংশয় প্রকাশ করিয়া উঠেন।

তব বিচিত্র মায়ার কি রস, বিষ কি পীয়ূষ,
না হয় অনুভব দুর্গে।
যদি হয় মা সুখ, মিলিত তায় দুখ, হৈয়ে কৃপামুখ,
নিস্তার এ উপসর্গে॥ *

কোন পারসীক কবি কহিয়া গিয়াছেন, এই উদ্যানের বুল্‌বুল্‌গণের † সমাচার কিছু জিজ্ঞাসা করিও না; তদীয় পিঞ্জর হইতে কেবল ক্রন্দন-ধ্বনি আসিতেছে শুনিতে পাইতেছি।

উপনিষৎ-প্রণেতা প্রাচীন পণ্ডিতেরা পূর্ব্বোক্ত রূপ অনেকানেক বচনে পরমার্থ-চিন্তনের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা এবিষয়ে বুঝি কেবল এই অনুক্ত দুইটি কথা সুস্পষ্ট লিপি-বদ্ধ করিতে অবশিষ্ট রাখিয়াছেন। (১)—যাঁহারা এই অদ্ভুত জগতের অদ্ভুত কারণের অদ্ভুত স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতে না পারিয়া তাঁহাতে কল্পিত গুণ ও কল্পিত স্বরূপ আরোপ করেন, তাঁহারাই যথার্থ জ্ঞানান্ধ। (২)—যাঁহারা অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়-স্বরূপ বিশ্ব-

* চুণী-নিবাসী মৃত রঘুনাথ রায় দেওয়ান মহাশয়ের বিরচিত।
† অর্থাৎ জগতের জীবগণের।

কারণকে বিজ্ঞাত ও বিজ্ঞেয়-স্বরূপ বলিয়া উপদেশ প্রদান করেন, তাঁহারাই প্রকৃতরূপ অপ্রকৃতবাদী।—বস্তুতঃ বিশ্বকারণের জ্ঞানানুসন্ধান বিষয়ে যিনি যত অগ্রসর হইতে চেষ্টা করুন না কেন, তদীয় স্বরূপ তাঁহার নিকট হইতে ততই দূরস্থ হইতে থাকে।

"All Philosophy
'is an arch wherethrough
Gleams that untravelled world, whose margin fades
For ever and for ever as we move."

G. H. Lewes.

মনুষ্যেরা ঐ অতি বিষম সঙ্কট কখন উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই ও কখন পারিবেনও না। কোন পারসীক পণ্ডিত লিখিয়া গিয়াছেন, এই জগতের নিগূঢ় মর্ম্ম কেহ কদাচ যুক্তি-যোগে উদ্ভেদ করেন নাই, ও কেহ কস্মিন্ কালে করিবেনও না।

সমুদায় ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ীরা চির কালই বুদ্ধি-শক্তিকে ভয় করিয়া আসিয়াছেন ইহা প্রসিদ্ধই আছে। জ্ঞান-ব্রত উপনিষদ্-বক্তারাও তাহাতে বর্জ্জিত নহেন।

নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া।

কঠোপনিষদ্। ২। ৯।

এই যে আত্মজ্ঞান, ইহা তর্কে পাওয়া যায় না।

যদি বিশ্ব-কারণের স্বরূপ ও পারলৌকিক অবস্থার বিষয় নির্দ্ধারণ করা পরমার্থবিদ্যার উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে মনুষ্যেরা ঐ উপনিষদ্-লব্ধ তর্ক-শাসনকে অতিক্রম করিয়া বুদ্ধি চালনা করাতে, উত্তর কালে বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণের প্রধানতম সম্প্রদায়-বিশেষের ভুবন-বিজয়ী মত-প্রভাবে ঐ বিদ্যাকে যার পর নাই বিপদাপন্ন হইতে হইয়াছে বলিতে হইবে। কিন্তু তাহার অন্যথা ঘটনারই বা উপায় ও সম্ভাবনা কি? বুদ্ধি ও ধর্ম্মনীতি বিষয়ে অধিকার থাকাতেই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব জন্মিয়াছে। বিশুদ্ধ বুদ্ধি তত্ত্ব-লাভের এক মাত্র সোপান। বুদ্ধি-বিচার ব্যতিরেকে তত্ত্ব নিরূপণ করা আর চক্ষু কর্ণ ব্যতিরেকে দেখিতে

ও শুনিতে পাওয়া উভয়ই তুল্য। কোন্ বিষয়ে আমাদের স্বভাব-সিদ্ধ আত্মপ্রত্যয় আছে, আর না আছে, তাহাতেও মনুষ্যের এত ভ্রম ও এত মত-ভেদ জন্মে যে, তাহারও নিশ্চয় করা বিচারাধীন হইয়া উঠিয়াছে। কুসংস্কার-শূন্য বিশুদ্ধ বুদ্ধি জ্ঞান-রূপ পুণ্য-তীর্থের যে স্থানে বা যে অবস্থায় লইয়া যায়, সেই স্থানে ও সেই অবস্থায়ই যাইব এই প্রতিজ্ঞা করিয়া যে সমস্ত তেজস্বি-বুদ্ধি মনস্বী ব্যক্তি বুদ্ধি চালনা করেন, তাঁহারাই প্রকৃতরূপ তত্ত্বানুরাগী। পরিশুদ্ধ যুক্তি-প্রণালী যে কিছু তত্ত্ব উদ্ভাবন করে, তাঁহারা কেবল তাহাকেই কল্যাণকর ও পরম পুরুষার্থ বোধ করিয়া জ্ঞান-রূপ অমৃত-রস পানে পরিতৃপ্ত হন। যাঁহারা ঐরূপ বোধ না করেন, তাঁহারা কদাচ তত্ত্বানুরাগী নহেন; আপনাদের মনঃকল্পিত মতের ও চির-সঞ্চিত কুসংস্কারেরই অনুরাগী। কিন্তু তাঁহাদের অপরাধই বা কি? অবনীমণ্ডলে কয় ব্যক্তি বিশুদ্ধ ও সতেজ বুদ্ধির বীজ লইয়া জন্ম-গ্রহণ করে? বহু-বোধাভিমানী পুস্তক-বাহী অবোধের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নয় বটে, কিন্তু নিরপেক্ষ-বুদ্ধি-শালী সুদৃঢ়-চিত্ত প্রধান লোক অতিমাত্র বিরল। ভ্রম অতীব সুলভ পদার্থ; অক্লেশে ও অজ্ঞাতসারে অনাহূতই উপস্থিত হয়।

"There are few delusions that a man cannot be brought to believe, if they injure neither his stomach nor his purse."*

Times.

"Men rarely recount facts simply as they happened, but mingle their own opinions with them; more especially if the facts are above their comprehension, and connected with religious interests."

Spinoza.

প্রকৃত প্রস্তাবের আর অতিক্রম করিয়া যাওয়া উচিত নয়। উপনিষদের মতে পরমাত্মার উপাসনাতে অথবা তদীয় জ্ঞান-লাভেই মুক্তি-

* ইহার অধিকও দেখিতে পাইতেছি, অনেকে অর্থ-ব্যয় ও শরীর-ক্লেশ স্বীকার করিয়াও ভ্রান্তি-মরীচিকার উদ্দেশে পরিভ্রমণ করেন।

লাভ হয়, তদ্ভিন্ন অন্য কিছুতেই হয় না। পরমাত্মার শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনেতেই তাঁহার উপাসনা বা জ্ঞানানুশীলন পর্য্যাপ্ত হয়।

আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।

বৃহদারণ্যকোপনিষদ্। ২। ৪। ৫।

যে সময়ে প্রাচীন উপনিষদ্ সমুদায় বিরচিত হয়, সে সময়ে হিন্দু-দিগের বর্ণ-বিভাগ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল তাহার সন্দেহ নাই। উহার মধ্যে স্থানে স্থানে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-বিশেষের সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। কিন্তু উত্তর কালীন স্মৃতি-সংহিতা সমুদায়ে ঐ সকল বর্ণের যেরূপ বৃত্তি ও অধিকারাদি নিরূপিত আছে, উপনিষদের মধ্যে তাহার কিছু কিছু অন্যথা দেখিতে পাওয়া যায়। সে সময়ে ক্ষত্রিয়-কুলোদ্ভব নরপতিরা অনেকেই আত্ম-জ্ঞানের উপদেষ্টা ছিলেন; ব্রাহ্মণ-সন্তানেরা তাঁহাদের সমীপে শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া তদ্বিষয়ে উপ-দিষ্ট হইতেন। ছান্দোগ্যোপনিষদে স্পষ্টই লিখিত আছে, প্রবা-হন রাজা গৌতম ঋষিকে কহিতেছেন,

যথেয়ন্ন প্রাক্ ত্বত্তঃ পুরা বিদ্যা ব্রাহ্মণান্ গচ্ছতি তস্মাদু সর্ব্বেষু লোকেষু ক্ষত্রস্যৈব প্রশাসনমভূদিতি।

ছান্দোগ্যোপনিষদ্। ৫। ৩। ৭।

তোমার পূর্ব্বে ব্রাহ্মণদিগের এই বিদ্যায় অধিকার ছিল না। অত-এব সর্ব্বত্র ক্ষত্রিয় জাতিরই ইহা উপদেশ দিবার অধিকার ছিল।

উপনিষদ্-বিশেষে * মৈত্রেয়ী প্রভৃতি স্ত্রীগণকে বেদ-বাক্য দ্বারা আত্ম-জ্ঞান উপদেশ দেওয়া হয় এইরূপ লিখিত আছে। অতএব সেই উপনিষদের সেই সেই অংশ রচিত হইবার সময়ে স্ত্রীলোকের বেদাধিকার-নিষেধ বিষয়ক ব্যবস্থা প্রচলিত হয় নাই বলিতে হইবে।

কোন স্থানে লিখিত আছে, আত্মজ্ঞানী ব্যক্তি ইহলোক হইতে অবসৃত হইয়া অমর হন, আর কোথাও বা উল্লিখিত আছে, তিনি পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন অথবা তাহাতে লীন হইয়া যান। সর্ব্বত্র-ব্যাপী

* বৃহদারণ্যকোপনিষদ্। ২। ৪ ও ৩। ৬-৮ এবং ৪। ৫।

পূর্ণ-স্বরূপ পর-ব্রহ্মে লয় পাওয়া আর জীবের স্বীয় সত্তার বিনাশ হওয়া উভয়ই এক কথা।

পূর্ব্ব-কালীন বিভিন্ন বৈদিক সম্প্রদায়ীরা পরস্পর যেরূপ বিদ্বেষ-পরবশ ছিলেন, ইতিপূর্ব্বে তাহা কিঞ্চিৎ লিখিত হইয়াছে। জ্ঞান-ব্রত উপনিষদ্-বক্তারাও বেদোক্ত-কর্ম্মানুষ্ঠায়ীদিগের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে ক্রুটি করেন নাই। তাঁহারা উহাদিগকে সামান্য লোক বলিয়া অবজ্ঞা করিয়াছেন, কর্ম্ম-প্রতিপাদক ভিন্ন ভিন্ন চারি বেদকেই নিকৃষ্ট বিদ্যা বলিয়া অনাদর করিয়াছেন * ও বেদোক্ত-যজ্ঞানুষ্ঠায়ী-দিগের পারলৌকিক দুর্গতি-ঘটনার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते।
ततोभूयइव ते तमोयउ विद्यायां रताः॥

বাজসনেয়ি-সংহিতোপনিষদ্। ৯।

যাহারা কেবল যজ্ঞাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহারা ঘোরতর অন্ধকারে প্রবিষ্ট হয়। আর যাহারা দেবতা-জ্ঞানে রত হয়, তাহারা তাহা অপেক্ষাও অধিকতর অন্ধকারে প্রবেশ করিয়া থাকে।

असुर्य्यानाम ते लोकाअन्धेन तमसावृताः।
तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनोजनाः॥

বাজসনেয়ি-সংহিতোপনিষদ্। ৩।

যাহারা আত্ম-স্বরূপকে হনন করে, তাহারা মৃত হইয়া ঘোরতর অন্ধকারে আবৃত অসূর্য্য লোকে গমন করিয়া থাকে।

উপক্রমণিকা-ভাগের এই পর্য্যন্ত লিখিত হইল। ইহার পর, বৈদিক ধর্ম্ম ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া কিরূপে পৌরাণিক ও তান্ত্রিক ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইল, কি বৈদিক কি পৌরাণিক কোন্‌রূপ হিন্দু-ধর্ম্ম কোন্ সময়ে প্রচারিত বা অপ্রচারিত থাকে, এই পুস্তকে বর্ণিত সম্প্রদায় সমূহ উৎপন্ন হইবার অনধিক পূর্ব্বেই কিরূপ উপা-

* **द्वे विद्ये वेदितव्ये इति ह स्म यद्ब्रह्मविदो वदन्ति परा चैवापरा च॥ तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्व्वेदः सामवेदोऽथर्व्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषमिति। अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते॥**

মুণ্ডকোপনিষদ্। ১। ১। ৪—৫।

সনা-প্রণালী প্রচলিত ছিল এই সমুদায় বিষয়ের যত দূর যাহা জানিতে পারা যায়, যথাক্রমে বিবরণ করা যাইবে। কিন্তু আমি যেরূপ অসুস্থ ও অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছি তাহাতে উহা সত্বর সম্পন্ন করিয়া তুলিবার সম্ভাবনা নাই, অথচ অনেকেই এই পুস্তক পাঠ করিবার জন্য এরূপ অত্যুৎসুক হইয়াছেন যে আর সমধিক বিলম্ব করা কোন মতেই শোভা পায় না, এই নিমিত্ত উপক্রমণিকা-ভাগ সম্পূর্ণ না করিয়াই উপাসক-সম্প্রদায়ের প্রথম ভাগ প্রচারিত করিতে হইল। যদি কখন দ্বিতীয় ভাগ প্রকটিত করিতে পারি, তাহা হইলে সেই সঙ্গেই উপক্রমণিকার শেষাংশ সংযোজিত করিয়া দিব।

কিরূপে এই উপাসক-সম্প্রদায় রচিত ও সংগৃহীত হইল, এক্ষণে পাঠকগণকে অবগত করা আবশ্যক। কাশীর রাজার মুন্সী শীতল সিংহ ও তত্রত্য কালেজের পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ মথুরানাথ ইহাঁরা প্রত্যেকে পারসীক ভাষায় এ বিষয়ের এক এক খানি গ্রন্থ প্রস্তুত করেন। ঐ দুই পুস্তকে বিবিধ সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তন ও আচরণাদি সংক্রান্ত বহুতর বৃত্তান্ত বিনিবেশিত হয়। আর নাভাজি ও নারায়ণ দাসের বিরচিত হিন্দী ভক্তমালে, প্রিয়দাস কর্ত্তৃক ব্রজ-ভাষায় লিখিত তদীয় টীকায়, বাঙ্গলা ভাষায় কৃষ্ণদাসের কৃত সেই টীকার সবিস্তর বিবরণে এবং ভারতবর্ষীয় বিভিন্ন ভাষায় বিরচিত অপরাপর বহুতর সাম্প্রদায়িক গ্রন্থে বৈষ্ণব সম্প্রদায় সমূহের প্রবর্ত্তক ও অন্য অন্য ভক্তগণ সম্বন্ধীয় অনেকানেক উপাখ্যান এবং নানা সম্প্রদায়ের কর্ত্তব্যাদি বিবিধ বিষয় সন্নিবেশিত আছে। সুবিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীমান্ হ, হ, উইল্‌সন্ ঐ দুই পারসীক পুস্তক এবং হিন্দী ও সংস্কৃতাদি ভাষায় রচিত ভক্তমাল প্রভৃতি অন্য অন্য সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ দর্শন করিয়া ইংরেজী ভাষায় হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী উপাসক-সম্প্রদায় সমুদায়ের ইতিহাস বিষয়ের দুইটি প্রবন্ধ রচনা করেন। এসিয়াটিক্ রিসর্চ্ নামক পুস্তকাবলীর ষোড়শ ও সপ্তদশ খণ্ডে তাহা প্রথম প্রকাশিত হয়। আমি তাঁহার সেই দুই প্রবন্ধকেই অধিক অবলম্বন করিয়া বাঙ্গলা

ভাষায় পশ্চাৎ-প্রস্তাবিত সম্প্রদায় সমূহের অনেকাংশের ইতিবৃত্ত সঙ্কলন করিয়াছি। স্থানে স্থানে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন, পরি-বর্জ্জন ও সংযোজন করা হইয়াছে একথা বলা বাহুল্য। তদ্ভিন্ন, এই প্রথম ভাগে রামসনেহী, বিথল-ভক্ত, কর্ত্তাভজা, বাউল, ন্যাড়া, সাঁই, দরবেশ, বলরামী প্রভৃতি আর ২২ বাইশটি সম্প্রদায়ের বিবরণ অনুরূপে সংগৃহীত হইয়াছে। তাহার মধ্যে দুইটির বৃত্তান্ত পুস্তকান্তর হইতে নীত, অবশিষ্ট ২০ কুড়িটির বিষয় নূতন সঙ্কলিত।

ন্যূনাধিক ২২ বাইশ বৎসর অতীত হইল, এই পুস্তকের অনেকাংশ প্রথমে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকটিত হয়। এতাদৃশ বহু পূর্ব্বের লিখিত পুস্তক পুনঃ-প্রচারিত করিতে হইলে, তাহা বিশেষরূপ সংশোধন করা আবশ্যক। কিন্তু আমার শরীরের যেরূপ শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়া রহিয়াছে, তাহা ভদ্র-সমাজে একেবারে অবিদিত নাই। আমি শারীরিক ও মানসিক কোনরূপ পরিশ্রমেই কিছু মাত্র সমর্থ নই। বলিতে কি, আমি একরূপ জীবন্মৃত হইয়াই রহি-য়াছি। বস্তুতঃ ঐ শব্দটি যেমন আমাতে প্রয়োজিত হয়, এমন আর দ্বিতীয় ব্যক্তিতে হয় কি না সন্দেহ। এপ্রকার অসমর্থ থাকিতে, রীতিমত শোধন করা দূরে থাকুক, পুস্তকখানি মুদ্রিত করিয়া তোলাও আমার পক্ষে একরূপ অসাধ্য ব্যাপার। এরূপ অশক্ত শরীরে, যাহা কিছু লিখিত বা শোধিত হইয়াছে, তাহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে কি, চলনসহ হওয়াও সুকঠিন। কি করি, ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়কে এই অবস্থাতেই পাঠক-সমাজে উপস্থিত করিতে হইল।

শকাব্দ ১৭৯২। শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত।

ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়।

বর্ত্তমান-সম্প্রদায়-বিবরণ।

ইদানীং এ দেশে পাঁচ প্রকার উপাসক সর্ব্ব-প্রধান বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে; বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, সৌর ও গাণপত্য *। বিষ্ণু-পূজকেরা বৈষ্ণব, শিবার্চ্চকেরা শৈব, শক্তি-সেবকেরা শাক্ত, সূর্য্যোপাসকেরা সৌর ও গণেশোপাসকেরা গাণপত্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকেন। ঐ সমস্ত ইদানীন্তন উপাসক-সম্প্রদায়ের বৃত্তান্ত এই পুস্তকে যথাক্রমে লিখিত হইতেছে। কিন্তু যে সমস্ত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ও তদীয় মতানুগত গৃহী ব্যক্তিরা বৈদিক ও তান্ত্রিক উভয়বিধ ক্রিয়ারই অনুষ্ঠান করেন, উল্লিখিত সম্প্রদায়ীদিগের সহিত তাঁহাদের সবিশেষ বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা ঐ শিব, শক্তি, বিষ্ণ্বাদি দেবতা-বিশেষকে ইষ্ট দেবতা স্বরূপ গ্রহণ করিয়া তদীয় আরাধনায় প্রবৃত্ত হন বটে, কিন্তু উল্লিখিত কোন সম্প্রদায়ের অনুগামী হইয়া চলেন না এবং বেদ, স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্র ভিন্ন অন্য শাস্ত্রের শাসন স্বীকার করেন

---

* শৈবানি গাণপত্যানি শাক্তানি বৈষ্ণবানি চ।
সাধনানি চ সৌরাণি চান্যানি যানি কানি চ।
শ্রুতানি তানি দেবেশ ত্বদ্বক্ত্রান্নিঃসৃতানি চ॥
তন্ত্রসারে তৃতীয়পরিচ্ছেদঃ।

ভবানীন্তু যদা মধ্যে ঐশান্যামচ্যুতং যজেৎ।
আগ্নেয্যাং পার্ব্বতীনাথং নৈরৃত্যাং গণনায়কং।
বায়ব্যাং তপনঞ্চৈব পূজাক্রম উদাহৃতঃ॥ ইত্যাদি।
শাক্তে মন্ত্রায়তনী টীকা।

না। প্রত্যুত, ঐ শাস্ত্র-চতুষ্টয়ের বহির্ভূত যাবতীয় ধর্ম্ম-কর্ম্ম নিরয়-কারণ বলিয়া অগ্রাহ্য করেন। তাঁহারা বেদোক্ত ও তন্ত্রোক্ত সকল দেবতারই অর্চ্চনা করেন ও বেদ-বিরুদ্ধ আচরণ করিবেন না এইরূপ অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু যে সমস্ত উপাসক-সম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত এ স্থলে লিপিবদ্ধ হইতেছে, তাহাদের মধ্যে অনেক সম্প্রদায় বেদের শাসন ও ব্রাহ্মণ-বর্ণের আধিপত্য অস্বী-কার ও অতিক্রম করিয়াই প্রবর্ত্তিত ও প্রাদুর্ভূত হই-য়াছে। ঐ শেষোক্ত সম্প্রদায়ীরা স্ব-সম্প্রদায় মধ্যে বর্ণ-বিচার পরিত্যাগ করেন, সকল বর্ণ হইতেই গুরু ও শিষ্য গ্রহণ করেন এবং দেশ-ভাষায় লিখিত সমধিক গ্রন্থের অনুবর্ত্তী হইয়া চলেন। তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকে বিপ্রসাধারণকে পরম্পরাগত প্রথানুসারে শ্রদ্ধা ও সমাদর করিতে ত্রুটি করে না বটে, কিন্তু স্ব-সম্প্রদায়-নিবিষ্ট ব্রাহ্মণগণের প্রতি বিশেষরূপ ভক্তি শ্রদ্ধা প্রকাশ করে এবং ধর্ম্ম-পালন বিষয়ে তাঁহাদেরই অনুসারী হইয়া কার্য্য করে *। কোন কোন সম্প্রদায়ী উদাসী-নেরা ও ভিক্ষুকেরা ব্রাহ্মণদিগকে উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করে; ব্রাহ্মণেরাও তাহাদিগের প্রতি বিরাগ ও বিদ্বেষ প্রকাশ করিতে পরাঙ্মুখ হন না।

---

* উল্লিখিত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ও তদীয় মতানুগত ব্যক্তিদিগের সহিত এই পুস্তকে বর্ণিত সম্প্রদায়-সমূহের যেরূপ বৈশিষ্ট্য প্রদর্শিত হইল, তাহা এ দেশে অন্যান্য সম্প্রদায় অপেক্ষায় বৈষ্ণবদিগের বিষয়ে অধিক দেখিতে পাওয়া যায়।

উল্লিখিত সম্প্রদায় সমূহের ইতিবৃত্ত প্রকটন করাই এই গ্রন্থ-প্রণয়নের প্রধান উদ্দেশ্য। প্রথম ভাগে কেবল বৈষ্ণবদিগের এবং দ্বিতীয় ভাগে শৈব, শাক্ত, সৌর ও গাণপত্য এবং নানকসাহী, উদাসী প্রভৃতি অন্য অন্য উপাসকদিগের বৃত্তান্ত সন্নিবেশিত হইবে।

বৈষ্ণব-সম্প্রদায়।

শঙ্করাচার্য্যের সময়ে যে সকল বৈষ্ণব-সম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল, তাহা উপক্রমণিকার মধ্যে সবিশেষ লিখিত হইয়াছে। কিন্তু ইদানীং তাহার কোন সম্প্রদায়ই অবিকল দৃষ্ট হয় না। এই ক্ষণে চারি সম্প্রদায় প্রবল; রামানুজ, বিষ্ণুস্বামী, মধ্বাচার্য্য এবং নিম্বাদিত্য। আঁর আর যত সম্প্রদায় প্রচলিত আছে, সে সমুদায় ঐ চারি প্রধান সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। এই উল্লিখিত সম্প্রদায়-চতুষ্টয়ের প্রামাণ্য দেখাইবার নিমিত্ত বৈষ্ণবেরা এই পদ্মপুরাণীয় বচন পাঠ করেন;

সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলা মতাঃ।
অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ॥
শ্রীমাধ্বীরুদ্রসনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ।
চত্বারস্তে কলৌ ইবি সম্প্রদায়প্রবর্ত্তকাঃ॥

যাহারা সম্প্রদায়-বর্জ্জিত, তাহাদের মন্ত্র নিষ্ফল। অতএব কলিযুগে, চারি জন সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক হইবেন।

শ্রী, মাধ্বী, রুদ্র, সনক এই চারি জনে বৈষ্ণব হইয়া ভূ-মণ্ডল পবিত্র করিবেন। হে দেবি। তাঁহারা চারি জনে কলিযুগে চারি সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করিবেন।

কৃষ্ণদাস ভক্তমালের টীকাতে এই বচনের কিয়দংশ পদ্মপুরাণের ও গৌতমীয় তন্ত্রের বচন বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং প্রমাণপ্রমেয়রত্নাবলী নামক গ্রন্থের শ্লোক বলিয়া এই পশ্চাল্লিখিত বচন প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ বচনে কথিত-পূর্ব্ব সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকদিগের নাম প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।

रामानुजं श्रीः स्वीचक्रे मध्वाचार्य्यं चतुर्म्मुखः।
श्रीविष्णुस्वामिनं रुद्रो निम्बादित्यं चतुःसनः॥

লক্ষ্মী রামানুজকে, ব্রহ্মা মধ্বাচার্য্যকে, রুদ্র বিষ্ণু-স্বামীকে এবং সনক, সনন্দ, সনাতন, সনৎকুমার, ইঁহারা নিম্বাদিত্যকে স্বীকার করিলেন *।

---

* चौबीस प्रथम हरि वपु धर्‍यौ चतुर्व्यूह कलियुग प्रगट। श्रीरामानुज उदार सुधानिधि अवनि कल्पतरु॥ विष्णुस्वामी बोहितसिन्धु संसार पारकरु। मध्वाचारज मेघ भक्तिसरऊसर भरिया। निम्बादित्य आदित्य कुहर अज्ञान जु हरिया॥ जन्म कर्म्म भागौत धर्म्मसम्प्रदायथापी प्रगट।

हिन्दि भक्तमाले।

হরি পূর্ব্বে চতুর্ব্বিংশতি দেহ ধারণ করিয়াছিলেন, কলিযুগে তাঁহার চারি দেহ প্রকট হইয়াছে। ভূলোকের কল্পতরু স্বরূপ, উদার-স্বভাব, ও সুধানিধি শ্রীরামানুজ, সংসার-পারক ও দয়া-সাগর বিষ্ণু-স্বামী, ভক্তি-শরতের সজল জলধর স্বরূপ মধ্বাচার্য্য ও অজ্ঞান-গুহা-প্রদীপক আদিত্যস্বরূপ নিম্বাদিত্য। তাঁহারা জন্ম-কর্ম্ম বিভাগ করিয়াছেন, এবং প্রত্যেকে ধর্ম্ম-সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন।

রামানুজ-সম্প্রদায়।

উল্লিখিত চারি সম্প্রদায়ের মধ্যে রামানুজ-সম্প্রদায় সর্ব্বপ্রধান। তাহার অন্য এক নাম শ্রী-সম্প্রদায়। সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক রামানুজ দক্ষিণাপথে, অর্থাৎ ভারতবর্ষের দক্ষিণ খণ্ডে, জন্ম-গ্রহণ করেন। ঐ খণ্ডে তাঁহার মত সমধিক প্রচলিত। ঐ খণ্ডে, বিশেষতঃ উহার দক্ষিণ ভাগে, বৈষ্ণবাদি অন্য অন্য পৌরাণিক ও তান্ত্রিক মত রীতিমত প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে শৈব ধর্ম্মের বিশেষরূপ প্রাদুর্ভাব ছিল। উহার অন্তঃপাতী বিভিন্ন দেশের সমস্ত উপাখ্যান ও সমস্ত জনশ্রুতি পর্য্যালোচনাতেই এ কথা প্রমাণ-সিদ্ধ বোধ হয়। পাণ্ড্য-রাজ্য ও চোল-রাজ্যের প্রথমকার ভূপতিগণ পরম শিব-ভক্ত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন এবং তাঁহাদিগের চরিত্র-বর্ণনাতে শিব-মাহাত্ম্যই বিশেষরূপ বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহারা অনেকেই শিব-প্রতিষ্ঠা করেন এবং শিব ও ভবানীই তাঁহাদিগের রাজ্যের গ্রাম্যদেবতা ছিলেন। এরিয়ান নামে গ্রীশ দেশীয় এক গ্রন্থকার কন্যাকুমারীর নাম কুমার লিখিয়া কহিয়াছেন, এক দেবীর নামে এই স্থানের নাম রাখা হইয়াছে। ঐ গ্রন্থকারের সময়ে সে স্থানে ঐ দেবীর এক খানি প্রতিমূর্ত্তি ছিল। দুর্গার এক নাম কুমারী, তাঁহার মূর্ত্তি-বিশেষ অদ্যাপি তথায় বিদ্যমান আছে। এরিয়ান খৃষ্টীয় শাকের দ্বিতীয় শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। অতএব ১৮০০ বা ১৯০০ বৎসর পূর্ব্বে ভারত-

বর্ষের দক্ষিণ খণ্ডে শিব ও শক্তির উপাসনা প্রচলিত থাকিবার নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে এ কথা অবশ্যই অঙ্গীকার করিতে হয়। পরে কালক্রমে অন্য অন্য উপাসনাও প্রচারিত হয়। অনন্তর শকাব্দের সপ্তম শতাব্দীর অন্তভাগে, অথবা অষ্টম শতাব্দীর প্রথম অংশে, শ্রীমান্ শঙ্করাচার্য্য প্রাদুর্ভূত হইয়া বেদান্ত-প্রতিপাদ্য অদ্বৈত মত প্রচার করিলেন। লোকে তাঁহাকে শিবাবতার বলিয়া স্বীকার করিল এবং তাঁহার সহায়তা ক্রমে শৈবদিগের বিশেষরূপ প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠিল। বোধ হয় এই নিমিত্তই বৈষ্ণবেরা আপনাদিগের দুর্ব্বল ধর্ম্ম প্রবল করিবার জন্য দৃঢ়তর যত্ন পাইতে লাগিলেন এবং শকাব্দের একাদশ শতাব্দীতে * রামানুজ আচার্য্য শৈব ধর্ম্ম নিরাকরণে সচেষ্ট হইয়া স্বনাম-প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত

* স্মৃতিকালতরঙ্গের মতে, ১০৪৯ শকাব্দে রামানুজ বর্ত্তমান ছিলেন। শিলালিপির প্রমাণে, তিনি ১০৫০ শকে বিদ্যমান ছিলেন (Buchanan's Mysore)। কর্ণাটদেশীয় রাজাদিগের চরিত-বর্ণনার মধ্যে লিখিত আছে, চোলাধিপতি ত্রিভুবন-চক্রবর্ত্তী ৪৬০ ফসলীতে অর্থাৎ ৯০৪ বা ৭৫ শকে জীবিত ছিলেন; রামানুজ আচার্য্য সেই রাজার পুত্র বীরপাণ্ড্য চোলের সমকালবর্ত্তী ছিলেন (Journ A.S. B. Vol. 7, P. 128)। উক্ত পুস্তকের ঐ স্থানে ইহাও লেখা আছে যে, ৯৩৯ শকে রামানুজের প্রাদুর্ভাব হয় (Ibid)। উল্কাস্ সাহেব স্বীয় সংগৃহীত প্রমাণপুঞ্জ দৃষ্টে অনুমান করেন, রামানুজ ১১০৪ শকে জীবিত ছিলেন (Wilk's History of Mysore vol. P, 141.)। তাঁহার সমকালবর্ত্তী বিষ্ণুবর্দ্ধনের ১০৫৫ শকাব্দাবধির বহু শিলালিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। (Mackenzie Collection. P cxi) এই সমুদায় প্রমাণের মধ্যে শিলালিপির প্রমাণ বলবৎ বোধ হইতেছে। অতএব শকাব্দের একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রামানুজ আচার্য্য প্রাদুর্ভূত হন এ কথা এক প্রকার প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে।

করিলেন *। তদবধি অন্য অন্য বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের উদয় হইতে লাগিল †।

রামানুজ আচার্য্যের চরিত-বৃত্তান্ত দক্ষিণাপথে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছে। ভার্গব উপপুরাণে লিখিত আছে, অনন্ত-দেব রামানুজ রূপে এবং বিষ্ণুর শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মাদি ভূষণ সকল তাঁহার প্রধান প্রধান সহধর্ম্মী ও শিষ্য স্বরূপে, অবতীর্ণ হন। কর্ণাট-ভাষায় লিখিত দিব্যচরিত্র নামক পুস্তকে তাঁহার চরিত্র বর্ণিত আছে; তাহাতেও তাঁহাকে অনন্ত-অবতার বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। পেরুম্বুর ‡ তাঁহার জন্ম-ভূমি। তাঁহার পিতার নাম কেশবাচার্য্য, মাতার নাম ভূমিদেবী। তিনি কাঞ্চীপুরে শিক্ষা-লাভ করিয়া প্রথমে সেই স্থানেই আত্ম-মত উপদেশ করেন, এবং শ্রীরঙ্গে § থাকিয়া শ্রীরঙ্গনাথের উপাসনা করেন।

---

* বৈষ্ণবদিগের মতে

শ্রীলশঙ্করাচার্য্য শঙ্করাবতার। ভাগবত আজ্ঞায় ব্রাহ্মণ রূপধর॥ কলি-কালে বেদের সদর্থ আচ্ছাদন। করি ব্যাখ্যা করে মায়াবাদার্থ স্থাপন॥ কৃষ্ণ উক্তি গোপন করিয়া দেবী দেবা। উপাসনা প্রকাশিলা ত্রিবর্গের সেবা॥ শ্রুতি কুব্যাখ্যা মেঘে আচ্ছাদন ছিল। রামানুজ স্বামি-বাতে মেঘ উড়া-ইল॥ তবে শুদ্ধ ভক্তি রবি উদয় করিয়া। জগতের অন্ধকার দিল খেদাইয়া॥

কৃষ্ণদাসকৃত ভক্তমালাটীকা, ১০ মালা।

† Journ, R, A. S. No. 6, P.204, and 206, Mackenzie Collection Introduction.

‡ মান্দ্রাজের পশ্চিমোত্তর অংশে পেরুম্বুর।

§ ত্রিচিনপোলি অর্থাৎ ত্রিশিরপল্লীর সন্নিহিত শ্রীরঙ্গ দ্বীপ কাবেরী নদীর দুই শাখা দ্বারা পরিবেষ্টিত আছে।

সে স্থানে তিনি অনেক গুলি গ্রন্থ রচনা করিয়া দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিলেন। ভারতবর্ষের অন্তর্গত নানা দেশে উপস্থিত হইয়া নানা-মতস্থ পণ্ডিতদিগকে বিচারে পরাস্ত করিলেন, ও ব্যঙ্কট গিরি * প্রভৃতি বিবিধ স্থানের শিব-মন্দির অধিকার করিয়া বিষ্ণু-উপাসনার স্থান করিলেন।

তিনি শ্রীরঙ্গধামে প্রত্যাগমন করিলে পর, শৈব ও বৈষ্ণবে উৎকট বিবাদ উপস্থিত হইল। তৎকালে চোল-রাজ্যেশ্বর পরম শিব-ভক্ত ছিলেন। কেহ কেহ কহেন, কেরিকাল চোল নামে যে প্রসিদ্ধ নরপতির নাম শুনিতে পাওয়া যায়, তিনিই ঐ সময়ে চোল রাজ্যের রাজা ছিলেন। আবার তিনিই পরে ক্বমিকোণ্ড চোল বলিয়া নামান্তর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি স্বাধিকারস্থ সকল ব্রাহ্মণকে দেব-দেব মহাদেবের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া এক অঙ্গীকার-পত্র লিখিয়া দিতে আদেশ করিলেন এবং তদর্থ অবাধ্য উগ্রস্বভাব ব্যক্তিদিগকে উৎকোচ দিয়া, এবং অপর লোকদিগকে ভয় প্রদর্শন করিয়া, নিজ মতে সম্মত করিলেন। কিন্তু রামানুজকে কোন ক্রমে বশতাপন্ন করিতে না পারিয়া, তাঁহাকে ধৃত করিবার নিমিত্ত, অস্ত্রধারী লোক প্রেরণ করিলেন। রামানুজ শিষ্যবর্গের সহায়তা ক্রমে অব্যাহতি পাইয়া, ঘাটপর্ব্বত আরোহণ পূর্ব্বক, কর্ণাট-দেশীয় জৈনরাজা বেতালদেব বেলালরায়ের শরণাপন্ন হইলেন। এরূপ উপাখ্যান আছে যে, একটা

* মান্দ্রাজ হইতে প্রায় ৩৬ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে ব্যঙ্কট গিরি। ইহাকে ত্রিপতির পর্ব্বত বলে।

ব্রহ্মরাক্ষস এই রাজার কন্যাকে আশ্রয় করিয়াছিল, কিন্তু বাস্তবিক তিনি পীড়িতা হইয়াছিলেন; রামানুজ তাঁহাকে আরোগ্য করিয়া রাজার নিকট প্রতিপন্ন হইলেন ও তাঁহাকে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম উপদেশ দিয়া আপন মতের অনুবর্ত্তী করিলেন। প্রবাদ আছে, পূর্ব্বাবধি রাজমহিষীর বৈষ্ণব-মতে অনুরক্তি ছিল; তাঁহার অনুরোধ ক্রমে রাজা রামানুজ আচার্য্যকে আশ্রয় দিয়া অবশেষে আপনিও রাজ্ঞীর সহধর্ম্মী হইলেন *। সেই অবধি বেতালদেব বিষ্ণু-বর্দ্ধন বলিয়া বিখ্যাত হইলেন। তিনি যাদবগিরিতে † এক মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাতে চবলরায় নামে কৃষ্ণ-বিগ্রহ স্থাপিত করিলেন। রামানুজ আচার্য্য সেই মন্দিরে দ্বাদশ বৎসর অবস্থিতি করেন। তদনন্তর তিনি আপনার অনিষ্টকারী চোল-রাজার মৃত্যু-সংবাদ শ্রবণ করিয়া কাবেরী-তীরস্থ শ্রীরঙ্গ-ধামে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক চির-জীবন ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত থাকিলেন।

দক্ষিণাপথে রামানুজ-সম্প্রদায়ের ভূরি ভূরি আখ্ড়া বিদ্যমান আছে ‡। তাঁহার গদিও ঐ প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত। আচার্য্য-গণ শিষ্যানুশিষ্য ক্রমে তাহার অধিকারী হইয়া আসিতেছেন §। এই কারণ বশতঃ উত্তর-দেশীয় আচার্য্য-

---

* Mackenzie Collection, P. cx.

† ইহার বর্ত্তমান নাম মৈল কোটে। মহীসুর-প্রদেশস্থ শ্রীরঙ্গপত্তনের ছয় ক্রোশ উত্তরে এই স্থান।

‡ আখড়ার বিশেষ বিবরণ পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইবে।

§ শ্রীযুক্ত বকানন্ সাহেব দাক্ষিণাত্য লোকদিগের নিকট হইতে এ

দিগের অপেক্ষা দাক্ষিণাত্য আচার্য্যদিগের প্রাধান্য প্রসিদ্ধ আছে।

শ্রী-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবেরা বিষ্ণু ও লক্ষ্মী এবং উভয়ের প্রত্যেক অবতারের পৃথক্ বা যুগল-রূপের উপাসনা করেন। এই এক সম্প্রদায়েরও নানাপ্রকার মত-ভেদ আছে। কেহ নারায়ণ, কেহ লক্ষ্মী, কেহ লক্ষ্মী-নারায়ণ, কেহ রাম, কেহ সীতা, কেহ সীতা-রাম, কেহ কৃষ্ণ, কেহ রুক্মিণী, কেহ বা বিষ্ণুর অন্য অবতার বা তদীয় শক্তির আরাধনা করেন। এইরূপ বিভিন্ন ইষ্টদেবতার উপাসনা প্রচলিত হওয়াতে শ্রী-বৈষ্ণবদিগের নানা শ্রেণী হইয়া উঠিয়াছে।

ভারতবর্ষের উত্তর খণ্ডে অর্থাৎ আর্য্যাবর্ত্তে শ্রী-সম্প্রদায়ের মত তাদৃশ প্রচলিত নহে। যদিও এ সম্প্রদায়ী গুরুদিগের সন্ন্যাস গ্রহণ করা নিতান্ত আবশ্যক নহে, কিন্তু এ প্রদেশীয় শ্রী-বৈষ্ণবেরা প্রায়ই সন্ন্যাসী। ব্রাহ্মণ

বিষয়ের যে সকল বৃত্তান্ত সংগ্রহ করেন, তদনুসারে অবগত হওয়া যায়, রামানুজ আচার্য্য সাত শত মঠ সংস্থাপন করেন; তাহার মধ্যে এক্ষণে চারিটি মাত্র মঠ বিদ্যমান আছে। দক্ষিণ বদরিকাশ্রমে অর্থাৎ মৈল কোটেতে তাঁহার এক প্রধান মঠ আছে। তদ্ভিন্ন রামানুজ বংশ-পরম্পরাগত চৌয়াত্তরটি গুরু-পদ প্রতিষ্ঠিত করেন; সেই সকল পদাভিষিক্ত গুরুগণ আপনাদিগের প্রাধান্য-স্থাপনের নিমিত্তে তৎসম্প্রদায়ী সন্ন্যাসীদিগের সহিত অদ্যাপি বিবাদ করিয়া থাকেন; কিন্তু সন্ন্যাসীরাই প্রধান বলিয়া সচরাচর প্রসিদ্ধ আছে (Buch Mysore. 2. 75.)। উক্ত সাহেব স্থানান্তরে কহিয়াছেন, উননব্বইটি গুরু-পদ প্রতিষ্ঠিত হয়; সন্ন্যাসীদিগের ৫টি এবং গৃহস্থদিগের ৮৪টি। তোতাদ্রি, রামেশ্বর, শ্রীরঙ্গ, কাঞ্চী, ও আহোবালেম, এই পঞ্চ মঠ সন্ন্যাসীদিগের (Ibid. 1. 144.)।

ভিন্ন অন্যের দীক্ষা-গুরু হইবার অধিকার নাই, কিন্তু সকলেই শিষ্য হইতে পারেন *।

এ সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব-গণ স্থানে স্থানে মন্দির-প্রতিষ্ঠা করিয়া বিষ্ণু ও লক্ষ্মী, রাম ও কৃষ্ণ এবং তাঁহাদিগের অন্য অন্য মূর্ত্তির প্রতিমূর্ত্তি স্থাপনা করিয়াছেন। দক্ষিণাপথে লক্ষ্মী-বালজী, রামনাথ ও রঙ্গনাথ, উৎকলে জগন্নাথ, হিমালয়ে বদরীনাথ এবং দ্বারকাদি অন্য অন্য তীর্থ-স্থানে অনেকবিধ বিষ্ণু-মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। তদ্ভিন্ন, বহু গৃহস্থের আলয়েও নিত্য দেব-সেবা আছে; তাঁহারা মন্দিরে বা বাস্তু-গৃহে পাষাণ বা ধাতুময় বিগ্রহ এবং শালগ্রাম-শিলা ও তুলসী-বৃক্ষ স্থাপিত করিয়া রাখেন। অন্ন-পাক বিষয়ে অপরাপর সম্প্রদায়ের সহিত শ্রী-বৈষ্ণবদিগের অনেক ইতরবিশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। কার্পাস-বস্ত্র পরিধান করিয়া ভোজন করা তাঁহাদিগের পক্ষে বিধেয় নহে; স্নাত হইয়া পট্ট-বাস বা লোমজ বস্ত্র পরিধান করাই নিতান্ত আবশ্যক। ইহাঁরা পরান্ন ভোজন করেন না; নিজ হস্তেই অন্ন পাক করেন; তবে আচার্য্যেরা তদ্বিষয়ে শিষ্য-বিশেষের পরিচর্য্যা গ্রহণ করিয়া থাকেন। রন্ধন বা ভোজন কালে অপরের দৃষ্টি-পাত হইলে, তৎক্ষণাৎ সে কর্ম্মে নিরস্ত হন এবং ঐ সকল খাদ্য সামগ্রী ভূমি-গর্ভে নিহিত হয় †।

---

* জারজ সন্তানের মন্ত্রাধিকার নাই।

† লোক-প্রমুখাৎ জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে, ইহাঁদিগের দুই শ্রেণী আছে:

মন্ত্র-গ্রহণ-ব্যাপার সকল উপাসকেরই অতি গুহ্য ও প্রধান ক্রিয়া। শ্রী-বৈষ্ণবেরা 'ওঁ রামায় নমঃ' মন্ত্রে দীক্ষিত হন। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে বিষয়ী ও ধর্ম্ম-ব্রতী দুইপ্রকার লোক আছেন। যখন কোন ধর্ম্ম-ব্রতী অথবা বিষয়ী ব্যক্তি অন্য কোন ধর্ম্ম-ব্রতীকে দেখিতে পান, তখন তাঁহাকে বাক্য-বিশেষ প্রয়োগ করিয়া সম্ভাষণ করেন। শ্রী-বৈষ্ণবেরা, 'দাসোঽস্মি' বা 'দাসোঽহং' বলিয়া প্রণাম করেন। কেবল আচার্য্যদিগকে অন্য সকলের সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিতে হয়।

তিলক-সেবা বৈষ্ণবদিগের একটি মুখ্য সাধন। তাঁহারা ললাটাদি দ্বাদশ অঙ্গে * গোপীচন্দন ও অন্য অন্য মৃত্তিকা দিয়া নানাবিধ তিলক করিয়া থাকেন †। তন্মধ্যে দ্বারকার গোপীচন্দনই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত ‡। শ্রী-বৈষ্ণবেরা নাসা-মূল অবধি কেশ পর্য্যন্ত দুটি ঊর্দ্ধ রেখা চিহ্নিত করিয়া ঐ দুই রেখার নাসা-মূল-স্পৃষ্ট উভয় প্রান্ত অপর

আবরণী ও অনাবরণী। যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত কঠোর নিয়ম সকল পালন করেন, তাঁহাদিগের নাম আবরণী এবং যাঁহারা সেরূপ নিয়ম পালন না করেন, তাঁহাদিগের নাম অনাবরণী।

* ললাট, কণ্ঠ, বামবাহু, দক্ষিণবাহু, হৃদয়, নাভি, বামপার্শ্ব, দক্ষিণপার্শ্ব, বামকর্ণ-মূল, দক্ষিণকর্ণ-মূল, শিরোমধ্য এবং পৃষ্ঠ-দেশ এই দ্বাদশ অঙ্গ।

† ये कण्ठलग्नतुलसीनलिनाक्षमाला ये द्वादशाङ्गहरिनामकृतोर्द्ध्वपुण्ड्राः। ये ज्ञानभक्तिमुदिता हृतयज्ञचक्रास्ते वैष्णवा भुवनमाशु पवित्रयन्ति ॥

इतिशब्दकल्पद्रुमधृतपाद्मोत्तरखण्डवचनम्।

‡ यो मृत्तिकां द्वारवतीसमुद्भवां करे समादाय ललाटपट्टे। करोति नित्यं त्वथचोर्द्ध्वपुण्ड्रं क्रियाफलं कोटिगुणं सदा भवेत् ॥

हरिभक्तिविलासधृतगारुडवचनम्।

একটি ভ্রূ-মধ্য-গত রেখা দ্বারা সংযুক্ত করিয়া দেন এবং ঐ দুই ঊর্দ্ধ্ব-পুণ্ড্রের মধ্য-স্থলে পীত অথবা রক্ত-বর্ণ অপর একটি ঊর্দ্ধ্ব-রেখা অঙ্কিত করিয়া থাকেন *।

যদূর্দ্ধ্বপুণ্ড্রং তিলকং শোভনং তন্মনোহরম্ ।
তন্মধ্যপীতরেখন্তু শ্রীমদ্রামানুজং বিদুঃ † ॥

তদ্ভিন্ন, তাঁহারা হৃদয়ে ও বাহু-যুগলে গোপীচন্দন-মৃত্তিকা দিয়া শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মের প্রতিরূপ পরিচিহ্নিত করেন এবং ঐ শঙ্খাদির মধ্য-স্থলে এক একটি রক্ত-বর্ণ রেখা

---

* রুলি দিয়া রক্তবর্ণ রেখা করে। হরিদ্রা ও চূর্ণেতে রুলি হয়।

† শব্দকল্পদ্রুমে এই শ্লোক পদ্মপুরাণীয় উত্তরখণ্ডের বচন বলিয়া উদ্ধৃত হইয়াছে। এই শ্লোকে রামানুজের নাম দৃষ্ট হইতেছে, অতএব যাঁহারা পুরাণ-প্রণেতাদিগকে ভ্রম-শূন্য ভবিষ্যদ্বক্তা বলিয়া বিশ্বাস না করেন, তাঁহারা অক্লেশেই কহিবেন, পদ্মপুরাণীয় উত্তরখণ্ড, রামানুজ-সম্প্রদায় সংস্থাপিত হইবার পর, অর্থাৎ শকাব্দের একাদশ শতাব্দীতে অথবা তাহার কিছুকাল পরে, লিখিত ও প্রকটিত হইয়াছে। তাঁহার মত-প্রচারের পর যে এই খণ্ড বিরচিত হইয়াছে ইহা সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত, তাঁহারা প্রমাণান্তরও উপস্থিত করিতে পারেন। ঐ খণ্ডের ২৬ অধ্যায়ে তিলক-মৃত্তিকার বিবরণ-মধ্যে ব্যঙ্কটাদ্রির মৃত্তিকার প্রাশস্ত্য নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

"আদায় পরয়া ভক্ত্যা ব্যঙ্কটাদ্রৌ শুভে মৃদম্ ।
ধারয়েদূর্দ্ধ্বপুণ্ড্রাণি হরিসালোক্যসিদ্ধয়ে ॥"

অনন্তর কয়েক অধ্যায়ের পর কোন্ কোন্ স্থানে প্রধান প্রধান বিষ্ণু-বিগ্রহ স্থাপিত আছে, তাহার বিবরণ মধ্যে ব্যঙ্কটাদ্রির নাম উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বে দৃষ্ট হইয়াছে, রামানুজ আচার্য্যের সময়ে ব্যঙ্কটাদ্রির মন্দিরে শিব-স্থাপনা ছিল, পরে তিনি উহা বিষ্ণু-উপাসনার স্থান করেন। অতএব যে সকল বচনে ব্যঙ্কটাদ্রি বিষ্ণু-পূজা ও বিষ্ণু-মাহাত্ম্যের স্থান বলিয়া বর্ণিত আছে, তাহা সুতরাং উক্ত ঘটনার পরে রচিত হইয়াছে বলিতে হইবে। লিখিত-পূর্ব্ব বচনগুলি, হয়, প্রক্ষিপ্ত, নয়, পদ্ম-পুরাণের উত্তর খণ্ড শ্রী-সম্প্রদায়-সংস্থাপনের পর বিরচিত, ইহার অন্যতর পক্ষ কাজে কাজেই অঙ্গীকার করিতে হয়।

অঙ্কিত করিয়া থাকেন। এই রক্ত-রেখা লক্ষ্মী-স্বরূপা *। অনেকের স্থানে এই সকল তিলকের এক এক খান কাষ্ঠ-ময় অথবা ধাতুময় মুদ্রা অর্থাৎ ছাপা থাকে; তাঁহারা তাহা-তেই অঙ্গ-বিশেষে অঙ্কিত করিয়া শরীর পবিত্র করেন। কেহ কেহ ঐ ধাতুময় মুদ্রা উত্তপ্ত করিয়া শরীরে অঙ্কিত করেন। কিন্তু উহা সর্ব্ববাদি-সম্মত নহে; তদ্বিষয়ে সবিশেষ দোষ-শ্রুতি আছে †। ইহাঁরা গল-দেশে তুলসী-মালা ধারণ করেন ও তুলসী অথবা পদ্ম-বীজের জপ-মালাও গ্রহণ করিয়া থাকেন।

বেদার্থ-সংগ্রহ, বেদান্ত-সার, বেদান্ত-প্রদীপ, গীতা-ভাষ্য, রামানুজ-কৃত ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য এই সমস্ত বেদার্থ-বিষয়ক সংস্কৃত গ্রন্থ ইহাঁদের সর্ব্ব-প্রধান প্রামাণিক

* কাশীখণ্ডেও এই সমস্ত বৈষ্ণবাচারের বহু মাহাত্ম্য লিখিত আছে।

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রো বা যদি বেতরঃ।
বিষ্ণুভক্তিসমাযুক্তো জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বোত্তমশ্চ সঃ॥
শঙ্খচক্রাঙ্কিততনুঃ শিরসা মঞ্জরীধরঃ।
গোপীচন্দনলিপ্তাঙ্গো দৃষ্টশ্চেত্তদঘং কুতঃ॥

† তথাহি তপ্তশঙ্খাদিলিঙ্গচিহ্নতনুর্নরঃ।
স সর্ব্বপাতকাভোগী চাণ্ডালো জন্মকোটিভিঃ॥
তং দ্বিজং তপ্তশঙ্খাদিলিঙ্গাঙ্কিততনুং নর।
সম্ভাষ্য রৌরবং যাতি যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ॥

ইতি বৃহন্নারদীয়পুরাণে।

তপ্তমুদ্রার অনুষ্ঠান দক্ষিণেতে অধিক প্রচলিত। পূর্ব্বে খ্রীষ্টিয়ান্-দিগেরও এইরূপ ব্যবহার ছিল; তাহারা দীক্ষা-কালে তপ্ত লৌহ দ্বারা ললাটে ক্রশ্-চিহ্ন অঙ্কিত করিত।

A similar practice seems to have been known to some of the early Christians, and baptizing with fire, was stampting the Cross on the forehead with a hot iron.—Wilson's Hindu Sects.

শাস্ত্র। তদ্ভিন্ন, স্তোত্র-ভাষ্য, শত-দূষণী প্রভৃতি ব্যঙ্কটাচার্য্য-প্রণীত পুস্তক এবং চণ্ডমারুত বৈদিক ত্রিংশৎ ধ্যান, পঞ্চ-রাত্র প্রভৃতি অন্য অন্য গ্রন্থও ইহাঁরা সমধিক প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করেন। পুরাণের মধ্যে ইহাঁরা বিষ্ণু, নারদীয়, গরুড়, পদ্ম, বরাহ ও ভাগবত * এই ছয় পুরাণকে প্রামাণিক বলিয়া অঙ্গীকার করেন এবং অপর দ্বাদশ পুরাণ রাজসিক ও তামসিক বলিয়া অগ্রাহ্য করেন। এই সকল সংস্কৃত গ্রন্থ ব্যতিরেকে, দক্ষিণাপথের দেশ-ভাষাতে রামানুজ-সম্প্রদায়ের বোধ-সুলভ বহুতর গ্রন্থ আছে। তন্মধ্যে গুরুপরনামক এক খানি গ্রন্থে রামানুজ আচার্য্যের জীবন-বৃত্তান্ত সঙ্কলিত রহিয়াছে।

ইহাঁদিগের মতানুসারে, পদার্থ তিন-প্রকার; চিৎ, অচিৎ, ও ঈশ্বর। জীবাত্মাকে চিৎ কহে; ইনি ভোক্তা ও নিত্য-চেতন-স্বরূপ। প্রত্যক্ষ-গোচর যাবতীয় পদার্থকে অচিৎ কহে। অচিৎ জড়াত্মক ও ত্রিবিধ বিভাগে বিভক্ত; অন্ন জলাদি ভোগ্য বস্তু, ভোজন-পাত্রাদি ভোগোপকরণ এবং শরীরাদি ভোগায়তন। ঈশ্বর বিশ্বের কর্ত্তা ও উপাদান; ইনি অপরিচ্ছিন্ন-জ্ঞান-স্বরূপ এবং চিৎ ও অচিৎ ইহাঁর শরীর-স্বরূপ; ইনি সর্ব্ব-জীবের নিয়ন্তা †।

---

* পদ্মপুরাণের মতে এই ছয় পুরাণ সাত্ত্বিক, অপর দ্বাদশ পুরাণ রাজসিক ও তামসিক।

† वासुदेवः परं ब्रह्म कल्याणगुणसंयुतः ।
भुवनानामुपादानं कर्त्ता जीवनियामकः ॥

सर्व्वदर्शनान्तर्गतरामानुजदर्शनम् ।

ইহঁাদের মতানুসারে, বিষ্ণুই ঐ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কারণ পরব্রহ্ম। প্রথমে কেবল একমাত্র তিনিই ছিলেন; তাঁহা হইতে এই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। তিনি ইচ্ছা করিলেন, 'আমি বহু হই' এবং এই ইচ্ছামাত্র স্থূলরূপে আবির্ভূত হইলেন।

ইহঁারা বৈদান্তিকদিগের ন্যায় বিশ্বের সহিত বিশ্ব-কারণের অভেদ স্বীকার করিয়া কহেন, যেমন একমাত্র মৃত্তিকাই ঘটশরাবাদি বিভিন্নরূপে অবস্থান করে, একমাত্র পরমেশ্বর সেইরূপ চিদচিৎ বিভিন্ন রূপে বিরাজমান হইতেছেন। কিন্তু বৈদান্তিকেরা যেমন জীব ও জড়ের সহিত পরমাত্মাকে বাস্তবিক অভিন্ন বলিয়া অঙ্গীকার করেন, ইহঁারা সেরূপ অভেদ-বাদ অঙ্গীকার না করিয়া কহেন, জীবাত্মা যেমন হস্তপদাদি-বিশিষ্ট ভৌতিক দেহের অন্তর্যামী বলিয়া, ঐ দেহ জীবের শরীর বলিয়া, পরিগণিত হয়, সেইরূপ, পরমাত্মা জীব ও জড়ের অন্তর্যামী বলিয়া, জড় ও জীবাত্মাকে পরমাত্মার শরীর বলিয়া, গণ্য করিতে হয়। অতএব শরীর ও জীব, শরীরাত্মভাবে অভিন্ন বলিয়া প্রথিত হইলেও, যেমন বাস্তবিক অভিন্ন নহে, পরমাত্মাও সেইরূপ জড় ও জীবের সহিত বাস্তবিক অভিন্ন বলিয়া সিদ্ধ হইতে পারে না। প্রত্যুত, পরমাত্মা

তত্র চিচ্ছব্দবাচ্যা জীবাত্মানঃ পরমাত্মনঃ প্রকারাশ্রিতাঃ নিত্যাশ্চ।। * * *

অচিচ্ছব্দবাচ্যং দৃশ্যং জড়ং জগত্ ত্রিবিধং ভোগোপকরণভোগায়তন ভেদাত্। * * *

ঈশ্বর, জীবাত্মা তদীয় দাস-স্বরূপ *। তদ্ভিন্ন, বৈদান্তিকেরা পরব্রহ্মকে নির্গুণ ও নিরাকার বলিয়া থাকেন, কিন্তু শ্রী-সম্প্রদায়ীরা তাঁহাকে সরূপ ও সগুণ বলিয়া বর্ণন করেন। তাঁহার অনন্ত গুণ † ও দ্বিপ্রকার রূপ ; পরমাত্ম-রূপ অর্থাৎ কারণ-রূপ এবং স্থূল-রূপ অর্থাৎ বিশ্ব-রূপ। অদ্বৈত-বাদী বৈদান্তিকদিগের সহিত কার্য্য-কারণের অভেদ-বাদ ব্যতিরেকে, ঐশ্বরিক রূপ-গুণাদি অন্যান্য বিষয়ে উল্লিখিত-রূপ বৈশিষ্ট্য থাকাতে, শ্রী-সম্প্রদায়ীরা আপনাদিগকে বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদী বলিয়া বিখ্যাত করিয়াছেন।

পরমাত্ম-রূপ ও বিশ্ব-রূপ ব্যতিরেকে, ভক্ত-বৎসল ভগবান্ ভক্তগণের হিতার্থ সময়ে সময়ে আর পাঁচ প্রকার মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন ; অর্চ্চা, বিভব, ব্যূহ, সূক্ষ্ম ও অন্তর্যামী। প্রথমতঃ, প্রতিমাদির নাম অর্চ্চা। দ্বিতীয়তঃ, মৎস্য, বরাহ, কূর্ম্মাদি অবতারের নাম বিভব। তৃতীয়তঃ, বাসুদেব, বলরাম, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চারিটি ব্যূহ ‡। চতুর্থতঃ, সম্পূর্ণ-ষড়্-গুণ-শালী বাসুদেবাখ্য পরব্রহ্মের নাম সূক্ষ্ম। সেই ছয় গুণের ছয় সংজ্ঞা আছে। যথা, বিরজ, অর্থাৎ রজোগুণাভাব, বিমৃত্যু অর্থাৎ মরণাভাব,

---

* ঈশ্বরোদন্যঃ বহুবিজ্ঞানবলঃ বহাত্মে জীবো ভবতীতি নিয়মম্।
বেদান্তস্যমন্তকে।

† তস্য গুণাশ্চ জ্ঞানানন্দাদয়োঽনন্তাঃ সন্তি নিরূপ্যন্তে।
বেদান্তস্যমন্তকে।

‡ ভাগবত পুরাণের তৃতীয় স্কন্ধে ২৬শ অধ্যায়ে লিখিত আছে, বাসুদেব চিত্ত-স্বরূপ, সঙ্কর্ষণ অহঙ্কার-স্বরূপ, অনিরুদ্ধ মনঃ-স্বরূপ এবং প্রদ্যুম্ন বুদ্ধি-স্বরূপ।

বিশোক অর্থাৎ শোকাদি দুঃখাভাব, বিজিঘিৎসা অর্থাৎ ক্ষুৎপিপাসাভাব, সত্য-কাম এবং সত্য-সঙ্কল্প *। পঞ্চ-মতঃ, সকল জীবের নিয়ন্তৃ মূর্ত্তি-বিশেষ অন্তর্যামী বলিয়া অভিহিত হইয়াছে †। ভক্ত জনেরা এই পাঁচ রূপের মধ্যে, পূর্ব্ব পূর্ব্বের উপাসনা দ্বারা স্বীয় সাধনের উন্নতি-লাভ ক্রমে উত্তরোত্তরের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতে থাকেন। উপাসনাও পাঁচপ্রকার; অভিগমন, উপাদান, ইজ্যা, স্বাধ্যায় এবং যোগ। দেবতা-গৃহ বা তদীয় পথ-মার্জ্জনা ও অনুলেপনাদির নাম অভিগমন। গন্ধ-পুষ্পাদি পূজা-দ্রব্য আয়োজনের নাম উপাদান। ভগবৎ-পূজার নামই ইজ্যা; তাহাতে বলি-দান নিষিদ্ধ। অর্থাববোধ পূর্ব্বক মন্ত্রজপ, বৈষ্ণবসূক্ত ও স্তোত্রপাঠ, নাম-সঙ্কীর্ত্তন ও রামানুজ-ভাষ্য প্রভৃতি তত্ত্ব-প্রতিপাদক শাস্ত্রাভ্যাসের নাম স্বাধ্যায় ‡। ধ্যান, ধারণা ও সমাধি প্রভৃতি দেবতানু-

---

* যে কামনা ব্যর্থ না হয়, তাহাকে সত্য কাম কহে, ও যে সঙ্কল্প বিফল না হয়, তাহাকে সত্য-সঙ্কল্প কহে।

† वासुदेवः स्वभक्तेषु वात्सल्यात् तत्तदीप्सितम्।
अधिकार्य्यानुगुण्येन प्रयच्छति फलं बहु॥
तदर्थं लीलया स्वीयाः पञ्च मूर्त्तीः करोति वै।
प्रतिमादिकमर्च्चा स्यादवतारास्तु वैभवाः॥
संकर्षणो वासुदेवः प्रद्युम्नश्चानिरुद्धकः।
व्यूहश्चतुर्व्विधो ज्ञेयः सूक्ष्मं सम्पूर्णषड्गुणम्॥
तदेव वासुदेवाख्यं परं ब्रह्म निगद्यते।
अन्तर्यामी जीवसंस्थो जीवप्रेरक ईरितः॥
सर्व्वदर्शनसंग्रहः।

‡ स्वाध्यायो नाम अर्थानुसन्धानपूर्व्वको मन्त्रजपो वैष्णवसूक्तस्तोत्रपाठो नामसङ्कीर्त्तनं तत्त्वप्रतिपादकशास्त्राभ्यासश्च।
सर्व्वदर्शनसंग्रहान्तर्गतरामानुजदर्शनम्॥

সন্ধান-ব্যাপারের নাম যোগ। এইপ্রকার উপাসনা-বলে সাধক বৈকুণ্ঠবাসী হইয়া ভগবানের সর্ব্ব-কর্ত্তৃত্ব গুণ ভিন্ন অন্য সমুদায় গুণ প্রাপ্ত হন এবং তাঁহার সহিত সুপবিত্র নিত্য সুখ সম্ভোগ করেন *।

দক্ষিণাপথের বহুতর লোক রামানুজ-সম্প্রদায় অবলম্বন করিয়াছে। বিন্ধ্যাচলের উত্তরে তন্মতাবলম্বী অধিক লোক দৃষ্ট হয় না। শৈবদিগের সহিত তাঁহাদিগের বিলক্ষণ বিরোধ দেখিতে পাওয়া যায়; ইদানীন্তন শ্রীকৃষ্ণোপাসক বৈষ্ণবদিগেরও সহিত সবিশেষ সম্প্রীতি নাই।

রামানন্দী অর্থাৎ রামাৎ।

ভারতবর্ষের উত্তরখণ্ডে রামানুজ অপেক্ষা রামানন্দী বৈষ্ণবদিগের নাম অধিক প্রসিদ্ধ। তাঁহারা রামচন্দ্র ও তৎসহবর্ত্তী সীতা, লক্ষ্মণ ও হনুমানের উপাসনা করেন। কেহ কেহ সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক রামানন্দকে রামানুজের শিষ্য বলিয়া জানেন, কিন্তু তাহা কোন ক্রমে যুক্তি-সিদ্ধ বোধ হয় না। রামানুজের শিষ্য-পরম্পরার যেরূপ বৃত্তান্ত প্রচলিত আছে,তদনুসারে তাঁহার পরম্পরা-গত শিষ্য-প্রণালী

---

* ततः स्वाभाविकाः पुंसां ते संसारतिरोहिताः ।
आविर्भवन्ति कल्याणाः सर्व्वज्ञत्वादयो गुणाः ॥
एवं गुणाः समानाः स्युर्मुक्तानामीश्वरस्य च ।
सर्व्वकर्त्तृत्वमेवैकं तेभ्यो देवे विशिष्यते ॥
मुक्तास्तु शेषिणि ब्रह्मण्यशेषे शेषरूपिणः ।
सर्व्वानश्नुवते कामान् सह तेन विपश्चितेति ॥

पञ्चरात्ररहस्यम् ।

মধ্যে রামানন্দ চতুর্থ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন। যথা, রামানুজের শিষ্য দেবানন্দ, দেবানন্দের শিষ্য হরিনন্দ, হরিনন্দের শিষ্য রাঘবানন্দ, রাঘবানন্দের শিষ্য রামানন্দ *। ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, শকাব্দের একাদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে রামানুজ আচার্য্য বিদ্যমান ছিলেন। ইহা হইলে শকাব্দের দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে রামানন্দের বর্ত্তমান থাকা সম্ভব বোধ হয়। কিন্তু রামানন্দের শিষ্য কবীর শকাব্দের চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রাদুর্ভূত হন। সুতরাং তাঁহার গুরু রামানন্দ স্বামীরও ঐ শতাব্দীর আরম্ভে, না হয় কিছু পূর্ব্বেও, জীবিত থাকাই সর্ব্বতোভাবে সম্ভব হয়। অতএব তিনি রামানুজের শিষ্য-পরম্পরার মধ্যে চতুর্থ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইলে, যে সময় তাঁহার বিদ্যমান থাকা সম্ভব, তাহা কোন মতেই যুক্তি-সিদ্ধ হইতেছে না। সুতরাং তিনি রামানুজের শিষ্য-পরম্পরার অন্তর্গত কি না তাহাও সন্দেহ-স্থল।

জন-শ্রুতি আছে, রামানন্দ কিয়ৎ কাল দেশ-ভ্রমণ করিয়া মঠেতে প্রত্যাগমন করিলে পর, তাঁহার সতীর্থগণ কহিলেন "ভোজ্য ও ভোজন-ক্রিয়ার সঙ্গোপন করা রামানুজ-সম্প্রদায়ের অবশ্য-কর্ত্তব্য কর্ম্ম, কিন্তু তুমি দেশ-পর্য্যটন-কালে এ নিয়ম প্রতিপালনে সমর্থ হইয়াছিলে এমত

* ভক্তমালায় রামানুজের শিষ্য-পরম্পরার যে বৃত্তান্ত আছে, তাহার সহিত ইহার কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য দেখা যাইতেছে। তদনুসারে, প্রথম রামানুজ, দ্বিতীয় দেবাচার্য্য, তৃতীয় রাঘবানন্দ, চতুর্থ রামানন্দ।

কখনই সম্ভাবিত নহে।” গুরু রাঘবানন্দও তাঁহাদের মতে সম্মত হইয়া রামানন্দকে পৃথক্ ভোজন করিতে আজ্ঞা দিলেন। তিনি এইরূপ অবমানিত হইয়া ক্রোধান্বিত হইলেন এবং তাঁহাদিগের সংসর্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বনামপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করিলেন।

রামানন্দ বারাণসীর পঞ্চ-গঙ্গা ঘাটে অবস্থিতি করিলেন। জন-শ্রুতি আছে, পূর্ব্বে সে স্থানে তাঁহার শিষ্যদিগের এক মঠ প্রতিষ্ঠিত ছিল, কোন মোসলমান রাজা তাহা ভগ্ন করিয়া ফেলেন। এক্ষণে উহার সন্নিধানে এক প্রস্তরময় বেদি আছে। লোকে কহে, উহাতে রামানন্দের পদ-চিহ্ন অঙ্কিত রহিয়াছে। তদ্ভিন্ন, এখনও কাশীতে রামানন্দীদিগের অনেকানেক সুপ্রসিদ্ধ মঠ বিদ্যমান রহিয়াছে; তাহাতে মধ্যে মধ্যে পঞ্চায়িত হইয়া থাকে; হিন্দুস্থানের রামাতেরা ঐ পঞ্চায়িতের অনুবর্ত্তী হইয়া চলে। প্রায় সকল সম্প্রদায়ী উপাসকদিগেরই দুই প্রধান শ্রেণী; বিষয়ী ও ধর্ম্ম-ব্রতী। ধর্ম্ম-ব্রতী উপাসকেরা দুই প্রকার, উদাসীন ও গৃহস্থ। যদিও বল্লভাচারী সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবেরা গৃহস্থ গুরুর প্রাধান্য স্বীকার করেন এবং ঐ সম্প্রদায়ের গোস্বামীরা গৃহাশ্রমী হইয়া বিষয়-ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকেন, তথাচ ধর্ম্ম-বিষয়ে উদাসীনেরাই সচরাচর প্রধান বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। উদাসীনেরা তীর্থ পর্য্যটন পূর্ব্বক ভিক্ষা ও বাণিজ্যাদি জীবনোপায় দ্বারা উদর পূর্ত্তি করেন। স্থানে স্থানে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মঠ, অস্থল বা আখুড়া আছে;

ভ্রমণ-কালে তাহার কোন মঠে উত্তীর্ণ হইয়া কিছু দিন তথায় অবস্থিতি করেন। বয়োধিক বা জরাগ্রস্ত হইলে, মঠ-বিশেষের আশ্রয় লইয়া কাল যাপন করেন, অথবা স্বয়ং এক মঠ সংস্থাপন করিয়া সেই স্থানে আয়ুঃ শেষ করেন।

শৈব-সন্ন্যাসীর ন্যায় হিন্দুস্থানী বৈষ্ণবদিগেরও সাতটি মূল আখ্ড়া অর্থাৎ মঠ আছে; নির্ব্বাণী, খাকী, সন্তোষী, নির্মোহী, বলভদ্রী, টাটম্বরী ও দিগম্বর।

এই সাতটি আখ্ড়ার মধ্যে তিনটি আখ্ড়া হইতে আর সাতটি দল-বিশেষ উৎপন্ন হইয়াছে। তাহাদিগকে শাখা-আখ্ড়া বলিলে বলা যায়। সেই প্রধান তিন আখ্ড়ার যাহা কিছু অর্থাগম হয়, ঐ দলস্থেরা তাহার অংশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আখ্ড়ার উৎপত্তি-বিবরণ যেরূপ শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাতে এইটিই প্রতীয়মান হইয়া উঠে যে, শৈব-বৈষ্ণবের পরস্পর বিবাদ প্রযুক্ত, পরস্পরের পরাভব উদ্দেশে, উহার প্রবর্ত্তন ঘটিয়াছে। প্রবীণ বৈরাগীরা আত্মমুখে তাহা স্বীকার করিয়া থাকেন। হরিদ্বার, প্রয়াগ, উজ্জয়িনী ও গোদাবরীর স্নানোৎসবে অর্থাৎ কুম্ভমেলায় কোন্ সম্প্রদায়ীরা প্রথমে স্নান করিবে এই প্রস্তাব লইয়া পূর্ব্বে বিষম বিরোধ ও তুমুল সংগ্রাম সংঘটিত হইত। বর্ত্তমান রাজশাসন-প্রভাবে তাহার একরূপ মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। অগ্রে শৈব সন্ন্যাসীরা, পরে বৈরাগী সম্প্রদায়ীরা, অনন্তর উদাসীনগণ এবং তৎ-

পরে অন্য অন্য লোকে স্নান করিয়া থাকে। ঐ সমস্ত মেলায় উল্লিখিত সাত আখ্‌ড়া ও শাখা-আখ্‌ড়ার বৈরাগীগণ জমাৎ-বদ্ধ হইয়া যাত্রা করে। শৈব-সন্ন্যাসীদের জমাতে যেরূপ পূজারী, ভাণ্ডারী, হিসাবী, কোতয়াল প্রভৃতি কর্ম্মচারী সমুদায় নিযুক্ত থাকে, ইহাদের জমাতেও সেইরূপ। জমাতে ধ্বজার বড় মাহাত্ম্য। ঐ সকল মেলায় স্বর্ণ ও রজত-মণ্ডিত বহু-সংখ্যক সুদীর্ঘ ধ্বজা একত্র উড্ডীয়মান হইয়া জমাতের মহিমা প্রদর্শন করে। কেবল উড্ডীয়মান নয়, তাহার বিহিত বিধানে স্নান ও অর্চ্চনাও হইয়া থাকে।

মঠ, অস্থল বা আখ্‌ড়া বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ী গুরুদিগের আবাস-স্থান, অতএব এ স্থলে তদ্বিষয়ের কিঞ্চিৎ বিবরণ করা আবশ্যক। উহাতে সচরাচর একটি বিগ্রহ-মন্দির বা মঠ-প্রতিষ্ঠাপকের অথবা কোন প্রধান গুরুর সমাধি এবং মহন্ত ও তাঁহার সহবাসী শিষ্যদিগের কতিপয় বাস্তু-গৃহ থাকে। তদ্ভিন্ন, যে সকল উদাসীন ও তীর্থ-যাত্রীরা মঠ-দর্শনার্থ আগমন করে, তাহাদিগের আশ্রয় নিমিত্ত এক ধর্ম্ম-শালা থাকে। তথায় কাহারও গমনাগমনের নিষেধ নাই। মঠ-স্বামী মহন্তের, তিনের অন্যূন ও চল্লিশের অনধিক, সহবাসী চেলা অর্থাৎ শিষ্য থাকে। তদ্ভিন্ন, আরও কতকগুলি শিষ্য থাকে, তাহারা সর্ব্বদা তাঁহার সহবাসে না থাকিয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করে। মঠ-স্থায়ী শিষ্যেরাই প্রধান শিষ্য। তাহাদিগের পরিচারক ও শিষ্য-স্বরূপ

কিয়ৎ-সংখ্যক কনিষ্ঠ চেলা থাকে, তাহারা উহাদিগের সমভিব্যাহারে অবস্থিতি করে। মহন্তের লোকান্তর-প্রাপ্তি হইলে, তিনি যদি গৃহস্থাশ্রমী হন, তবে তাঁহার সন্তানেরা পুরুষানুক্রমে তাঁহার পদের অধিকারী হইয়া আইসেন, নতুবা নানা মঠের মহন্তেরা একত্র সমাগমন পূর্ব্বক এক সমাজ করিয়া তাঁহার কোন সুবিজ্ঞ প্রধান শিষ্যকে তদীয় পদে অভিষিক্ত করেন। শিষ্য অযোগ্য পাত্র বোধ হইলে তাঁহারা পঞ্চায়ত করিয়া অন্যকে ঐ পদে অভিষিক্ত করিয়া থাকেন।

এক এক প্রদেশে এক সম্প্রদায় সংক্রান্ত ভিন্ন ভিন্ন অনেক মঠ থাকে। তদীয় অধ্যক্ষেরা ঐ সকল মঠের মধ্যে একটিকে প্রধান বলিয়া অঙ্গীকার করে। আর যে মঠটি সম্প্রদায়-স্বামীর নামে প্রতিষ্ঠিত, সকল-প্রদেশীয় মঠাধ্যক্ষেরাই তাহাকে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকে। এই শেষোক্ত মঠের মহন্ত, তদভাবে কোন প্রসিদ্ধ প্রধান মঠের মহন্ত, ঐ সমাজের অধিপতি হন। পরলোক-বাসী মহন্তের শিষ্যদিগের মধ্যে যিনি পরীক্ষোত্তীর্ণ হইতে পারেন, তাঁহাকেই তদীয় পদে অভিষিক্ত করা হয়। যদি তাঁহাদিগের মধ্যে কাহাকেও উপযুক্ত বোধ না হয়, তবে মঠান্তরের কোন সুশিক্ষিত শিষ্যকে ঐ পদ অর্পণ করা হইয়া থাকে। কিন্তু এরূপ ঘটনা অতীব বিরল। এই রূপে ব্যক্তি নিশ্চয় হইলে, বিহিত বিধানে নব মহন্তের অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। উল্লিখিত সমাজাধিপতি

তাঁহাকে টীকা, টুপি ও মাল্যাদি উপকরণ সমুদায় সমর্পণ করেন। পূর্ব্বে হিন্দু ও মোসলমান রাজারা স্বয়ং স্বয়ং উপস্থিত হইয়া, বা প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া, অভিষেক কার্য্য সম্পাদন করিতেন। এইক্ষণে, যে মঠ যে হিন্দু রাজা বা ভূম্যধিকারীর অধিকারস্থ, বা যাঁহার আনুকূল্যে তাহার ব্যয় নির্ব্বাহ হয়, তিনিই কখন কখন মহন্ত-নিয়োগ কার্য্যের অধ্যক্ষতা ও সহায়তা করিয়া থাকেন। এক সম্প্রদায়ের মহন্ত-নিয়োগ বিষয়ে তৎসংক্রান্ত অন্য অন্য সম্প্রদায়ী মঠ-স্বামীরাও সাহায্য করেন। তাঁহারা স্বীয় স্বীয় শিষ্য-মণ্ডলিতে পরিবেষ্টিত হইয়া অভিষেক-স্থলে আগমন করেন; তদ্ভিন্ন, বিবিধ-প্রকার উদাসীন লোকের সমাগম হয়; সুতরাং এই উপলক্ষে তথায় শত শত ও কখন কখন সহস্র সহস্র ব্যক্তির সমারোহ হইয়া থাকে। তাঁহারা যে মঠে সমাগত হন, তথাকার ব্যয় দ্বারাই তাঁহাদিগের ভোজনাদি নির্ব্বাহিত হয়। তাহাতে নির্ব্বৃতি না হইলে, সকলে আপন আপন উপায় অবলম্বন করেন। এরূপ মহন্ত-নিয়োগ করা ১০। ১২ দিবসের কর্ম্ম। ঐ কাল মধ্যে সমাজে মঠের নিয়ম ও মতামত ঘটিত নানা বিষয়ের বিচার হইয়া থাকে।

অনেক মঠেরই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দেবোত্তর ভূমি আছে। কিন্তু কাশী এবং অন্য অন্য প্রধান নগর ব্যতিরেকে আর আর স্থানে যে সকল মঠ প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহার উপস্বত্ব অধিক নহে। এক এক মঠের সচরাচর ৩০। ৪০

বিঘার অধিক ভূমি থাকে না ; ৫০০ বিঘা ভূমিতে যাহার স্বত্বাধিকার আছে, এমত মঠের সংখ্যা সকল জেলাতেই অতি অল্প। মঠ-স্বামীরা স্বয়ং তাহা লোক দ্বারা কর্ষণাদি করিয়া শস্যোৎপাদন করেন, অথবা প্রজা-সমর্পিত করিয়া কর-গ্রহণ করেন। যদিও প্রতি মঠের উপস্বত্ব যৎসামান্য বটে, কিন্তু সমুদায়ের সমষ্টি করিলে অনেক হয়। দেবোত্তর ভূমি ব্যতিরেকে ধনাগমের অন্য অন্য উপায়ও অবধারিত আছে। বিষয়ী শিষ্য সকলে মধ্যে মধ্যে স্বীয় স্বীয় গুরুর মঠের সমধিক আনুকূল্য করেন, মঠাধ্যক্ষেরা বাণিজ্য অবলম্বন পূর্ব্বক অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকেন ও তাঁহাদের অনুচর শিষ্যেরা সমীপবর্ত্তী গ্রামে প্রতিদিবস ভিক্ষা-পর্য্যটন দ্বারা ভক্ষ্য সামগ্রী আহরণ করেন। এই সকল মঠস্থ বৈষ্ণবেরা যদিও কখন কখন চৌর্য্য দস্যুতা ও হত্যাদি দোষে দোষী হইয়াছে, কিন্তু তাহারা সচরাচর নিরুপদ্রব বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে এবং অনেক মঠের মহন্তেরা মান্য ও জ্ঞানাপন্নও বটেন।

শ্রীরামচন্দ্র রামানন্দীদিগের ইষ্টদেবতা। ইহাঁরা বিষ্ণুর অন্য অন্য অবতারেরও দেবত্ব স্বীকার করেন, তবে কলিকালে রামোপাসনারই প্রাধান্য অঙ্গীকার করেন বলিয়া ইহাঁদের নাম রামাৎ হইয়াছে। ইহাঁরা রামানুজদিগের ন্যায় রাম-সীতার পৃথক্ বা যুগল-মূর্ত্তির আরাধনা করেন, ও অপরাপর বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের ন্যায় তুলসী ও শালগ্রামশিলাকেও সবিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধা করেন, ও কেহ

কেহ বিষ্ণুর অন্য অন্য মূর্ত্তিরও পূজা করিয়া থাকেন *। অন্য অন্য বিষ্ণুপাসকদিগের সহিত ইহাঁদিগের পূজার পদ্ধতি বিষয়ে বিশেষ বৈলক্ষণ্য নাই, তবে এ সম্প্রদায়-ভুক্ত সংসার-বিরক্ত বৈরাগীরা অনেকেই রাম ও কৃষ্ণের মুহুর্ম্মুহুঃ নামোচ্চারণ ব্যতিরেকে আর কোন প্রকার পূজার প্রয়োজন স্বীকার করেন না।

শ্রী-সম্প্রদায়ীদিগের সুকঠোর নিয়মাবলী হইতে স্বীয় শিষ্যদিগকে বিমুক্ত করা রামানন্দের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, এই হেতু রামাৎদিগের ধর্ম্মানুষ্ঠান তাদৃশ ক্লেশ-কর নহে। জনশ্রুতি আছে, এই কারণ বশতঃ তিনি স্বীয় শিষ্যগণকে অবধূত উপাধি দিয়াছিলেন। ইহাঁরা পান-ভোজন বিষয়ে নিয়ম-বিশেষের অনুবর্ত্তী না হইয়া আপন আপন রুচিক্রমে বা প্রসিদ্ধ লৌকিক ব্যবহারানুসারে তৎকার্য্য সম্পাদন করেন †। শ্রুত হওয়া গিয়াছে, 'শ্রীরাম' ইহাঁদিগের বীজ-মন্ত্র এবং 'জয়শ্রীরাম' 'জয়রাম' বা 'সীতারাম' ইহাঁদিগের অভিবাদন-বাক্য। ইহাঁদিগের তিলক-সেবা রামানুজদি-গেরই তুল্যরূপ; কিন্তু ইহাঁরা আপন আপন রুচিক্রমে ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের অন্তর্বর্ত্তী রেখার রূপ ও পরিমাণের কিঞ্চিৎ

---

* কাশীতে এ সম্প্রদায়ের যে যে মন্দির আছে, তন্মধ্যে দুই মন্দির রাধাকৃষ্ণের উপাসনা-স্থান।

† পান-ভোজন বিষয়ে এ সম্প্রদায়-ভুক্ত বৈরাগীদিগের বর্ণ-জাতি-বিচার নাই, একারণ ইহাঁরা কুলাতীত ও বর্ণাতীত বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকেন।

বিশেষ করেন এবং প্রায়ই উহা রামানুজীদিগের অপেক্ষা কিছু হ্রস্ব করিয়া অঙ্কিত করেন।

রামানন্দ স্বামী অনেকগুলি শিষ্য করিয়া যান। তাহার মধ্যে কবীরাদি দ্বাদশ জন সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ও সবিশেষ খ্যাত্যাপন্ন হইয়া উঠেন। জনশ্রুতি আছে, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ অতি প্রসিদ্ধ উপাসক-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করেন। ধর্ম্ম-সংক্রান্ত মতামত বিষয়ে রামানন্দীদিগের সহিত ঐ সকল সম্প্রদায়ের বিস্তর বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু উহাদিগের পরস্পর ঐক্য-বন্ধন ও রামানন্দীদিগের সহিত সদ্ভাব-সম্পাদন এই দুটি বিষয় উল্লিখিত জনশ্রুতির অনুকূল সাক্ষী বলিয়া অক্লেশেই উল্লিখিত হইতে পারে।

রামানন্দের ঐ দ্বাদশ শিষ্যের নাম আশানন্দ, কবীর, রয়্‌দাস, পীপা, সুরসুরানন্দ, সুখানন্দ, ভাবানন্দ, ধন্না, সেন, মহানন্দ, পরমানন্দ ও শ্রিয়ানন্দ *। তন্মধ্যে কবীর জোলা-তাঁতি, রয়্‌দাস চামার, পীপা রাজপুত, ধন্না জাট, এবং সেন নাপিত। এই বিবরণ দৃষ্টে স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে, রামানন্দ সকল জাতিকেই শিষ্য করিতেন। বস্তুতঃ ভক্তমালে লিখিত আছে, রামানন্দীদিগের মতে জাতি-ভেদ নাই। তাঁহারা এবিষয়ে উপাস্য উপাসকের অভেদ

---

* ভক্তমালায় কিঞ্চিৎ বিশেষ আছে; যথা ১ রঘুনাথ, ২ অনন্তানন্দ, ৩ কবীর, ৪ সুখাসুর, ৫ জীব, ৬ পদ্মাবৎ, ৭ পীপা, ৮ ভবানন্দ, ৯ রয়্‌দাস, ১০ ধন্না, ১১ সেন, ১২ সুরসুরা।

স্বীকার করিয়া কহেন, ভগবান্ যখন্ মৎস্য বরাহ কূর্ম্মাদিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন ভক্তদিগের চর্ম্মকারাদি নীচ বংশে জন্ম গ্রহণ করা সর্ব্বতোভাবেই সম্ভাবিত। রামানন্দ-শিষ্যদিগের বিচিত্র চরিত্র এবং তাঁহাদিগের সংস্থাপিত মত সকল পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয়, তিনি পূর্ব্বাচরিত আচার ব্যবহারের শৈথিল্যসম্পাদন বিষয়ে অভিনব উৎসাহ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। তিনি স্বীয় সম্প্রদায়-ভুক্ত ধর্ম্ম-ব্রতী লোকের জাতি-ভেদ ও শৌচাশৌচাদির নিবারণ করিয়া এই উপদেশ প্রদান করেন যে, যিনি ধর্ম্মের নিমিত্ত আত্মীয়, পরিবার, মিত্র, বান্ধবাদির প্রীতি-বন্ধন ছেদন করিয়াছেন, তাঁহার আর জাত্যাদি বিষয়ে ভেদাভেদ-জ্ঞান কি? রামানন্দী বৈষ্ণবদিগের গ্রন্থ-পাঠেও এ কথা সপ্রমাণ বোধ হইতেছে। শঙ্করাচার্য্য ও রামানুজ আচার্য্য যে সকল গ্রন্থ রচনা করেন, প্রায় সে সমুদায়ই সংস্কৃত ভাষায় লিখিত এবং ব্রাহ্মণেরাই তাঁহাদের মতের উপদেষ্টা। প্রত্যুত, এই ক্ষণে রামানন্দ-রচিত কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু তাঁহার মতানুগত বৈষ্ণবেরা যে সমস্ত গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা দেশ-ভাষাতে লিখিত হওয়াতে সর্ব্ব জাতির বোধ-সুলভ ও সুপ্রাপ্য হইয়াছে, এবং সর্ব্বজাতীয় লোকেই তৎপাঠে উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া ক্রমশঃ গুরু-পদের অধিকারী হইতে পারে।

ভক্তমাল গ্রন্থে ঐ সকল শিষ্যের চরিত্র-বিষয়ে যে

সমস্ত উপাখ্যান আছে, এ স্থলে তদনুরূপ কিঞ্চিৎ লিখিত হইতেছে। রাজপুত-জাতীয় পিপা গাঙ্গরোণের রাজা ছিলেন। তিনি প্রথমে শাক্ত ছিলেন, পরে তাঁহার সে ধর্ম্মে অশ্রদ্ধা হইয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্মে অনুরাগ উপস্থিত হয়। তিনি কাশীতে গমন করিয়া রামানন্দ স্বামীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিলেন। ভক্তি-রসামৃত-পরিতৃপ্ত পিপা-রাজা এবং তাঁহার সীতা নাম্নী বিষ্ণু-প্রেমানুরাগিণী কনিষ্ঠা পত্নী, উভয়ে সংসারে বিরক্ত হইয়া সমস্ত রাজ্য-সম্পদ্ পরিত্যাগ করিলেন। রাজা বৈরাগী এবং মহিষী বৈরাগিণী হইয়া রামানন্দ স্বামীর সমভিব্যাহারে দ্বারকা গমন করিলেন। প্রত্যাগমন-কালে পথিমধ্যে পাঠান-জাতীয় কতিপয় দুরন্ত ব্যক্তি বৈরাগিণীকে হরণ করিয়া লইয়া যায়; শ্রীরামচন্দ্র তদ্দৃষ্টে স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে উদ্ধৃত ও দস্যুদিগকে বিনষ্ট করেন। ভক্তমালায় এই বৈরাগী রাজার চরিত্রের বিষয়ে বহুতর উপাখ্যান নিবেশিত আছে, কিন্তু প্রায় সে সমুদায়ই অদ্ভুত ও অলৌকিক। লিখিত আছে, তিনি দ্বারকায় গিয়া সমুদ্র-গর্ভ মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের মন্দির-দর্শনার্থ নিমগ্ন হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ সে স্থানে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া সাতিশয় প্রীতি প্রদর্শন করিলেন। একদা তিনি অরণ্য-মধ্যে এক প্রচণ্ড সিংহ দেখিয়া তাহার কণ্ঠেতে তুলসী-মালা লম্বমান করিয়া রাম-মন্ত্র উপদেশ দিলেন এবং তৎপ্রভাবে ক্ষণ কাল মধ্যে তাহাকে প্রশান্ত করিয়া তুলিলেন। অনন্তর সেই সিংহকে গো-বধ ও নর-

বধের অবৈধতা বিষয়ে অনেক উপদেশ দিলেন এবং সিংহও তাহা শুনিয়া আপনার পূর্ব্বাচরিত পাপের নিমিত্ত যথেষ্ট অনুতাপ করিল, এবং এরূপ কুকর্ম্ম আর করিব না এই নিশ্চয় করিয়া প্রস্থান করিল।

ভক্তমালোক্ত যত উপাখ্যান, সকলই এইরূপ অদ্ভুত। সুরসুরানন্দ রামানন্দ স্বামীর অন্য এক শিষ্য। তদীয় চরিত্র-বর্ণন-স্থলে লিখিত আছে, এক জন ম্লেচ্ছ তাঁহাকে কতিপয় পিষ্টক দিয়াছিল, তাহা তাঁহার মুখান্তর্গত হইবা মাত্র তুলসী-পত্র হইল।

ধন্না জাট-জাতীয়। এক ব্রাহ্মণ পরিহাসচ্ছলে তাঁহাকে এক শিলা-খণ্ড দিয়া কহিল, "তুমি যাহা কিছু আহার করিবা তাহার অগ্রভাগ ইহাকে দিবা।" ধন্না সেই শিলাকে বিষ্ণু-স্থানীয় ভাবিয়া ব্রাহ্মণের উপদেশানুযায়ী কর্ম্ম করিতে লাগিলেন। বিষ্ণু তাঁহার অচল শ্রদ্ধাতে সন্তুষ্ট হইয়া সন্দর্শন দিলেন এবং সর্ব্বদা তাঁহার গো-চারণ করিয়া অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহাকে রামানন্দের শিষ্য হইতে আদেশ করিলেন। ধন্না ভগবান্ কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া কাশী-নগরী গমন পূর্ব্বক মন্ত্র গ্রহণ করিয়া প্রত্যাগত হইলেন।

রামানন্দের আর এক শিষ্যের নাম নরহরি অথবা হর্য্যানন্দ। উপাখ্যান আছে, তিনি আপনার শিষ্য-বিশেষ দ্বারা সমীপবর্ত্তী কোন শক্তি-মন্দির হইতে রন্ধনোপযোগী কাষ্ঠ ভগ্ন করিয়া আনাইয়াছিলেন। এ উপাখ্যান তাঁহার

ধর্ম্ম বিষয়ে একতর-পক্ষপাতের নিদর্শন বলিয়া অনুভূত হইতে পারে।

রঘুনাথ রামানন্দের গদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অন্যত্র ইঁহার নাম আশানন্দ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

ভক্তমালে রামানন্দ স্বামীর আর আর শিষ্যের যে যে উপাখ্যান আছে, প্রয়োজনানুসারে পশ্চাৎ তাহার বিবরণ করা যাইবে। সম্প্রতি ঐ গ্রন্থ হইতে গ্রন্থ-প্রণয়িতা নাভাজি, সুপ্রসিদ্ধ সুরদাস ও তুলসীদাস এবং সুললিত গীতগোবিন্দ-গাথক জয়দেব এই চারি জনের বৃত্তান্ত সঙ্কলন করিয়া প্রকটন করা যাইতেছে। ডোম-কুলে নাভাজির জন্ম হয়। ভক্তমালের পূর্ব্ব পূর্ব্ব টীকাকারেরা কহিয়াছেন, হনূমান্-বংশে তাঁহার উদ্ভব হয়। এক নব্য টীকাকার বলেন, বৈষ্ণবের জাতি-কুল বক্তব্য নহে; মারোয়ার ভাষাতে ডোম শব্দের অর্থ হনূমান্, এপ্রযুক্ত প্রাচীন টীকাকারেরা তাঁহাকে হনূমানের বংশোদ্ভব বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি জন্মান্ধ ছিলেন। তাঁহার পঞ্চম বর্ষ বয়ঃক্রম কালে মহা-দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়াতে, তাঁহার মাতা তাঁহাকে প্রতিপালন করিতে অসমর্থ হইয়া, অরণ্যেতে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কীল এবং অগ্রদাস নামে দুই বৈষ্ণব-গুরু অকস্মাৎ ঐ অনাথ শিশুকে দেখিয়া, দয়ার্দ্র-চিত্ত হইয়া তাঁহার নিকটস্থ হইলেন এবং কমণ্ডলু হইতে জল লইয়া তাঁহার নয়নোপরি প্রক্ষিপ্ত করিবা মাত্র, তিনি চক্ষুরুন্মীলন করিয়া চাহিতে লাগিলেন। তাঁহারা নাভাজিকে

আপনাদিগের মঠেতে আনয়ন পূর্ব্বক বৈষ্ণব-সেবাতে নিযুক্ত রাখিলেন এবং অগ্রদাস তাঁহাকে মন্ত্রোপদেশ প্রদান করিলেন। পরে নাভাজি বয়ঃস্থ হইলে, স্বকীয় গুরুর অনুমত্যনুসারে ভক্তমাল গ্রন্থ রচনা করিলেন। অনেক স্থানে নাভাজি আকবর বাদশাহ ও মানসিংহের সমকালবর্ত্তী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন; সুতরাং তদনুসারে তাঁহাকে সার্দ্ধ দুই শত বা পাদোন তিন শত বৎসর পূর্ব্ব-কার মনুষ্য বলিতে হয়। কিন্তু ভক্তমালের অন্য এক উপাখ্যানের মধ্যে লিখিত আছে, শা জাহানের সমকাল-বর্ত্তী তুলসীদাস বৃন্দাবন-ধামে নাভাজির সহিত সাক্ষাৎ করেন। ইহা হইলে তাঁহাকে আকবর অপেক্ষাও ইদানী-ন্তন বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে হয়। বোধ হয়, আকবরের রাজত্ব-কালের শেষে ও শা জাহানের রাজত্বের প্রারম্ভে * নাভাজির প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল।

সুরদাসের তাদৃশ সবিশেষ উপাখ্যান নাই। তিনি অন্ধ, প্রসিদ্ধ কবি ও পরম বৈষ্ণব ছিলেন এবং বিষ্ণু-বিষয়েই সকল গান প্রস্তুত করিয়াছিলেন। জন-শ্রুতি আছে, তিনি ১২৫০০০ পদ রচনা করেন। তাঁহাকে এক জন সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক বলিলেও হয়, কারণ যে সকল অন্ধ ভিক্ষুক বাদ্য-যন্ত্র-বিশেষ সঙ্গে লইয়া, বিষ্ণু-স্তুতি গান করিয়া, ভিক্ষা-পর্য্যটন করে, লোকে তাহাদিগকে সুরদাসী

* ১৫২৭ শকে আকবরের মৃত্যু হয় এবং ১৫৪৯ শকে শা জাহানের অভিষেক হয়।

বলে। প্রবাদ আছে, কাশীর এক ক্রোশ উত্তরে শিবপুর নামক গ্রামে তাঁহার সমাধি হয়। ভক্তমালে সুরদাস নামে এক ব্যক্তির উপাখ্যান আছে, কিন্তু তিনি পূর্ব্বোক্ত অন্ধ সুরদাস না হইবেন। তিনি ব্রাহ্মণ; আকবর বাদশাহের রাজত্ব-কালে সণ্ডীল পরগণার আমীন ছিলেন। তাঁহার চরিত্র যথোচিত পবিত্র না হউক, বিষ্ণুর প্রতি বিলক্ষণ ভক্তি ছিল। তিনি রাজস্ব সংগ্রহ পূর্ব্বক, বৃন্দাবনের মদনমোহনকে সমস্ত সমর্পণ করিয়া, রাজ-কোষে প্রস্তরপূর্ণ সিন্দুক সকল প্রেরণ করিয়াছিলেন *। রাজমন্ত্রী তোড়রমল তাঁহাকে ধৃত করিয়া কারাগারস্থ করিলেন। পরন্তু সুরদাস আকবরের সন্নিধানে আবেদন করিলে, দয়াবান্ বাদশাহ, বোধ হয়, সুরদাসকে ক্ষিপ্ত বিবেচনা করিয়া, মোচন করিয়া দিলেন। তদবধি তিনি বৃন্দাবনে প্রস্থান করিয়া বৈরাগ্যানুষ্ঠানে আয়ুঃক্ষেপণ করেন।

ভক্তমালে বর্ণিত আছে, তুলসীদাস স্বকীয় পত্নী কর্ত্তৃক রামোপাসনায় প্রবর্ত্তিত হন। অনন্তর তিনি দেশ-পর্য্যটনে যাত্রা করিয়া কাশী-ধাম সন্দর্শন পূর্ব্বক চিত্রকূটে

---

* তৎসঙ্গে এই কবিতা লিখিয়া দিয়াছিলেন,

তেরহ লাখ সণ্ডীলে উপজে সন্তন মিলি গট্কে।
সুরদাস মদনমোহন আধীরাত কি সট্কে॥

ইহার এই রূপ ব্যাখ্যা হইতে পারে যথা,

সুরদাস মদনমোহনের নিশার্দ্ধ-কালীন সেবার নিমিত্ত সণ্ডীলের উপস্বত্ব তেরো লক্ষ টাকা প্রদান করেন; সকল সাধু মিলে তাহা বিভাগ করিয়া লইয়াছে।

উপস্থিত হন। সেখানে হনুমানের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হয় এবং হনুমান্ তাঁহাকে কবিত্ব-শক্তি ও অলৌকিক কৃতিত্ব-শক্তি প্রদান করেন। তখন শা জাহান দিল্লীর বাদশাহ ছিলেন, তুলসীদাসের যশঃ শ্রবণ করিয়া তাঁহার আনয়ন নিমিত্ত লোক প্রেরণ করিলেন এবং তিনি উপস্থিত হইলে পর, কহিলেন, তুমি রামচন্দ্রকে আনয়ন কর। তুলসীদাস ইহাতে অস্বীকৃত হইলে, বাদশাহ তাঁহাকে কারাগারস্থ করিলেন। তাহাতে বিষম বিপত্তি উপস্থিত হইল। লক্ষ লক্ষ বানর একত্র সমাগত হইয়া কারাগার ও তৎসন্নিহিত গৃহ সকল ভগ্ন করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া, সমীপবর্ত্তী লোকেরা ভয়প্রযুক্ত তুলসীদাসের বিমোচনার্থ রাজ-সন্নিধানে আবেদন করিল। শা জাহান তাঁহাকে মুক্ত করিয়া কহিলেন, তুমি যে অবমানিত হইয়াছ তাহার প্রতীকারার্থ কোন বর প্রার্থনা কর। তুলসীদাস এই প্রকার আশ্বাসিত হইয়া বাদশাহের দিল্লী-পরিত্যাগ প্রার্থনা করিলেন। শা জাহান তদনুসারে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া শা জাহানাবাদ নামে এক অভিনব নগর নির্ম্মাণ করাইলেন। তদনন্তর তুলসীদাস বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া নাভাজির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং সেখানে অবস্থিতি করিয়া রাধা-কৃষ্ণের অপেক্ষা সীতা-রামের উপাসনার প্রাধান্য পক্ষে উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন।

তুলসীদাসের স্ব-কৃত গ্রন্থ ও পরম্পরাগত জনশ্রুতি

দ্বারা তাঁহার যেরূপ জীবন-বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়, পূর্ব্বোক্ত উপাখ্যানের সঙ্গে কোন কোন স্থানে তাহার কিছু কিছু বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। ঐ সমুদয় গ্রন্থ ও জনশ্রুতি অনুসারে অবগত হওয়া যায়, চিত্রকূট পর্ব্বতের সমীপবর্ত্তী হাজপুর গ্রামে ব্রাহ্মণ-কুলে তাঁহার জন্ম হয়। কিঞ্চিদ্বয়োধিক হইলে, তিনি কাশীর রাজার দেওয়ান হইয়া কাশী নগরীতে অবস্থিতি করেন। অগ্রদাসের শিষ্য জগন্নাথ দাস তাঁহার দীক্ষা-গুরু ছিলেন। তিনি গুরুর সমভিব্যাহারে বৃন্দাবন-সমীপে গোবর্দ্ধনে গমন করেন। তথা হইতে বারাণসী প্রত্যাগমন পূর্ব্বক ১৬৩১ ষোলশ একত্রিশ সম্বতে হিন্দী-ভাষায় রামায়ণ অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হন। এই প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ব্যতিরেকে, সতসই, রামগুণাবলী, গীতাবলী, ও বিনয়-পত্রিকা রচনা করেন। সতসই গ্রন্থ কিঞ্চিদধিক সপ্ত শত শ্লোকময়। রামগুণাবলীতে রামগুণ বর্ণিত এবং গীতাবলী ও বিনয়-পত্রিকাতে ভক্তি ও নীতি বিষয়ক বহুতর গীত ও শ্লোক নিবেশিত আছে। তুলসীদাস চিরজীবন কাশী-বাস করিয়া তথায় রামসীতার মন্দির ও তৎসন্নিহিত একটি মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ উভয়ই অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। অবশেষে জাহাঙ্গির বাদশাহের রাজত্ব-কালে ১৬৮০ সম্বতে তাঁহার লোকান্তর-প্রাপ্তি হয়।

সম্বত্ সোলহ সয় অসী গঙ্গাকে তীর।
শ্রাবণ শুক্লা সপ্তম তুলসী তজ্যো শরীর॥

কিন্তু তাঁহার শা জাহান বাদশাহ সম্বন্ধীয় যে উপাখ্যান আছে, এ বৃত্তান্তের সহিত তাহার সময়ের ঐক্য হয় না।

কেন্দুবিল্ব গ্রামে জয়দেবের বাস ছিল। তাঁহার সুচারু কবিত্ব-শক্তি ও অবিচলিত বিষ্ণু-ভক্তি সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছে। প্রথমে তিনি বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া অবিবাহিত ছিলেন। কিন্তু পরে তাঁহাকে বৈষ্ণবী গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। এক ব্রাহ্মণ পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুতি অনুসারে আপন কন্যাকে জগন্নাথের সেবায় নিয়োজনার্থ সমর্পণ করিলে, দারুময় মুরারি আদেশ করিলেন, 'আমি তোমার কন্যাকে গ্রহণ করিলাম, সে আমার দাসী হইল, জয়দেব নামে আমার যে এক দাস আছে তাহাকে এই কন্যা সমর্পণ কর।' বৃক্ষতল ব্যতিরেকে জয়দেবের অপর আশ্রয় ছিল না, এনিমিত্ত তিনি প্রথমে দারপরিগ্রহ-করণের ভার স্বীকার করিলেন না। তথাপি ব্রাহ্মণ স্বীয় কন্যাকে জয়দেবের সন্নিধানে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন। জয়দেব কন্যাকে প্রস্থান করিতে কহিলে, কন্যা সকরুণ বাক্যে কহিল;

> পিতা সমর্পিল আর জগন্নাথ আজ্ঞা।
> তুমি মোর স্বামী মোর এইত প্রতিজ্ঞা ॥
> তুমি যদি কর ত্যাগ আমি না ছাড়িব।
> কায়মনোবাক্যে তব চরণ সেবিব ॥
>
> ভক্তমাল।

ইহা শুনিয়া জয়দেব মনে মনে চিন্তা করিলেন, অতঃপর মায়া-পাশে বদ্ধ হইতে হইল। জগন্নাথ অখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর, তাঁহার আজ্ঞা কদাপি অন্যথা হইবার নহে, ইহা নিশ্চয় করিয়া অগত্যা গার্হস্থ্য আশ্রম অবলম্বন করিলেন এবং পূর্ব্বাশ্রমে তাঁহার যে বিগ্রহ-সেবা ছিল, তদীয় প্রত্যাদেশ ক্রমে, তাঁহাকে নিজ নিকেতনে আনয়ন করিলেন। গার্হস্থ্য আশ্রম স্বীকারের পর, জয়দেব সুপ্রসিদ্ধ গীতগোবিন্দ রচনা করেন। এপ্রকার আখ্যান আছে যে, নীলাচলের রাজা ঐ নামে আর এক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, যখন উভয় গ্রন্থ জগন্নাথের সমক্ষে সংস্থাপিত হইল, তখন জগন্নাথ দেব জয়দেবের গীতগোবিন্দ বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া ভূপতির গ্রন্থ মন্দিরের বহির্ভূত করিয়া দিলেন। গীতগোবিন্দের দশম সর্গে "দেহি পদপল্লবমুদারং" এই কয়েকটি শব্দ এক স্থলে সন্নিবেশিত আছে। ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই, রাধার মান-ভঞ্জনার্থ শ্রীকৃষ্ণ কহিতেছেন "তোমার উদার পদ-পল্লব আমার মস্তকে অর্পণ কর।" ভগবানের মস্তকে পদার্পণের বিষয় কিরূপে কীর্ত্তন করিব এই ভাবিয়া জয়দেব ঐ অংশটি কোন ক্রমেই লিখিতে পারিলেন না। না লিখিয়া উৎকণ্ঠিত মনে স্নানে গমন করিলেন। ইত্যবসরে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং জয়দেবের আকার অবলম্বন পূর্ব্বক, তদীয় গৃহে উপস্থিত হইয়া, ঐ শ্লোকাংশ যথাস্থানে লিখিয়া গেলেন। প্রকৃত জয়দেব স্নানোত্তর গৃহ-প্রত্যাগমন পূর্ব্বক নিজপত্নী পদ্মা-

বতীর নিকট সবিশেষ সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইলেন এবং পুস্তক উদ্ঘাটন করিয়া দেখিলেন,ঐ শ্লোকাংশ যথাস্থানে লিখিত রহিয়াছে। ইহা দেখিয়া, তিনি আপনাকে যার পর নাই চরিতার্থ মনে করিলেন।

জয়দেবের মাহাত্ম্য-বর্ণন বিষয়ে অন্য অন্য অনেক অদ্ভুত উপাখ্যান আছে, সে সমুদায়ের সবিশেষ বিবরণ করিতে হইলে, গ্রন্থ-বাহুল্য হইয়া পড়ে। তিনি প্রতিদিন জাহ্নবী-জলে অবগাহন করিতেন। গঙ্গা তখন জয়দেবের নিজ গ্রাম কেন্দুবিল্ব হইতে অষ্টাদশ ক্রোশ অন্তরিত ছিলেন। ইহাতে তাঁহার গমনাগমনে যৎপরোনাস্তি কষ্ট হয় দেখিয়া, গঙ্গাদেবী জয়দেবের প্রতি প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, "বৎস! তুমি আর এতাদৃশ পর্য্যটন-ক্লেশ স্বীকার করিও না ; আমিই তোমার নিকটস্থ হইতেছি।" জয়দেব জাহ্নবীর বাক্য অঙ্গীকার করিলেন এবং জাহ্নবী কেন্দুবিল্বের নিকট দিয়া বহিতে লাগিলেন।

উল্লিখিত উপাখ্যান অনুসারে কেন্দুবিল্ব গ্রাম গঙ্গা-তীরস্থ বলিয়া অনুভব হইতে পারে। কিন্তু বীরভূমির প্রায় দশ ক্রোশ দক্ষিণে অজয় নদের তীরে কেন্দুলি নামে এক খানি গ্রাম আছে, বৈষ্ণবেরা উহাকেই জয়দেবের জন্ম-ভূমি কেন্দুবিল্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। প্রতি বৎসর পৌষ মাসে তথায় জয়দেবের স্মরণার্থ একটি মেলা হইয়া থাকে।

গঙ্গাতীরস্থ উদাসীনদিগের মধ্যে রামাৎ বৈরাগীই

অনেক। তন্মধ্যে স্থান-বিশেষে ন্যূনাতিরেক আছে; বাঙ্গলা অপেক্ষা পশ্চিম প্রদেশে অধিক। বাঙ্গলার পশ্চিম আলাহাবাদ পর্য্যন্ত শৈব সন্ন্যাসীদিগের ধন ও প্রভুত্ব অপেক্ষাকৃত অধিক বটে, কিন্তু রামাৎ বৈষ্ণব-দিগের সংখ্যা তাহাদের অপেক্ষা কোন মতেই ন্যূন নহে। আলাহাবাদের পশ্চিম গঙ্গা ও যমুনার সমীপস্থ সমুদায় প্রদেশ কেবল রামানন্দী ও তৎসম্বন্ধ অন্য অন্য সম্প্রদায়ী উপাসকেতেই পরিপূর্ণ। আগ্রা প্রদেশস্থ উদাসীনদিগকে দশ ভাগ করিলে, বোধ হয়, সাত ভাগ রামাৎ হয়। রামানন্দীদিগের গৃহস্থ শিষ্য মধ্যে রাজপুত ও রণ-ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ ব্যতিরিক্ত প্রায় সকলেই দরিদ্র ও ইতর জাতীয় লোক।

কবীরপন্থী।

রামানন্দের দ্বাদশ শিষ্যের মধ্যে কবীরের নাম সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রসিদ্ধ। তিনি অকুতোভয়ে তৎকালিক হিন্দু ও মোসলমান ধর্ম্মের উপর প্রতিবাদ করিয়াছিলেন;—শাস্ত্র ও পণ্ডিতকে এবং কোরান ও মোল্লাকে তুল্যরূপ তিরস্কার করিয়াছিলেন। তাঁহার নিজ শিষ্যদিগের যাদৃশ মত-পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা ক্রমে ক্রমে দর্শিত হইবে। তদ্ভিন্ন, তাঁহার উপদেশ-প্রভাবে অন্য অন্য

লোকেরও ধর্ম্ম-বিষয়ক কুসংস্কারের অনেক শৈথিল্য হইয়াছে। এক্ষণকার অনেক সম্প্রদায় কবীর-সম্প্রদায়েরই শাখা প্রশাখা স্বরূপ বলা যাইতে পারে *। ভারতবর্ষীয় লোকের মধ্যে স্বজাতির সাধারণ-ধর্ম্ম-পরিবর্ত্তক যে একমাত্র নানক সা, তিনিও, বোধ হয়, কবীরের গ্রন্থ হইতে স্বীয় মত সঙ্কলন করিয়াছিলেন †। অতএব কবীরপন্থীর বিবরণ জানিতে অনেকেরই কৌতূহল হইতে পারে।

কবীরের জাতি, কুল, জন্ম বিষয়ে নানা বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু তাহার প্রধান প্রধান প্রকরণে সকল বৃত্তান্তেরই ঐক্য আছে। ভক্তমালায় লিখিত আছে, এক বালবিধবা ব্রাহ্মণ-কন্যার গর্ভে তাঁহার জন্ম হয়। ব্রাহ্মণ-কন্যার পিতা রামানন্দের শিষ্য ছিলেন। এক দিন তিনি ঐ অবীরা কন্যা সমভিব্যাহারে করিয়া গুরু-দর্শনে গমন করিয়াছিলেন, তাহাতে রামানন্দ তাহার বৈধব্য-দশা বিবেচনা না করিয়া সহসা আশীর্ব্বাদ করিলেন, 'তুমি পুত্রবতী হও'। তাঁহার অব্যর্থ আশীর্ব্বাদ সফল হইল এবং ঐ পতি-বিহীনা যুবতী, অপযশ-ভয়ে প্রচ্ছন্ন

* বাবা লালের গ্রন্থে এবং সাধ, সৎনামী, শ্রীনারায়ণী ও শূন্যবাদী-দিগের গ্রন্থে কবীরের বচন সকল উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্রুত হওয়া গিয়াছে, দাদূপন্থীর মতও তদনুযায়ী।

† নানক পুনঃ পুনঃ কবীরের বচন উল্লেখ করিয়াছেন এবং কবীর-পন্থীরা কহে, তিনি কবীরের ভূরি ভূরি বচন স্বীয় গ্রন্থে অনুবাদ করিয়াছেন।

ভাবে প্রসূতা হইয়া. ভূমিষ্ঠ শিশুকে স্থানান্তরে পরিত্যাগ করিল। এক জন জোলা ও তাহার স্ত্রী দৈবাৎ ঐ শিশুকে প্রাপ্ত হইয়া আত্ম-সন্তানবৎ লালন পালন করিতে লাগিল। ভক্তমালে এইরূপ আখ্যান আছে, কিন্তু কবীর-পন্থীরা ইহার চরম অংশ ব্যতিরেকে অন্য ভাগ স্বীকার করেন না। তাঁহাদিগের মতে কবীর এক দিবস কাশীর নিকটবর্ত্তী লহরতলাও নামক সরোবরে পদ্ম-পত্রের উপর ভাসিতেছিলেন। তথায় নিমা নাম্নী একটী জোলা-জাতীয়া স্ত্রীলোক স্বীয় পতি নুরির সঙ্গে বিবাহের নিমন্ত্রণে গিয়াছিল। নিমা ঐ শিশুকে পাইয়া স্বামীর নিকট উপস্থিত করিল *। শিশু তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, 'আমাকে কাশীতে লইয়া চল'। নুরি অচির-প্রসূত বালক-মুখে এইরূপ বাক্য শুনিয়া সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইল এবং কোন উপদেবতা মানব-দেহ ধারণ করিয়া আসিয়াছেন এই নিশ্চয় করিয়া ভয়ে পলায়ন করিল। প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ ধাবিত হইয়াও, সম্মুখে সেই বালক দেখিয়া, নিতান্ত ভীত ও চমৎকৃত হইল। তখন ঐ বালকই নুরির ভয় নিবারণ করিয়া তাহাকে নিজ পত্নীর নিকট প্রত্যাগমন করিতে প্রবৃত্তি দিয়া কহিল,

---

* প্রাইস্ সাহেব হিন্দী ও হিন্দুস্থানী-সংগ্রহ [Hindee and Hindustanee Selections] নামে যে পুস্তক প্রকাশ করেন, তাহাতে ভক্তমালের অনেকাংশ সন্নিবেশিত আছে। উহাতে লিখিত আছে, "**অলী জলানে পাযা**।" অলী নামে এক জোলা ঐ শিশুকে প্রাপ্ত হয়।

'তোমরা আমাকে প্রতিপালন কর, কিছুমাত্র ভয় ও উদ্বেগের বিষয় নাই।'

কবীর রামানন্দের শিষ্য ছিলেন এই প্রবাদ তদ্বিষয়ক পরম্পরাগত সমস্ত জনশ্রুতিতেই প্রকাশিত আছে। অন্ত্যজে ও মোসলমানদিগের হিন্দু-ধর্ম্ম-গ্রহণে অধিকার ছিল না, অথচ কবীর কিরূপে উহাতে অধিকারী হইয়া শ্রীমান্ রামানন্দ স্বামীর শিষ্য হইলেন, তদ্বিষয়ে পৃথক্ পৃথক্ নানা কথা শ্রুত হওয়া যায়। তাঁহার দীক্ষিত হইবার বিষয়ে এই রূপ উপাখ্যান আছে যে, তিনি এক দিবস প্রত্যূষে মণিকর্ণিকার ঘাটের এক সোপানে শয়ন করিয়াছিলেন, এমন সময়ে রামানন্দ স্বামী যেমন প্রাতঃস্নানে গমন করিতেছিলেন, অমনি কবীরের শরীরে তাঁহার পদ-স্পর্শ হইল। হইবামাত্র তিনি তটস্থ হইয়া "রাম রাম" বলিয়া উঠিলেন। কবীরের কর্ণ-কুহরে ঐ পবিত্র রাম-নাম প্রবিষ্ট হইবা মাত্র, তিনি উহা ইষ্ট-মন্ত্রস্বরূপ গ্রহণ করিয়া হৃদয়-ভাণ্ডারে স্থাপন করিলেন, এবং রামচন্দ্রের নব-দূর্ব্বাদল-শ্যাম রূপ ধ্যানে একাগ্র-চিত্ত হইয়া রাম-প্রেমে নিমগ্ন রহিলেন।

রামানন্দ স্বামীর নিকট কবীরের মন্ত্র গ্রহণ করিবার উপাখ্যান যথার্থ কি অযথার্থ তাহা কি বলা যায়, কিন্তু তিনি রামানন্দের মত-পরিবর্ত্তন বিষয়ক দৃষ্টান্ত-দর্শনে জাত্যভিমানাদি পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশের ধর্ম্ম-পরিবর্ত্তনে সাহসী হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা উভয়ে প্রায়

সমকালবর্ত্তী ছিলেন, এই দুটি কথা কথঞ্চিৎ সম্ভব-পর বলিয়া মনে করিলেও করা যায় *। কবীরপন্থীরা কহেন, কবীর সম্বৎ ১২০৫ অবধি ১৫০৫ পর্য্যন্ত তিন শত বৎসর কাল মর্ত্ত্যলোকে বিরাজমান ছিলেন।

सम्बत् बारहसये औ पांच मों ज्ञानी कियौ विचार।
कासीमांहि प्रगटभयौ सब्द्कहौ टकसार॥
सम्बत् पंद्रह सये औ पांच मों मगर कियौ गवन।
अगहन् सुदि येकादसी मिले पवन सों पवन॥

---

* কবীরপন্থীদিগের সাম্প্রদায়িক গ্রন্থের মধ্যে এ দুই বিষয়ের অনেক নিদর্শন লক্ষিত হয়।

प्रथम हि रूप जोलाहा कीन्या। चारि बरन मोहिं काहु न चीन्या॥
रामानन्द गुरु दीक्षा देहु। गुरु पूजा कछु हम सों लेहु॥
रेखता।

প্রথমে আমি জোলা ছিলাম; চারি বর্ণের মধ্যে কেহ আমাকে চিনিত না। গুরু রামানন্দ! তুমি আমাকে উপদেশ দাও; দিয়া আমার নিকট হইতে কিঞ্চিৎ গুরু-পূজা গ্রহণ কর।

जाति पांति कुल कापरा येह सोभा दिन चारि।
कहै कबीर सुनो हो रामानन्द येह रहै झकमारि॥
जाति हमारी बानी कुल करता उर माहि।
कुटम्ब हमारे सन्त हाय कोइ मुरख समझत नाहि॥
रेखता।

জাতি, পাঁতি, কুল, কাপড় এ সমুদায়ের শোভা দুই চারি দিন মাত্র। কবীর কহেন, শুন রামানন্দ! এ কেবল ঝকমারি। আমার বচনই আমার জাতি, এবং হৃদয়েশ্বরই আমার কুল এবং সাধুগণ আমার কুটুম্ব; কোন মূর্খেই ইহা বুঝে না।

১২০৫ সম্বতে জ্ঞানী কবীর বিচার করিয়া দেখিলেন এবং কাশীতে আবির্ভূত হইয়া টক্‌সার শাস্ত্র প্রকাশ করিলেন। ১৫০৫ সম্বতে মগরে গমন করিলে পর, অগ্রহায়ণের একাদশীতে পবনে পবন মিলিল।

কিন্তু মনুষ্যের তিন শত বৎসর পরমায়ু হওয়া কদাচ সম্ভব নয়। ঐ উভয় কালের মধ্যে যাহা আধুনিকতর সেই সময়ে, অর্থাৎ ১৫০৫ সম্বতে, তিনি বিদ্যমান ছিলেন বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায়। এরূপ স্বীকার করিলে, নানক সাহের গ্রন্থে যে কবীরের নাম ও তাঁহার বচন আছে তাহারও সহিত বিরোধ হয় না, কারণ নানক ১৫৪৬ সম্বতে স্বমত-প্রচারের অনুষ্ঠান করেন। আর সেকন্দর সাহের সমক্ষে কবীরের বিচার পূর্ব্বক সম্বত সংস্থাপন করিবার বিষয়ে যে বৃত্তান্ত প্রচলিত আছে, তাহারও সহিত অসঙ্গতি থাকে না, কারণ সেকন্দর শা ১৫৪৪ বা ৪৫ সম্বতে রাজ্যাভিষিক্ত হন *। ফেরিশ্‌তাও লিখিয়াছেন, সেকন্দরের সময়ে ধর্ম্ম-বিষয়ক বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল; বোধ হয়, কবীর বা তাঁহার শিষ্যগণই এ আখ্যানের বিষয় হইতে পারেন। এই সমস্ত ইতিবৃত্ত-দর্শনে বোধ হইতেছে, তিনি সম্বৎশাকের পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ অংশে ও ষোড়শ শতা-

* প্রিয়দাস-কৃত ভক্তমাল-টীকা এবং খোলাসং উল তোয়ারিখ ও আবুলফজল কৃত আইন আকবরী এই সকল গ্রন্থে লিখিত আছে, কবীর সুলতান সেকন্দর লোদির সমকালবর্ত্তী ছিলেন।

ব্দীর প্রথমার্দ্ধে সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক বলিয়া বিখ্যাত হন। রামানন্দের অব্যবহিত পরেই কবীরের ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তন বিষয়ক খ্যাতি-বিস্তার হয়, অতএব বলিতে হয়, সম্বৎ শাকের পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রামানন্দ স্বামী প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

এরূপ আখ্যান আছে, কবীর প্রথমে জ্ঞানী নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। মোসলমানেরা কহে, তিনি মোসলমান ছিলেন, কিন্তু হিন্দু-শাস্ত্রে তাঁহার যেরূপ পারদর্শিতা ছিল ও মোসলমানদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে যাদৃশ অল্পজ্ঞতা ছিল, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে, এ কথা সম্ভব পায় না। জনশ্রুতি আছে, তাঁহার দেহ-সংস্কার বিষয়ে হিন্দু মোসলমানে উৎকট বিবাদ হইয়াছিল; হিন্দুদিগের ইচ্ছা, তাঁহার শব দাহ করে; মোসলমানদিগের বাঞ্ছা, সমাধিগর্ভে সমর্পণ করে। এইরূপ ঘোরতর বিরোধ হইতেছিল এমন সময়ে কবীর স্বয়ং বিবাদ-ক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়া "আমার মৃত দেহের আবরণ-বস্ত্র উদ্ঘাটন করিয়া দেখ" এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। তাঁহারা দেখেন, বস্ত্র-তলে শব নাই, কেবল পুষ্প-রাশি মাত্র পতিত রহিয়াছে; কাশীর রাজা বীরসিংহ তদর্দ্ধ নিজ রাজধানীতে আনয়ন করিয়া দাহ করিলেন এবং এক্ষণে যে স্থানকে কবীরচৌর বলে, তথায় ঐ দগ্ধ পুষ্পের ভস্মগুলি নিহিত করিয়া রাখিলেন। মোসলমান দলাধিপতি বিজিলিখান পাঠান অপরার্দ্ধ গ্রহণ করিয়া, গোরক্ষপুরের

নিকট কবীরের মৃত্যু-ভুমি মগর গ্রামে তাহা সংস্থাপন পূর্ব্বক, তদুপরি এক সমাধি-স্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইলেন। মানসুর আলিখান ঐ বিষয় সমাধানার্থ ঐ শেষোক্ত স্থান ও সেই সঙ্গে আর কয়েক খানি গ্রাম একেবারে দান করেন*। উল্লিখিত কবীরচৌর ও এই শেষোক্ত সমাধি-ক্ষেত্র উভয়ই কবীরপন্থীদিগের তীর্থ-স্থান*।

কবীরপন্থীদিগের সকল দেবতা অপেক্ষা বিষ্ণুর প্রতি অধিক শ্রদ্ধা। রামানন্দ স্বামীর নিকট কবীরের মন্ত্র গ্রহণ করিবার প্রবাদ, রামানন্দী ও অপরাপর বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহাদিগের সদ্ভাব ও ব্যবহারিক সম্বন্ধ, এই সমস্ত কারণে সকলে কবীরপন্থীদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে। কিন্তু হিন্দু-শাস্ত্রোক্ত কোন দেবতার উপাসনা করা বা হিন্দু-শাস্ত্রীয় ক্রিয়া-কলাপের অনুষ্ঠান করা তাঁহাদিগের মতে প্রয়োজনীয় নহে। তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা গৃহস্থ, তাঁহারা বাহিরেতে স্ব স্ব জাতীয় ও বর্ণোচিত সর্ব্বপ্রকার আচার ব্যবহার অবলম্বন করেন, বরং কেহ কেহ স্বকীয় ধর্ম্ম অতিক্রম করিয়া, যে সকল দেবতার উপাসনা সচরাচর প্রচলিত আছে, তাঁহাদিগেরও অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা সংসার-শৃঙ্খল হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা সমস্ত লৌকিক ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া কেবল নয়নাতীত কবীর দেবেরই ভজনা করেন। তাঁহাদের মন্ত্র-গ্রহণ ও নির্দ্দিষ্ট অভিবাদন-রীতি প্রচলিত নাই, ধর্ম্মসংগীতই তাঁহাদিগের

প্রধান উপাসনা। তাঁহাদিগের পরিধেয় বস্ত্রের কিছু বিশেষ নাই; কেহ কেহ উলঙ্গপ্রায় হইয়াই ভ্রমণ করেন। কিন্তু শীলতা ও সম্ভ্রম-রক্ষার নিমিত্ত বস্ত্র-পরিধানের প্রয়োজন হইলে, তাহাতে আপত্তি করেন না। মহন্তেরা মস্তকে টুপী ধারণ করেন। কবীর-পন্থীরা অন্য অন্য বৈষ্ণবদিগের ন্যায় তিলক সেবা করেন, অথবা নাসিকা-পৃষ্ঠে চন্দনের বা গোপীচন্দনের একটি রেখা অঙ্কিত করিয়া থাকেন; কিন্তু ইহা তাঁহাদিগের নিত্য কৃত্য বলিয়া পরিগণিত নহে। কণ্ঠেতে তুলসী-মালা ও হস্তেতে তুলসীময় জপমালাও ধারণ করেন; কিন্তু তাঁহা-দিগের মতে, এ সমস্ত বাহ্য আড়ম্বরে কোন ফলোদয় নাই, অন্তঃশুদ্ধিই একান্ত কর্ত্তব্য ও নিতান্ত আবশ্যক।

বিদ্বেষীদিগের সহিত বিরোধ-ঘটনার আশঙ্কায়, কবীর স্থল-বিশেষে লোকাচার-রক্ষার্থও কিছু কিছু অনুরোধ করিয়াছেন।

সবসে হিলিয়ে সবসে মিলিয়ে সবকা লিজিয়ে নাঁজ।
হাঁজী হাঁজী সবসে কিজিয়ে বসে আপনে গাঁজ॥

সাখী।

সকলের সহিত সহবাসী ও সম্মিলিত হইবে; সকলের নাম-গ্রহণ করিবে; হাঁজী হাঁজী, সকলকেই কহিবে; কিন্তু আপন স্থানে অবস্থান করিবে *।

---

* কবীরপন্থীরা এই বচনোক্ত 'নাম-গ্রহণ' বাক্যের এইরূপ ব্যাখা করেন; যথা, অন্য লোকে তাঁহাদিগকে 'বন্দগী,' 'দণ্ডবৎ,' 'রাম রাম,'

এ সম্প্রদায়ের প্রামাণিক গ্রন্থ সমুদায় কবীরের শিষ্য-দিগের ও তাঁহার উত্তর-কাল-বর্ত্তী গুরুদিগের রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। ঐ সকল পুস্তক বিবিধ-প্রকার হিন্দী ভাষাতে প্রশ্নোত্তর স্বরূপে লিখিত এবং প্রায়ই কবীরের বা তাঁহার শিষ্যদিগের উক্তি স্বরূপে দোঁহা, চৌপাই, সামাই. প্রভৃতি প্রসিদ্ধ হিন্দীচ্ছন্দে রচিত। উহাদের মধ্যে মধ্যে 'কহাহি কবীর' বা 'কহাই কবীর' অথবা 'দাস কবীর' বলিয়া ভণিতা পাওয়া যায়। কবীর-সম্প্রদায়ের খাস গ্রন্থের যেরূপ বিবরণ দেওয়া যাইতেছে, তাহা পাঠ করিলে, কবীরপন্থীদিগের সাম্প্রদায়িক গ্রন্থের সঙ্খ্যা ও পরিমাণ কিছু কিছু অনুভূত হইতে পারে।

১ সুখনিধান।

২ গোরখ্‌নাথকি গোষ্ঠী। এই গ্রন্থ গোরক্ষনাথের সহিত কবীরের বিচার-বিষয়ক।

৩ কবীরপাঞ্জি।

৪ বালখ্‌কি রমৈণী।

৫ রামানন্দকি গোষ্ঠী। ইহা রামানন্দের সহিত কবীরের বিচার-বিষয়ক গ্রন্থ *।

বা অপর যে কোন শব্দ বলিয়া অভিবাদন করিবে, তাঁহারাও উহাদিগকে সেই সেই শব্দ প্রয়োগ করিয়া প্রত্যভিবাদন করিবেন। তাঁহাদের মধ্যে নিকৃষ্ট পদস্থ ব্যক্তিরা প্রধান পদস্থ ব্যক্তিদিগকে সচরাচর 'বন্দগী সাহেব' বলিয়া অভিবাদন করেন এবং প্রধানেরা 'গুরুকি দয়া' বলিয়া প্রত্যভিবাদন করেন।

* কবীরের সময়ে মহম্মদের জীবিত থাকা সম্পূর্ণ অসম্ভব হইলেও, মহম্মদ্‌কি গোষ্ঠী নামে অপর এক গ্রন্থ বিদ্যমান আছে।

৬ আনন্দরাম সাগর।

৭ শব্দাবলী। ইহাতে এক সহস্র শব্দ আছে *।

৮ মঙ্গল। ইহাতে এক শত ক্ষুদ্র কাব্য আছে।

৯ বসন্ত। ইহাতে বসন্ত রাগের এক শত ধর্ম্ম-সঙ্গীত আছে।

১০ হোলি। ইহাতে দুই শত হোলি গান আছে।

১১ রেখ্‌তা। ইহাতে এক শত গীত আছে।

১২ ঝুলন। ইহাতে প্রকারান্তর প্রবন্ধে পঞ্চশত গীত আছে।

১৩ কহার। ইহাতে প্রকারান্তর পঞ্চশত গীত আছে।

১৪ হিন্দোল। ইহাতে প্রকারান্তর দ্বাদশ গান আছে। এই সকল গান ধর্ম্ম অথবা নীতি-বিষয়ক।

১৫ দ্বাদশ মাস। অর্থাৎ কবীরের মতানুসারে দ্বাদশ মাসের দ্বাদশ গান।

১৬ চঞ্চর।

১৭ চৌতীশ। অর্থাৎ চৌত্রীশ নাগরী অক্ষরের ব্যাখ্যা।

১৮ আলিফ্‌নামা। অর্থাৎ পারসীক অক্ষরের ব্যাখ্যা।

১৯ রমৈণী। অর্থাৎ বিচার-বিষয়ক অথবা মত-প্রতিপাদক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থ।

২০ বীজক। এই গ্রন্থ ছয় শত চোয়ান্ন অধ্যায়ে বিভক্ত।

---

* নীতি ও মত বিষয়ে অল্প অল্প বাক্যে এক এক শব্দ হয়।

২১ শাখী। ইহা পঞ্চ-সহস্র-শ্লোক-ময়। উহার এক একটি শ্লোক এক একটি শাখী।

এই সকল ব্যতিরেকে আগম ও বাণী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে আর কতকগুলি কবিতা আছে। অতএব, কবীরের মতে সম্যক্ পারদর্শী হইতে হইলে, উল্লিখিত গ্রন্থ-রাশি অধ্যয়ন করিতে হয়। কিন্তু কবীরপন্থীদিগের মধ্যে সুবিখ্যাত পণ্ডিতেরাও তাহার সমুদায় অধ্যয়ন করেন না। তাঁহারা কেবল কতিপয় শাখী, শব্দ ও রেখ্‌তা এবং বীজকের অধিকাংশ শিক্ষা করেন; বিচার উপস্থিত হইলে, সেই সকল গ্রন্থেরই প্রমাণ দিয়া থাকেন। গোষ্ঠী সমস্ত ইহাঁদিগের প্রধান গ্রন্থ, কিন্তু সমধিক পারদর্শী না হইলে, ঐ সমুদায় অধ্যয়ন করিবার অধিকার জন্মে না; যে সুখনিধান অন্য অন্য সমস্ত গ্রন্থের কুঞ্চিকাস্বরূপ এবং বোধ-সুলভ ও সুপ্রসন্ন শব্দে লিখিত, তাহাও, পঠদ্দশার চরমাবস্থা উপস্থিত না হইলে, শিক্ষা করিবার ব্যবস্থা নাই।

পূর্ব্বোক্ত বীজক কবীরপন্থীদিগের এক প্রধান প্রামাণিক গ্রন্থ। দুই বীজক আছে। ঐ দুয়ের বিশেষ বিভিন্নতা নাই, কেবল স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ন্যূনাধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়। কবীরপন্থীরা কহেন, ঐ উভয়ের মধ্যে যে গ্রন্থ বৃহত্তর, তাহাই স্বয়ং কবীর কাশীর রাজাকে কহিয়াছিলেন। আর ভগদাস নামে কবীরের এক শিষ্য ছিলেন, তিনিই অন্য বীজক সংগ্রহ করেন। এই

শেষোক্ত গ্রন্থই বহুলরূপে প্রচলিত আছে; ইহাতে কবীরের স্বমত-প্রতিপাদক বাক্য অপেক্ষা আর আর মতের নিন্দাবাদই অধিক। তাঁহার স্বীয় মতের বিষয়েও যৎকিঞ্চিৎ যাহা লিখিত আছে, তাহাও এরূপ অস্পষ্ট ও উৎকট শব্দে লিখিত যে, তাহার অর্থ নিষ্পন্ন করা অতিশয় দুষ্কর। ইঁহাদের সাম্প্রদায়িক গ্রন্থের যেরূপ নিগূঢ় ভাব ও তাহার রচনা যেরূপ অস্পষ্ট ও অবিশদ, তাহা এই পশ্চাল্লিখিত কতিপয় বচনের বাঙ্গলা অনুবাদ পাঠ করিলে, কতক অনুভূত হইতে পারে।

প্রথম রমৈণী—অন্তর *, জ্যোতি †, শব্দ ‡ এবং এক স্ত্রী § হইতে ব্রহ্মা, হরি ও ত্রিপুরারির জন্ম হইয়াছে। তাঁহারা শিব-ভবানীর অনেক প্রতিমূর্ত্তি স্থাপনা করিয়াছেন, কিন্তু আপনাদের আদ্যন্ত কিছুই জ্ঞাত নহেন। তাঁহাদিগের এক নিবাস-বাটী প্রস্তুত হইয়াছে। হরি, ব্রহ্মা ও শিব এ তিন জন প্রধান মানুষ; তাঁহাদিগের প্রত্যেকের এক এক গ্রাম আছে। তাঁহারা ব্রহ্মার অণ্ড ও খণ্ড সকল নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং ষড়্দর্শন ও ৯৬ প্রকার পাষণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন। গর্ভে থাকিয়া কেহ বেদাধ্যয়ন করে নাই এবং মোসলমান হইয়াও কেহ

* কারণ স্বরূপ, স্বয়ম্ভু, ঈশ্বর।

† ঈশ্বরের জ্যোতিরূপ।

‡ যে আদিম শব্দ দ্বারা তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ হয়।

§ মায়া।

ভূমিষ্ঠ হয় নাই। ঐ রমণী গর্ভ-ভার হইতে মুক্ত হইয়া বিবিধ শোভায় স্বীয় শরীর শোভিত করিয়াছিলেন। এক বংশে আমার * ও তোমাদিগের † জন্ম হইয়াছে এবং এক প্রাণ আমাদিগের উভয় পক্ষকে সজীব রাখিয়াছে। এক জননী হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। যে জ্ঞানে আমাদিগকে পৃথক্ করিয়াছে, সে কিরূপ জ্ঞান? এই এক মূল হইতে যে কতপ্রকার জীব-প্রবাহ হইয়াছে, তাহা কেহ জানে না; এক রসনায় কি প্রকারে তাহার বিস্তার করিতে পারে? দশ লক্ষ জিহ্বা থাকিলেও, মুখেতে তাহা ব্যক্ত করা যায় না। কবীর কহিয়াছেন, আমি মনুষ্যের হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া চীৎকার করিয়াছি, কেন না রাম-নাম না জানিয়া বিশ্ব-সংসার মৃত্যু-গ্রাসে পতিত হইয়াছে।

ষষ্ঠ রমৈণী—(মায়া নিজের ও আদিপুরুষের বৃত্তান্ত কহিতেছেন) তাঁহার বর্ণ কি? রূপ কি? এবং অবয়বই বা কি প্রকার? আর কোন্ ব্যক্তি তাঁহাকে দর্শন করিয়াছে? ওঁকার তাঁহার আদি দৃষ্টি করে নাই, অতএব আমি কিরূপে তাঁহার বিষয় জ্ঞাপন করিতে পারি? তুমি কি কহিতে পার, কোন্ মূল হইতে তাঁহার উদ্ভব হইয়াছে? তিনি তারা নহেন, চন্দ্র নহেন, সূর্য্য নহেন। আমি তাঁহার কি নাম দিব, কি বর্ণনাই বা করিব? তাঁহার

---

* মায়া।

† ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব।

নিকট দিবা নাই, রাত্রি নাই, জাতি নাই, পরিবার নাই। তিনি গগন-শিখরে বাস করেন। একদা তাঁহার স্বরূপের স্ফুলিঙ্গ মাত্র আবির্ভূত হইয়াছিল, আমি তাঁহার ভার্য্যা হইয়াছিলাম, অর্থাৎ সেই অনন্য-প্রয়োজন পুরুষের পত্নী হইয়াছিলাম।

ষট্‌পঞ্চাশত্তম শব্দ—আমরা আলি ও রাম উভয়ের সন্তান; অতএব তাঁহাদিগের ন্যায় আমাদিগের সকল জীবে দয়া করা উচিত। তুমি জীবের রক্ত পবিত্র বল, অথচ আপনিই প্রাণি-হনন করিয়া রক্ত পাত কর। তুমি যে সকল ধর্ম্মের গর্ব্ব কর, তাহার অনুষ্ঠান কদাপি কর না; ইহাতে মস্তক-মুণ্ডন, সাষ্টাঙ্গ প্রণাম, নদীতে অবগাহন করিলে কি ফলোদয় হইবে? যখন মন্ত্র-পাঠকালে, বা মক্কা ও মদিনা-তীর্থ ভ্রমণ-কালে, তোমার অন্তঃকরণ প্রবঞ্চনার আলোচনাতে অনুরক্ত থাকে, তখন মুখ-প্রক্ষালন এবং স্নান, জপ ও দেব-বিগ্রহ-প্রণামে কি উপকার হইবে? হিন্দুরা একাদশী করে, মোসলমানেরা রম্‌জানের উপবাস করে। আর আর মাস ও দিনের সৃষ্টি কি অন্য কেহ করিয়াছে যে, তুমি একের পুণ্যত্ব স্বীকার করিয়া আর সকল অগ্রাহ্য কর? যদি বিশ্বকর্ত্তা কেবল মন্দিরের মধ্যে অবস্থিতি করেন, তবে বিশ্ব-সংসার কাহার নিকেতন? রামকে প্রতিমার মধ্যে স্থিতি করিতে কে দেখিয়াছে? এবং কোন্‌ তীর্থ-যাত্রীই বা রাম-মন্দিরে গিয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছে? পূর্ব্ব দিকে

হরির পুরী, পশ্চিমেতে আলির পুরী; কিন্তু আপনার হৃদয়-পুরী অনুসন্ধান কর, রাম ও করীম উভয়ই তথায় বিদ্যমান আছেন। যাহারা তিব * ও বেদের মর্ম্ম না জানে, তাহারাই তাহা মিথ্যা বলে। সকল বস্তুতে এক পদার্থ দৃষ্টি কর, দ্বৈধ ভাবই ভ্রমের মূল। পৃথিবীতে যত নর নারী জন্মিয়াছে, কাহারও স্বভাব তোমা হইতে ভিন্ন নহে। এই বিশ্ব যাঁহার সংসার এবং আলি ও রামের সন্তানেরা যাঁহার সন্তান, তিনিই আমার গুরু, তিনিই আমার পীর।

উনসপ্ততিতম শব্দ – এনগরের (১) কোতয়াল (২) কে? অনাবৃত মাংস (৩) আছে, গৃধ্র (৪) তাহা রক্ষা করে। ছিল মূষিক (৫), হৈল নৌকা (৬), বিড়াল (৭) তাহার কর্ণধার। ভেক (৮) শয়নে নিদ্রা যায়, সর্প (৯) তাহাকে রক্ষা করে।

---

* মোসলমানদিগের শাস্ত্র-বিশেষ।

১ শরীর।

২ মনুষ্য।

৩ বেদ অথবা ঈশ্বর-স্বরূপ-প্রতিপাদক শাস্ত্রান্তর

৪ পণ্ডিত অর্থাৎ ধর্ম্মোপদেশক মনুষ্য।

৫ মনুষ্য বা বুদ্ধি।

৬ মায়ার বাহন।

৭ মায়া।

৮ সিদ্ধ পুরুষ।

৯ পরমেশ্বর।

বৃষের (১০) সন্তান হয়, কিন্তু গাভী (১১) বন্ধ্যা থাকে। যে এক বৎস (১২) আছে, দিনে তিনবার দুগ্ধ দেয়। শৃগালে (১৩) গাওয়ার (১৪) মারে, কবীরের (১৫) স্থান (১৬) জ্ঞাত কে বা?

যে কয়েকটি শব্দ ও রমৈণী এ স্থলে অনুবাদিত হইল, তাহা কবীর-সম্প্রদায়ী গ্রন্থ সমুদায়ের রচনা-প্রণালীর উদাহরণ মাত্র। এতদ্দারা কবীরের মত সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় না। লিখিত-পূর্ব্ব সুখনিধান গ্রন্থ হইতে কবীরের মত এক প্রকার জ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে। কবীরপন্থীদিগের এইরূপ সংস্কার আছে, কবীর আপনার প্রধান শিষ্য ধর্ম্মদাসকে এই গ্রন্থ কহেন এবং কবীরের প্রথম শিষ্য শ্রুতগোপাল তাহা সঙ্কলিত ও লিপি-বদ্ধ করেন।

উপাসনা বিষয়ে অন্য অন্য হিন্দু-সম্প্রদায়ের সহিত কবীরপন্থীদিগের কিছুমাত্র সংস্রব নাই বটে, কিন্তু হিন্দু-

---

১০ বিষ্ণু।
১১ মায়া বা দেবী।
১২ পরমেশ্বর।
১৩ বুদ্ধি অথবা স্বীয় মতের অভিমান।
১৪ উপাসক।
১৫ ঈশ্বর; মনুষ্যের ও জগতের সহিত তাঁহার অভেদ।
১৬ ঈশ্বর স্বরূপ।

কবীরপন্থীরা এই সকল সাঙ্কেতিক শব্দের যেরূপ তাৎপর্য্য প্রতিপন্ন করেন, তাহা লেখা গেল। এই সম্প্রদায়ী গুরুরা কেহ কেহ এই সমস্ত শব্দের ও অস্পষ্ট বচনের তাৎপর্য্যার্থ-ঘটিত এক এক খানি পুস্তক রাখেন; কিন্তু তদ্দারাও ঐ সমুদায়ের অর্থ-স্ফূর্ত্তি হয় না।

ধর্ম্ম হইতে যে তাঁহাদিগের ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার প্রচুর নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহাদিগের এবং পৌরাণিক বৈষ্ণবদিগের, মত ফলিতার্থতঃ প্রায় এক প্রকার। তাঁহারা বিশ্ব-স্রষ্টা এক মাত্র পরমেশ্বরের সত্তা স্বীকার করেন এবং তাঁহাকে সাকার ও সগুণ বলিয়া বর্ণন করেন। তাঁহার পাঞ্চভৌতিক * শরীর ও ত্রিগুণাশ্রিত † অন্তঃকরণ আছে। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ ও অনির্ব্বচনীয় পরিশুদ্ধ স্বরূপ এবং মনুষ্য-গত সমস্ত দোষ-বিবর্জ্জিত। তিনি স্বেচ্ছানুসারে সর্ব্বপ্রকার আকার ধারণ করিতে পারেন। কিন্তু আর আর সকল বিষয়ে মনুষ্যের সহিত তাঁহার বিশেষ বিভিন্নতা নাই। কবীরপন্থীরা কহেন, তৎসম্প্রদায়ী সাধ অর্থাৎ সাধু ইহ লোকে তাঁহার অনুরূপ এবং পরলোকে তাঁহার সমান ও সহবাসী হইয়া পরম সুখ সম্ভোগ করেন। তিনি আদ্যন্ত-শূন্য নিত্য-স্বরূপ। যেমন বৃক্ষের শাখা-পল্লবাদি অংশ সকল বীজের অন্তর্গত থাকে এবং শরীরের রক্ত মাংস অস্থি চর্ম্মাদি অংশ সকল শুক্র-ধাতুর অভ্যন্তরে অবস্থিতি করে, সেইরূপ, জগতের সকল বস্তু ব্যক্ত হইবার পূর্ব্বে অব্যক্ত রূপে ঐশিক শরীরের অন্তর্ভূত থাকে। অন্য অন্য অনেক সম্প্রদায়ীরা কবীরের মত অবলম্বন করিয়াছেন; তাঁহারা

---

* ক্ষিতি, জল, বায়ু, তেজ ও আকাশ এই পাঁচটি ভূত।

† সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গুণ।

এই সমস্ত বাক্যের যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণ করিয়া পদার্থান্তরের সত্তা অস্বীকার করেন। কিন্তু কবীরপন্থীরা এই মাত্র কহেন, আদৌ সংসারের সমস্ত বস্তু কতিপয় সামান্য ভূতের অন্তর্ভূত ছিল, পরে তাহা হইতে ক্রমশঃ ক্রমশঃ ব্যক্ত হইয়াছে। পরমপুরুষ পরমেশ্বর প্রলয়ান্তে দ্বি-সপ্ততি যুগ পর্য্যন্ত * একাকী থাকিয়া পুনর্ব্বার সংসার-সৃষ্টির ইচ্ছা করিলেন। সেই মহতী ইচ্ছা পরিণামে এক স্ত্রী-রূপা হইল ; ঐ স্ত্রীর নাম মায়া। মায়া হইতে মানব-জাতির তাবৎ ভ্রম উৎপন্ন হইয়াছে। তিনিই প্রকৃতি শক্তি বা আদিভবানী। পরম পুরুষ তাঁহার সহিত সম্ভোগ করিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে উৎপাদন করেন। করিয়া আপনি অন্তর্হিত হন। হইলে, মায়াদেবী ক্রমশঃ স্বকীয় পুত্রদিগের সমীপবর্ত্তিনী হইতে থাকেন এবং তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক নিজ পরিচয় বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইয়া কহেন, “আমি নিরাকার, নয়নাতীত ও সর্ব্বাদিম মহাপুরুষের পত্নী।” ইহা বলিয়া, তিনি বেদান্ত-মতানুরূপ পরম পুরুষের বর্ণনা করেন ; এবং কহেন, “আমি এই ক্ষণে স্বতন্ত্রা হইয়াছি, তোমাদিগের যাদৃশ স্বভাব আমারও তাদৃশ, অতএব আমি তোমাদিগের সুযোগ্য সহচারিণী।”

---

* কবীরপন্থীরাও ক্রমানুযায়ী পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় স্বীকার করেন।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর সন্দিগ্ধ-চিত্ত হইয়া তাঁহার বাক্য সহসা স্বীকার করেন না। বিশেষতঃ বিষ্ণু মায়াদেবীকে কতিপয় কঠিন প্রশ্ন করিয়া তাঁহার কোপানল প্রজ্বলিত করেন, কিন্তু তদ্দ্বারা কবীরপন্থীদিগের বিশেষরূপ শ্রদ্ধা-স্পদ হন। মায়া তখন ক্রোধ-ভরে মহামায়া দুর্গারূপে আবির্ভূতা হইয়া নিজ পুত্রদিগকে ভয় প্রদর্শন করেন এবং তাঁহারাও স্ব স্ব ভীরু স্বভাব প্রযুক্ত আত্ম-বিস্মৃত হইয়া, মায়ার মতে সম্মতি দিয়া, তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন; তাহাতে তাঁহার তিন কন্যা জন্মে; সরস্বতী, লক্ষ্মী ও উমা। তিনি ব্রহ্মাদি-তনয়দিগের সহিত ঐ তনয়াদিগের বিবাহ দিয়া জ্বালামুখী-প্রদেশে অবস্থিতি করেন এবং তাঁহাদিগের ছয় জনের উপর বিশ্ব সৃজন ও স্বোপদিষ্ট বিবিধ প্রকার ভ্রমাত্মক জ্ঞান ও ভ্রান্তি-মূলক ক্রিয়ানুষ্ঠান প্রচার করিবার ভারার্পণ করেন।

কবীরপন্থীরা আপনাদিগের গ্রন্থে মায়ার অসত্য স্বভাব ও দোষাশ্রিত আচরণের কথা পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করেন এবং ব্রহ্মাদি দেবতাদিগকে মায়ার বশতাপন্ন বলিয়া তাঁহাদিগের পূজা করিতে অস্বীকার করেন। এই সম্প্রদায়ীরা কহেন, কবীর দেবের স্বরূপ-জ্ঞান লাভ করাই সকল ধর্ম্মের মূল তাৎপর্য্য; কিন্তু এই তাৎপর্য্য সত্ত্বেও, ঐ সকল দেবতা ও তদীয় উপাসকেরা, এবং মোসলমান-সম্প্রদায়ীরা, কেহই সে দুর্ল্লভ জ্ঞান প্রাপ্ত হয় নাই।

সকল জীবেরই জীবাত্মা সমান; পাতকাদি দোষ-স্পর্শ হইতে মুক্ত হইলে, স্বেচ্ছানুরূপ দেহ ধারণ করিতে পারে। জীবাত্মা যে পর্য্যন্ত না জানিতে পারেন, কোথা হইতে তাঁহার উৎপত্তি হইয়াছে, সে পর্য্যন্ত নানা যোনি ভ্রমণ করেন। যৎকালে নক্ষত্র-পতন অর্থাৎ উল্কা-পাত হয়, তৎকালে তিনি কোন গ্রহ-শরীর আশ্রয় করেন। স্বর্গ নরক মায়ার কার্য্য, অতএব ঐ উভয়ের বাস্তবিক সত্তা নাই। হিন্দুরা যাহাকে স্বর্গ ও মোসলমানেরা বহে-স্ত বলে, তাহা বস্তুতঃ এই পৃথিবীরই সুখ এবং নরক ও জাহান্নম পৃথিবীরই দুঃখ।

কবীরপন্থীদিগের নীতিশাস্ত্র অতি সংক্ষিপ্ত; কিন্তু অকপটে তদনুযায়ী অনুষ্ঠান করিলে সংসারের হিত-বৃদ্ধিরই সম্ভাবনা। তাঁহারা কহেন, ঈশ্বর জীবন দিয়াছেন, অতএব সে জীবনের অনিষ্ট করা জীবদিগের উচিত নহে। অতএব দয়া এক প্রধান ধর্ম্ম, সুতরাং সজীব শরীরের রক্ত-পাত করা ঘোরতর কুকর্ম্ম। সত্যানুষ্ঠান আর একটি প্রধান ধর্ম্ম-নীতি, কারণ মূলীভূত মিথ্যা হইতে ঈশ্বর-স্বরূপের অজ্ঞান ও সাংসারিক যাবৎ দুঃখ উৎপন্ন হইয়াছে। সংসার পরিত্যাগ করা সুবিহিত বটে, কারণ গার্হস্থ্য আশ্রমে আশা, ভয়, কামনাদি দ্বারা চিত্ত-শুদ্ধি ও শান্তি-লাভের ব্যাঘাত জন্মে এবং নর ও ঈশ্বর বিষয়ক আবহমান চিন্তা-প্রবাহের প্রতিবন্ধক ঘটে। অন্য অন্য সমস্ত হিন্দু উপাসকদিগের ন্যায় কায়মনোবাক্যে গুরু-

ভক্তি করা ইহাঁদিগেরও প্রধান ধর্ম্ম *। ইহাঁরা তন্ন তন্ন রূপে গুরুর মতামত ও গুণাগুণ বিচার না করিয়া তাঁহাকে গুরু বলিয়া গ্রহণ করেন না। শিষ্যের দোষ হইলে, গুরু তাঁহাকে ভৎসনাদি করিতে পারেন, কিন্তু শারীরিক দণ্ড দিবার অধিকার নাই। শিষ্য যদি ইহাতেও কুপ্রবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত না হন, তাহা হইলে গুরু তাঁহার প্রণাম গ্রহণ করেন না। তাহাতেও প্রতীকার না হইলে, তাঁহাকে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। কবীর জপ, পূজা ও জাতি-ভেদাদির † বিস্তর নিন্দা করিয়াছেন এবং সংসারের দুঃখময় স্বরূপ ‡ সবিশেষ বর্ণন করিয়া ভগবৎ-প্রেমে চিত্তার্পণ করিতে বারম্বার উপদেশ দিয়াছেন।

মনূকা ফেরত্ জনম গয়ো গয়ো ন মনূকা ফের।
করকা মনূকা ছোড় কর মনূকা মনূকা ফের॥

জপমালার গুটিকা ঘূর্ণন করিতে করিতে জীবন গত

---

* নাভাজি কহিয়াছেন,

ভক্তি ভক্ত ভগবন্ত গুরু চতুর্ নাম, বপু এক।

ভক্তি, ভক্ত, ভগবান্ ও গুরু এই চারিটি নাম মাত্র, কিন্তু এক পদার্থ।

† **মাহুকি গর্ভমে সুন নাহি পুন কহাবৈ পাঁড়ে ।**
বিবি ফাতিমা কি সুন্নত নাহি কাজি বাম্হন দোনো ভাঁড়ে ॥

‡ **চলনি চক্কি দেখ্ কর দিয়া কবীরা রো ।**
দুপাটনূকে বিচ আ সাবত্ গয়া না কো ॥

এক যোড় ঘরট্ট ঘুরিতে দেখিয়া, কবীর ক্রন্দন করিয়া কহিলেন আহা! উভয় পট্টের অন্তর্গত হইয়া কেহ আর অখণ্ডিত বিনির্গত হইল না। অর্থাৎ দ্যুলোক ও ভূলোকের মধ্য স্থলে আসিয়া কেহ আর নির্ব্বিঘ্নে গেল না।

হইল, কিন্তু হৃদয়ের ঘোর বিগত হইল না। অতএব হাতের গুটিকা পরিত্যাগ করিয়া মনের গুটিকা বিঘূর্ণন কর।

गङ्गा फेरा हरद्वारका गुदड़ि लिया मन चारका भट्का फेरा तौ क्या हुवा जिन एश्क़ मे सेर नादिया। कावा गया हाजि हुया मनका कपट मिटा नाहि मनका कपट टुटा नाहि कावा गया तौ क्या हुवा हाजि हुया तौ क्या हुवा जिन एश्कं मे सेर नादिया। वोस्तां गोंलेस्तां पढ़ गया मत्लव ना समझा शेख़का आलम हुवा तौ क्या हुवा फाज़ेल हुवा तौ क्या हुवा जिन एश्क़ मे सेर ना दिया॥

যে জন হরিদ্বার-বাহিনী জাহ্নবী-জল পর্য্যন্ত পর্য্যটন করিয়াছে, দুই চারি মণ কন্থা-ভার বহন করিয়াছে এবং

बाम्हन टामन मूरख भये सूद्र पढ़े गीता।
ठग ठगर बन्द आच्छा खावे दुःख पाव पण्डिता।
सांचाको मारे लाठा झूटा जगत् पिताय।
गोरस गलि गलि फेरे सुरा बैठ बेकाय॥
सतीको ना मेले धोति गस्तान पहरे खासा।
कहे कबीरा देख भाइ दुनियाका तामासा॥

ব্রাহ্মণ মূর্খ হয়, অথচ শূদ্রে গীতা পাঠ করে। শঠ ও প্রতারকেরা উৎকৃষ্ট অন্ন ভক্ষণ করে, অথচ পণ্ডিতেরা কেবল কষ্ট পায়। লোকে ন্যায়কে দণ্ডাঘাত করে, অথচ অন্যায়কে পিতৃবৎ শ্রদ্ধা করিয়া থাকে। পথে পথে পর্য্যটন করিয়া গোদুগ্ধ বিক্রয় করিতে হয়, অথচ সুরা এক স্থানে অবস্থিত থাকিয়াই বিক্রীত হইয়া যায়। পতিব্রতা সতী স্ত্রীর এক খানি ধুতী মিলে না, অথচ দুশ্চারিণী কামিনীরা প্রকৃষ্ট পরিচ্ছদ পরিধান করে। অতএব কবীর কহেন, ভাই! জগতের কেমন কৌতুক দেখ।

বিভ্রান্ত হইয়া নানা তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়াছে, কিন্তু ভগবৎ-প্রেমে শির সমর্পণ করে নাই, তাহাতে তাহার কি হইল? যে জন কাবায় গিয়াছে, হাজি হইয়াছে, অথচ যাহার মনের কপটতা ক্ষীণ হয় নাই, মনের কপটতা দূরীভূত হয় নাই ও ভগবৎ-প্রেমে শির সমর্পিত হয় নাই, তাহার কাবা-গমনেই বা কি হইল? এবং হাজি-পদে অধিরোহণেই বা কি হইল? যে জন বোস্তা গোলেস্তা সমগ্র অধ্যয়ন করিয়াছে, কিন্তু সেখ সাদির তাৎপর্য্যার্থ গ্রহণ করিতে পারে নাই ও ভগবৎ-প্রেমে শির সমর্পণ করে নাই, তাহার পণ্ডিত ও পারদর্শী হওয়াতেই বা কি হইল?

পীতম্ কি বাতেঁ লাগি মোহে নেকি। কোটি যতন্ সে কোই সম্‌জাবি সব কি লাগি মোহে ফীকি॥ জলকে মীনা পলঙ্গ পর রাখো লে অমৃত রস সিঁচি। তড়প্ তড়প্ তন ত্যেজত্ ছনকমে সুদ্ধ নারহে ঔয়াজীকি॥ হীরা কে পরখো জৌহরি জানে চোট সহে ঘিরষনকি। স্বাতীকে স্বাদা পাপিহা জাঁনে যাকো চোট বিরহন্‌কি॥ কহে কবীর যাঁহা ভাব বসত্ হ্যায় সুদ্ধ রহে হর জনকি॥

প্রিয়তমের কথাই আমার ভাল লাগে। যদি কেহ অশেষ রূপে আমাকে প্রবোধ দেয়, কিছুতেই মন বুঝে না। জলের মৎস্যকে যদি পর্য্যঙ্কের উপর রাখিয়া অমৃত-রস সেচন করিয়া দাও, তথাচ সে ক্ষণেক মধ্যে ছট ফট করিয়া তনুত্যাগ করে, আর সংজ্ঞা থাকে না। মণি-খনকে-

রাই হীরকের গুণ জানে এবং এই নিমিত্তই মুদ্গার-প্রহার সহ্য করিয়া থাকে। পাপীয়া পক্ষীই স্বাতী নক্ষত্রের জলের স্বাদ-গ্রহ অবগত আছে, সুতরাং তাহাকেই তন্নিবন্ধন বিরহ-যন্ত্রণা ঘটিয়া থাকে। কবীর কহেন, যাহার হৃদয়ে ভাবের আবির্ভাব হইয়াছে, সে জন সকল জনেরই ভাব গ্রহণ করিয়া থাকে।

সাকার বস্তুর উপাসনা বিধি-বদ্ধ না থাকাতে, যদিও কবীরের মত ভারতবর্ষের কোন অংশে সাধারণ রূপে প্রচলিত না হউক, তথাচ ইহার বহুল প্রচার হইয়াছে, এবং ইহা হইতে তাদৃশ অন্য অন্য সম্প্রদায়ও উৎপন্ন হইয়াছে। কবীরপন্থীরা নানা ভাগে বিভক্ত। এই ক্ষণে তাহাদিগের ন্যূন সংখ্যা দ্বাদশ শাখা দৃষ্টি করা যায়। ঐ দ্বাদশ-শাখা-প্রবর্ত্তকদিগের নাম উল্লেখ করা যাইতেছে। যথা

১—শ্রুতগোপাল দাস। ইনি সুখনিধান রচনা করেন। ইঁহার পরম্পরাগত শিষ্যেরা বারাণসীর চৌর, মগরের সমাধি এবং জগন্নাথ ও দ্বারকার আখ্ড়া এই কয়েক স্থানের উপর অধ্যক্ষতা করেন।

২—ভগোদাস। ইনি বীজক রচনা করেন। ইঁহার পরম্পরাগত শিষ্যেরা ধনৌতি নামক স্থানে অবস্থিতি করেন।

৩—নারায়ণ দাস, এবং

৪—চূরামণ দাস। ইঁহারা উভয়ে ধর্ম্মদাস নামক এক

বণিকের পুত্র। তিনি প্রথমে রামানুজ-সম্প্রদায়-ভুক্ত ছিলেন, পরে কবীরের মত ও পদ্ধতি অবলম্বন করেন। তিনি ঝব্বল পুরের নিকট বন্ধো-নামক স্থানে অবস্থান করিতেন এবং বহু কাল পর্য্যন্ত তদ্বংশীয় মহন্তদিগের মঠ সেই স্থানেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাঁহারা গৃহস্থ ছিলেন, এপ্রযুক্ত তাঁহাদিগের নাম বংশ-গুরু ছিল। নারায়ণের বংশ একবারে লোপ পাইয়াছে এবং চুরামণের বংশোদ্ভব মহন্ত-বিশেষ উপপত্নী-পুত্র বলিয়া, ঐ বংশ সমাজ-ভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে।

৫—জগোদাস। কটকে ইহাঁর গদি আছে।

৬—জীবন দাস। ইনি সৎনামি-সম্প্রদায় সংস্থাপন করেন। এ সম্প্রদায়ের বিষয় পশ্চাৎ বর্ণিত হইবে।

৭—কমাল। বোম্বাই নগরে তাঁহার স্থান ছিল। তাঁহার মতানুবর্ত্তী লোকেরা যোগানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। জন-শ্রুতি আছে, কমাল কবীরের পুত্র, কিন্তু কেবল এক লোক-প্রসিদ্ধ বচন ব্যতিরেকে ইহার আর অন্য প্রমাণ নাই।

ডুবা বংশ কবীরকা জী উপজা পুত কমাল।

যখন কবীরের কমাল নামক পুত্র হইল, তখনই তাঁহার বংশ-লোপ হইল *।

---

* এই বচন যে গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে লিখিত আছে, কমাল জন্মগ্রহণ করাতে কবীরের বংশ লোপ হইল। এ কথার তাৎপর্য্য এই যে, কমাল, হয়, দারপরিগ্রহ করেন নাই, নয়, স্ববংশোচিত ধর্ম্মব্রত পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বতোভাবে বিষয়াসক্ত হইয়াছিলেন।

৮—টাক্‌শালি। ইনি বরদা নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেন।

৯—জ্ঞানী। ইনি সহস্রামের নিকট মঝ্‌নি গ্রামে অবস্থান করিতেন।

১০—সাহেব দাস। ইনি কটকে অবস্থিতি করিতেন। অন্য অন্য শাখার সহিত ইহঁার শিষ্যদিগের কিঞ্চিৎ বৈশিষ্ট্য থাকাতে, তাঁহারা মূলপন্থী নামে এক সম্প্রদায়-বিশেষ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন।

১১—নিত্যানন্দ।

১২—কমলনাদ। নিত্যানন্দ ও কমলনাদ দক্ষিণা-পথের স্থান-বিশেষে গিয়া বাস করিয়াছিলেন।

এ সমস্ত ব্যতিরেকে, কবীরপন্থীদিগের হংসকবীরি, দানকবীরি ও মঙ্গেলকবীরি নামে আর কতিপয় শাখা আছে।

কবীরপন্থীদিগের পূর্ব্বোক্ত সমুদায় স্থানের মধ্যে বারাণসীর কবীরচৌর সর্ব্ব-প্রধান বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। এই সম্প্রদায় ও তাদৃশ অন্য অন্য সম্প্রদায়ের উদাসীনেরা তথায় সতত গমন ও অবস্থান করিয়া থাকেন। যদিও বিষয়ী লোকদিগের নৈমিত্তিক দান ব্যতিরেকে তথাকার আয়ের অন্য কোন বিশেষ উপায় অবধারিত নাই, তথাপি উদাসীন তীর্থ-যাত্রীরা যাবৎ সে স্থানে অবস্থিতি করে, তথাকার মহন্ত তাবৎ তাহাদিগকে যত্ন সহকারে আহার প্রদান করিয়া থাকেন। বলবন্ত সিংহ এবং তাঁহার উত্ত-

রাধিকারী চৈৎসিংহ কবীরচৌরের মাসিক বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন। একদা চৈৎসিংহ কবীরপন্থীদিগের সংখ্যা নিরূপণ করিবার মানসে কাশীর নিকট এক মেলা করেন, তাহাতে তৎসম্প্রদায়ী ৩৫,০০০ পঞ্চত্রিংশৎ সহস্র উদাসীনের সমাগম হয়। ভারতবর্ষের পশ্চিম ও মধ্যভাগে কবীরপন্থী-সম্প্রদায়ী বিষয়ী ও ধর্ম্ম-ব্রতী ভূরি ভূরি লোক অবস্থিতি করে। তাহারা নিরীহ, সত্য-প্রিয়, ও নিরুপদ্রব। তদীয় উদাসীনেরা অন্য অন্য উদাসীনের ন্যায় দুরন্ত-স্বভাব নহে এবং কদাপি ভিক্ষা করিয়া পর্য্যটন করে না।

রয়দাসী।

রামানন্দ স্বামীর রয়দাস * নামক শিষ্য এ সম্প্রদায় সংস্থাপন করেন। লোক-প্রবাদ আছে, তাঁহার স্বজাতীয় চর্ম্মকার ব্যতিরেকে অন্য লোকে তাঁহার মতানুবর্ত্তী হয় নাই। শিখেরা তাঁহার কোন কোন গ্রন্থ আপনাদিগের আদিগ্রন্থের মধ্যে বিনিবেশিত করিয়াছেন; তাহাতে তাঁহার নাম রবিদাস বলিয়া উল্লেখ আছে। কাশীধামস্থ শিখেরা যে সকল সঙ্গীত গান করে ও যে সমস্ত স্তব পাঠ করে, তাহারও কতক অংশ রয়দাসের রচিত।

* বাঙ্গলা ভক্তমালে ইহাঁর নাম রুইদাস বলিয়া লিখিত আছে।

অতএব বোধ হয়, তিনি এক কালে অতিশয় খ্যাত্যাপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্র বিষয়ে কোন প্রসিদ্ধ প্রামাণিক ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায় না, অতএব ভক্তমাল হইতে তাঁহার উপাখ্যান অনুবাদ করা যাইতেছে।

রামানন্দ স্বামীর শিষ্য-মণ্ডলীর মধ্যে এক ব্রহ্মচারী ভগবানের ভোগের সামগ্রী আহরণার্থ প্রত্যহ ভিক্ষা-পর্য্যটন করিতেন। এক দিবস ঐ স্থলে গিয়া এক বণিকের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু সে বণিক্ সৌনিকদিগকে খাদ্য সামগ্রী বিক্রয় করিত, সুতরাং তাহার দ্রব্য স্পৃশ্য ও প্রতিগ্রাহ্য নহে। রামানন্দ স্বামী যখন ভোগ নিবেদন করিতে বসিলেন, তখন ধ্যানেতে ভগবানের দর্শন না পাইয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন, ভোগের সামগ্রীতে কোন ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকিবে। এইরূপ সন্দিগ্ধ-চিত্ত হইয়া ব্রহ্মচারীকে জিজ্ঞাসিলেন, "অদ্যকার ভোগের সামগ্রী কোথা হইতে আহরণ করিয়াছ?" ব্রহ্মচারী যথাবৎ সমস্ত বর্ণন করিল। রামানন্দ শুনিয়া 'হা চামার' বলিয়া তাহাকে তিরস্কার করিয়া উঠিলেন। গুরু-বাক্য ব্যর্থ হইবার নহে, অতএব ব্রহ্মচারী অবিলম্বে দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক এক চর্ম্মকারের গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়া রয়দাস নামে বিখ্যাত হইলেন। শিশু রয়দাস, পূর্ব্ব জন্মের সদ্গুরু আশ্রয় ও সৎসঙ্গ ফলে, পূর্ব্বোক্ত ব্যাপার বিস্মৃত না হইয়া জাতিস্মর হইল এবং গুরুদেবের সহিত আপনার বিচ্ছেদ-ঘটনা হেতু কান্দিয়া

আকুল হইল; কণিকামাত্রও দুগ্ধ-পান করিল না। শিশু সন্তানকে এরূপ ভাবাপন্ন দেখিয়া, জনক জননী অতিমাত্র উৎকণ্ঠিত হইলেন এবং উপায়ান্তর অভাবে রামানন্দ স্বামীর সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বাপর সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। স্বামী শুনিবামাত্র তদীয় গৃহে আগমন করিলেন। শিশু তাঁহার দর্শন পাইয়া চমকিত ও পুলকিত হইল।

তৃষিত চাতকে যেন জলধারা মিলে।
দরিদ্রের রতন যেন মিলে হারাইলে॥
দুনয়নে বহে ধারা না পারে কহিতে।
গুমরিয়া রহে নারে দুঃখ নিবেদিতে॥
বাঙ্গালা ভক্তমাল।

রামানন্দ কৃপা করিয়া তাহার কর্ণ-কুহরে মহামন্ত্র অর্পণ করিলেন। মন্ত্রের আশু ফলোদয় হইল, শিশু সন্তান তৎক্ষণাৎ স্তন পান করিল এবং ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া বিষ্ণু-পদে অনুরক্ত হইতে লাগিল। রয়-দাস নিজ বৃত্তি দ্বারা আপনার ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ করিয়া, যৎকিঞ্চিৎ যাহা উদ্বৃত্ত হইত, তাহা বৈষ্ণব-সেবায় নিয়োজিত করিতেন। একদা দ্রব্যের মহার্ঘতা হওয়াতে, ভগবান্ তাঁহার ক্লেশ দেখিয়া, বৈষ্ণব-রূপ ধারণ পূর্ব্বক এক খণ্ড স্পর্শমণি লইয়া, তাঁহার নিকট আগমন করি-লেন এবং তাহার গুণ ব্যাখ্যা ও পরীক্ষা করাইয়া

তাঁহাকে দান করিলেন। রয়দাস তদ্বিষয়ে লেশ মাত্র সমাদর না করিয়া কহিল,

সে কি বস্তু জ্ঞান করে পরশ রতন।
নিত্যানন্দে পুর্ণ যার সদানন্দ মন॥

বাঙ্গালা ভক্তমাল ৬

ভক্তমালে রয়দাসের যেরূপ উক্তি লিখিত আছে, সুর-দাস তাহা লইয়া এক পদ রচনা করিয়াছেন। তাহার অর্থ এইরূপ ;

হরিনাম বৈষ্ণবের পরম ধন। দিন দিন তাহার বৃদ্ধি হয় এবং ব্যয়েতে কদাপি হ্রাস হয় না। গৃহমধ্যে তাহা নির্ভয়ে রক্ষা করা যায়, কি দিবা কি রাত্রি কোন কালেই চৌরে তাহা হরণ করিতে পারে না। ঈশ্বরই সুরদাসের ঐশ্বর্য্য, পাষাণে প্রয়োজন কি ?

অনন্তর ত্রয়োদশ মাসান্তে বিষ্ণু আপন ভক্তের নিকট পুনরাগমন করিয়া দেখিলেন, তাঁহাকে স্পর্শমণি দেওয়া ব্যর্থ হইয়াছে। তথাপি ভক্ত-বৎসল ভগবান্ এপ্রকার স্থানে কতকগুলি স্বর্ণমুদ্রা বিকীর্ণ করিয়া রাখিলেন যে, তাহা অবশ্যই কোন না কোন রূপে রয়দাসের দৃষ্টি-গোচর হইবে। কিন্তু চর্ম্মকার ভক্ত তাহা পাইয়া বড় বিরক্ত হইয়া উঠিল। ইহা দেখিয়া বিষ্ণু তাহার ক্রোধ-সম্বরণার্থ স্বপ্নেতে দর্শন দিয়া কহিলেন, "তুমি স্বকীয় কার্য্যে অথবা দেব-সেবায় এই ধন ব্যয় কর।" রয়দাস ইষ্টদেব কর্ত্তৃক এবম্প্রকার অনুজ্ঞাত হইয়া এক মন্দির

প্রস্তুত করাইয়া শালগ্রাম শিলা স্থাপনা করিলেন এবং স্বয়ং তাহার স্বামী হইয়া সবিস্তর খ্যাতি লাভ করিলেন। বিশেষতঃ, ব্রাহ্মণেরা দ্রোহাচরণ করাতে, তাঁহার সুখ্যাতি আরও বিস্তীর্ণ হইল। ভক্ত জনেরা কহেন, বিপক্ষের বিপক্ষতাচরণ ধার্ম্মিকের গূঢ় গৌরব-প্রকাশের প্রধান উপায়, এ নিমিত্ত ভগবান্ স্বয়ং ব্রাহ্মণদিগের অন্তঃকরণে দ্বেষানল প্রজ্বলিত করিয়া দিলেন। তাহারা নৃপতির নিকট এইরূপ অভিযোগ করিল, মহারাজ!

অপূজ্যা যত্র পূজ্যন্তে পূজ্যপূজাব্যতিক্রমঃ।
তত্র ত্রীণি প্রবর্ত্তন্তে দুর্ভিক্ষং মরণং ভয়ম্॥

যে স্থানে অপূজ্য ব্যক্তির পূজা ও পূজ্য ব্যক্তির পূজার ব্যতিক্রম ঘটে, সে স্থানে ভয়, মৃত্যু ও দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়।

সম্প্রতি রাজধানীর এক জন চর্ম্মকার শালগ্রাম অর্চ্চনা করিতেছে, তাঁহার প্রসাদ বিতরণ করিয়া নগর বিষময় করিতেছে, তাহাতে সমস্ত স্ত্রী পুরুষ জাতি-ভ্রষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে, অতএব প্রজাগণের ধর্ম্ম-রক্ষণার্থ তাহাকে দেশান্তরিত করিয়া দেন।

রাজা শুনিয়া পাপী চর্ম্মকারকে আনিবার নিমিত্ত দূত প্রেরণ করিলেন এবং সে রাজ-আজ্ঞানুসারে উপস্থিত হইলে, কহিলেন, "তুই শালগ্রামশিলা পরি-ত্যাগ কর্।" রয়দাস নরপতির অনুমতি প্রতিপালনে আগ্রহ প্রকাশ করিয়া কহিল, "মহারাজ! আমার একান্ত বাসনা, মহারাজের সমক্ষে ব্রাহ্মণদিগকে শিলা সমর্পণ

করি।" এ প্রস্তাবে ভূপতির সম্মতি হইলে, রয়দাস শাল-গ্রামশিলা উপস্থিত করিয়া, রাজ-সভাতে এক শয্যোপরি সংস্থাপন পূর্ব্বক, ব্রাহ্মণদিগকে গ্রহণ করিতে কহিলেন। তাঁহারা সর্ব্বপ্রযত্নে ঐ শিলা স্থানান্তর করিতে চেষ্টা করি-লেন, কিন্তু কোন ক্রমেই সমর্থ হইলেন না। তাঁহারা স্তব করিলেন, মন্ত্রোচ্চারণ করিলেন, বেদ পাঠ করিলেন, তথাপি পাষাণরূপী ভগবান্ চলিলেন না। পরিশেষে পরম-ভক্ত রয়দাস নারায়ণের এইরূপ স্তব করিতে লাগিলেন, "হে দেবদেব! তুমি আমার আশ্রয়, তুমি পরম আনন্দের মূল, তোমার আর দ্বিতীয় নাই। এক্ষণে এ পদানত ভক্তের প্রতি কটাক্ষপাত কর। আমি নানা যোনিভ্রমণ করিয়াছি, এপর্য্যন্ত মৃত্যু-ভয় হইতে উত্তীর্ণ হই নাই। আমি রিপু ও ইন্দ্রিয় ও মায়ার মোহে মুগ্ধ হইয়াছি। এই-ক্ষণে যেন তোমার নামে বিশ্বাস রাখিয়া ভাবী ভয় হইতে বিমুক্ত হই, আর লোকে যাহা ধর্ম্ম বলে তাহার উপর যেন নির্ভর করিতে না হয়। হে ভগবন্! তোমার সেবক রয়দাসের প্রীতিরূপ উপহার গ্রহণ কর, ও তদ্দ্বারা তোমার পতিত-পাবন নামের মহিমা রক্ষা কর।" সাধু রয়দাসের স্তুতি-পাঠ সমাপ্ত হইতে না হইতেই, শিলা-রূপী ভগবান্ সত্বর তাঁহার ক্রোড়ে আসিয়া উপস্থিত হই-লেন। তখন রাজা তাঁহার পরমার্থ-সাধনা বিষয়ে নিঃ-সংশয় হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে বিনিবৃত্ত হইতে অনুমতি করিলেন।

চিতোরের রাজার ঝালি নামে এক মহিষী ছিলেন; তিনি রয়দাসের নিকট দীক্ষিত হওয়াতে, তাঁহার রাজ্য-বাসী ব্রাহ্মণেরা মহাকোপান্বিত হইয়া তাঁহার দ্রোহাচরণ করিবার উপক্রম করিলেন। রাজপত্নী সাতিশয় শঙ্কাতুরা হইলেন এবং স্বীয় গুরুর শরণার্থিনী হইয়া তাঁহার মন্ত্রণা জিজ্ঞাসা করিয়া এক লিপি প্রেরণ করিলেন। রয়দাস অবিলম্বে তাঁহার নিকট গমন করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে এক দিবস আহারার্থ নিমন্ত্রণ করিতে কহিলেন। তাঁহারা নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া, নির্দ্দিষ্ট কালে আগমন পূর্ব্বক ভোজন-পংক্তিতে উপবেশন করিয়া দেখেন, দুই দুই ব্রাহ্মণের মধ্যে এক এক রয়দাস অবস্থান করিতেছেন। রাস-রস-বিলাসিত কৃষ্ণ-লীলানুরূপ এই অলৌকিক ব্যাপার দ্বারা রয়দাসের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। বিপক্ষ ব্রাহ্মণেরা নিন্দা দ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন।

ভক্তমালে রয়দাসের এই প্রকার উপাখ্যান আছে। এক জঘন্য ইতর জাতীয় ব্যক্তি যে সম্প্রদায়-গুরু ও সাধু বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে, ইহা কৌতুকাবহ ও উপদেশ-জনকও বটে।

সেনপন্থী।

রামানন্দ স্বামীর শিষ্য-মণ্ডলীর মধ্যে সেন নামে এক শিষ্য এই সম্প্রদায় সংস্থাপন করেন। এক্ষণে কেবল ঐ

সম্প্রদায়ের ও তৎপ্রবর্ত্তকের নাম মাত্র বিদিত আছে, অপরাপর বৃত্তান্ত কিছুই জ্ঞাত হওয়া যায় না। সেন ও তাঁহার পুত্র পৌত্রাদি গন্দোয়ানার অন্তঃপাতী বন্ধগড়ের রাজ-বংশের কুল-গুরু হইয়া সাতিশয় খ্যাতি ও প্রভুত্ব লাভ করিয়াছিলেন। ভক্তমালে এই সংঘটনার হেতু-সূচক একটি কৌতুকাবহ উপাখ্যান আছে; পশ্চাৎ বর্ণিত হইতেছে।

সেন পূর্ব্বে বন্ধগড়ের রাজাদিগের কুল-নাপিত ছিলেন। তিনি বিষ্ণু-ভক্তি-পরায়ণ হইয়া সর্ব্বদা বৈষ্ণব-সহবাসেই কালক্ষেপ করিতেন। একদা তিনি সাধু-সঙ্গে প্রেমাভিভূত থাকিয়া কালযাপন করিতেছিলেন, ক্ষৌর-কর্ম্মের কাল অতীত হইয়াছে ইহা তাঁহার অনুধাবিত হয় নাই। ভক্ত-বৎসল ভগবান্ স্বীয় ভক্তের এরূপ অকপট প্রীতি দেখিয়া চমকিত হইলেন এবং কি জানি রাজা তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ হন এই বিবেচনা করিয়া, সেনের আকার অবলম্বন পূর্ব্বক, রাজ-সদনে গমন করিলেন ও সুচারুরূপ ক্ষৌর-কর্ম্ম সম্পাদন দ্বারা রাজার সমধিক প্রীতি জন্মাইয়া প্রত্যাগমন করিলেন। রাজা যদিও নাপিতরূপী দেব-দেবের গাত্র হইতে একরূপ অসামান্য দৈব সৌরভের ঘ্রাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তথাপি বিষ্ণু-মায়া বুঝিতে পারিলেন না। তিনি মনে করিলেন, ইহা আপনার গাত্র-বিমর্দ্দিত সুগন্ধ তৈলেরই গন্ধ হইবে। কপট-বেশী নাপিত প্রস্থান না করিতে করি-

তেই, প্রকৃত নাপিত উপস্থিত হইয়া আপনার বিলম্বের কারণ দর্শাইতে লাগিল। রাজা তাহাকে পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সমুদায় অবগত করিলেন এবং উভয়েই তখন সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া রহিলেন। সূক্ষ্মদর্শী রাজা অবিলম্বে সমস্ত ব্যাপার অনুভব করিয়া স্বীয় নাপিতের পদে শিরঃ-সমর্পণ করিলেন ও তাঁহাকে ভগবানের পরম প্রিয়পাত্র জানিয়া গুরুত্ব-পদে বরণ করিলেন।

খাকী।

খাকী-সম্প্রদায়ও রামানন্দী-সম্প্রদায় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। কীল নামক এক বৈষ্ণব এ সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক বলিয়া বিখ্যাত আছেন। তিনি কৃষ্ণদাসের শিষ্য। এই কৃষ্ণদাস, কোন কোন প্রচলিত গ্রন্থ-প্রমাণে রামানন্দ-শিষ্য আশানন্দের নিকট উপদিষ্ট হইয়াছিলেন। খাকীদিগের পূর্ব্বাপর সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায় নাই। ভক্তমাল প্রভৃতি গ্রন্থে এ সম্প্রদায়ের উল্লেখ নাই, অতএব ইহা অতি আধুনিক বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। অপরাপর বৈষ্ণবদিগের সহিত খাকীদিগের বিশেষ বিভিন্নতা এই যে, তাঁহারা স্বকীয় গাত্রে বা পরি-ধেয় বস্ত্রে মৃত্তিকা ও ভস্ম বিলেপন করেন। খাকী শব্দের অর্থও ভস্ম-যুক্ত বা মৃত্তিকা-সংযুক্ত। তাঁহাদিগের মধ্যে

যাঁহারা নির্দ্দিষ্ট স্থানে অবস্থিতি করেন, তাঁহারা সচরাচর অন্য অন্য বৈষ্ণবদিগের তুল্যরূপ বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকেন; কিন্তু যাহারা ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিয়া বেড়ায়, তাহারা উলঙ্গ বা উলঙ্গ-প্রায় থাকে এবং মৃত্তিকার সহিত ভস্ম মিশ্রিত করিয়া শরীরোপরি অবলেপন করে। তদ্ভিন্ন, খাকীরা শৈবদিগের ন্যায় মস্তকে জটা-ভার ধারণ করিয়া থাকেন। হিন্দুদিগের মধ্যে এক সম্প্রদায়-ভুক্ত উপাসকদিগের অন্য সম্প্রদায়ের ব্যবহারাদি অনু-করণ করিবার যে ভূরি প্রমাণ আছে, খাকীদিগের আচ-রণ তাহার একটি প্রধান প্রমাণ। তাঁহারা বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সহিত শৈব-ব্যবহার সকল সংযুক্ত করিয়াছেন। রাম ও সীতা তাঁহাদিগের উপাস্য দেবতা এবং হনূমান্‌ও সবিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র।

ফরক্কাবাদ ও তাহার সমীপবর্ত্তী কোন কোন স্থানে অনেকানেক খাকীর অবস্থান আছে; কিন্তু ভারতবর্ষের উত্তর খণ্ড মধ্যে অযোধ্যার নিকটস্থ হনূমান্‌গড়ে তাঁহা-দিগের প্রধান মঠ। সকলে কহে, জয়পুরে সম্প্রদায়-গুরু কীল স্বামীর সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত আছে।

মলূকদাসী।

মলূকদাস নামে এক ব্যক্তি এই সম্প্রদায় সংস্থাপন করে, এ প্রযুক্ত ইহার নাম মলূকদাসী হইয়াছে।

অনেকে রামানন্দীদিগের গুরু-প্রণালী মধ্যে তাঁহাকে পঞ্চম বলিয়া গণনা করে। যথা

১ রামানন্দ   ৪ কীল।
২ আশানন্দ   ৫ মলূকদাস।
৩ কৃষ্ণদাস।

ভক্তমাল-প্রণয়িতা নাভাজি উল্লিখিত কীলের শিষ্য অগ্রদাসের নিকট উপদেশ গ্রহণ করেন এইরূপ লিখিত আছে।

বন্দ শ্রীঅগর দাস যাঁর শিষ্য নাভা।
যেঁহ কৈল ভক্তমাল সজ্জনের লোভা॥

বাঙ্গালা ভক্তমাল। বন্দনা।

মলুকদাসও যদি ঐ কীলের শিষ্য হন, তাহা হইলে, মলূকদাসকে নাভাজির সমকালীন বলিয়া স্থির করিতে হয়। রামাৎ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস-বর্ণনায় লিখিত হইয়াছে, নাভাজি আকবর বাদশাহের সময়ে বিদ্যমান ছিলেন, অতএব, তদনুসারে মলূকদাসও আকবরের সমকালবর্ত্তী বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে। কিন্তু যখন মলূকদাসী বৈষ্ণবেরা আপনারাই এক-বাক্য হইয়া কহেন, তিনি আরঙ্গজেব বাদশাহের সমকালবর্ত্তী ছিলেন *, তখন তাঁহাকে আকবরের অপেক্ষাও ইদানীন্তন বলিয়া অবধারণ করাই সম্ভবপর বোধ হইতেছে।

* আরঙ্গজেব ১৫৭৯ বা ৮০ শকে রাজ্যাভিষিক্ত হন।

অপরাপর বৈষ্ণবদিগের সহিত ইঁহাদের কেবল মলুকদাসী নাম ও ললাটে এক ক্ষুদ্র রক্তবর্ণ রেখা এই মাত্র বিশেষ দেখা যায়। কিন্তু গুরুকরণ বিষয়ে রামাৎ সন্ন্যাসীদিগের সহিত ইঁহাদিগের বিশেষ বিভিন্নতা দৃষ্ট হইতেছে। ইঁহারা রামানন্দীদিগের ন্যায় উদাসীন গুরুর শিষ্য না হইয়া গৃহস্থ গুরুর নিকট উপদেশ গ্রহণ করেন। শ্রীরামচন্দ্র ইঁহাদিগের উপাস্য দেবতা *, এবং ভগবদ্গীতা ইহাঁদিগের প্রধান প্রামাণিক গ্রন্থ। তদ্ভিন্ন, ইহাঁরা রাম-মাহাত্ম্য-প্রতিপাদক অন্য অন্য সংস্কৃত গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন এবং কতকগুলি হিন্দী শাখী ও মলূকদাস-প্রণীত বিষ্ণু-পদ ও হিন্দী ভাষায় লিখিত দশরতন নামক গ্রন্থ এই সমুদায়ে সবিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। মলূকদাস করা-মাণিকপুরের † এক বাণিজ্য-ব্যবসায়ীর পুত্র। ঐ স্থানে নদী-তীরে মলূক-দাসীদিগের প্রধান মঠ প্রতিষ্ঠিত আছে এবং প্রথমাবধি তদ্বংশীয় মহন্তেরা উহার অধ্যক্ষ হইয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদিগের নাম এই স্থলে যথাক্রমে লিপি-বদ্ধ হই-তেছে।

---

* মলূকদাসের এই পশ্চাল্লিখিত বচনটি অতি প্রসিদ্ধ।

अजागर करै न चाकरी पंछी करै न काम।
दास मलूका यों कहै सबका दाता राम॥

সর্প কাহারও দাসত্ব করে না, পক্ষী কাহারও কর্ম্ম করে না, মলূকদাস কহে, রামই সকলের দাতা।

† আলাহাবাদ জেলায় করা-মাণিকপুর।

১ মলূকদাস ৫ গোপালদাস।
২ রামসনাহি। ৬ কুঞ্জবিহারী।
৩ কৃষ্ণশাহি। ৭ রামসাহু।
৪ ঠাকুরদাস। ৮ শিবপ্রসাদ দাস।
৯ গঙ্গাপ্রসাদ দাস।

শেষোল্লিখিত গঙ্গাপ্রসাদ ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন।

উল্লিখিত মঠে মহন্তের ও তাঁহার চেলাদিগের এবং যে সকল তীর্থ-যাত্রী তথায় আগমন করে তাহাদিগের অবস্থান জন্য উপযুক্ত বাস্তু গৃহ আছে এবং এক মন্দির মধ্যে শ্রীরামচন্দ্রের প্রতিমূর্ত্তি সংস্থাপিত রহিয়াছে। গুরুর গদিও সেই স্থানে আছে; লোকে কহে, মলূক-দাস যে গদি ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহাই অদ্যাপি অবিকল বর্ত্তমান রহিয়াছে। তদ্ব্যতিরেকে কাশী, আঁলা-হাবাদ, লক্ষ্ণৌ, অযোধ্যা, বৃন্দাবন ও জগন্নাথ-ক্ষেত্রে এ সম্প্রদায়ের ছয়টি মঠ প্রতিষ্ঠিত আছে। লক্ষ্ণৌ নগ-রের মঠ অতি আধুনিক; অল্প দিন হইল, গোমতী-দাস নামে এক ব্যক্তি আসেফ্ অল দৌলার সহায়তা ক্রমে স্থাপিত করিয়াছেন। জগন্নাথ-ক্ষেত্রে মলূকদাসের লোকান্তর-প্রাপ্তি হয় * এই নিমিত্ত তথাকার মঠের সম-ধিক মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়া থাকে।

* কেহ কেহ কহে, পূর্ব্বোক্ত করা নামক স্থানে তাঁহার মৃত্যু হয়। কেহ বা কহে, করা তাঁহার জন্ম-ভূমি এবং জগন্নাথ-ক্ষেত্র তাঁহার সমাধি-স্থান। এই শেষোক্ত বাক্যই যথার্থ বোধ হয়।

দাদূপন্থী।

দাদূপন্থীদিগকেও রামানন্দী-সম্প্রদায়ের একটি প্রশাখা বলা যাইতে পারে। দাদূ নামে এক ব্যক্তি এ সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক বলিয়া ইহার নাম দাদূপন্থী হইয়াছে। জন-শ্রুতি আছে, তিনি এক কবীরপন্থীর শিষ্য। কবীরপন্থীদিগের গুরু-প্রণালী মধ্যে তিনি ষষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। যথা

১ কবীর।	৪ বিমল।
২ কমাল।	৫ বুদ্ধন।
৩ যমাল।	৬ দাদূ।

রাম-নাম-জপমাত্র এ সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবদিগের উপাসনা। ইহাঁরা স্বকীয় উপাস্য দেবতার নাম রাম বলিয়া থাকেন বটে, কিন্তু বেদান্ত-মত-সিদ্ধ পর-ব্রহ্মের ন্যায় তাঁহার নির্গুণ স্বরূপ বর্ণন করেন এবং তাঁহার মন্দির ও প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করা অবিধেয় বলিয়া অঙ্গীকার করেন।

দাদূ আহমেদাবাদের এক জন ধুনুরি ছিলেন। তিনি দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রম কালে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া অজমিরের অন্তঃপাতী সম্ভর নগরে অবস্থিতি করেন, তথা হইতে কল্যাণপুরে প্রস্থান করেন, অবশেষে সাঁইত্রিশ বৎসর বয়সে সম্ভর হইতে চারি ক্রোশ ও জয়পুর হইতে বিংশতি ক্রোশ অন্তরে নরৈন নামক স্থানে গিয়া বসতি করেন। জনশ্রুতি আছে, তথায় অন্তরীক্ষ হইতে দৈব-

বাণী হইল, 'তুমি পরমার্থ-সাধনে প্রবৃত্ত হও।' এই দেব-বাক্য শ্রবণ করিয়া, তিনি ঐ নরৈন হইতে পাঁচ ক্রোশ অন্তরে বহরণ পর্ব্বতে গমন করিলেন, তথায় কিয়ৎ-কাল অবস্থান করিয়া একবারে অন্তর্হিত হইয়া গেলেন, আর তাঁহার কোন চিহ্ন রহিল না। দাদূপন্থীরা কহে, তিনি পরমেশ্বরে লীন হইয়া গিয়াছেন। কবীরের শিষ্য-প্রণালীর যে বিবরণ লেখা গিয়াছে, তাহা যদি অকাল্পনিক হয়, তবে আকবর বাদশাহের রাজত্বের শেষে বা জাহাঙ্গি-রের রাজ্যারম্ভে দাদূর বর্ত্তমান থাকা সম্ভাবিত বোধ হয়। দাবিস্তানে লিখিত আছে, দাদূ আকবরের সময়ে দরবেশ অর্থাৎ উদাসীন হইয়াছিলেন *।

দাদূপন্থীরা তিলকসেবা ও মালা-ধারণ না করিয়া কেবল জপ-মালা সঙ্গে রাখেন এবং মস্তকে এক প্রকার টুপি দিয়া থাকেন। ঐ টুপি চতুষ্কোণাকৃতি অথবা গোলাকৃতি শ্বেতবর্ণ দৃষ্ট হয় এবং তাহার পশ্চাদ্ভাগে একটি গুচ্ছ লম্বমান থাকে। তাঁহাদিগকে এই টুপি স্বহস্তে প্রস্তুত করিতে হয়।

দাদূপন্থীরা তিন প্রকার; বিরক্ত, নাগা এবং বিস্তর-ধারী। যাহারা বিষয়-রাগ-শূন্য হইয়া পরমার্থ-সাধনে কালক্ষেপ করে, তাহাদিগের নাম বিরক্ত। তাহাদিগের কেবল অঙ্গে এক অঙ্গরক্ষিণী ও সঙ্গে জলপাত্র মাত্র

* দাবিস্তান, ২য় ভাগ, ১২ অধ্যায়।

থাকে, মস্তকেও আবরণ থাকে না। নাগারা অস্ত্র-ধারী; বেতন প্রাপ্ত হইলেই যুদ্ধ-বৃত্তি অবলম্বন করে। পশ্চিম-দেশীয় হিন্দু রাজারা তাহাদিগকে সুনিপুণ সৈন্য বলিয়া জানেন। এক জয়পুরের রাজারই দশ সহস্রের অধিক নাগা-সৈন্য ছিল। বিস্তরধারীরা অপরাপর লোকের ন্যায় অন্য অন্য নানা ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। এই তিন শাখা পুনরায় বিভক্ত হইয়া বহুতর প্রশাখা উৎপন্ন হইয়াছে, তন্মধ্যে ৫২টি প্রশাখা প্রধান বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। ঐ ৫২ প্রশাখার পরস্পর কি বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা জ্ঞাত হওয়া যায় না।

দাদূপন্থীরা উষা-কালে শব-দাহ করেন, কিন্তু তাঁহা-দিগের মধ্যে ধর্ম্ম-ব্রতী লোকেরা অনেকে, শব-দাহ করিলে সেই সঙ্গে অনেক পতঙ্গের প্রাণ নষ্ট হয় বলিয়া, আপনাদিগের মৃত দেহ পশুপক্ষীর আহারার্থে প্রান্তরে বা কান্তারে পরিত্যাগ করিতে অনুমতি করিয়া যান। দাবিস্তানেও লিখিত আছে, "কাহারও লোকান্তর-প্রাপ্তি হইলে, তাঁহারা (অর্থাৎ দাদূপন্থীরা) পশু-পৃষ্ঠোপরি তাহার শব সংস্থাপন করেন এবং এই কথা বলিয়া প্রান্তরে প্রেরণ করেন যে, ইহা দ্বারা হিংস্রক ও অপরা-পর জন্তুর পরিতোষ হওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়ঃ" *। আজমীর ও মারোয়ার দেশে বহু-সঙ্খ্যক দাদূপন্থীর অব-

* দাবিস্তান, ২য় ভাগ, ১২ অধ্যায়।

স্থিতি আছে। শ্রুত হওয়া গিয়াছে, পূর্ব্বোক্ত নরৈন গ্রামে এ সম্প্রদায়ের প্রধান দেব-স্থান বিদ্যমান আছে। তথায় দাদূর শয্যা ও দাদূপন্থীদিগের প্রামাণিক শাস্ত্র সকল অবস্থিত রহিয়াছে এবং বিহিত বিধানে ঐ দুয়ের পূজা হইয়া থাকে। নরৈনের পর্ব্বতোপরি একটি ক্ষুদ্র গৃহ আছে; লোকে কহে, তথা হইতে দাদূর অন্তর্দ্ধান হয়। তথায় প্রতিবৎসর ফাল্গুন মাসের শুক্ল-পক্ষীয় প্রতিপৎ অবধি করিয়া পৌর্ণমাসী পর্য্যন্ত এক মেলা হইয়া থাকে।

এ সম্প্রদায়ের বিবরণ হিন্দী ভাষায় অনেক গ্রন্থে লিখিত আছে এবং সকলে কহে, তাহার মধ্যে অনেক স্থলে কবীর-পন্থীদিগের গ্রন্থের ভূরি ভূরি বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। 'বিশ্বাস কা অঙ্গ' নামে এক গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহার মূল বাঙ্গলা অর্থ সহিত প্রকাশ করা যাইতেছে *।

बिश्वास का अङ्ग ।

दादू सहजै होइगा जो कुछ रचिया राम ।
काहेको कलपे मरै दूषी होइव काम ॥ १ ॥
सांइं किया सब्है रच्या ये कुछ करै सुहोइ ।
करता करै सुहोत है काहे कलपै कोइ ॥ २ ॥

* এসিয়াটিক্ সোসাইটির জর্নেলের ষষ্ঠ ভাগে ইহা প্রকটিত হইয়াছে।

दादू कहै जे तै किया सुव्है रह्या जेतुं करै सुहोइ।
करण करांवण एक तुं दूजा नाहीं कोइ ॥ ३ ॥
सोइ हमारा सांइयां जे सवका पूर्णहार।
दादू जीवन मरणका जाकै हाथि विचार ॥ ४ ॥
दादू स्वर्ग भुवन पाताल मध्य आदि अन्त सव सृष्ट।
सिरजि सवनिकौं देतहै सोइ हमारा इष्ट ॥ ५ ॥
करणहार करता पुरुष हमकों ऐसी चीत।
सवकाहुकी करत है सो दादूका मीत ॥ ६ ॥
दादू मनसावाचाकर्म्मणा साहिवका वेसास।
सेवक सिरजन हारका करै कांनकी आस ॥ ७ ॥
सरण सूरमन आवै जीव कौंश्रण किया सव होइ।
दादू मारग मिहरका विरला बुझै कोइ ॥ ८ ॥
दादू उदिम औ गुणको नहीं जे करिजांनें कोइ।
उदिम में आनन्द है जसांइसेती होइ ॥ ९ ॥
पूराणहारा परसी जो चित रहसी ठांउं।
अन्तर तें हरि उमगसी सकल निरन्तर राम ॥ १० ॥
पूरिक पूरा पासि है नांही दूरीगवार।
सव जानत है वावरे देवेकौं हुसियार ॥ ११ ॥
दादू चिन्ता रांमकौं समथ सव जानैं।
दादू राम सभालिये चिन्ता जिनि आनै ॥ १२ ॥
दादू चिन्ता कियां कुछ नहीं चिन्ता जीवकौ खाइ।
हुंनांथा सो है रह्या जांना है सो जाइ ॥ १३ ॥
दादू जिनि पहुचाया प्रांणकौं उदर जर्द्ध मुख खीर।

जठर अगनिमें राखिया कोमलकाया शरीर ॥ १४ ॥
सो समर्थसङ्गी सङ्गि रहै विकट घाट घटभीर।
सो सांई सुङ्गहगही जिनि भूलै मनबीर ॥ १५ ॥
गाव्यंदके गुणचीति करि नैनबैन पगसीस।
जिनि मुख दिया कांनकर प्राणनाथ जगदीश ॥ १६ ॥
तनमनसौं जसवांरि सब राखि बिसवावीस।
सो साहिव सुमरै नही दादू मांनी हदीस ॥ १७ ॥
दादू सो साहिव जिनि बीसरै जिनि घटदीया जीव।
गर्भवास में राखिया पालै पोषै पीव ॥ १८ ॥
हिरदैराम सम्भालिल मनराखै वेसास।
दादू समर्थ सांईयां सबकी पुरै आस ॥ १९ ॥
दादू राजिकरिज कलियें खड़ा देवै हाथौंहाथ।
परिकपूरा पासि हैं सदा हमारे साथ ॥ २० ॥
दादू सांई सबनिकों सेवग है सुखदेइ।
अयामूढ़मति जीवकी तौभी नाव नलेइ ॥ २१ ॥
दादू सिरजनहारा सबनिका ऐसा है समर्थ।
सोइ सेवग हैरह्या जहां सकलपसारैं हाथ ॥ २२ ॥
धनि धनि साहिव तूं वड़ा कौन अनूपम रीत।
सकल लोक सिरिसांईंह्वांवहै करिरह्या अतीत ॥ २३ ॥
दादूहुं बलहारी सुरतिकी सबकी करै सम्भाल।
कीड़ी कुञ्जर पलकमें करत हैं प्रतिपाल ॥ २४ ॥
दादू छाजन भोजन सहज में संईयां देइ सुलेइ।
तातैं अधिका और कुछ सोतु कांइ करइ ॥ २५ ॥

दादू टुका सहजका सन्तोषी जन पाइ ।
मृतक भोजन गुरमुखा काहे कलपै जाइ ॥ २६ ॥
परमेश्वरके भावका एककणूका खाइ ।
दादू जेता पापथा धर्म्म कर्म्म सब जाइ ॥ २७ ॥
दादू कौन पकावै कौन पीसैं ।
जहां तहां सीधाही दीसै ॥ २८ ॥
दादू भाडादेहका तेतासहजि विचार ।
जेता हरिबिचि अन्तरा तेता सबै निवार ॥ २९ ॥
दादू जलदल रामका हम लेवैं प्रसाद ।
संसारका समझैं नहीं अविगत भाव अगाध ॥ ३० ॥
दादू जकुछ खुसीषु दादूकी होमैंगा सोइ ।
पचि पचि कोइ जिनिमरै सुखिलिजे लोइ ॥ ३१ ॥
दादू छूटखुजाइ कहीं को नहीं फिरिहो पिरथासारी ।
दूजादहयि दूरिकरि बौरे साधु सब विचारी ॥ ३२ ॥
दादू विना रामकही फिरिहौपि रथीसारी ।
दूजादहनि दूरिकरि बौरैं सुनि यह साधुसन्दषा ॥ ३३ ॥
दादू सिदकसबूरी साचगहि सावति राखि अकीन ।
साहिबसौं दिललाइ रहु मुरदा होइ मसकीन् ॥ ३४ ॥
दादू अणवञ्छ्या टूका खात हैं मरमहिलागामंन ।
नांवनिरञ्जन लेत हैं यौं निर्म्मल साधुजन ॥ ३५ ॥
अणवञ्छ्या आगैं पडै पीछै लेइ उठाइ ।
दादूके सिरिदोसपहुजे कुछ राम रजाइ ॥ ३६ ॥
अणवञ्छ्या आगैं पडैं सिखाविचारि करखाइ ।

दादू फिरैंन तोड़तातर वरताकिन जाइ ॥ ३७ ॥
श्रणवञ्छी श्रजगैंवकी राजी गगन गरास।
दादूसति करि लीजियि सोजांइके पास ॥ ३८ ॥
मीठेका सब मीठा लागै भावै विषभरिदेइ।
दादू कडुवानां कहैं अमृत करि करि लेइ ॥ ३९ ॥
विपति भला हरिनामसौं कायाकसौटी दुख।
रामविनां किस कामका दादू संपति सुख ॥ ४० ॥
दादू एकविसांस विन जियरांड़ांषां डोल।
निकटि निधि दुखपाइ एचिन्तामणी अमोल ॥ ४१ ॥
दादू विनविसासी जीयरा चञ्चल नांही ठौर।
निहचै निहचलनां रहै कछु औरकी और ॥ ४२ ॥
दादू छ्ंणांथा सोवहै रह्या जिनिवांछै सुखदुख।
सुखमागें दुख आइसी पैपीयन विसारी मुख ॥ ४३ ॥
दादू छ्ंणांथा सोव है रह्या स्वर्ग नवाञ्छो धाइ।
मर्कंकनहेथीं नाडरीहुवासहोसी आइ ॥ ४४ ॥
दादू छ्ंणाथा सोवहै रह्या जे कुछ कीया पीव।
पलवधै न छिनघटै एसी जानी जीव ॥ ४५ ॥
दादू छ्ंणाथा सोवहैं रह्या औरनहोवै आइ।
लेनाथा सोलेरहे और न लीयाजाइ ॥ ४६ ॥
ज्यूरचियात्यूहोइगा काहेको सिरिले।
साहिब उपरि राखिये देखि तमाशाए ॥ ४७ ॥
ज्यूजाणौं त्यूं राखियौ तुम सिरिडाली राइ।
दूजाको देखो नही दादू अनतन जाइ ॥ ४८ ॥

ज्यूतुम्हभावै तूय खुशी हम राजी उसवात।
दादूके दिलसिदकसौं भावै दिनकौं रात॥ ४९॥
दादू करणाहार जे कुछ किया सोवुरा न कहनाजाइ।
सोइ सेवग सन्तजन रहिबा रामरजाइ॥ ५०॥
दादू करता हम नही करता और कोइ।
करता है सो करैगा तुं जिनि करता होइ॥ ५ ॥
काशीतजी मगहर गया कवीर भरोसे राम।
सैदेही सांइ मिल्या दादू पूरे काम॥ ५२॥
दादू राजी राम है राजि करिजक हमार।
दादू उस प्रसादसौं पोष्या सव परिवार॥ ५३॥
पञ्च सन्तोमे एकसौं मनमति आला मांहि।
दादू भागी भूख सव दूजा भावै नांहि॥ ५४॥
एक सेर का ढामड़ा क्यूंही भरयान जाइ।
भूषण भागी जीवकी दादू केता षाइ॥ ५५॥
दादू साहिव मेरे कपडे साहिव मराषांण।
सांहिव सिरका ताज है साहिव पिण्ड परांण॥ ५६॥
दादू ईश्वर जीवकी निति करे प्रतिपाल।
अम्बाज्यु पाषें सदा मति दुःख पावे बाल॥ ५७॥
सांइ सतसन्तोषदे भांव भगति वेसास।
सिदक सवुरी पांछ दे मांगे दादू दास॥ ५८॥

विश्वास का अङ्ग सम्पूर्ण।

তাৎপর্য্যার্থ।

১ রাম যাহা করেন, তাহা সহজেই হইবে, অতএব তুমি কেন শোকে প্রাণত্যাগ কর। এ অতি দূষ্য কর্ম্ম।

২ পরমেশ্বর যাহা করিয়াছেন, তাহাই হইয়াছে। তিনি যাহা করিবেন, তাহাই হইবে। তিনিই যাবৎ বিদ্যমান পদার্থের কর্ত্তা। তবে লোক কেন শোক করে?

৩ দাদূ কহেন, জগদীশ্বর! তুমি যাহা করিয়াছ, তাহাই রহিয়াছে। তুমি যাহা করিবে, তাহাই হইবে। তুমি কর্ত্তা, তুমিই কারয়িতা, আর দ্বিতীয় নাই।

৪ যিনি সকল বস্তুকে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই আমার ঈশ্বর। জীবন-মরণের বিচার তাঁহারই হস্তগত, তাঁহাকেই চিন্তা কর।

৫ যিনি স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল প্রভৃতি জগতের আদি অন্ত মধ্য-স্থিত যাবতীয় পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যিনি সকলের পালনকর্ত্তা, তিনিই আমার ঈশ্বর।

৬ আমার এই প্রকার জ্ঞান যে, কারণ-স্বরূপ কর্ত্তা পুরুষই সকল বস্তু সৃজন করেন। তিনিই দাদূর মিত্র।

৭ মনোবাক্‌কর্ম্মে তাঁহাকে বিশ্বাস কর। যে জন সৃজনকর্ত্তার সেবক, সে আর কাহার আশা করিবে?

৮ যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে স্মরণ করে, তাহারই প্রেমানন্দের উদয় হয় এবং কোন বিষয়ের চেষ্টা না করিলেও

তাহার সকল সম্পদই আপনা হইতে সম্পন্ন হয়। দয়ার পথ বুঝিতে পারে এমত লোক অতি অল্প।

৯ যে নিষ্পাপ হইয়া নিজ বৃত্তি নির্ব্বাহ করিতে জানে, তাহার নিকট উহা দূষ্য কর্ম্ম নহে। সে যদি ঈশ্বরের সঙ্গ করে, তবে সেই কর্ম্মেই তাহার আনন্দ-লাভ হয়।

১০ পূরণ-কর্ত্তা পরমেশ্বর যদি তোমার হৃদয়-বাসী হইয়া থাকেন, তবে তোমার অন্তর হইতে হরি উচ্ছ্বসিত হইবেন। রাম সর্ব্ব বস্তুতে নিরন্তর স্থিতি করেন।

১১ অরে মূঢ়! ঈশ্বর তোর দূরে নহেন, তোর নিকটেই আছেন। অরে উন্মত্ত! তিনি সকলই জানেন এবং সযত্ন হইয়া যথাযথ দান করিতেছেন।

১১ রাম সর্ব্ব-শক্তি-পরিপূর্ণ; সকলেরই বিষয় চিন্তা করেন ও সকলই জানেন। রামকে হৃদয়ে রক্ষা কর, আর কিছুতেই চিত্তার্পণ করিও না।

১৩ চিন্তা করা কিছু নয়; চিন্তা কেবল জীবন শোষণ করে। যাহা হইবার, তাহাই হইয়াছে এবং যাহা যাইবার, তাহাই যায়।

১৪ যিনি জীবের প্রাণ দান করেন, তিনিই গর্ভাশয়ে তাহার মুখে দুগ্ধ দান করেন। জঠরাগ্নি-মধ্যে থাকিয়াও তাহার কোমল কায়া হয়।

১৫ ঈশ্বরের শক্তি তোমার সঙ্গিনী হইয়া রহিয়াছে। তোমার অন্তরে বিকট ঘাট আছে, তথায় রিপু সকল

সমাগত হয়। অতএব ঈশ্বরকে ধারণা কর, বিস্মৃত হইও না।

১৬ মনের সহিত জগদীশ্বরের গুণ কীর্ত্তন কর। তিনি তোমাকে হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ, মুখ, বাক্য ও শির প্রদান করিয়াছেন। তিনি জগদীশ। তিনিই প্রাণনাথ।

১৭ যিনি একান্ত ভাবে যথানিয়মে সমস্ত বস্তুর রচনা করিতেছেন, তাঁহাকে তুমি স্মরণ কর না? তুমি শাস্ত্রের শাসন স্বীকার কর।

১৮ যে প্রিয় পরমেশ্বর দেহের সহিত জীবের সংযোগ করিয়া দিয়াছেন, যিনি তোমাকে গর্ভাশয়ে সংস্থাপন করিয়াছিলেন এবং যিনি পালন ও পোষণ করিতেছেন, তাঁহাকে স্মরণ কর।

১৯ হৃদয়ে রামকে স্থাপনা কর ও মনেতে বিশ্বাস রাখ। তাহা হইলে পরমেশ্বরের শক্তি-প্রভাবে তোমার সকল আশা পূর্ণ হইবে।

২০ পরমেশ্বর সকলের হাতে হাতে অন্নদান করেন, ও জীবিকা সমর্পণ করেন। তিনি আমার নিকট। তিনি আমার সদাসঙ্গী।

২১ পরমেশ্বর সকলের সেবক হইয়া সকলের সুখ বিধান করেন। মূঢ়-মতি ব্যক্তিদিগেরও এ জ্ঞান আছে, তথাপি তাহারা তাঁহার নাম করে না।

২২ যদিও সকলে ঈশ্বরের নিকটই হস্ত প্রসারণ করে

এবং যদিও সে ঈশ্বরের এমত মহতী শক্তি, তথাপি তিনি কালে কালে সকলের সেবক হইয়া থাকেন।

২৩ ধন্য ধন্য পরমেশ্বর! তুমি অতি প্রধান। তোমার কি অনুপম রীতি! তুমি সকল ভুবনের অধিপতি, কিন্তু তুমি চক্ষুর অগোচর হইয়াছ।

২৪ দাদূ কহেন, যিনি সকলের প্রতিপালক এবং যিনি কীট অবধি হস্তী পর্য্যন্ত সমস্ত জন্তুকে নিমিষের মধ্যে পালন করিতে পারেন, আমি সেই দেবের বলিহারি যাই।

২৫ পরমেশ্বর সহজে যে অন্ন বস্ত্র প্রদান করেন, তাহাই গ্রহণ কর। তোমার আর কিছুতেই প্রয়োজন নাই।

২৬ যাহাদিগের চিত্ত-সন্তোষ আছে, তাহারা ঈশ্বর-দত্ত যে কিছু খাদ্য সামগ্রী প্রাপ্ত হয়, তাহাই ভোজন করে। শিষ্য! তুমি অপর অন্ন কেন প্রার্থনা কর? তাহা শবতুল্য।

২৭ যে ব্যক্তি পরমেশ্বরের প্রীতির কণামাত্র গ্রহণ করিয়াছে, তাহার সমস্ত পাপ ও সমস্ত ধর্ম্ম-কর্ম্ম বিনষ্ট হয়।

২৮ কে বা পাক করিবে? কেই বা পেষণ করিবে? যে খানে দৃষ্টি-পাত করিবে, সেই স্থানেই আহারের দ্রব্য।

২৯ মৃদ্ভাণ্ড-তুল্য যে তোমার দেহ, তাহার প্রকৃতি বিচার কর। তন্মধ্যে যে কোন পদার্থ হরি হইতে অন্ত-রিত, তাহার নিরাস কর।

৩০ আমি রামের প্রসাদী জল-দল গ্রহণ করি। আমি সংসারের কিছু বুঝি না, ঈশ্বরের অগাধ ভাব। দাদূ ইহা কহিয়াছেন।

৩১ ঈশ্বরের ইচ্ছা অবশ্য পূর্ণ হইবে। অতএব উৎ-কণ্ঠায় প্রাণ ত্যাগ করিও না, শ্রবণ কর।

৩২ ঈশ্বরকে ত্যাগ করিয়া, সকল ভূমণ্ডল ভ্রমণ করি-লেও, কিছু ফল-লাভ হইবে না। মূঢ়! সাধুগণ বিচার করিয়া কহেন, ঈশ্বর ব্যতিরেকে আর তাবৎ পদার্থ পরি-ত্যাগ কর, কারণ সে সকল কেবল দুঃখের মূল।

৩৩ রামকে পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করিলেও কোন লাভ হইবে না। অতএব মূঢ়! ঈশ্বর ব্যতিরেকে আর তাবৎ পদার্থ পরিত্যাগ কর, কারণ সে সকল কেবল দুঃখের মূল। সাধুদিগের বাক্য শ্রবণ কর।

৩৪ ধৈর্য্যান্বিত হইয়া সত্য উপহার গ্রহণ কর, ঈশ্ব-রেতে মন সমর্পণ কর এবং শববৎ নম্র হইয়া রহ।

৩৫ সেই নিগূঢ় জ্ঞান-নিধানে যাঁহার মন লগ্ন হই-য়াছে, তিনি নিরাকাঙ্ক্ষ থাকিয়া যৎকিঞ্চিৎ যাহা প্রাপ্ত হন, তাহাই ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত থাকেন। শুদ্ধ-চিত্ত সাধুগণ সেই নিরঞ্জন নাম গ্রহণ করেন।

৩৬ কামনা-শূন্য হইয়া, যাহা উপস্থিত হয়, তাহাই গ্রহণ কর, কারণ জগদীশ্বর যাহা বিধান করেন, তাহা কখনই দূষ্য নহে।

৩৭ নিরাকাঙ্ক্ষ হও এবং দৈবাৎ যাহা উপস্থিত হয়,

শ্রদ্ধান্বিত হইয়া ও বিচার করিয়া তাহাই ভোজন কর। পর্য্যটন করিও না এবং অদৃশ্য তরু হইতে ফলচ্ছেদনও করিও না।

৩৮ নিরাকাঙ্ক্ষ হও এবং দৈবাৎ যাহা উপস্থিত হয়, তাহা যদি এক গ্রাস আকাশ মাত্রও হয়, তথাপি তাহাই তোমার উপযুক্ত জানিয়া গ্রহণ করিবে, কারণ তাহা ঈশ্বরের প্রেরিত।

৩৯ পরমেশ্বরেতে যাঁহাদিগের প্রীতি আছে, তাঁহাদিগের নিকট সকল বস্তুই সাতিশয় সুমিষ্ট। যদি তাহা বিষ-পূর্ণ হয়, তথাপি তাঁহারা কটু বলিবেন না, বরঞ্চ তাহা অমৃত জ্ঞান করিয়া গ্রহণ করিবেন।

৪০ হরিনাম-গ্রহণের জন্য যদি বিপত্তি ঘটে, সেও মঙ্গল। দুঃখেতেই দেহের পরীক্ষা হয়। আর রাম বিনা যে সুখ-সম্পত্তি তাহাই বা কি কর্ম্মের?

৪১ এক মাত্র পরমেশ্বরেতে যাহার বিশ্বাস নাই, তাহার মন স্থির নহে। সে বহু-ধনাধিপতি হইলেও দুঃখ পায়। চিন্তামণি অমূল্য ধন।

৪২ যে মনের বিশ্বাস নাই, তাহা চঞ্চল ও অব্যবসায়ী; নিশ্চয়-জ্ঞান-বিহীন হইয়া এক বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ধাবমান হয়।

৪৩ যাহা হইবার তাহা হইবে, অতএব সুখ অথবা দুঃখ কিছুই বাঞ্ছা করিও না। সুখের প্রার্থনা করিলে দুঃখেরও ঘটনা হইবে। পরমেশ্বরকে বিস্মৃত হইও না।

৪৪ যাহা হইবার তাহা হইবে, অতএব স্বর্গও কামনা করিও না এবং নরক-ভয়েও ভীত হইও না। যাহা নির্ব্বন্ধ হইয়াছিল, তাহাই হইয়াছে।

৪৫ যাহা হইবার তাহা হইবে। ঈশ্বর যাহা করিয়াছেন, তাহার হ্রাস অথবা বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই। ইহা তোমার হৃদ্গত হউক।

৪৬ যাহা হইবার তাহা হইবে, তদতিরিক্ত আর কিছুই হইবে না। যাহা তোমার গ্রাহ্য, তাহাই গ্রহণ কর, তদ্ভিন্ন আর কিছুই গ্রহণ করিও না।

৪৭ ঈশ্বর যাহা বিধান করিয়াছেন, তাহাই ঘটিবে; অতএব তুমি কি নিমিত্ত নিজ মস্তকে ভার গ্রহণ কর ? পরমেশ্বরকে সর্ব্বোপরি করিয়া জান এবং সংসারের কৌতুক দেখ।

৪৮ হে জগদীশ্বর ! তুমি যেমন জান, আমাকে তেমনি অবস্থায় স্থাপন কর, আমি তোমারই অধীন। শিষ্যগণ ! তোমরা অন্য দেবতাকে দর্শন করিও না, অন্য স্থানে ভ্রমণ করিও না, কেবল তাঁহারই নিকট গমন কর।

৪৯ আমার এই কথা যে, যে পরিমাণে পরমেশ্বরের ভাবে ভাবী হইবে, সেই পরিমাণে তোমার সুখ-লাভ হইবে। দাদূর অন্তঃকরণ দিবা নিশি ঈশ্বরের ভাবে নিমগ্ন রহিয়াছে।

৫০ কর্ত্তা পুরুষ যাহা করিয়াছেন, তাহা দূষ্য বলা যায় না। যাহারা তাহাতেই তৃপ্ত আছে, তাহারাই তাঁহার সাধু সেবক।

৫১ আমরা কদাপি কর্ত্তা নহি, কর্ত্তা এক ভিন্ন পুরুষ। তিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই করিতে পারেন; আমাদিগের কোন সামর্থ্য নাই।

৫২ কবীর কাশী ত্যাগ করিয়া রামান্বেষণে মগরে গিয়াছিলেন। রাম অগোপনে তাঁহাকে দর্শন দিলেন এবং তাঁহার বাঞ্ছা পূর্ণ হইল।

৫৩ রাম আমার উপার্জ্জিত ধন, রামই আমার অন্ন, রামই আমার পাতা। তাঁহারই প্রসাদে সকল পরিবার প্রতিপালিত হইয়াছে।

৫৪ আমার কায়াগত পঞ্চভূত এক অন্নে সন্তুষ্ট, কিন্তু আমার অন্তঃকরণ অতি প্রমত্ত। যিনি একমাত্র ঈশ্বর ভিন্ন আর কাহারও আরাধনা করেন না, ক্ষুৎপিপাসা তাঁহার নিকট হইতে পলায়ন করে।

৫৫ একসের-পরিমিত অন্ন প্রস্তুত করিয়া ভোজন করিলেও, তাহা কি ভস্ম হইবে না? যত আহার করুক, তথাপি জীবের ক্ষুধা নিবৃত্ত হয় না।

৫৬ ঈশ্বর আমার বসন ও ভবন, তিনি আমার শিরোমুকুট, তিনিই আমার প্রাণ ও শরীর।

৫৭ মাতা যেমন সন্তানকে পালন করেন ও তাহার দুঃখ-মূল নিবারণ করেন, ঈশ্বর, সেইরূপ, জীবকে নিত্য প্রতিপালন করেন।

৫৮ হে ঈশ্বর! তুমিই সত্য। আমাকে প্রীতি, সন্তোষ,

ভক্তি, বিশ্বাস ও ধৈর্য্য দান কর। দাদূ দাস এই পঞ্চ প্রার্থনা করে।

"বিচার কা অঙ্গ" নামে এই সম্প্রদায়ী আর একখানি গ্রন্থ আছে, তাহা বাহুল্য-ভয়ে এ স্থলে উদ্ধৃত হইল না।

কবীরপন্থীদিগের সহিত দাদূপন্থীদিগের সদ্ভাব আছে এবং তাঁহাদিগের কবীরচৌরেও গমনাগমন হইয়া থাকে।

রামসনেহী।

রামচরণ নামে এক রামাৎ বৈষ্ণব এই সম্প্রদায় সংস্থাপন করেন। ১৭৭৬ সম্বতে জয়পুরের অন্তঃপাতী সুরাসেন নামক গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি দেব-প্রতিমার উপাসনায় বিমুখ হওয়াতে, ব্রাহ্মণবর্গ সকলেই তাঁহার প্রতিপক্ষ হইয়া অশেষরূপ অনিষ্টাচরণ করিতে লাগিলেন। এপ্রযুক্ত তিনি ১৮০৭ সম্বতে জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া নানা দেশ পর্য্যটন পূর্ব্বক, উদয়পুরের অন্তঃপাতী ভীল্বার গ্রামে উপস্থিত হইয়া, তথায় দুই বৎসর অবস্থিতি করিলেন। তৎকালে ভীমসিংহ সে স্থানের রাজা ছিলেন; তিনি ব্রাহ্মণদিগের মন্ত্রণাক্রমে রামচরণকে উত্ত্যক্ত করিবার চেষ্টা করাতে, রামচরণ স্থানান্তর গমন করিলেন। ঐ সময়ে ভীমসিংহ নামে আর এক ব্যক্তি শাহপুরের অধিপতি ছিলেন। তিনি

রামচরণের দুঃখ-দর্শনে করুণাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে আশ্রয় দিতে চাহিলেন এবং তাঁহাকে সমাদর পূর্ব্বক আনয়নার্থ বিস্তর লোক জন প্রেরণ করিলেন। বৈরাগী ভীম-সিংহের সানুগ্রহ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, কিন্তু তাঁহার নিমিত্ত যে সমস্ত হস্ত্যাদি উপকরণ প্রেরিত হইয়াছিল তাহা স্বীকার না করিয়া পদ-ব্রজেই শাহপুরে গমন করিলেন। ১৮২৪ সম্বতে এই ঘটনা হয়। বোধ হয়, তৎপরেও দুই বৎসর তিনি তথায় স্থির হইয়া বাস করিতে পারেন নাই। অতএব ১৮২৬ সম্বৎ অবধি করিয়া রামসনেহী সম্প্রদায়ের আরম্ভ বলিতে হয়।

তৎকালে সাধরাম নামে এক বণিক্ ভীল্বারের রাজ-প্রতিনিধি ছিলেন; তিনি রামচরণের উপর অশেষ প্রকার শত্রুতা প্রকাশ করেন। একদা তাঁহার প্রাণ-হরণার্থ এক জন সিঙ্গীকে * শাহপুরে প্রেরণ করেন, কিন্তু রামচরণ সিঙ্গীর আগমনের প্রয়োজন অবগত হইয়া অবনত-গ্রীব হইয়া কহিলেন, "তুমি যদর্থে প্রেরিত হইয়াছ তাহা সমাধা কর, কিন্তু ইহা মনে করিও, যে সর্ব্ব-শক্তিমান্ পরমেশ্বর প্রাণ দান করিয়াছেন, তাঁহার আদেশ ব্যতিরেকে সেই প্রাণ নাশ করা মনুষ্যের সাধ্য নহে।"

---

* রাজোয়াড়ায় সিঙ্গী নামে এক জাতি আছে, তাহারা সজাতীয় ও কোন কোন বণিক্-জাতীয় লোককে সঙ্গে করিয়া তীর্থ-বিশেষে লইয়া যায়। অতএব, সিঙ্গী শব্দ সঙ্গী শব্দের বিকৃতি হইলেও হইতে পারে।

জিঘাংসু সিঙ্গী তাঁহার এই বাক্য দেব-প্রয়োজিত বোধ করিয়া শঙ্কাতুর হইল এবং তাঁহার পদ-দ্বয়ে শিরঃ-সমর্পণ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল।

রামচরণ এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক হইয়া ১৮৫৫ সম্বতে ৭৯ বৎসর বয়ঃক্রমে লোকান্তর গমন করেন। শাহপুরের প্রধান দেবালয়ে তাঁহার শবদাহ হয়। তিনি ৩৬,২৫০ শব্দ * রচনা করিয়া যান।

রামচরণের লোকান্তর-প্রাপ্তি হইলে পর, রামজন নামে তাঁহার এক শিষ্য তদীয় পদে অভিষিক্ত হন। তিনি শির্শন গ্রামে জন্ম গ্রহণ করিয়া ১৮২৫ সম্বতে দীক্ষিত হন এবং অভিষেকান্তর ১২ বৎসর দুই মাস ৬ দিন মহন্ত-পদের অধিকারী থাকিয়া ১৮৬৬ সম্বতে শাহপুর নগরে প্রাণ-ত্যাগ করেন। তিনি ১৮০০০ শব্দের রচনাকর্ত্তা বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন।

তৃতীয় মহন্তের নাম দুল্‌হরাম। তিনি ১৮৩৩ সম্বতে রামসনেহী মত অবলম্বন করিয়া ১৮৮১ সম্বতে পরলোক প্রাপ্ত হন। তিনি ১০০০০ শব্দ লিখিয়াছিলেন এবং স্বমতাবলম্বী ও অন্যান্য হিন্দু ও মোসল্‌মান-মতাবলম্বী সাধু পুরুষদিগের মাহাত্ম্য-প্রতিপাদক প্রায় ৪০০০ শাখী রচনা করিয়াছিলেন।

চতুর্থ মহন্তের নাম ছত্রদাস। তিনি দ্বাদশ বর্ষ

---

* প্রতি শ্লোকে ৩২ অক্ষর গণিয়া এই সংখ্যা লিখিত হইয়াছে।

বয়ঃক্রম কালে সম্প্রদায়-ভুক্ত হইয়া ১৮৮১ সম্বতে গদ্দি প্রাপ্ত হন এবং ৭ বৎসর কাল গদির অধিকারী থাকিয়া ১৮৮৮ সম্বতে পরলোক যাত্রা করেন। লোক-প্রবাদ আছে, তিনি ১০০০ শব্দ রচনা করিয়া যান। তাঁহার উত্তর-কাল-বর্ত্তী মহন্তের নাম নারায়ণ দাস।

মহন্তের পদ শূন্য হইলে পর, তদীয় পদে লোক-নিয়োগার্থ শাহপুর নগরে এতৎ-সম্প্রদায়ী উদাসীন ও বিষয়ী লোকদিগের এক সমাজ হয়। সমাজস্থ ব্যক্তিগণ গুণবান্ ও জ্ঞানবান্ দেখিয়া এক ব্যক্তিকে ঐপদে নিযুক্ত করেন এবং বৈরাগীরা তদুপলক্ষে নগরস্থ রামমেরী নামক মন্দিরে নগরবাসী-দিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া বিবিধ-প্রকার মিষ্টান্ন ভোজন করাইয়া থাকেন। পদ শূন্য হইবার ত্রয়োদশ দিবস পরে অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

মহন্ত প্রায়ই শাহপুরে অবস্থিতি করিয়া থাকেন, তবে শরীর-বিষয়ক তিতিক্ষা-অভ্যাসের অভিপ্রায়ে মধ্যে মধ্যে দুই এক মাসের নিমিত্ত দেশ-ভ্রমণে প্রবৃত্ত হন।

ধর্ম্ম-যাজক।

লোকে এ সম্প্রদায়ী ধর্ম্ম-যাজকদিগকে বৈরাগী ও সাধ * বলিয়া থাকে। তাঁহাদের প্রতি অনেক অনেক

* সাধ শব্দ সাধু শব্দের বিকৃতি বোধ হয়।

কঠোর নিয়ম প্রতিপালনের ব্যবস্থা আছে। যথা তাঁহারা অবিবাহিত থাকিয়া পরদারাভিগমনে পরাঙ্মুখ রহিবেন; আহার সংযম পূর্ব্বক সতত সন্তুষ্ট থাকিবেন; অল্প নিদ্রা, বাক্য-সংযম ও শারীরিক সহিষ্ণুতা অভ্যাস করিবেন এবং শাস্ত্রানুশীলনে নিরত থাকিয়া ফল-কামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক দয়া, আর্জ্জব ও ক্ষমা-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন। কাম, ক্রোধ, লোভ, কলহ, স্বার্থপরতা, ছদ্ম-ব্যবহার, বার্দ্ধুষিতা, মিথ্যা, চৌর্য্য, দুঃশীলতা, দোষাশ্রিত ক্রীড়া, যানারোহণ, পাদুকা-গ্রহণ, দর্পণে মুখাবলোকন এবং নস্য, অলঙ্কার, গন্ধদ্রব্য-ব্যবহার ও আর আর সমস্ত প্রকার ভোগাতিশয় পরিত্যাগ করিবারও ভূয়োভূয়ঃ শাসন আছে। মুদ্রা-প্রতিগ্রহ, জীব-হিংসা, নির্জ্জন-বাস এ সমুদায়ও তাঁহাদিগের পক্ষে অতি নিষিদ্ধ। কিন্তু মুদ্রার বিষয়ে নিয়ম করা বৃথা হইয়াছে, কারণ বিষয়ী শিষ্যেরা, গুরুদিগের নিমিত্ত, অন্যের দত্ত মুদ্রা গ্রহণ করেন এবং বৈরাগীরা ঋণ-দান ও বাণিজ্য-ব্যবসায় নির্ব্বাহ নিমিত্ত বণিক্ নিযুক্ত করিয়া রাখেন। নৃত্য, গীত ও অন্যান্য সামান্য আমোদ এবং তাম্রকূট-ধূমপান, অহি-ফেণ-সেবন ও আর আর তাবৎ মাদক দ্রব্য ব্যবহারেরও প্রতিষেধ আছে। তাঁহাদিগের পক্ষে ঔষধ প্রস্তুত করা নিষিদ্ধ, তবে পীড়ার সময়ে কোন অপরিচিত ব্যক্তি ঔষধ প্রদান করিলে, তাহা গ্রহণ ও সেবন করিয়া থাকেন।

রামসনেহীরা গলদেশে মাল্য ও ললাটে এক শ্বেত-

বর্ণ দীর্ঘ পুণ্ড্র ধারণ করিয়া থাকেন। সাধেরা একরূপ সামান্য কার্পাস-বস্ত্র গৈরিক মৃত্তিকাতে রঞ্জিত করিয়া পরিধান করেন এবং তাদৃশ আর এক খণ্ডে কটিদেশ আবরণ করিয়া রাখেন। তাঁহারা কাষ্ঠময় পাত্রে জল পান করেন এবং পাষাণ ও মৃৎপাত্রে ভোজন করিয়া থাকেন। তাঁহারা প্রাণান্তেও জীবহিংসা করিতে প্রবৃত্ত হন না, সুতরাং মৎস্য মাংস ভক্ষণ করা তাঁহাদিগের পক্ষে কোন মতেই বিধেয় হইতে পারে না। কি জানি, দীপ-শিখায় পতঙ্গাদি পতিত হইয়া দগ্ধ হয়, এনিমিত্ত প্রজ্বলিত করিয়াই অমনি তৎক্ষণাৎ আবরণ করেন এবং জীব-হত্যার আশঙ্কায় গমন-কালে বিশেষরূপ দৃষ্টি করিয়া ভূমিতে পদ-বিক্ষেপ করেন। আর আষাঢ়ের শেষার্দ্ধ অবধি কার্ত্তিকের প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত অত্যাবশ্যক কর্ম্ম ব্যতিরেকে দ্বার-বহির্ভূত হন না। বোধ হয়, ইহাঁরা জৈনদিগের দৃষ্টান্তানুসারে এই সমস্ত ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকিবেন।

সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক রামচরণের দ্বাদশটি প্রধান শিষ্য ছিল; তিনি, তাহাদের মধ্যে কাহারও পদ শূন্য হইলে, সাধক-বিশেষকে তৎপদে অভিষিক্ত করিতেন। তাঁহার পরেও এই নিয়ম প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে। ঐ দ্বাদশ শিষ্যের উপর মঠ-সংক্রান্ত বিশেষ বিশেষ কর্ম্মের ভার অর্পিত আছে। তন্মধ্যে এক জনের উপাধি কোতয়াল; তিনি মঠস্থিত শস্য ও ঔষধ সমুদায়ের রক্ষণাবেক্ষণ করেন

এবং মহন্তের অনুমত্যনুসারে মঠ-বাসীদিগকে প্রত্যহ খাদ্য সামগ্রী বণ্টন করিয়া দেন। আর এক জনের নাম কাপ্ড়াদার; এই সম্প্রদায়ের বিষয়ী ও অন্যান্য লোকে সাধদিগকে যে সমস্ত কার্পাস-বস্ত্র ও কম্বলাদি দান করে, তিনি তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন। তৃতীয় শিষ্য সাধদিগের আচার ব্যবহার ও রীতি চরিত্র বিষয়ের তত্ত্বাবধারণ করেন। চতুর্থ শিষ্য সাধদিগকে পাঠ-শিক্ষা ও পঞ্চম শিষ্য লিপি-শিক্ষা প্রদান করেন। ষষ্ঠ শিষ্য কি স্বমতাবলম্বী কি অন্যমতাবলম্বী শিক্ষার্থী ব্যক্তিমাত্রকেই লিখন পঠন শিক্ষা দিয়া থাকেন। আর ঐ দ্বাদশ শিষ্যের অন্তর্গত প্রবীণ ও স্ববশেন্দ্রিয় ব্যক্তি-বিশেষ, স্ত্রীলোকদিগকে তদ্বিষয়ে উপদেশ দিবার নিমিত্ত, নিয়োজিত থাকেন।

সাধদিগের মধ্যে কেহ কোন নিষিদ্ধ কর্ম্ম করিলে, ঐ দ্বাদশ শিষ্যের মধ্যে, উল্লিখিত মঠ-কর্ম্মচারী সাত শিষ্যের কোন তিন জন ও অবশিষ্ট পাঁচ শিষ্য এই আট জন, মহন্ত কর্ত্তৃক পঞ্চায়িত নিযুক্ত হইয়া তদ্বিষয়ের বিচার সম্পাদন করেন।

সাধ-মণ্ডলী-ভুক্ত হইবার সময়ে আপনার নাম পরিবর্ত্তন করিতে হয় এবং মস্তকে এক শিখা মাত্র রাখিয়া সমুদায় কেশ মুণ্ডন করিতে হয়। এই উপলক্ষে মঠ-সংক্রান্ত নাপিতেরা মধ্যে মধ্যে বিস্তর দান পাইয়া বিপুল ধন সঞ্চয় করিয়াছে। শ্রুত হওয়া যায়, এক এক জন এক কালে পাঁচ শত টাকা পাইয়াছে।

একপ্রকার সাধের নাম বিদেহী; তাহারা উলঙ্গ থাকে। আর এক প্রকারের নাম মোহনী। যাহাদিগের বাগিন্দ্রিয় বশীভূত হয় নাই, তাহারা কিয়ৎ বৎসরের নিমিত্ত মোহনী-শ্রেণী-ভুক্ত হইয়া মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া থাকে এবং তদ্দারা অন্তঃকরণ স্ববশ হইলে পর, পুনরায় কথা কহিতে প্রবৃত্ত হয়।

গৃহস্থদিগেরও সাধ-মধ্যে গণিত ও মহন্ত পদ প্রাপ্ত হইবার অধিকার আছে; কিন্তু পূর্ব্বোক্ত বিদেহী ও মোহনী-শ্রেণী-ভুক্ত হইবার বিধি নাই; কারণ ঐ উভয়কে যেরূপ নিয়ম অবলম্বন করিয়া চলিতে হয়, তাহা বিষয়-কর্ম্ম-নির্ব্বাহের নিতান্ত প্রতিকূল। স্ত্রীলোকেও ধর্ম্ম-যাজিকা হইতে পারে। কিন্তু তাহা হইলে তাহাদিগের কন্যা পুত্র ও স্বামী পরিত্যাগ করিয়া যাবজ্জীবন পুরুষ-সহবাসে বিনিবৃত্ত থাকিতে হয়।

দীক্ষা।

হিন্দুদিগের মধ্যে সকল-জাতীয় লোকেরই এ সম্প্র-দায়ে নিবিষ্ট হইবার অধিকার আছে। শাহপুরস্থ মন্দিরের প্রধানাধ্যক্ষই সম্প্রদায়-ভুক্ত করিয়া থাকেন। বৈরাগীরা নানা স্থান হইতে দীক্ষাভিলাষী ব্যক্তিদিগকে শাহপুরে আনয়ন করে, অনন্তর তথাকার প্রধানাধ্যক্ষ তাহাদিগকে শ্রদ্ধা ভক্তি বিষয়ে পরীক্ষা করিবার জন্য ও স্বীয় মতের বিষয় সম্যক্ প্রকার উপদেশ দিবার নিমিত্ত, পূর্ব্বোক্ত

দ্বাদশ সাধের সন্নিধানে প্রেরণ করেন। ঐ দীক্ষার্থীরা তাঁহাদিগের নিকট পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইলে, পরে সম্প্রদায়-মধ্যে গৃহীত হয়, কিন্তু সাধ-পদে অধিরূঢ় হইবার মানস করিলে, প্রথমে ৪০ দিন শিক্ষার অবস্থায় থাকিতে হয়।

উপাসনা।

রামসনেহীরা তাঁহাদিগের উপাস্য দেবতাকে রাম বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতানুসারে, রাম সর্ব্ব-শক্তিমান্ ও সৃজন পালন সংহারের অদ্বিতীয় কারণ। সেই শুভপ্রদ ও অশুভহর রামের অভিসন্ধি-মধ্যে প্রবেশ করিতে কাহারও শক্তি নাই; তিনি যাহা করেন তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা বিধেয়। মনুষ্যের কিছুই কৃতি-সামর্থ্য নাই; সমুদায়ই পরমেশ্বরের ইচ্ছাধীন। জীবাত্মা সেই রামরূপী পরমেশ্বরের অংশ। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা দুষ্কর্ম্ম করিলে, কিছুতেই সে অপরাধ হইতে বিমুক্ত হন না। কিন্তু অজ্ঞানী ব্যক্তি পাপ করিলে, শাস্ত্রাভ্যাস, তপস্যা ও অনুতাপ দ্বারা তাহা হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে।

রামসনেহীদিগের মতে প্রতিমা-নির্ম্মাণ ও প্রতিমা-পূজার বিশেষরূপ নিষেধ আছে। এপ্রযুক্ত তাঁহাদিগের উপাসনা-স্থানে দেব-প্রতিমা দৃষ্টি করা যায় না ও পৌত্তলিক-ধর্ম্ম-সংক্রান্ত অন্য কোন বিষয়েরও নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তাঁহারা কহেন, যেমন সাগর-সলিলে

অবগাহন করিলে আর নদী-স্নান আবশ্যক হয় না, সেই-রূপ, সর্ব্ব-শক্তিমান্ পরমেশ্বরের আরাধনা করিলে, ইতর দেবতার আরাধনার আর প্রয়োজন থাকে না।

তাঁহারা দিনের মধ্যে প্রাতঃ মধ্যাহ্ন ও সায়ংকালে ঈশ্বরের উপাসনা করেন। বিষয়ী লোকে বিষয়-কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকাতে, সকলে এক সময়ে মন্দিরস্থ হইতে পারে না; কিন্তু এক বার তথায় উপস্থিত হইলে, উপাসনা-সমাপ্তি পর্য্যন্ত থাকিতে হয়।

সাধগণ নিশীথ-সময়ে গাত্রোত্থান করিয়া দেবালয়ে গমন পূর্ব্বক, প্রাতঃকালে যামার্দ্ধ পর্য্যন্ত উপাসনায় নিযুক্ত থাকেন; তৎপরে বিষয়ী লোকেরা তথায় গিয়া ৪। ৫ দণ্ড কাল অবস্থিতি করেন; পরিশেষে স্ত্রীলোকেরা স্তোত্র-দ্বয় গান করিলে পর, প্রাতঃকালীন উপাসনা সমাপ্ত হয়। আড়াই প্রহর অথবা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে মধ্যাহ্ন-কালিক উপাসনা আরব্ধ হয়। সায়ংকালে কেবল পুরুষেরা উপাসনা করেন; ঐ উপাসনা সন্ধ্যাকালে আরম্ভ হইয়া এক ঘণ্টাতেই সাঙ্গ হয়। স্ত্রী পুরুষের একত্র উপবিষ্ট হইবার ও একত্র গান করিবার বিধি নাই। যখন অন্য কেহ না থাকে, তখন সাধগণ কিয়ৎকাল উপাস্য দেবতার ধ্যান-ধারণায় নিমগ্ন থাকেন, কখনও বা মালা জপ করেন, ও মধ্যে মধ্যে রাম-নাম উচ্চারণ করেন। রামসনেহীরা রজনীতে নিরম্বু উপবাসী থাকেন।

এ সম্প্রদায়ের উপাসনা-স্থানের নাম রামদ্বার। রাজো-

য়াড়ার মধ্যে শাহপুরের মন্দিরই সর্ব্বাপেক্ষা সুশোভন। তদ্ভিন্ন, জয়পুর, যোধপুর, মর্থা, নাগোর, উদয়পুর, চিতোর, ভীল্বার, তোঙ্ক, বুন্দি ও কোটা প্রভৃতি স্থানে বহুতর রামদ্বার বিদ্যমান আছে।

উৎসব।

রামসনেহীদিগের দশহরা, দেওয়ালি, হোলি প্রভৃতি সাধারণ হিন্দু-ধর্ম্মের অন্তর্গত কোন উৎসব নাই। শাহপুরে ফাল্গুন মাসে তাঁহাদিগের ফুলদোল নামে এক উৎসব হয়। যদিও ঐ মাসের শেষ ৫। ৬ দিনই বাস্তবিক পর্ব্বাহ বলা যায়, কিন্তু ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে মাসাবধি লোকের সমাগম হইতে থাকে। বৈরাগীরা যদি এক বৎসর গমন না করেন, তবে বর্ষান্তরে আর না গিয়া থাকিতে পারেন না। এই সম্প্রদায়-ভুক্ত বিষয়ী লোকদিগের চরিত্র বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবার নিমিত্ত, এক এক গ্রামে ২। ৩ জন বৈরাগী অবস্থিতি করে এবং এক এক নগরে লোকের সংখ্যানুসারে ৮। ১০ অথবা ১২ জন, ও স্থান-বিশেষে তাহার অধিকও থাকে। তত্তৎ নগরস্থ ও গ্রামস্থ লোকের সহিত তাহাদের হৃদ্যতা ও কোন প্রকার দূষিত সম্পর্ক না হয় এনিমিত্ত, পূর্ব্বোক্ত হুল্‌হ-রাম মহন্ত এই নিয়ম করিয়া গিয়াছেন যে, কোন বৈরাগী এক স্থানে উপর্য্যুপরি দুই বৎসর থাকিতে পারিবেন না।

তদনুসারে ফুলদোলের সময়ে তাঁহারা অবস্থত বা স্থানান্তরিত হন।

ইহা প্রসিদ্ধ আছে, এদেশে শ্রীকৃষ্ণের ফুলদোল নামে এক উৎসব হইয়া থাকে। রামসনেহীরা সে উৎসবের অনুষ্ঠান করেন না, তথাপি পূর্ব্বোক্ত শাহপুরের মেলার নাম ফুলদোল রাখিয়াছেন কেন, নিশ্চয় বলিতে পারা যায় না। এই উপলক্ষে রাজস্থানের অন্তঃপাতী উদয়পুর, যোধপুর, জয়পুর, কোটা, বুন্দি এবং অপরাপর প্রদেশের নৃপতিগণ অন্য-ধর্ম্মাক্রান্ত হইয়াও প্রত্যেকে রামসনেহীদিগের মিষ্টান্ন-ভোজনের নিমিত্ত শাহপুরে ১০০০০। ১২০০০ টাকা করিয়া প্রেরণ করেন।

সম্প্রদায়-ভুক্ত কোন ব্যক্তি গুরুতর দোষ করিলে, যে সমস্ত বৈরাগীরা লোকের শুভাশুভ কর্ম্মের তত্ত্বাবধারণ নিমিত্ত নিয়োজিত আছেন, তন্মধ্যে কেহ ফুলদোলের সময় তাহাকে শাহপুরে আনয়ন করিয়া থাকেন। তথায় ঐ অপরাধী ব্যক্তি মন্দির প্রবেশ করিতে ও স্বসম্প্রদায়ী লোকের পংক্তিস্থ হইয়া ভোজন করিতে পায় না। পরে আট জন সাধের বিচারে যদি তাহার দোষ সপ্রমাণ হয়, তবে তাহার শিখাচ্ছেদন ও মাল্য-হরণ পূর্ব্বক তাহাকে সম্প্রদায়-বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয়। লঘু দোষের বিচার সর্ব্বকালে ও সর্ব্বস্থানে সেই সেই স্থানের বৈরাগী কর্ত্তৃকই নির্ব্বাহিত হয় এবং তথাকার মহন্ত কর্ত্তৃক তাহার দণ্ড-বিধান সম্পাদিত হইয়া থাকে।

গুজরাট ও রাজোয়াড়ায় বহু-সংখ্য রামসনেহীর বসতি আছে। তদ্ব্যতিরেকে বোম্বাই, সুরাট, হায়দ্রাবাদ, পুনা ও আহমদাবাদ প্রভৃতি পশ্চিমাঞ্চলের অনেকানেক নগরে ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী অনেকানেক স্থানে তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় এবং কাশীতেও কতকগুলি অবস্থিতি করিতে দৃষ্টি করা যায়।

রামসনেহীদিগের সাম্প্রদায়িক গ্রন্থের অন্তর্গত কতিপয় পদের তাৎপর্য্যার্থ।

১—যে ফকীর করুণা-পূর্ণ পুরুষের সৌন্দর্য্য-দর্শনে প্রেমাসক্ত হইয়াছেন, তিনি তাঁহার প্রেমে সম্পূর্ণরূপ মত্ত হইয়া অষ্ট প্রহর অভিভূত থাকেন। তাঁহার জীবাত্মা এক অগম্য দেশ হইতে আগমন করিয়া জড়ময় দেহ আশ্রয় করিয়াছে এবং এ সংসারের যন্ত্রণা দেখিয়া পুনর্ব্বার সেই দেশেই প্রতিগমন করিবে। তিনি যাবৎ এই পান্থশালায় * অবস্থিতি করেন, তাবৎ তাহার সমুচিত কর প্রদান করেন † এবং নিষ্কাম হইয়া পরমেশ্বরে আত্মসমর্পণ করেন। তিনি এই পৃথিবীতে নিরুদ্বেগে বিচরণ করেন, নিঃসঙ্গ হইয়া কেবল প্রিয়তম পরমেশ্বরকে অনুসন্ধান করেন ও দুঃখী দেখিয়া দান করেন ‡।

* শরাই। এস্থলে এশব্দের তাৎপর্য্যার্থ শরীর।

† অর্থাৎ আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন করেন।

‡ অর্থাৎ ভক্ষ্য দ্রব্য বা অন্য দ্রব্যের যৎকিঞ্চিৎ বিতরণ করেন।

তিনি স্বার্থ-শূন্য হইয়া শ্রদ্ধা সহকারে লোকযাত্রা নির্ব্বাহ বিষয়ে অনুকূল হন এবং লোকদিগকে স্বর্গ-পথ প্রদর্শন করিয়া মৃত্যু-মুখ হইতে বিমুক্ত করেন। রামচরণ কহেন, যে ফকীর এমত সাধু ও যাহার অন্তঃকরণ সংসার-চিন্তায় একবারও নিমগ্ন না হইয়া উপস্থিত অবস্থাতেই পরিতৃপ্ত থাকে, অনেকেই তাঁহার অনুগামী হয় নাই।

২—যে ফকীরের পরমেশ্বরেতে দৃঢ়তর শ্রদ্ধা আছে, তিনি সকল আমীরের শ্রেষ্ঠ। তিনিই সত্যপীর। তিনি এই শরীর নরক-তুল্য জানিয়া সংসারেতে কিছুমাত্র স্নেহ রাখেন না, আর বারম্বার আল্লার আলিফ্ চিন্তা করিয়া সংসার-মায়ায় বিমোহিত হন না। তিনি আপনার চিত্ত প্রশান্ত করিয়া সর্ব্বশক্তিমান্ পুরুষের পদে সমর্পণ করিয়াছেন এবং প্রত্যূষে, প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সায়ংকালে তাঁহাকে স্মরণ করেন। তিনি আপনাকে ভক্তি-সলিলে ধৌত করিয়া জ্ঞান-মাল্য জপ করেন। আকাশই * তাঁহার গুহা; তথায় তিনি ভগবানের ধ্যান-ধারণায় নিমগ্ন থাকেন। রামচরণ কহেন, যে ব্যক্তি এমত ফকীর এবং যিনি আপনার সদা-সেব্য অনির্ব্বচনীয় পুরুষকে স্বদেহ-মধ্যে আবির্ভূত করিবার জন্যে সাধনা করেন, লোকে তাঁহার এ গুহ্য ভাব বুঝিতে পারে না।

* যোগ।

৩—নিষ্কাম দর্ব্বেশ্‌ই সদা সুখী। এক স্থানেই স্থিতি কর, বা চতুর্দ্দিকেই ভ্রমণ কর, কিন্তু মুক্তি-সাধনায় বিরত হইও না। নিদ্রাই যাও, বা জাগ্রতই থাক, স্বার্থপর হইও না। সহকাদির ন্যায় দীর্ঘ কেশই রাখ, বা মস্তকই মুণ্ডন কর, কিছুতেই ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। যাহার আকাঙ্ক্ষা নাই, তাহার সদাই সুখ। লোকের হিত চেষ্টা কর, আপন অন্তঃকরণ মধূচ্ছিষ্টের ন্যায় শুভ্র ও কোমল কর এবং আপনার পদ-দ্বয়ে নয়ন-দ্বয় অর্পণ কর। সত্য কথা কহ, ধৈর্য্যাবলম্বন কর ও অভ্রান্ত হইয়া নৃত্য কর *। যখন গুরুর হস্ত একবার তোমার মস্তকস্থ হইয়াছে, তখন আর বিলজ্জ হইয়া বিবস্ত্র হইও না †। যিনি মন জয় করিয়া অধ্যবসায়-রূপ আসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন, তিনি যথার্থ দর্ব্বেশ। রামচরণ কহেন, ইহাই পরম তপস্যা, কারণ যে ব্যক্তি ইহাতে সিদ্ধ হয়, তাহার ইন্দ্রিয় শীতল ‡ হয় ও স্ত্রীলোকের সংসর্গে আর ইচ্ছা থাকে না। এমত ব্যক্তি মাদক-দ্রব্য-সেবন ও পরদারাভিগমন পরিত্যাগ করেন এবং নিঃসঙ্গ হইয়া ধ্যান-ধারণাতে অবিরত চিত্ত সমর্পণ পূর্ব্বক মায়া-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হন।

৪—পাষাণ যাঁহার শয্যা, আকাশ যাঁহার বস্ত্র-গৃহ §,

---

* অর্থাৎ যথোচিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন কর।

† অর্থাৎ স্ত্রীসংসর্গ করিও না।

‡ অর্থাৎ বশীভূত।

§ তাঁবু।

ভুজ-দ্বয় যাঁহার বালিশ এবং যিনি মৃৎপাত্রে ভোজন করেন, তিনিই যথার্থ ফকীর। তিনি চারি খণ্ডের অধিপতি; তাঁহাকে কেহ সামান্য জ্ঞান করে না। তিনি ভিক্ষা-পর্য্যটন করিয়া উদর-পূর্ত্তি করেন, অথচ কি রাজা কি কৃষক সকলেই তাঁহার পদানত।

৫—মনুষ্য সুগন্ধ-বস্ত্রাবৃত হইয়া পৃথিবীতে সগর্ব্ব পদবিক্ষেপ করেন; যদিও তাঁহার বাহ্য বেশ সুন্দর বটে, কিন্তু অন্তর অতি মলিন। তিনি দর্পণেতে মুখ দর্শন করিয়া অহঙ্কারে স্ফীত হন, কিন্তু ইহা জানেন না যে, অবশেষে তাঁহার কলেবর ভগ্ন হইবে এবং এক্ষণে যে সুন্দর চর্ম্মাবরণ অন্তরের মালিন্য আবৃত করিয়া রাখিয়াছে, তাহাও বিনষ্ট হইবে।

৬—এই শরীরই পূর্ণ-স্বরূপ রামের মন্দির, তাঁহাকে জানিবার ঔৎসুক্যই তাঁহার আরতি এবং তাঁহার স্মরণই তাঁহার যথার্থ উপাসনা। সদা স্মরণের পর আর পূজা নাই এবং আত্ম-সমর্পণের পর আর নৈবেদ্য নাই। অহঙ্কার পরিত্যাগ করিলেই, পরমেশ্বর তোমার পূজা গ্রহণ করিবেন। শরীরই মন্দির, ও পূর্ণ-স্বরূপ রামই তাহার বিগ্রহ, এই নিগূঢ় ভাব যে ব্যক্তি বুঝিতে পারিয়াছে, সে সম্পূর্ণ-রূপ পরিতৃপ্ত আছে। কর্ম্ম-ফলের আশা পরিত্যাগ করিয়া দয়া, সন্তোষ, সুশীলতা ও শান্তি-রসের সুখাস্বাদনে রত হও। সত্য-কথন অভ্যাস কর, রাগ ও রসনা দমন কর, মনে মনে রাম-নাম জপ কর ও ঈশ্বর-

জ্ঞান উপার্জ্জন কর, নিষ্কাম হও, তৃপ্ত হও, অরণ্যে গমন কর এবং মনোরম সমাধি-সাগরে নিমগ্ন থাক। যে ফকীর পরমেশ্বরের প্রেম-রস পান করিয়াছে, সে তাঁহাতে অনবরতই চিত্ত সমর্পণ করিয়া রাখিয়াছে। তাহার শ্বাস-প্রশ্বাস নিরর্থক যায় না; সে জাগ্রৎ বা নিদ্রাগতই থাকুক, কখনই ঈশ্বরকে বিস্মৃত হয় না। সে ক্ষমবান্ হইয়া ক্রোধ-রিপু বশীভূত করে এবং মায়া ও লোভ দমন করিয়া রাখে। সে রাম ব্যতীত আর কাহারও উপাসনা করে না এবং তাহার উপর তেত্রিশ কোটি দেবতার কোপ হই-লেও, তাহা গ্রাহ্য করে না।

আচারী।

রামানুজ-সম্প্রদায়ের একটি শাখা যেমন রামানন্দী অর্থাৎ রামাৎ, সেইরূপ, অপর একটি শাখার নাম আচারী। বরং সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইহারাই রামানুজ-সম্প্রদায়ী মূল বৈষ্ণব। রামানুজের ও তাঁহার প্রথমকার শিষ্য-পরম্পরাগত বিষ্ণু-উপাসকদিগের উপাধি আচার্য্য ছিল; যেমন রামানুজ আচার্য্য, অনন্তানন্দ্ জি আচার্য্য, গয়েশ জি আচার্য্য ইত্যাদি। তাহাদের হইতেই আচারী সংজ্ঞা চলিয়া আসিয়াছে। চলিত কথায় রামানন্দীদিগকে সাধা-রণী বৈষ্ণবও বলে। সেই সাধারণীদের উপাধি যেমন দাস, সেইরূপ, ইহাদের উপাধি আচারী। ইহারা নারা-

য়ণের অর্থাৎ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী বিষ্ণুর উপাসক। ইহাদের পারমার্থিক মতের নাম বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। এই পুস্তকের প্রথম ভাগের অন্তর্গত রামানুজ-সম্প্রদায়-বিবরণের ১৭ ও ১৮ পৃষ্ঠায় তাহার বিবরণ করা হইয়াছে দেখিবে। রামানন্দী-সম্প্রদায়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি সকল বর্ণেরই প্রবিষ্ট হইবার অধিকার আছে; আচারি-সম্প্রদায়ীরা কেবলই ব্রাহ্মণ। ইহাদের অধিকাংশ ভারত-বর্ষের দক্ষিণ খণ্ডের অধিবাসী। রামানন্দীদিগের তিলকের শ্রী অর্থাৎ মধ্য-রেখা লোহিতবর্ণ; আচারীদের ঐ শ্রী পীত অথবা আরক্ত পীতবর্ণ। রামাতেরা দ্বারকায় গিয়া বাহু-যুগলে শঙ্খ-চক্রাদির তপ্ত-মুদ্রা বা শীতল-মুদ্রা * গ্রহণ করে; আচারী ব্রাহ্মণেরা পূর্ব্বে ভারতবর্ষের দক্ষিণ খণ্ডের অন্তর্গত কেবল তোতাদরির মঠে তপ্ত-মুদ্রা ও শীতল-মুদ্রা উভয়ই লইত; এক্ষণে তদতিরিক্ত অন্য অন্য নানাস্থানে গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে অনেকেই গৃহস্থ ও বংশ-পরম্পরা ক্রমে রামানুজ-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম-মতে দীক্ষিত; কিন্তু কতকগুলি বিরক্তও আছে। ইহারা আচারী ভিন্ন অন্যের হস্তে ভোজন করে না; প্রয়োজন হইলে স্বহস্তে রন্ধন করিয়া আহার করে। দক্ষিণাপথে ইহাদের বহু-ব্যয়-সাধ্য বৃহৎ বৃহৎ বিস্তর

---

* অঙ্গ-বিশেষে তপ্ত লৌহ দ্বারা হরিনামাদি অঙ্কিত করাকে তপ্ত-মুদ্রা এবং গোপীচন্দন দ্বারা গাত্রে ঐরূপ শুক্লবর্ণ চিহ্ন করাকে শীতল-মুদ্রা বলে।

দেবালয় দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার অনেক দেবালয়ে পিত্তল, পাষাণ বা অষ্টধাতু-নির্ম্মিত বিষ্ণু-মূর্ত্তি ও সেই সঙ্গে অন্য অন্য দেব-বিগ্রহও স্থাপিত রহিয়াছে। পশ্চিমোত্তর প্রদেশের মধ্যে বৃন্দাবনের রঙ্গজির বিগ্রহ রঙ্গাচার্য্য নামে একটি আচারী ব্রাহ্মণের অনুরোধেই প্রতিষ্ঠিত হয়; লক্ষ্মীচন্দ্ শেঠ নামে তদীয় সেবক অনেক অর্থ ব্যয় দ্বারা ঐ বিগ্রহের মন্দিরাদি প্রস্তুত করিয়া দেন। ঐ রঙ্গাচার্য্য গৃহস্থ। বাঙ্গালা দেশের মধ্যে মুর্শিদাবাদে ও চন্দ্রকোণায় ইহাদের দেবালয় আছে। উৎকলেও জগন্নাথক্ষেত্রে কতকগুলি মঠ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহারা ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদি নানা বর্ণকে শিষ্য করে।

মধ্বাচারী।

পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, বৈষ্ণবদিগের চারি প্রধান সম্প্রদায়। তন্মধ্যে শ্রীসম্প্রদায় ও তাহার শাখা প্রশাখা স্বরূপ কনিষ্ঠ সম্প্রদায় সমুদায়ের বৃত্তান্ত ক্রমে ক্রমে বর্ণন করা গিয়াছে। দ্বিতীয় প্রধান সম্প্রদায়ের নাম ব্রহ্ম-সম্প্রদায়। মধ্বাচার্য্য ইহার প্রবর্ত্তক, এপ্রযুক্ত লোকে ইহাকে মধ্বাচারী বলিয়া থাকে। ভারতবর্ষের উত্তর খণ্ডে মধ্বাচারীদিগের মতের প্রচার নাই, তবে এ খণ্ডে কখন কখন এ সম্প্রদায়ের লোক দেখা যায় বটে, কিন্তু অধিক

নহে। এদিকে তাঁহাদিগের একটিও মঠ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

এ সম্প্রদায় শ্রীবৈষ্ণব অপেক্ষা আধুনিক। ইহার প্রবর্ত্তক মধ্বাচার্য্য দক্ষিণাপথের অন্তঃপাতী তুলব-দেশ-নিবাসী মধিজী ভট্টের পুত্র। মধ্বাচারীদিগের গ্রন্থে তাঁহার যেরূপ চরিত-কীর্ত্তন আছে, তাহাই এস্থলে বর্ণিত হইতেছে। পবন-দেব নারায়ণের আদেশক্রমে ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থ অবতীর্ণ হইয়া মধ্বাচার্য্য নামে প্রসিদ্ধ হন *। তিনি ১১২১ শকে জন্ম গ্রহণ করেন, অনন্তেশ্বরের মঠে বিদ্যাভ্যাস করেন এবং নয় বৎসর বয়ঃক্রমের সময় সনক-কুলোদ্ভব অচ্যুতপ্রচ-নামা আচার্য্য সন্নিধানে সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তৎপরেই গীতাভাষ্য প্রস্তুত করিয়া, হিমালয়ের বদরিকাশ্রমে উপনীত হইয়া, বেদব্যাসকে প্রদান করেন। ব্যাসদেবও তাঁহাকে বহু সমাদর পূর্ব্বক তিনটি শালগ্রাম-শিলা উপহার দেন। মধ্বাচার্য্য সুব্রহ্মণ্য, উদিপি ও মধ্যতল এই তিন স্থানের মঠত্রয়ে ঐ শিলাত্রয় প্রতিষ্ঠা করেন ও তদ্ব্যতিরেকে উদিপিতে আর এক কৃষ্ণ-মূর্ত্তি স্থাপনা করেন। ঐ কৃষ্ণ-মূর্ত্তি স্থাপিত করিবার বিষয়ে একটি উপাখ্যান আছে, লিখিত হইতেছে। কোন বণিকের এক খানি অর্ণবপোত দ্বারকা

* সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে তাঁহার নাম পূর্ণ-প্রজ্ঞ ও মধ্যমন্দির বলিয়া লিখিত আছে। অন্যান্য অনেক স্থানে তাঁহার আনন্দতীর্থ উপাধিও দেখিতে পাওয়া যায়।

হইতে মলয়বর দেশে যাইতে যাইতে তুলব-দেশের নিকটে গিয়া জল-মগ্ন হয়। ঐ অর্ণবপোতে এক কৃষ্ণ-বিগ্রহ গোপীচন্দন-মৃত্তিকার মধ্যে আবৃত ছিল; মধ্বাচার্য্য দৈব জ্ঞান-বলে জানিতে পারিয়া, ঐ প্রতিমা উত্তোলন পূর্ব্বক, উদিপিতে প্রতিষ্ঠা করিলেন। তদবধি উদিপি নগর এ সম্প্রদায়ের প্রধান তীর্থ বলিয়া পরিগণিত হয় *। মধ্বাচার্য্য তথায় কিছু দিন অবস্থিতি করিয়া সূত্রভাষ্য, ঋগ্‌ভাষ্য, দশোপনিষদ্ভাষ্য, অনুবাকানুনয়বিবর্ণ, অনু-বেদান্তরস প্রকরণ, ভারত-তাৎপর্য্য-নির্ণয়, ভাগবত-তাৎপর্য্য, গীতা-তাৎপর্য্য, কৃষ্ণামৃত-মহার্ণব, তন্ত্রসার প্রভৃতি সাঁইত্রিশ খান গ্রন্থ রচনা করেন। কিছু দিন পরে দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিয়া শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্য-দিগকে বিচারে পরাস্ত করেন। পরিশেষে বদরিকাশ্রমে গমন পূর্ব্বক ব্যাসদেবের সমভিব্যাহারে একত্র অবস্থিতি করেন †। মধ্বাচারীরা কহেন, অদ্যাপি তথায় অবস্থিতি করিতেছেন।

এই উপাখ্যানের মধ্যে তুলব-নিবাসী মধিজী ভট্টের ঔরসে মধ্বাচার্য্যের জন্ম, অচ্যুতপ্রচের নিকট উপদেশ-

---

* দক্ষিণাপথের অন্তঃপাতী তুলব দেশে সমুদ্র হইতে ১॥ ক্রোশ অন্তরে পাপনাশিনী নদীর নিকট উদিপি নগর।

† ব্যাসদেব ও শঙ্করাচার্য্য উভয়েরই সহিত মধ্বাচার্য্যের সাক্ষাৎকার হওয়া অসম্ভব। ১১২১ শকে মধ্বাচার্য্যের জন্ম হয়; কিন্তু শঙ্করাচার্য্য শকাব্দের সপ্তম অথবা অষ্টম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন, অতএব ইহাঁ-দিগের উভয়ের পরস্পর সমকালবর্ত্তী হওয়া কোন রূপেই যুক্তিসিদ্ধ নহে।

গ্রহণ ও উদিপিতে বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা এই তিনটি কথা সপ্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

মধ্বাচার্য্যের শিষ্য-সংখ্যার আশু বৃদ্ধি হওয়াতে, তিনি উদিপির মন্দির ব্যতিরেকে ক্রমে ক্রমে আর আটটি মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় বিবিধ-প্রকার বিষ্ণু-মূর্ত্তি সংস্থাপন করেন * এবং স্বীয় ভ্রাতাকে ও গোদাবরী-তীরস্থ ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব আট জন সন্ন্যাসীকে ঐ সকলের অধ্যক্ষতা-পদে নিয়োজিত করেন। ঐ সমুদায় মন্দির অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। ঐ আট মন্দিরের অধ্যক্ষেরা প্রত্যেকে সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকের লিখিত নিয়মানুসারে পর্য্যায় ক্রমে ২ বা ২॥ বৎসর উদিপিস্থ মন্দিরের অধ্যক্ষতা করিয়া আসিতেছেন।

যে সময়ে যিনি অধ্যক্ষ থাকেন, তখন তাঁহাকেই ঐ দেবালয়ের সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হয়। লোকানুরাগ ও যশোলাভ বিষয়ে অধ্যক্ষদিগের 'পরস্পর জিগীষা প্রযুক্ত অতীব ব্যয়-বাহুল্য হইয়া উঠে †, সুতরাং তথাকার নিয়মিত আয় দ্বারা কোন মতে নির্ব্বৃতি পায় না। একারণ মন্দিরাধ্যক্ষ সন্ন্যাসীরা অবকাশ-কালে দেশ-পর্য্যটন পূর্ব্বক, বিষয়ী শিষ্যদিগের নিকট দান সংগ্রহ

* ১ রামসীতা—২ লক্ষ্মণ ও সীতা—৩ দ্বিভুজ কালীয়মর্দ্দন—৪ চতুর্ভুজ কালীয়মর্দ্দন—৫ সুবিতল—৬ সুকর—৭ নৃসিংহ—৮ বসন্ত বিতল।

† ১৩০০০ সহস্র টাকার ন্যূন নহে, বরং কখন কখন ২০০০০ সহস্র টাকার অধিক ব্যয় হয়।

করিয়া, এক এক সময় বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করেন এবং তাহার অধিকাংশই আপন আপন অধ্যক্ষতা কালে উদিপির দেব-সেবায় ব্যয় করিয়া থাকেন।

ঐ আটটি দেবালয়ই তুলব রাজ্যের অন্তর্গত *। তদ্ব্যতিরেকে, মধ্বাচার্য্য পদ্মনাভ তীর্থকে আর কয়েকটি মঠ-প্রতিষ্ঠার অনুমতি দিলেন এবং তাঁহার হস্তে পূর্ব্বোক্ত ব্যাস-শালগ্রাম ও শ্রীরামচন্দ্রের কতিপয় প্রতি-মূর্ত্তি সমর্পণ করিয়া কহিলেন, "আমার মত প্রচার কর ও উদিপির দেবালয়ের আনুকূল্যার্থ ধন সংগ্রহ কর।" দক্ষিণাপথের পশ্চিম ভাগে পদ্মনাভ তীর্থের চারিটি মঠ বিদ্যমান আছে; তাঁহার পরম্পরাগত শিষ্যেরা তথা-কার অধ্যক্ষ হইয়া আসিতেছেন। তাঁহারা মধ্যে মধ্যে উদিপির দেবালয়েও গমন করিয়া থাকেন, কিন্তু তথা-কার অধ্যক্ষতা করেন না।

সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য লোকের দীক্ষা-গুরু হইবার অধিকার নাই। দীক্ষা-গুরুরা নিতান্ত অন্ত্যজ ব্যতিরেকে আর সকল জাতিকেই উপদেশ দিয়া থাকেন। প্রত্যেক গুরুরই কতকগুলি করিয়া পৈতৃক শিষ্য থাকে এবং তাঁহার গুরুত্ব-পদ বিক্রয় করিবার ও বন্ধক দিবারও অধিকার আছে।

এ সম্প্রদায়ের উদাসীন আচার্য্যেরা দণ্ডীদিগের ন্যায়

* কানূর, পেজাওর, আদমার, ফলমার, কৃষ্ণপুর, সিরূর, সোদ, পুত্তি এই আট স্থানে ঐ আটটি দেবালয় বিদ্যমান আছে।

যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করেন, দণ্ড-কমণ্ডলু গ্রহণ করেন, মস্তক মুণ্ডন করেন এবং এক এক খণ্ড গৈরিক বস্ত্র পরিধান করেন। তাঁহারা চিরকালের মত সংসার-ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া বাল্য-কালেই সন্ন্যাস-ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। মধ্বাচারীরা তপ্ত-লৌহ দ্বারা স্কন্ধে ও বক্ষঃ-স্থলে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মের চিহ্ন করেন এবং শ্রীবৈষ্ণব-দিগের ন্যায় নাসামূল অবধি কেশ পর্য্যন্ত দুটি ঊর্দ্ধ-রেখা চিহ্নিত করিয়া ঐ দুই রেখার নাসা-মূল-গত উভয় প্রান্ত অপর একটি ভ্রূ-মধ্য-গত রেখা দ্বারা সংযুক্ত করিয়া দেন; তবে বিশেষ এই যে, রামানুজ বৈষ্ণবেরা ঐ দুই ঊর্দ্ধ পুণ্ড্রের মধ্য দিয়া পীত অথবা রক্ত-বর্ণ একটি ঊর্দ্ধরেখা করেন, মধ্বাচারীরা তাহার পরিবর্ত্তে নারায়ণ-নিবেদিত দগ্ধ গন্ধদ্রব্যের ভস্ম দ্বারা ঐ স্থলে একটি কৃষ্ণ-বর্ণ রেখা অঙ্কিত করিয়া তাহার শেষভাগে হরিদ্রা-ময় এক বর্ত্তুলাকার তিলক করিয়া থাকেন।

ইঁহারাও অপরাপর বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের ন্যায় বিষ্ণুকে বিশ্ব-কারণ পরমেশ্বর বলিয়া স্বীকার করেন এবং তাহার পোষকতার নিমিত্ত কতিপয় উপনিষদ্ ও অন্যান্য গ্রন্থের বচন উদ্ধৃত করিয়া থাকেন। ইঁহাদের মতানুসারে, আদৌ একমাত্র অদ্বিতীয়-স্বরূপ ভগবান্ নারায়ণ বিদ্যমান ছিলেন *। সমুদায় জগৎ তাঁহারই শরীর হইতে উৎ-

* একোনারায়ণ আসীত্ন ব্রহ্মা ন চ শঙ্করঃ।
আনন্দ এক এবাগ্র আসীন্নারায়ণঃ প্রভুঃ ॥

পন্ন হয় *। তিনি অশেষরূপ-সদ্গুণ-সম্পন্ন অনির্ব্বচনীয়-স্বরূপ ও স্বতন্ত্র। মধ্বাচারীরা জীব ও পরমেশ্বরের পৃথক্ পৃথক্ সত্তা স্বীকার করাতে, দ্বৈতবাদী নামে বিখ্যাত হইয়াছেন এবং তৎপ্রযুক্ত শঙ্করাচার্য্য ও রামানুজ আচার্য্যের মতের সহিত ইহাঁদিগের মতের সবিশেষ বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে। ইঁহারা বলেন, জীবাত্মা নিত্য, ঈশ্বরের অধীন † ও তাঁহার সহিত চির-সম্বন্ধে সম্বদ্ধ, কিন্তু উভয়ে এক নহে।

यथा पक्षी च सूत्रञ्च नानावृक्षरसा यथा।
यथा नद्यः समुद्राश्च शुद्धोदलवणे यथा॥
चौरापहार्य्यौ च यथा यथा पुंविषयावपि।
तथा जीवेश्वरौ भिन्नौ सर्व्वदैव विलक्षणौ॥

মহোপনিষৎ।

পক্ষী ও সূত্রে, বৃক্ষ ও রসে, নদী ও সমুদ্রে, শুদ্ধ জল ও লবণে, চোর ও হৃত দ্রব্যে এবং পুরুষ ও ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে যেমন বিভিন্নতা আছে, জীব ও ঈশ্বর নিয়তই সেইরূপ পরস্পর বিভিন্ন ও বিলক্ষণ।

ইঁহারা কেবল জীব ও ঈশ্বরের পরস্পর প্রভেদ স্বীকার করিয়া নিবৃত্ত থাকেন না, পঞ্চ প্রকার ভেদ-জ্ঞান

---

* विष्णोर्देशात् जगत् सर्व्वमाविरासीत्।

† स्वतन्त्रमस्वतन्त्रञ्च द्विविधं तत्त्वमिष्यते।
स्वतन्त्रो भगवान् विष्णुर्निर्दोषोऽशेषसद्गुणः॥

তত্ত্ববিবেক।

অঙ্গীকার করেন; জীবেশ্বর-ভেদ, জড়েশ্বর-ভেদ, জড়-জীব-ভেদ এবং জীবগণের ও জড় পদার্থের পরস্পর-ভেদ। এই পঞ্চ ভেদ শাস্ত্রে প্রপঞ্চ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে *।

ইঁহারা পরমাত্মাতে জীবের লয়, অর্থাৎ নির্ব্বাণ মুক্তি স্বীকার করেন না এবং শৈবদিগের যোগ ও বৈষ্ণব-দিগের সাযুজ্যও অঙ্গীকার করেন না †। ইঁহাদিগের মতে, নারায়ণ বৈকুণ্ঠ-ধামে লক্ষ্মী, ভূমি ও নীলা দেবী ‡ এই তিন পত্নীর সহিত স্বর্গীয় বেশ-ভূষায় বিভূষিত হইয়া অনির্ব্বচনীয় ঐশ্বর্য্য-সুখ সম্ভোগ করেন। তিনি স্বরূপাবস্থায় গুণাতীত, কিন্তু যখন মায়ার সহিত সংযুক্ত হন, তখন সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই গুণ-ত্রয় বিষ্ণু ও ব্রহ্মা এবং শিব রূপে আবির্ভূত হইয়া বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করিতে

---

* জীবেশ্বরভিদা চৈব জড়েশ্বরভিদা তথা।
জীবভেদো মিথশ্চৈব জড়জীবভিদা তথা॥
মিথশ্চ জড়ভেদো যঃ প্রপঞ্চো ভেদপঞ্চকঃ।
সোঽয়ং সত্যোঽপ্যনাদিশ্চ সাদিশ্চেন্নাশমাপ্নুয়াৎ॥
সর্ব্বদর্শন-ধৃত শ্রুতি।

† ইঁহারা ইহার প্রমাণার্থে বেদ ও পুরাণের বচন বলিয়া এই সকল বচন উদ্ধৃত করেন। যথা,

[illegible]।
আনন্দস্যাপারস্যাপ্তৌ সম্ভোগো নেশজীবয়োঃ॥
গরুড়পুরাণ।

আত্মা হি পরমস্বতন্ত্রোঽধিগুণো জীবোঽল্পশক্তিরস্বতন্ত্রোঽবরঃ।
ভাল্লবেয়োপনিষৎ।

‡ দুর্গা অথবা মায়া।

থাকেন। তাঁহারা মায়া হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন এবং মায়ার যোগেই স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদন করেন। এতদ্ভিন্ন, বিশ্ব-কারণ নারায়ণের হৃদয়, ললাট ও পার্শ্বদেশ এবং অন্য অন্য অঙ্গ হইতে শিব ব্রহ্মাদি দেবতাগণের উৎপত্তি বিষয়ে আর একটি উপাখ্যানও প্রচলিত আছে। আর বিষ্ণু-প্রধান পুরাণ সমুদায়ে বিষ্ণুর নাভি-পদ্ম হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি ও ব্রহ্মার অশ্রু-জলে রুদ্রের উৎপত্তি * বিষয়ে যে যে উপাখ্যান আছে, তাহাতেও মধ্বাচারীদিগের যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে।

উপাসনার তিন অঙ্গ। প্রথমতঃ অঙ্কন; অর্থাৎ অঙ্গ-বিশেষে বিষ্ণুর শঙ্খ-চক্রাদির চিহ্ন-ধারণ †। দ্বিতীয় অঙ্গ-নামকরণ; অর্থাৎ বিষ্ণুর নামে আপন সন্তানদিগের নাম-করণ। তৃতীয় অঙ্গ-ভজন; অর্থাৎ কায়িক, বাচনিক, মানসিক এই ত্রিবিধ ভজনের অনুষ্ঠান। দয়া, স্পৃহা ও শ্রদ্ধা এই তিনটি মানসিক ভজন; সত্য-বচন, হিত-কথন, প্রিয়-ভাষণ ও শাস্ত্রানুশীলন এই চারিটি বাচনিক ভজন; আর দান, পরিত্রাণ, পরিরক্ষণ এই তিনটি কায়িক ভজন।

---

* ব্রহ্মা সৃষ্টির রহস্য-বোধে অসমর্থ হইয়া অশ্রু-পাত করেন, সেই অশ্রু-জল হইতে রুদ্রের উৎপত্তি হয়।

† ইঁহারা এবিষয়ের প্রামাণ্যার্থে এই শ্রুতিটি উপস্থিত করিয়া থাকেন, যথা

"অতপ্ততনুর্ন তদা মোঅশ্নুতে।

কিন্তু শঙ্করাচার্য্য বলেন, এস্থলে তপ্ত শব্দের অর্থ তপস্যা-পূত, অর্থাৎ যে ব্যক্তি তপস্যা দ্বারা আপন শরীর পবিত্র না করিয়াছে, তাহার মোক্ষ-লাভ হয় না।

भजनं दशविधं वाचा सत्यं हितं प्रियं स्वाध्यायः कायेन दानं परित्राणं परिरक्षणं मनसा दया स्पृहा श्रद्धा चेति। अत्रैकैकं निष्पाद्य नारायणे समर्पणं भजनम्।

সর্ব্বদর্শন, পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন।

এই দশটি ধর্ম্ম এ সম্প্রদায়ের নীতি-শাস্ত্রের সার। অন্যান্য অনেক বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের ন্যায় ইহাঁদিগেরও বিগ্রহ-পূজা * ও দেবোৎসব প্রচলিত আছে। ইহাঁদিগের দেবালয়ে বিষ্ণু-মূর্ত্তির সহিত শিব, পার্ব্বতী ও গণেশেরও প্রতিমূর্ত্তি থাকে এবং তাঁহাদিগেরও যথানিয়মে পূজাদি হয়। অতএব বলিতে হয়, শৈবদিগের সহিত মধ্বাচারী-দিগের বিশেষ বিসম্বাদিতা নাই। ইহাঁদের মতানুসারে, বিষ্ণুর প্রসাদ-লাভ পূর্ব্বক চরম সুখ-প্রাপ্তিই মনুষ্যের এক মাত্র কামনার বিষয় ও সমুদয় সাধনের মুখ্য প্রয়োজন। বিষ্ণুর গুণোৎকর্ষের জ্ঞান হইলেই তাঁহার প্রসন্নতা-লাভ হয়, নতুবা জীবেশ্বরের অভেদ মানিলে যে তিনি সানুকূল

---

* উদিপির বিগ্রহের নয় উপচারে পূজা হইয়া থাকে; যথা ১ মল-বিসর্জন, অর্থাৎ মন্দির-পরিষ্কার; ২ উপস্থান, অর্থাৎ বিগ্রহের নিদ্রা-ভঞ্জন; ৩ পঞ্চামৃত, অর্থাৎ দধি দুগ্ধাদি দ্বারা তাঁহার স্নান; ৪ উদ্বর্ত্তন, অর্থাৎ তাঁহার গাত্রমার্জন; ৫ তীর্থ-পূজা, অর্থাৎ তীর্থ-জলে স্নান; অলঙ্কার, অর্থাৎ অলঙ্কার-পরিধান; ৭ আবৃত্ত, অর্থাৎ গীত ও স্তোত্র-পাঠ; ৮ মহাপূজা, অর্থাৎ ফল, পুষ্প, গন্ধ প্রদান ও গালবাদ্য; ৯ রাত্রি-পূজা, অর্থাৎ রাত্রি-কালে আরতি, ভোগ-দান, ও গীতবাদ্য।

হন, একথা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর *। শিব ব্রহ্মাদি সমস্ত দেবগণ অনিত্য ও ক্ষর-শব্দ-বাচ্য, কেবল লক্ষ্মীই অক্ষর। বিষ্ণু ঐ ক্ষরাক্ষর হইতে প্রধান ও স্বতন্ত্র †। এই সমুদায়ের জ্ঞান হইলে বিষ্ণুর প্রসাদ-লাভ হয়। বিষ্ণুর প্রতি যাঁহার প্রীতি জন্মে, তাঁহার আর জন্মান্তর হয় না। তিনি বৈকুণ্ঠ-বাসী হইয়া সারূপ্য, সালোক্য, সান্নিধ্য ও সার্ষ্টি এই চতুর্ব্বিধ মুক্তি লাভ করিয়া অনির্ব্বচনীয় সুখ সম্ভোগ করিতে থাকেন।

মধ্বাচার্য্যের প্রণীত সমুদায় গ্রন্থ এবং বেদ, মহাভারত, পাঞ্চরাত্র ও রামায়ণ ইঁহাদের সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ। ইঁহারা ঐ সকল শাস্ত্রে সবিশেষ শ্রদ্ধা ও দৃঢ়তর বিশ্বাস করিয়া থাকেন।

বোধ হয়, মধ্বাধার্য্য প্রথমে শৈব ব্রাহ্মণ ছিলেন, পরে বৈষ্ণব ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া, শৈব ও বৈষ্ণবের পরস্পর বিবাদ-ভঞ্জনার্থ যথাশক্তি যত্ন করেন। এ বিষয়টি অনেক কারণে সম্ভাবিত বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। প্রথমতঃ, তিনি অনন্তেশ্বর-নামা শিব-মন্দিরে দীক্ষিত হন। দ্বিতীয়তঃ, তিনি শঙ্করাচার্য্য-প্রবর্ত্তিত তীর্থ উপাধি গ্রহণ

---

* তাঁহারা ইহার প্রামাণ্যার্থে এই বচনটি আবৃত্তি করিয়া থাকেন, যথা "**মোক্ষন্তু বিষ্ণুপ্রসাদমন্তরেণ ন লভ্যতে। প্রসাদস্তু গুণোৎকর্ষজ্ঞানাদেব নাভেদজ্ঞানাৎ।**"

† **ব্রহ্মা শিবঃ সুরাদ্যাশ্চ শরীরক্ষরণাৎ ক্ষরাঃ।**
লক্ষ্মীরক্ষরদেহত্বাদক্ষরাতঃ পরো হরিঃ॥

মহোপনিষৎ।

করেন। তৃতীয়তঃ, মধ্বাচারীদিগের দেবালয়ে বিষ্ণুর সহিত একত্রে শিব, পার্ব্বতী প্রভৃতিরও পূজা হয়। চতুর্থতঃ, মাধ্ব ও শাঙ্কর গুরুদিগের শিষ্যেরা পরস্পর উভয়-পক্ষীয় গুরুদিগকেই নমস্কার ও শ্রদ্ধা ভক্তি করেন এবং শঙ্কর-প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্গগিরিস্থ মঠের মহন্ত উদিপি নগরের কৃষ্ণ-মন্দিরে পূজা করিতে আইসেন। অতএব এই উভয়-প্রকার শৈব ও বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ী উপাসক-দিগের পরস্পর ঐক্য ও সদ্ভাব আছে বলিতে হইবে। যে সকল শৈব ও বৈষ্ণব এরূপ সদ্ভাব-সম্পন্ন না হইয়া পরস্পর বিদ্বেষ প্রকাশ করেন, মাধ্বেরা তাঁহাদিগকে পাষণ্ড বলিয়া নিন্দা ও অবজ্ঞা করিয়া থাকেন।

বল্লভাচারী।

তৃতীয় প্রধান সম্প্রদায়ের নাম রুদ্র-সম্প্রদায়। বল্লভাচার্য্য ইহার প্রবর্ত্তক এই নিমিত্ত লোকে এই সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবদিগকে বল্লভাচারী বলিয়া থাকে। রাম-সীতার উপাসনা ভারতবর্ষের সর্ব্ব স্থানেই প্রচারিত আছে বটে, কিন্তু উহার উত্তর খণ্ডের বিশেষতঃ ঐ খণ্ডের পশ্চিম ভাগের, ঐশ্বর্য্যবান্ ও ভোগবান্ গৃহস্থেরা প্রায়ই রাধাকৃষ্ণের উপাসক। কিছু দিন হইল, তৎ-প্রদেশে বল্লভাচার্য্য-প্রবর্ত্তিত বালগোপালের সেবা সর্ব্বা-

পেক্ষা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে; গোকুলস্থ গোস্বামীরা এই ধর্ম্ম উপদেশ দেন, এ প্রযুক্ত ইহা গোকুলস্থ গোস্বামীদিগের ধর্ম্ম বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে।

এরূপ প্রবাদ আছে, আদৌ বেদ-ভাষ্যকার বিষ্ণুস্বামী এই মতের সার তত্ত্ব প্রচার করেন। তিনি সন্ন্যাসাশ্রমী ব্রাহ্মণ ব্যতিরেকে অন্যকে শিষ্য করিতেন না। তাঁহার শিষ্য জ্ঞানদেব। জ্ঞানদেবের শিষ্য নামদেব ও ত্রিলোচন। তাঁহাদের অব্যবহিত কাল পরে, অথবা কিয়ৎকাল ব্যবধানানন্তর, ত্রৈলিঙ্গ-দেশীয় লক্ষ্মণ ভট্টের পুত্র বল্লভাচার্য্য গুরুত্ব-পদে অভিষিক্ত হইয়া, শকাব্দের পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, সবিশেষ যত্ন সহকারে ঐ মত প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হন। প্রথমে তিনি গোকুলে * বাস করিতেন। তথায় কিছু কাল যাপন করিয়া তীর্থ-পর্য্যটনার্থ যাত্রা করেন। ভক্তমালে লিখিত আছে, তিনি ভারতবর্ষের দক্ষিণ খণ্ডে বিজয়-নগরাধিপতি কৃষ্ণদেবের সভায় উপস্থিত হইয়া তথাকার স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণদিগকে বিচারে পরাস্ত করেন এবং তত্রত্য বৈষ্ণবগণের আচার্য্য-পদে অভিষিক্ত হন। তথা হইতে উজ্জয়িনী নগরীতে গমন করিয়া শিপ্রা-তটে অশ্বত্থবৃক্ষ-তলে অবস্থিতি করেন। ঐ স্থান অদ্যাপি তাঁহার বৈঠক বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। মথুরার ঘাটে তাঁহার

* যমুনার বাম তটে মথুরার প্রায় তিন ক্রোশ পূর্ব্বে গোকুল গ্রাম।

ঐরূপ আর এক বৈঠক আছে এবং চুনারের এক ক্রোশ পূর্ব্বে একটি মঠ ও মন্দির বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ মঠের প্রাঙ্গনে একটি কূপ আছে বলিয়া ঐ স্থানকে আচার্য্য-কুঁয়া কহে। তথায় তিনি কিছু দিন অবস্থিতি করিয়া বৃন্দাবনে প্রত্যাগমন করিলে পর, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অচলা ভক্তি ও ধর্ম্মার্থ কায়-ক্লেশ স্বীকার করিতে দেখিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং অতিমনোহর অপূর্ব্ব রূপে দর্শন দিয়া বালগোপালের সেবা প্রচার করিতে আদেশ করিলেন। বল্লভাচার্য্যের মৃত্যু-ঘটনা-বিষয়ক আখ্যান অতিমাত্র অদ্ভুত। তিনি শেষাবস্থায় কিছু দিন বারাণসীর জেঠনবড়ে বাস করিয়াছিলেন। ঐ জেঠনবড়ের নিকটে অদ্যাপি তাঁহার এক মঠ আছে। তিনি মর্ত্ত্য-লীলা সম্পন্ন করিয়া এক দিবস হনুমান্ ঘাটে গঙ্গা-সলিলে অবতীর্ণ হইলেন এবং অবগাহন করিতে করিতে এক কালে অন্তর্হিত হইয়া গেলেন। তদনন্তর তাঁহার অবগাহন-স্থান হইতে এক দীপ্যমান অগ্নি-শিখা উত্থিত হইল এবং তিনি বহুতর দর্শক-সমক্ষে স্বর্গারোহণ করিতে লাগিলেন ও অবশেষে আকাশে লীন হইয়া গেলেন।

যদিও মহাভারত অবধি করিয়া বিষ্ণু ও কৃষ্ণের অভেদ-বর্ণনা আরম্ভ হয় এবং শ্রীভাগবতে তাঁহার কেলি-কৌতুক-পরিপূর্ণ যৌবন-লীলার সবিস্তর বর্ণন আছে, কিন্তু বিষ্ণু অপেক্ষা কৃষ্ণের প্রাধান্য-বর্ণন ঐ দুই গ্রন্থের কোন অংশে দৃষ্ট হয় না এবং উহাদের কোন স্থলে শ্রীকৃষ্ণের

বাল-রূপের উপাসনারও সুস্পষ্ট বিধি প্রাপ্ত হওয়া যায় না *।

পরন্তু শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব স্থাপন করা ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের প্রধান উদ্দেশ্য। ঐ পুরাণানুসারে, শ্রীকৃষ্ণই মায়াতীত, গুণাতীত, নিত্য, সত্য পরমেশ্বর; তিনি পূর্ণ-যৌবন-সম্পন্ন, নানারত্ন-বিভূষিত, পীতাম্বর, মুরলীধর রূপে

---

* কিন্তু শ্রীভাগবতে বালকৃষ্ণের ঈশ্বর-ভাব বর্ণিত আছে। লিখিত আছে, বসুদেব নব-প্রসূত শিশুকে চতুর্ভুজ, শ্রীবৎস-চিহ্নধারী, পীতাম্বর-পরিধান, শঙ্খচক্রাদি-বৈষ্ণবাস্ত্র-বিশিষ্ট দেখিয়াছিলেন।

तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदाद्युदायुधम्
श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदसौभगम्।
महार्हवैदूर्य्यकिरीटकुण्डलत्विषा परिष्वक्तसहस्रकुन्तलम्
उद्दामकाञ्च्यङ्गदकङ्कणादिभिर्व्विरोचमानं वसुदेव ऐक्षत॥

ভাগবত দশমস্কন্ধ।

ঐ পুরাণের স্থলান্তরে বর্ণিত আছে, শ্রীকৃষ্ণ মুখব্যাদান করিলে, যশোদা তন্মধ্যে অখিল ব্রহ্মাণ্ড অবলোকন করিলেন।

আর মহাভারতের বনপর্ব্বে ১৮৮ অধ্যায়ে এরূপ এক উপাখ্যান আছে যে, মার্কণ্ডেয় মুনি প্রলয়-কালে, বিশ্ব বিচরণ করিতে করিতে দেখিলেন, এক প্রকাণ্ড বট বৃক্ষের উপরিভাগে দিব্যাস্তরণ-ভূষিত পর্য্যঙ্কে একটি বালক শয়ন করিয়া রহিয়াছে। মার্কণ্ডেয় ত্রিকালবেত্তা হইয়াও তাঁহাকে জানিতে পারিলেন না দেখিয়া, সেই বালক কৃষ্ণবর্ণ ও শ্রীবৎস-চিহ্ন-ধারী রূপে দর্শন দিয়া কহিলেন, "মার্কণ্ডেয়! আমি তোমাকে জানি, তুমি পর্য্যটন করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়াছ, এক্ষণে আমার দেহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া যত দিন ইচ্ছা বাস কর।" বালগোপাল-ভক্তেরা এই আখ্যানটি স্বমত-পোষক বলিয়া মনে করিলেও করিতে পারেন।

অক্ষয় গোলোক-ধামে নিত্য স্থিতি করেন; বিষ্ণুর বৈকুণ্ঠ-ধামের পঞ্চাশৎ কোটি যোজনের উপর বৃন্দাবন-বাসী গোপালের গোলোক-ধাম †; ঐ গোপাল হইতেই এই চরাচর বিশ্ব উৎপন্ন হয়; তাঁহা হইতেই তিন গুণ, পঞ্চ-ভূত এবং দেবগণাদির ক্রমে ক্রমে উৎপত্তি হয়; তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে নারায়ণ, বাম পার্শ্ব হইতে মহাদেব, নাভি-পদ্ম হইতে ব্রহ্মা, বক্ষঃস্থল হইতে ধর্ম্ম, মুখ হইতে সরস্বতী, মন হইতে লক্ষ্মী, বুদ্ধি হইতে দুর্গা, জিহ্বা হইতে সাবিত্রী, মানস হইতে কামদেব এবং বামাঙ্গ হইতে রতি ও রাধিকা উৎপন্ন হন; রাধার লোমকূপ হইতে ত্রিংশৎ কোটি গোপাঙ্গনা এবং শ্রীকৃষ্ণের লোম-কূপ হইতে ত্রিংশৎ কোটি গোপ জন্ম গ্রহণ করে; আদৌ গোলোক-বাসী, পরিশেষে বৃন্দাবন-নিবাসী, গাভী ও বৎস পর্য্যন্তও তাঁহার লোমকূপ হইতে উৎপন্ন হয়, কৃষ্ণ অনুগ্রহ করিয়া তাহার একটি গরু মহাদেবকে দিয়া-ছিলেন। ঐ পুরাণের সৃষ্টি-প্রকরণে সৃজনকর্ত্তা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের কিশোর-রূপ বর্ণিত আছে, আর তাঁহার বাল্য-লীলার বর্ণনা-মধ্যে অনেকানেক অদ্ভুত ব্যাপার বিনি-বেশিত হইয়াছে। অতএব, যদিও শাস্ত্রে বাল-গোপালের উপাসনার সুস্পষ্ট আদেশ না থাকে, তথাপি ভাগবতে এবং বিশেষতঃ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে তাঁহার বাল্য-লীলা-

† निराधारश्च वैकुण्ठो ब्रह्माण्डानां परोवरः ।
तदूपरश्चापि गोलोकः पञ्चाशत्कोटियोजनात् ॥

বর্ণন পাঠ করিলে, ভক্তের মনে শ্রীকৃষ্ণের বাল-রূপ-উপাসনার বিষয়ে অনুরাগ সঞ্চার হওয়া সর্ব্বতোভাবেই সম্ভব।

যখন শ্রীকৃষ্ণের শরীর হইতে পঞ্চভূতাদি নিঃসৃত হইবার প্রসঙ্গ আছে, তখন বলিতে হইবে, বেদান্ত দর্শনের ন্যায় ঐ প্রসঙ্গেও কার্য্য-কারণে অর্থাৎ ঈশ্বর ও জগতে অভেদ প্রতিপন্ন হইতেছে। আর বল্লভাচারী-দিগের শাস্ত্রের মধ্যে বার্ত্তা নামে এক গ্রন্থ আছে, তাহাতেও জীব-ব্রহ্মের এক প্রকার অভেদ-ভাব স্পষ্টই লিখিত আছে।

তব্ শ্রীআচার্য্যজীনে কহী। জো তুম্ জীবকো স্বভাব জানতো হো দোষবন্ত হৈ। তৌ তুমসো সম্বন্ধ কৈসে হোয়। তব্ শ্রীআচার্য্য জীসো শ্রীঠাকুরজী কহে। জো তুম্ জীবকো ব্রহ্মসম্বন্ধ করো হোঁ তিনকো অঙ্গীকার করোঙ্গো।

বার্ত্তা।

তখন আচার্য্য কহিলেন, তুমি জীবের স্বভাব জ্ঞাত আছ, তাহার সকলই দোষ, তবে কি রূপে তোমার সহিত তাহার সংযোগ হইবে? তাহাতে ঠাকুর জী (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ) কহিলেন, তুমি ব্রহ্মের সহিত জীবের যেরূপ সংযোগ সাধন করিবে, আমি তাহাই স্বীকার করিয়া লইব।

বল্লভাচার্য্য একটি অসামান্য বিষয়ের বিধি দিয়া গিয়াছেন; হিন্দু-ধর্ম্ম-প্রচারকের পক্ষে সেরূপ উপদেশ

দেওয়া সহসা সম্ভাবিত বোধ হয় না। তিনি কহিয়া গিয়াছেন, পরমেশ্বরের উপাসনাতে উপবাসের আবশ্যকতা নাই, অন্ন-বস্ত্রের ক্লেশ পাইবারও প্রয়োজন নাই, বন-বাস স্বীকার পুরঃসর কঠোর তপস্যাতেও ফলোদয় নাই; উত্তম বসন পরিধান ও সুখাদ্য অন্ন ভোজনাদি সমস্ত বিষয়-সুখ সম্ভোগ পূর্ব্বক তাঁহার সেবা কর। বস্তুতও, এ সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবেরা অতিমাত্র বিষয়ী ও ভোগ-বিলাসী। গোস্বামীরা সকলেই গৃহস্থ। সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক বল্লভাচার্য্য যদিও প্রথমে সন্ন্যাসী ছিলেন, কিন্তু লোকে বলে, তিনি পুনর্ব্বার গার্হস্থ্যাশ্রম অবলম্বন করিয়াছিলেন। সেবকেরা গোস্বামীদিগকে পরিধানার্থে উত্তমোত্তম বহু-মূল্য বস্ত্র প্রদান করে এবং চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় নানাবিধ সুরস দ্রব্য ভোজন করায়।

শিষ্যদিগের উপর গোস্বামীদিগের অত্যন্ত প্রভুত্ব দেখিতে পাওয়া যায়; এমন কি, শিষ্যেরা তাঁহাদিগকে তন *, মন, ধন তিনই সমর্পণ করিবে এরূপ স্পষ্ট বিধি আছে। সেবকেরা অনেকেই ব্যবসায়ী লোক। গোস্বামীরাও বহু-বিস্তৃত বাণিজ্য-ব্যবসায়ে ব্যাপৃত থাকেন এবং তীর্থ-ভ্রমণোপলক্ষে দূর দূরান্তর গমন করিয়া বাণিজ্য-কার্য্য নির্ব্বাহ করেন।

দেব-সেবার বিষয়ে অন্যান্য সম্প্রদায়ের সহিত ইহাদিগের বিশেষ বিভিন্নতা নাই। ইহাদিগের গৃহে

* শরীর।

ও মন্দিরে গোপাল, রাধাকৃষ্ণ এবং কৃষ্ণাবতার-সম্বন্ধীয় অন্যান্য প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত থাকে। এই সমস্ত প্রতিমূর্ত্তি প্রায়ই ধাতু-নির্ম্মিত। প্রতিদিবস শ্রীকৃষ্ণের আটবার সেবা হয়, পশ্চাৎ তাহার বিবরণ করিতেছি।

১ মঙ্গলারতি। সূর্য্যোদয়ের অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে শ্রীকৃষ্ণকে শয্যা হইতে উত্তোলন পুরঃসর আসনারূঢ় করিয়া তাম্বূল-সম্বলিত যৎকিঞ্চিৎ জল-পানের সামগ্রী প্রদান করিতে হয় এবং সে সময়ে তথায় দীপ রাখিতে হয়।

২ শৃঙ্গার। চারি দণ্ড বেলার সময়ে শ্রীকৃষ্ণ তৈল, চন্দনও কর্পূর দ্বারা সুগন্ধিত ও বস্ত্রালঙ্কারে বিভুষিত হইয়া বার দিয়া বসেন।

৩ গোয়ালা। ছয় দণ্ড হইলে শ্রীকৃষ্ণ, যেন গোচারণে যাত্রা করিতেছেন, এইরূপ বেশ ধারণ করেন।

৪ রাজভোগ। মধ্যাহ্ন কালে শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠ হইতে যেন গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া ভোজন করিতেছেন, এই মনে করিয়া, দেবালয়ের পরিচারকেরা বিগ্রহ-সমীপে নানাবিধ মিষ্টান্ন ও অন্যান্য সুখাদ্য সামগ্রী স্থাপন করেন এবং ভোগ সমাপ্ত হইলে পর, প্রসাদী দ্রব্য ও অন্যান্য সামগ্রী, উপস্থিত সেবকদিগকে পরিবেশন করিয়া দেন এবং কোন কোন ধনাঢ্য ও সম্ভ্রান্ত শিষ্যের বাটীতেও প্রেরণ করিয়া থাকেন।

৫ উত্থাপন। ভোগান্তে বিগ্রহের নিদ্রা হয়, পরে ছয় দণ্ড বেলা থাকিতে জাগরিত করিয়া উত্থান করাইতে হয়।

৬ ভোগ। উত্থাপনের অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে বৈকালিক ভোগ হয়।

৭ সন্ধ্যা। সূর্য্যাস্ত সময়ে শ্রীকৃষ্ণের সায়ংকালিক সেবা হয়। তখন তাঁহার দিবাপরিহিত সমুদায় অলঙ্কার উন্মোচন করিয়া পুনর্ব্বার তৈল ও গন্ধদ্রব্যাদি দ্বারা অঙ্গ-সেবা করিতে হয়।

৮ শয়ন। অনুমান ছয় দণ্ড রাত্রির সময়ে বিগ্রহকে শয্যায় স্থাপন পূর্ব্বক, তৎসন্নিধানে পানীয় জল, তাম্বূলাধার ও অন্যান্য শ্রান্তিহর দ্রব্য সমুদায় রাখিয়া, পরিচারকেরা দেবালয়ের দ্বার রুদ্ধ করিয়া প্রস্থান করেন।

এই সকল সময়ে প্রায় এক প্রকারই সেবা হয়; যথা পুষ্প, গন্ধ ও ভোগ-দান এবং স্তোত্র-পাঠ ও সাষ্টাঙ্গ-প্রণাম। বিগ্রহ-সেবক এবং অন্যান্য লোকেও এই সমুদায়ের অনুষ্ঠান করেন, কিন্তু কৃষ্ণ-স্তোত্র প্রায় ঐ সেবকেরাই পাঠ করিয়া থাকেন।

নিত্য-সেবা ব্যতিরেকে কতকগুলি সাম্বৎসরিক মহোৎসব আছে, যথা রথ-যাত্রা, রাস-যাত্রা ও জন্মাষ্টমী। রথ-যাত্রা বাঙ্গলা ও উড়িষ্যাতেই বিশিষ্ট রূপে হইয়া থাকে, পশ্চিমাঞ্চলেরও কোন কোন স্থানে কিছু কিছু প্রচলিত আছে। কাশীধামে ও পশ্চিম-প্রদেশীয় অন্যান্য অনেক স্থলে জন্মাষ্টমী ও রাস-যাত্রায় অতিশয় আমোদ হয়। গ্রাম-সন্নিহিত কোন চত্বরে সমারোহ পূর্ব্বক রাস-

যাত্রার কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। কত লোকে শ্বেত, পীত, লোহিতাদি কত উৎকৃষ্ট বসন পরিধান পূর্ব্বক রাস-ভুমিতে সমাগত হয়, কতপ্রকার অতি মনোহর নৃত্য, গীত, বাদ্যেরই অনুষ্ঠান হয় ও শ্যামসুন্দরের সুললিত লীলানুরূপ কত কৌতুকই প্রদর্শিত হয়। স্থানে স্থানে গায়ক, বাদক ও নর্ত্তক সকল স্বেচ্ছানুসারে উপস্থিত হইয়া নিজ নিজ গুণ প্রকাশ পুরঃসর লোকের মনোরঞ্জন করে এবং দর্শকগণ পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে মনোমত পারিতোষিক প্রদান পূর্ব্বক পুরস্কৃত করে। স্থানে স্থানে তৃণ-গৃহ, বস্ত্র-গৃহ ও পণ্যশালা প্রস্তুত হয়, মধ্যে মধ্যে মনোহর দোলনা ও ঝোলনা সকল আলম্বিত থাকিয়া লোকদিগকে অতিশয় আমোদিত করে, অপর্য্যাপ্ত ফল মূল ও নানাবিধ মিষ্টান্ন সামগ্রী পরিপাটীক্রমে সজ্জীভূত থাকিয়া সর্ব্বস্থান সুশোভিত করে এবং দর্শকগণ পরম কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতে থাকে। অসংখ্য লোকের সমাগম! বিচিত্র বসন! বিচিত্র ভূষণ! বিবিধ-কৌতুক! পরমাশ্চর্য্য সুদৃশ্য ব্যাপার! এই সমস্ত সন্দর্শন করিয়া লোকের আমোদের আর ইয়ত্তা থাকে না! বৃন্দাবনেও চান্দ্র আশ্বিন মাসে দশমী অবধি পূর্ণিমা পর্য্যন্ত এই উৎসব হয়। তথায় নদী-কূলে পাষাণময় কৃত্রিম বেদীর উপর শ্রীকৃষ্ণের রাস-লীলার অবিকল প্রতিরূপ প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

বল্লভাচারীরা ললাটে দুই ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্র করিয়া নাসা-মূলে অর্দ্ধ-চন্দ্রাকৃতি করিয়া মিলাইয়া দেন এবং ঐ দুই পুণ্ড্রের মধ্য স্থলে একটি রক্তবর্ণ বর্ত্তুলাকার তিলক করিয়া থাকেন। এ সম্প্রদায়ের ভক্তেরা শ্রীবৈষ্ণব-দিগের ন্যায় বাহু ও বক্ষঃস্থলে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মের প্রতিরূপ মুদ্রিত করেন এবং কেহ কেহ শ্যামবন্দী নামক কৃষ্ণমৃত্তিকা অথবা কৃষ্ণ-বর্ণ অন্য-রূপ ধাতু দ্বারা উল্লিখিত বর্ত্তুলাকার তিলক আলিখিত করিয়া থাকেন। ইহাঁরা কণ্ঠে তুলসীর মালা এবং হস্তে তুলসী-কাষ্ঠের জপ-মালা ধারণ করেন এবং 'শ্রীকৃষ্ণ' ও 'জয়গোপাল' বলিয়া পরস্পর অভিবাদন করেন।

বল্লভাচার্য্য শ্রীভাগবতের এক খানি টীকা করেন; ঐ টীকা ইঁহাদিগের প্রধান সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ। তাহাতে ভাগবতের যাদৃশ ব্যাখা আছে, ইহাঁরা তাহাই অবলম্বন করিয়া চলেন। তদ্ব্যতিরেকে, তিনি বেদব্যাস-প্রণীত কতকগুলি ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য প্রস্তুত করেন এবং সিদ্ধান্ত-রহস্য, ভাগবত-লীলা-রহস্য, একান্ত-রহস্য প্রভৃতি অনে-কানেক সংস্কৃত গ্রন্থও রচনা করিয়া যান। এ সকল গ্রন্থ অতিশয় দুষ্প্রাপ্য; কেবল পণ্ডিতদিগেরই ব্যব-হার্য্য বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। তদ্ভিন্ন, সামান্য সেবক-দিগের মধ্যে কৃষ্ণ-লীলা-প্রতিপাদক বহুতর গ্রন্থ প্রচলিত আছে। যথা,

বিষ্ণু-পদ; এ গ্রন্থ ভাষায় লিখিত। ইহা বল্লভাচার্য্য-

কৃত বলিয়া বিখ্যাত আছে। ইহাতে বিষ্ণু-গুণ-প্রতি-পাদক কতকগুলি পদমাত্র নিবেশিত আছে।

ব্রজ-বিলাস; ব্রজবাসী দাস নামে এক ব্যক্তি এই অনতিক্ষুদ্র গ্রন্থখানি ভাষায় রচনা করেন। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলার বর্ণনা আছে।

অষ্টচ্ছাপ; এ গ্রন্থে বল্লভাচার্য্যের আট জন প্রধান শিষ্যের উপাখ্যান আছে।

বার্ত্তা; এই ভাষা-গ্রন্থে বল্লভাচার্য্য ও তাঁহার মতানুবর্ত্তী ৮৪ জন ভক্তের অত্যদ্ভুত চরিত বর্ণিত আছে। ঐ ৮৪ জনের মধ্যে স্ত্রী পুরুষ উভয়জাতীয় ও সকল-বর্ণোদ্ভব লোকই ছিল।

এই কয়েকখানি ব্যতিরেকে, আরও বিস্তর গ্রন্থ বিদ্যমান আছে, কিন্তু সে সমস্ত তাদৃশ প্রচলিত নহে। ভক্তমালেও এ সম্প্রদায়-সংক্রান্ত অনেক উপাখ্যান আছে। কিন্তু বল্লভাচারীরা অপরাপর সম্প্রদায়ের ন্যায় উহাকে মূল শাস্ত্র বলিয়া অঙ্গীকার করেন না। উল্লি-খিত বার্ত্তাই ইহাঁদের ভক্তমাল-স্থানীয় হইয়াছে। ভক্ত-মালের ন্যায় ঐ গ্রন্থেও শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ ও আবির্ভাব-সূচক অনেকানেক অলৌকিক ও অসম্ভাবিত উপাখ্যান বিনিবেশিত আছে। উহার অন্তর্গত একটি রাজপুতনী অর্থাৎ রাজপুত্র-জাতীয় স্ত্রীলোকের উপাখ্যান পাঠ দ্বারা বোধ হয়, এ সম্প্রদায়ের মতে সহমরণের বিধান ছিল না। বল্লভাচার্য্যের জগন্নাথ ও রাণাব্যাস নামে দুই শিষ্য নদী-

তীর্থে স্নান করিতেছিলেন, এমত কালে ঐ স্ত্রী স্বীয় স্বামীর সহগমনার্থ তথায় উপস্থিত হইল। ইহা দেখিয়া জগন্নাথ সতীর্থ রাণাব্যাসকে জিজ্ঞাসিলেন, "স্ত্রীলোকের সতীত্ব-ধর্ম্ম-প্রকাশের যে প্রথা প্রচলিত আছে, তাহার ব্যাপার খানা কি?" রাণাব্যাস শিরশ্চালন পূর্ব্বক কহিলেন, "শবের সহিত সৌন্দর্য্যের অনর্থ সংযোগমাত্র।" রাজপুতনী তাঁহার শিরশ্চালনের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিয়া সহগমনে নিবৃত্ত হইল। কিছু দিন পরে রাজপুতনী অকস্মাৎ এক দিন তাঁহাদিগকে দেখিয়া, আপনার সহমরণ-নিবারণ-সংক্রান্ত পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সমুদায় নিবেদন করিল এবং তৎকালে তাঁহাদের দুই জনের কি কথা-বার্ত্তা হইয়াছিল, তাহাও জানিতে প্রার্থনা করিল। রাণাব্যাস নিশ্চিত জানিলেন, রাজপুতনীর উপর শ্রী-আচার্য্যের কৃপা হইয়াছে। তখন জগন্নাথের সহিত তাঁহার যে কথোপকথন হইয়াছিল, তৎসমুদায় সবিশেষ অবগত করিয়া কহিলেন, তোমার রূপ-লাবণ্য শ্রীঠাকুরজীর সেবায় সমর্পিত না করিয়া শবের উপর নিক্ষিপ্ত করা অতিশয় অনুচিত ও অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। লিখিত আছে, অনন্তর রাজপুতনী রাণাব্যাস-সন্নিধানে উপদিষ্ট হইয়া শ্রীঠাকুরজীর পরিচারণা-কার্য্যে নিয়োজিত থাকিয়া আয়ুঃক্ষয় করিয়াছিলেন।

বল্লভাচার্য্যের পুত্র বিত্তলনাথ পিতৃ-পদে অভিষিক্ত হন। এ সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁহাকে শ্রীগোঁসাইজী

বলিয়া জানে। বিত্তলনাথের সাত পুত্র, গিধরি রায় *, গোবিন্দ রায়, বালকৃষ্ণ, গোকুলনাথ, রঘুনাথ, যদুনাথ ও ঘনশ্যাম। ইহাঁরা সকলেই ধর্ম্মোপদেশক ছিলেন। ইহাঁদের মতানুবর্ত্তীরা যদিও পৃথক্ পৃথক্ সমাজভুক্ত, কিন্তু প্রধান প্রধান বিষয়ে প্রায় সকল সমাজেরই ঐক্য আছে। কেবল গোকুলনাথের শিষ্যদিগের কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা অপর ছয় সমাজের মঠে কিছুই শ্রদ্ধা করে না এবং স্বকীয় সমাজের গোস্বামী ব্যতিরেকে আর কাহাকেও শাস্ত্র-বিহিত গুরু বলিয়া স্বীকার করে না। বিত্তলনাথের অন্য কোন পুত্রের মতানুবর্ত্তী লোকদের এরূপ একতর পক্ষপাত নাই।

নানা স্থানের, বিশেষতঃ গুজরাট ও মালোয়া দেশের, বহুতর স্বর্ণবণিক্ ও ব্যবসায়ী লোকে বল্লভাচার্য্যের মতাবলম্বী হইয়াছে; এ নিমিত্ত এ সম্প্রদায়ে অনেকানেক ধনাঢ্য লোক দৃষ্ট হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের সর্ব্ব স্থানে, বিশেষতঃ মথুরা ও বৃন্দাবনে, ইহাঁদিগের বিস্তর মঠ ও দেবালয় আছে। কাশীতে এ সম্প্রদায়ের দুইটি প্রসিদ্ধ মন্দির আছে; লালজীর মন্দির ও পুরুষোত্তমজীর মন্দির †। ঐ দুই বিগ্রহ অতি বিখ্যাত ও বহু-বিষয়া-

* বোধ হয়, সংস্কৃত গিরিধারী শব্দের অপভ্রংশ গির্ধরি।

† কাশীর পোদ্দারেরা প্রত্যেক হুণ্ডিতে এক পয়সা করিয়া দেবালয়ে দান করে। আর তথাকার বস্ত্র-ব্যবসায়ীরা প্রতিবারের বস্ত্র-বিক্রয়ে দুই পয়সা করিয়া দেয়।

পন্ন। জগন্নাথক্ষেত্র ও দ্বারকা এ সম্প্রদায়ের অতিমাত্র পবিত্র তীর্থ এবং আজমীরের অন্তঃপাতী শ্রীনাথ দ্বারের মঠ সর্ব্বাপেক্ষা মহিমান্বিত ও সমৃদ্ধি-সম্পন্ন বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। লোকপ্রবাদ আছে, এ মঠের বিগ্রহ পূর্ব্বে মথুরায় ছিলেন; আরঙ্গজেব বাদশাহ তথাকার মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেলিতে অনুমতি করিলে পর, ঐ সর্ব্বান্ত-র্যামী বিগ্রহ তথা হইতে আজমীরে প্রস্থান করেন। তথা-কার বর্ত্তমান মন্দির অধিক দিনের নহে, কিন্তু সেবক-দত্ত ধনে তত্রস্থ বিগ্রহের বিস্তর সম্পত্তি হইয়া উঠিয়াছে *। বল্লভাচারীদিগের অন্ততঃ একবারও শ্রীনাথ দ্বার দর্শন করিতে হয় এবং প্রধান গোস্বামীর সন্নিধানে তদ্বিষয়ের প্রমাণ-পত্র গ্রহণ করিয়া মঠের আনুকূল্যার্থ যথাসম্ভব কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দান করিতে হয়।

মীরা বাই।

এ সম্প্রদায়কে বল্লভাচারীদিগের একটি শাখা বলি-লেও বলা যায়। বিশেষ এই যে, এ সম্প্রদায়ী বৈষ্ণ-বেরা মীরা বাই এবং তাঁহার ইষ্টদেব রণছোড়কে বিশিষ্ট-

* প্রত্যেক মন্দিরের তিন স্থানে দান করিতে হয়, যথা বিগ্রহ-সন্নি-ধানে, প্রবর্ত্তকের গদিতে ও শ্রীনাথ দ্বারের বাক্সতে।

রূপ ভক্তি করিয়া থাকেন। এই নিমিত্তই এক পৃথক্ সম্প্রদায় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন।

ভক্তমালায় মীরা বাইয়ের উপাখ্যান থাকাতে বোধ হয়, তিনি জনসমাজে সবিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বিষ্ণু বিষয়ে কতকগুলি পদ রচনা করেন। নানকপন্থী ও কবীরপন্থী প্রভৃতি একেশ্বর-বাদীদিগের উপাসনা-পদ্ধতি-মধ্যে তাঁহার অনেক গীত প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভক্তমালায় মীরা বাই অকবর শাহার সমকালবর্ত্তী বলিয়া লেখা আছে। এরূপ আখ্যান আছে যে, অকবর, বাইজীর অসাধারণ সঙ্গীত-শক্তির বিষয় শ্রবণ করিয়া, দেশ-বিখ্যাত তান্সেনকে সঙ্গে লইয়া, তৎসন্নিধানে গমন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

মীরা বাই মেরতার রাজার কন্যা। উদয়পুরের রাণার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহার স্বামি-গৃহ-গমনের কিঞ্চিৎকাল পরেই, নিজ শ্বশ্রূর সহিত ধর্ম্ম বিষয়ে উৎকট বিবাদ উপস্থিত হয়। রাণা ও তাঁহার অন্যান্য পরিবারেরা শক্তি-উপাসক ছিলেন, কিন্তু রাণী পরম-বৈষ্ণবী হইলেন; ইহাতে রাজমাতা তাঁহাকে বৈষ্ণব-ধর্ম্মে বিরত ও শক্তি-উপাসনায় প্রবৃত্ত করিবার নিমিত্ত বিস্তর উপদেশ দিলেন, কিন্তু বিষ্ণু-ভক্তি-পরায়ণা মীরা কোন ক্রমেই তাহা স্বীকার করিলেন না। এপ্রযুক্ত রাণা তাঁহাকে গৃহ হইতে বিবাসিত করিয়া দিলেন, কিন্তু বোধ হয়, তাঁহার

বাস ও ভরণ-পোষণাদি নিমিত্ত স্বতন্ত্র স্থান এবং কিছু অর্থও প্রদান করিয়াছিলেন। মীরা এই প্রকার স্বতন্ত্রা হইয়া রণছোড় নামক কৃষ্ণ-মূর্ত্তির আরাধনায় রত হইলেন এবং দেশ-পর্য্যটক নিরাশ্রয় বৈরাগীদিগের এক প্রধান আশ্রয়-ভূমি হইয়া উঠিলেন। কিছু দিন পরে, তিনি বৃন্দাবন ও দ্বারকা তীর্থে গমন করেন। যৎকালে দ্বারকায় ছিলেন, বোধ হয়, তৎকালে উদয়পুরের রাণা স্বীয় অধিকারস্থ বৈষ্ণবদিগের উপর অত্যাচার আরম্ভ করেন এবং তাঁহাকে প্রত্যানয়ন করিতে কয়েক জন ব্রাহ্মণকে দ্বারকায় প্রেরণ করেন। মীরা তথা হইতে প্রস্থান করিবার পূর্ব্বে, আপনার ইষ্টদেবের নিকট বিদায় লইবার নিমিত্ত, তদীয় মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু তাঁহার ভজনা সমাপ্ত হইলে পর সেই মূর্ত্তি বিদীর্ণ হইল ও মীরা তাহাতে প্রবিষ্ট হইবামাত্র, পূর্ব্ববৎ নিশ্ছিদ্র হইল এবং তদবধি মীরা বাই চিরকালের মত অন্তর্হিত হইলেন। উদয়পুরে অদ্যাপি রণছোড়ের সহিত মীরা বাইয়ের যে একত্র পূজা হইয়া থাকে, লোকে বলে, ইহা ঐ ব্যাপারের স্মরণ-সূচক ব্যতিরেকে আর কিছুই নয়। এরূপ প্রবাদ আছে যে, মীরা ঐ অদ্ভুত বিষয়ের প্রার্থনা-সূচক দুইটি পদ রচনা করেন। পশ্চাৎ তাহার অনুবাদ প্রকাশ করা যাইতেছে।

১ পদ। রাজন্ রণছোড়! দ্বারকায় আমাকে স্থান দাও এবং তোমার শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম দ্বারা যম-ভয়

নিবারণ কর। তোমার পবিত্র মন্দিরে নিত্য শান্তি বিরাজ করিতেছে এবং তোমার শঙ্খ ও করতাল-ধ্বনিতে পরম আনন্দ বিদ্যমান রহিয়াছে। আমি আপনার রাজ্য, সম্পত্তি, পতি, প্রেম সমুদায়ই বিসর্জন দিয়াছি। তোমার দাসী মীরা তোমার শরণার্থিনী হইয়া আসিয়াছে, তুমি তাহাকে সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ কর।

২ পদ। তুমি যদি আমাকে নির্দ্দোষ জানিয়া থাক, তবে গ্রহণ কর; তোমা বিনা আমাকে দয়া করে এমন আর কেহ নাই; অতএব আমাকে ক্ষমা কর। ক্ষুধা, ক্লান্তি, উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতায় যেন আমার শরীর ভগ্ন না হয়। হে মীরাপতি! হে প্রিয় গিরিধর! মীরাকে গ্রহণ কর। তোমার সহিত যেন আর কদাপি আমার বিয়োগ না হয়।

সনকাদি-সম্প্রদায় অর্থাৎ নিমাৎ।

চারি প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে তিন সম্প্রদায়ের বৃত্তান্ত ক্রমে ক্রমে বর্ণন করা গিয়াছে, চতুর্থ সম্প্রদায়ের নাম সনকাদি-সম্প্রদায়। নিম্বাদিত্য ইহার প্রবর্ত্তক এনিমিত্ত ইহার অন্য একটি নাম নিমাৎ।

এরূপ আখ্যান আছে যে, নিম্বাদিত্যের প্রথম নাম ভাস্করাচার্য্য ছিল; তিনি স্বয়ং সূর্য্যাবতার, পাষণ্ড-দমনার্থ

ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হন। বৃন্দাবনের নিকট তাঁহার বাস ছিল। একদা এক দণ্ডী—কেহ কেহ বলে এক জন জৈন উদাসীন—তাঁহার আশ্রমে আসিয়া উত্তীর্ণ হইলে, উভয়ে বিচার আরম্ভ হয়। বিচার করিতে করিতে সূর্য্য অস্ত হইল দেখিয়া, ভাস্করাচার্য্য নিজ আশ্রম-গত অতিথির শ্রান্তি-হরণার্থ কিছু খাদ্য সামগ্রী উপস্থিত করিলেন, কিন্তু দণ্ডী ও জৈনদিগের সায়ং ও রাত্রিকালে ভোজন করা বিধেয় নহে এপ্রযুক্ত, অতিথি তাহা স্বীকার করিলেন না; ভাস্করাচার্য্য ইহার প্রতীকারার্থ সূর্য্যের গতি-রোধ করিলেন এবং যাবৎ অতিথির অন্ন-পাক ও ভোজন সম্পন্ন না হয়, তাবৎ তাঁহাকে নিকটস্থ এক নিম্ব বৃক্ষে অবস্থিতি করিতে কহিলেন; সূর্য্যদেবও তাঁহার অনুমতি পালন করিলেন এবং ভাস্করাচার্য্য তদবধি নিম্বার্ক ও নিম্বাদিত্য বলিয়া বিখ্যাত হইলেন।

কৃষ্ণভক্ত-অনুরোধে সূর্য্যদেব আসি।
প্রহরেক দিবা আছে এমত প্রকাশি॥
ভোজন করিয়া তথা বৈসে যবে যতি।
সূর্য্য নিজ স্থানে গেলা লইয়া সম্মতি॥

ভক্তমাল।

ইহাঁরা ললাটে গোপীচন্দনের দুইটি উর্দ্ধ রেখা করেন এবং তাহার মধ্যস্থলে এক কৃষ্ণবর্ণ বর্ত্তুলাকার তিলক করিয়া থাকেন। ইহাঁদের গলার ও জপের মালা উভয়ই তুলসী-কাষ্ঠের। রাধাকৃষ্ণ যুগলরূপ ইহাঁদের উপাস্য

দেবতা এবং শ্রীভাগবত ইহাঁদের প্রধান শাস্ত্র। ইহাঁরা বলেন, নিম্বাদিত্য-কৃত এক বেদ-ভাষ্য আছে। এক্ষণে ইহাঁদের কোন সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ নাই, কিন্তু ইহাঁরা এই কথা বলিয়া থাকেন যে, পূর্ব্বে অনেক ছিল, আরঙ্গজেব বাদশাহের সময়ে মথুরায় সমস্তই নষ্ট হইয়া যায়।

নিম্বাদিত্যের কেশব ভট্ট ও হরিব্যাস নামক দুই শিষ্য হইতে এ সম্প্রদায়ের দুই শ্রেণী উৎপন্ন হইয়াছে; বিরক্ত ও গৃহস্থ। যমুনা-তীরে মথুরা-সন্নিধানে ধ্রুবক্ষেত্রে নিম্বার্কের গদি আছে। লোকে কহে, গৃহস্থ-শ্রেণী-ভুক্ত হরিব্যাসের সন্তানেরাই তাহার অধিকারী হইয়া আসিতেছেন। কিন্তু তথাকার মহন্ত আপনাকে নিম্বার্কের বংশোদ্ভব বলিয়া অঙ্গীকার করেন। তিনি কহেন, ১৪০০ বৎসরের অধিক হইল, ধ্রুবক্ষেত্রের গদি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; কিন্তু ইহা অত্যুক্তি বোধ হয়। পশ্চিমাঞ্চলে অনেক স্থানেই নিমাৎদিগের বাস আছে, বিশেষতঃ মথুরা ও তাহার নিকটবর্ত্তী নানা স্থানে এ সম্প্রদায়ের বিস্তর লোক বিদ্যমান আছে এবং বাঙ্গলায়ও অনেক দেখিতে পাওয়া যায়।

সন্ন্যাসীদের বায়ান্ন মড়ির * মত রামাৎ নিমাৎ প্রভৃতি হিন্দুস্থানী বৈষ্ণবদেরও বায়ান্নটি দুয়ারা আছে। এক এক তেজীয়ান্ ব্যক্তি প্রাদুর্ভূত হইয়া নিজ নিজ ক্ষমতা-প্রভাবে এক একটি দল সংস্থাপন করেন, তাহারই নাম

* ২য় ভাগ উপাসক সম্প্রদায়ের ৭৯ পৃষ্ঠায় মড়ীর বিবরণ প্রাপ্ত হইবে।

দুয়ারা; যেমন বামন-দুয়ারা, অগ্রদাস-দুয়ারা, শ্রমনৃজী-দুয়ারা, কুয়াজী-দুয়ারা, টিলাজী-দুয়ারা, দেব মুরারিজী-দুয়ারা, দুন্দুরামজী-দুয়ারা, রাম কবীরজী-দুয়ারা, নাভাস স্বামী-দুয়ারা, পিপাজী-দুয়ারা, খোজীজী-দুয়ারা, রাম-প্রসাদকা-দুয়ারা ইত্যাদি।

চৈতন্য-সম্প্রদায়।

শ্রীচৈতন্য এই সুবৃহৎ বৈষ্ণব-সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করেন। অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ তাঁহার প্রধান সহকারী ছিলেন। চৈতন্য এ সম্প্রদায়ের কেবল প্রবর্ত্তক নহেন, উপাস্যও বটেন।

চৈতন্যাবতার বিষয়ে বাঙ্গলা-দেশীয় বৈষ্ণবদিগের সহিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতাদি অন্যান্য লোকের ঘোরতর বিরোধ ও বিসম্বাদিতা আছে। বৈষ্ণবেরা চৈতন্যকে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণাবতার বলিয়া স্বীকার করেন এবং তাহার প্রামাণ্যার্থে অনন্তসংহিতার বচন বলিয়া অনেক শ্লোকও উপস্থিত করেন *। তাঁহাদের প্রতিপক্ষ

---

* ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় বিহরিষ্যামি তৈরহম্।
কালে নষ্টং ভক্তিপথং স্থাপয়িষ্যাম্যহং পুনঃ॥
কৃষ্ণশ্চৈতন্যগৌরাঙ্গো গৌরচন্দ্রঃ শচীসুতঃ।
প্রভুর্গৌরহরির্গৌরো নামানি ভক্তিদানি মে॥

অনন্তসংহিতা।

কিছুদিন হইল, কোন ব্যক্তি চৈতন্যাবতার ও তাঁহার পূজাদির

পণ্ডিতেরা কহেন, বেদ, স্মৃতি, পুরাণ এবং প্রাচীন ও নব্য সংগ্রহকারদিগের কোন গ্রন্থে চৈতন্যাবতারের প্রমাণ নাই, অতএব তাঁহাকে কোন প্রকারে বিষ্ণু বা অন্য কোন অবতার বলিয়া অঙ্গীকার করা যায় না। বৈষ্ণবেরা চৈতন্য-দেবের ঈশ্বরত্ব-সংস্থাপনার্থ যেমন অনন্তসংহিতার বচন পাঠ করেন, অনেকানেক প্রতি-বাদী পণ্ডিত তন্ত্ররত্নাকরের বচন বলিয়া নিম্নস্থ শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করেন॥

বটুক উবাচ।

হতে তু ত্রিপুরে দৈত্যে দুর্জয়ে ভীমকর্ম্মণি।
তদ্দানমভূৎ কিং তদ্বীর্য্যং স্থিতং বা গণনায়ক॥
তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি বদতো ভবতঃ প্রভো।
বেত্তা হি সর্ব্ববার্ত্তানাং ত্বাং বিনা নাস্তি কশ্চন॥

গণপতিরুবাচ।

স এষ ত্রিপুরো দৈত্যো নিহতঃ শূলপাণিনা।
রুষয়া মহ্যাবিষ্ট আত্মানমকরোত্ত্রিধা॥
শিবধর্ম্মবিনাশায় লোকানাং মোহহেতবে।
হিংসার্থং শিবভক্তানামুপায়ানসৃজদ্বহূন্॥

প্রামাণ্যার্থে কুলার্ণবীয় ঈশানসংহিতা নামে এক গ্রন্থ রচনা করিয়া মুদ্রিত করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন, চৈতন্যভাগবতাদি অন্যান্য গ্রন্থেও ঐ সকল বিষয় সন্নিবেশিত আছে।

अंशेनाद्येन गौराख्यः शचीगर्भे बभूव सः।
नित्यानन्दो द्वितीयेन प्रादुरासीन्महाबलः॥
अद्वैताख्यस्तृतीयेन भागेन दनुजाधिपः।
प्राप्ते कलियुगे घोरे विजहार महीतले॥
ततो दुरात्मा त्रिपुरः शरीरैस्त्रिभिरासुरैः।
उपप्लवाय लोकानां नारीभावमुपादिशत्॥
स्वपत्नीस्वपत्नीभिश्च सज्जैः पापयोनिभिः।
पूरयित्वा महीं कृत्स्नां रुद्रकोपमदीपयत्॥
बहवो दानवाः क्रूराः दुष्टेष्टास्त्रिपुरानुगाः।
मानुषं देहमाश्रित्य भेजुस्तांस्त्रिपुरांशजान्॥
महापातकिनः केचिदतिपातकिनः परे।
अनुपातकिनश्चान्ये उपपातकिनः परे॥
सर्व्वपापयुताः केचित् वैष्णवाकारधारिणः।
सरलान् वञ्चयामासुस्तन्मायाध्वान्तविह्वलान्॥
प्रथमं वर्णयामासुः साक्षाद्विष्णुं सनातनम्।
द्वितीयमतुलं शेषं तृतीयन्तु महेश्वरम्॥

তাৎপর্য্যার্থ।

বটুকভৈরব গণেশকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ত্রিপুরাসুর হত হইলে পর, তাহার আসুর তেজ নষ্ট হইল কি না, আমাকে কহ। তোমার নিকটে উহা শুনিতে অভিলাষ হইয়াছে; কেন না সকল বিষয়ের পরিজ্ঞাতা তোমা ব্যতিরেকে আর কেহ নাই। তাহাতে ভগবান্ গণেশ

কহিলেন, ত্রিপুরাসুর মহাদেব কর্ত্তৃক নিহত হইয়া শিব-ধর্ম্মের লোপ, শিব-ভক্তদিগের অনিষ্ট-সাধন ও লোকের মোহোৎপাদনার্থ বহুতর উপায় অবলম্বন করিল। ঐ অসুর আপনাকে তিন অংশে বিভক্ত করিয়া গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত এই তিন রূপে অবতীর্ণ হইল এবং নারী-ভাবে ভজনের উপদেশ দিয়া, ব্যভিচারী, ব্যভিচারিণী ও বর্ণ-সঙ্কর দ্বারা পৃথিবীকে পরিপূর্ণ করিয়া, পুনর্ব্বার মহাদেবের কোপানল উদ্দীপ্ত করিল। উহার অনুগত অসুরগণ মনুষ্য-বেশ ধারণ করিয়া ঐ ত্রিপুরের তিন অবতারকে ভজনা করিল। ঐ সকলের মধ্যে কেহ কেহ মহাপাতকী, কেহ কেহ অতিপাতকী, কেহ বা উপপাতকী, অন্য অন্য কেহ অনুপাতকী, আর কেহ কেহ সর্ব্ব পাপে লিপ্ত ছিল। তাহারা বৈষ্ণব-বেশ ধারণ করিয়া অনেক সরল লোককে মায়ারূপ অন্ধকারে মুগ্ধ করিয়াছে। তাহারা ঐ ত্রিপুরের প্রথম অংশকে সাক্ষাৎ বিষ্ণু, দ্বিতীয় অংশকে শেষ স্বরূপ বলরাম ও তৃতীয় অংশকে মহাদেব বলিয়া বিখ্যাত করিল।

উভয় পক্ষীয় পণ্ডিতেরা এই প্রকার তর্ক বিতর্ক করিয়া থাকেন। এরূপ বাদানুবাদ্য পরস্পরের বিদ্বেষ-সূচক ও অশ্রদ্ধা-পরিজ্ঞাপক বই আর কিছুই নহে। এরূপ বিবাদ বিসম্বাদ সত্ত্বেও গৌরাঙ্গের মত ক্রমে ক্রমে সমধিক প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। ওয়ার্ড্ সাহেব এক স্থানে কহেন, বাঙ্গলা দেশের পাঁচ ভাগের এক ভাগ

লোক * এই ধর্ম্মাবলম্বী, কিন্তু আবার স্থানান্তরে ষোল ভাগের পাঁচ ভাগ বলিয়াও নির্দ্দেশ করেন †।

চৈতন্যের চরিত্র-বর্ণন বিষয়ের ভূরি ভূরি গ্রন্থ বিদ্যমান আছে; তন্মধ্যে বৃন্দাবনদাস-কৃত চৈতন্যচরিত্র সর্ব্বাপেক্ষা পূজ্য ও প্রামাণিক বলিয়া প্রসিদ্ধ ‡। তিনি চৈতন্য-শিষ্য মুরারিগুপ্ত-কৃত আদিলীলা ও দামোদর-কৃত শেষলীলা এই দুই গ্রন্থ হইতে আপন গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছেন। আদিলীলায় চৈতন্য প্রভুর গৃহাশ্রমের বৃত্তান্ত ও শেষলীলায় অর্থাৎ মধ্য ও অন্ত্য লীলায় তাঁহার সন্ন্যাসাশ্রমের বিবরণ লিখিত হয়। ১৫৩৭ শকে কৃষ্ণদাস নামে এক বৈষ্ণব ঐ চৈতন্য-চরিত্রের সার-সংগ্রহ করিয়া চৈতন্যচরিতামৃত নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন। যদিও গ্রন্থকার ইহাকে সারসংগ্রহ বলিয়া উক্ত করিয়াছেন, কিন্তু এখানি বৃহৎ গ্রন্থ। ইহাতে চৈতন্য প্রভু ও তাঁহার প্রধান প্রধান শিষ্যের চরিত্র-বর্ণন এবং এ সম্প্রদায়ের মতের অনেক বিবরণ আছে। এ গ্রন্থ বাঙ্গলা ভাষায় লিখিত, কিন্তু ইহার প্রামাণ্যার্থে মধ্যে মধ্যে

* Ward on the Hindoos. Vol. 2, P. 175.

† Ibid. P. 448.

‡ বৃন্দাবন দাস এ সম্প্রদায়ের বেদব্যাস স্বরূপ।

নিত্যানন্দ কৃপা-পাত্র বৃন্দাবন দাস।
চৈতন্য-লীলার তেঁহ হয় আদিব্যাস॥

চৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্য খণ্ড।
বিংশতি পরিচ্ছেদ।

ভাগবত, ভগবদ্গীতা, বিষ্ণুপুরাণ ও ব্রহ্মসংহিতা প্রভৃতি বিস্তর গ্রন্থের ভূরি ভূরি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। এক্ষণে এই গ্রন্থ অনুসারে চৈতন্যের চরিত্র সংক্ষেপে সংগ্রহ করা যাইতেছে।

চৈতন্যের পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র ও মাতার নাম শচী। জগন্নাথ প্রথমে শ্রীহট্ট-নিবাসী ছিলেন; অনন্তর গঙ্গাবাস উদ্দেশে নবদ্বীপে আসিয়া অবস্থিতি করেন *। ঐ স্থানে চৈতন্যের জন্ম হয়। এরূপ লিখিত আছে, তিনি ত্রয়োদশ মাস মাতৃ-গর্ভে বাস করিয়া ১৪০৭ শকে ফাল্গুন মাসে ভূমিষ্ঠ হন † এবং তাঁহার জন্ম-কালে চন্দ্র-গ্রহণ ও অন্যান্য অনেকবিধ অলৌকিক ব্যাপারেরও ঘটনা হয়।

---

* শ্রীহট্ট দেশেতে ঘর উপেন্দ্র মিশ্র নাম।
বৈষ্ণব পণ্ডিত ধনী সদ্গুণ-প্রধান॥
সপ্ত মিশ্র তাঁর পুত্র সপ্ত ঋষীশ্বর।
কংসারি পরমানন্দ পদ্মনাভ সর্ব্বেশ্বর॥
জগন্নাথ জনার্দ্দন ত্রৈলোক্য-নাথ।
নদীয়াতে গঙ্গা-বাস কৈল জগন্নাথ॥

আদিখণ্ড, ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

† চৌদ্দ শত ছয় শকে শেষ মাঘ মাসে।
জগন্নাথ শচী-দেহে কৃষ্ণের প্রকাশে॥
চৌদ্দ শত সাত শকে মাস ফাল্গুন।
পৌর্ণমাসী সন্ধ্যা কালে হৈল শুভ ক্ষণ॥
ইত্যাদি।

আদি খণ্ড, ১৩ পরিচ্ছেদ।

হরি বলি নারীগণ দেয় হুলাহুলি।
স্বর্গে বাদ্য নৃত্য করে দেব কুতুহলী॥
প্রসন্ন হৈল দশ দিশা প্রসন্ন নদী জল।
স্থাবর জঙ্গম হৈল আনন্দে বিহ্বল।

আদি খণ্ড, ১৩ পরিচ্ছেদ।

শৈশব কালেই চৈতন্যের পিতৃ-বিয়োগ হয় এবং তাঁহার ভ্রাতা বিশ্বরূপ তাঁহার পূর্ব্বেই সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, সুতরাং স্বীয় জননীর রক্ষণাবেক্ষণার্থ তাঁহাকে কিছু কাল গৃহ-ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে হইয়াছিল। তিনি বল্লভাচার্য্যের কন্যাকে বিবাহ করেন এবং ২৪ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত গৃহাশ্রমে থাকিয়া বিষয়-কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন। ২৪ বৎসরের শেষে সংসারাশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক, ছয় বৎসর কাল মথুরাবধি পুরুষোত্তম ক্ষেত্র পর্য্যন্ত নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া, স্বমতানুযায়ী কৃষ্ণোপাসনা প্রচার ও শিষ্য-মণ্ডলী সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত থাকেন। অবশেষে রূপ ও সনাতনকে মথুরায় প্রেরণ করিয়া এবং অদ্বৈত ও নিত্যানন্দকে বাঙ্গলায় স্থাপিত করিয়া, আপনি লীলাচলে অবস্থিতি করেন। তথায় ১৮ বৎসর অবস্থিতি করিয়া প্রেম-ভক্তি প্রচার ও জগন্নাথ দেবের উপাসনা বিষয়ে সবিশেষ মনোনিবেশ করেন *। বিশেষতঃ শেষ দ্বাদশ

---

* চব্বিশ বৎসর প্রভুর গৃহে অবস্থান।
তাহায় করিলা লীলা আদি লীলা নাম॥
চব্বিশ বৎসর শেষে যেই মাঘ মাস।
তার শুক্ল পক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস॥

বৎসর কেবল কৃষ্ণানুরাগ এবং তন্নিবন্ধন উন্মাদ ও প্রলাপ প্রকাশেই অতিবাহিত করিয়াছিলেন। শেষাবস্থায় তিনি উন্মত্ত-প্রায় হন। এরূপ আখ্যান আছে যে, এক দিবস তিনি সমুদ্রকে যমুনা ভাবিয়া ও তদীয় শ্যামল জলে বৃন্দাবনের গোপিকাদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের জলক্রীড়া দেখিয়া তাহাতে অবগাহন করিলেন। প্রেমোন্মাদ ও তপঃ-কাষ্ঠা হেতু কৃশ ও লঘু-কায় হওয়াতে ভাসিয়া উঠিলেন, নতুবা সেই স্থানেই তাঁহাকে প্রাণত্যাগ করিতে হইত। এক কৈবর্ত্ত জাল নিক্ষেপ করিয়া

সন্ন্যাস করি চব্বিশ বৎসর অবস্থান।
তাহা যেই লীলা তার শেষ লীলা নাম॥
শেষ লীলা মধ্য অন্ত্য দুই নাম হয়।
লীলা-ভেদে বৈষ্ণব সব নাম-ভেদ কয়॥
তার মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন।
নীলাচল গৌড় সেতুবন্ধ বৃন্দাবন॥
তাহা যেই লীলা তার মধ্যলীলা নাম।
তার পাছে লীলা অন্ত্য লীলা অভিধান॥
আদি লীলা মধ্য লীলা অন্ত্য লীলা আর।
এবে মধ্য লীলার কিছু করিব বিস্তার॥
অষ্টাদশ বর্ষ কেবল নীলাচলে স্থিতি।
আপনি আচরি শিখাইল প্রেমভক্তি॥
তার মধ্যে ছয় বর্ষ ভক্তগণ সঙ্গে।
প্রেম-ভক্তি প্রবর্ত্তাইল নৃত্য-গীত রঙ্গে॥

মধ্যখণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ।

তাঁহাকে সমুদ্র হইতে তটে আনয়ন করিল এবং তখন স্বরূপ ও রামানন্দ দুই শিষ্য অচৈতন্য চৈতন্য দেবকে সচৈতন্য করিলেন। এই উপাখ্যানের প্রথমাঙ্গ নিতান্ত অমূলক না হইলেও না হইতে পারে। চৈতন্য-দেবের লীলা-সম্বরণের সবিশেষ বৃত্তান্ত নাই। তিনি অন্তর্হিত হইলেন এই কথা মাত্র লিখিত আছে, কিন্তু কি প্রকারে হইলেন তাহার বিশেষ নির্দ্দেশ নাই। অতএব এতাদৃশ সমুদ্র-প্রবেশ দ্বারা তাঁহার মৃত্যু-ঘটনা হওয়া অসম্ভাবিত নহে। লেখা আছে যে, ১৪৫৫ শকে তিনি অন্তর্হিত হন *।

এ সম্প্রদায়ের মতানুসারে, অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ উভয়ে বিষ্ণুর অংশাবতার †। তাঁহারা দুই জনে চৈতন্যের

---

* শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য পৃথিবীতে অবতরি।
অষ্ট চল্লিশ বৎসর প্রকট বিহরি॥
চৌদ্দ শত সাত শকে জন্মের প্রমাণ।
চৌদ্দ শত পঞ্চান্নে হইলা অন্তর্দ্ধান॥
আদিখণ্ড, ১৩ পরিচ্ছেদ।

† কৃষ্ণদাস স্বকৃত চৈতন্যচরিতামৃতে ইঁহাদেরও অবতারের প্রামাণ্যার্থে কতিপয় সংস্কৃত শ্লোক সন্নিবেশিত করিয়াছেন:—

মহাবিষ্ণুর্জগৎকর্ত্তা মায়য়া যঃ সৃজত্যদঃ।
অস্যাবতার এবায়মদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বরঃ॥
আদিখণ্ড, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সঙ্কর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী গর্ভোদশায়ী চ পয়োঽব্ধিশায়ী।
শেষশ্চ যস্যাংশকলাঃ স নিত্যানন্দাখ্যরামঃ শরণং মমাস্তু॥
আদিখণ্ড, পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

দুই অঙ্গ স্বরূপ। যিনি কৃষ্ণাবতারে বলরাম, তিনিই চৈতন্যাবতারে নিত্যানন্দ। অদ্বৈতও তাঁহারই মূর্ত্তি-বিশেষ।

অদ্বৈত ও নিত্যানন্দের কোন অলৌকিক ক্রিয়ার বর্ণনা নাই। এই প্রকার লিপি আছে যে, চৈতন্য প্রভু জন্মিবার পূর্ব্বে, অদ্বৈত তাঁহার অবতীর্ণ হইবার বিষয় ব্যক্ত করিয়াছিলেন এবং তাঁহার জন্ম-কালে আপন ভার্য্যাকে নবদ্বীপে প্রেরণ করিয়াছিলেন। শান্তিপুরে অদ্বৈতানন্দের বাস ছিল; বোধ হয়, তিনি এক জন সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য লোক ছিলেন। তিনি তিন প্রভুর এক প্রভু। এখন তাঁহার সন্তানেরা শান্তিপুরে বাস করিতেছেন। তাঁহার ও নিত্যানন্দের সন্তানেরা এ সম্প্রদায়ের প্রধান গোস্বামী। নিত্যানন্দ নবদ্বীপের এক রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। যদিও তিনি বিষয়ী ও সংসার-সুখে আসক্ত ছিলেন *, তথাপি চৈতন্য, নিজে উদাসীন হইয়াও, তাঁহাকে বাঙ্গলা দেশের বৈষ্ণবদিগের উপর প্রভুত্ব-পদ প্রদান করেন। তাঁহার বংশ

* কৃষ্ণদাস লিখিয়াছেন, একদা নিত্যানন্দ আর আর ভক্তদিগের সহিত বিবিধ-প্রকার অন্ন ব্যঞ্জন ভোজন করিতেছিলেন, তন্মধ্যে পুলীন নামে এক সামগ্রী ছিল। রঘুনাথ দাস তদুপলক্ষে কোন পরিহাস-বাক্য বলিলে, নিত্যানন্দ এইরূপ প্রত্যুত্তর করিলেন,

গোপ জাতি আমি বহু গোপ সঙ্গে।
আমি সুখ পাই এ পুলীন-ভোজন রঙ্গে॥

এই পশ্চাল্লিখিত বচনও তাঁহারই উক্ত বলিয়া প্রবাদ আছে।

মৎস্যের ঝোল্ কামিনীর কোল্।
আনন্দে তোরা সবে হরি হরি বোল॥

অদ্যাপি বিদ্যমান আছে; খড়্‌দহের গোস্বামীরা তাঁহার সন্তান, আর বলাগড়ের গোস্বামীরা তাঁহার দৌহিত্র-সন্তান। তদ্ভিন্ন, কবিরাজ ও আদি-মহন্ত উপাধি-বিশিষ্ঠ অন্যান্য গোস্বামীদের পরিবারেরাও এ দেশের নানা স্থানে বাস করেন। তাঁহারাও সমধিক মান্য ও শ্রদ্ধেয়।

এ সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবেরা চৈতন্য, অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ এই তিন প্রভু ব্যতিরেকে রূপ সনাতনাদি ছয় গোস্বামীকে আদি গুরু বলিয়া স্বীকার করেন। এক্ষণকার অনেকানেক গোস্বামি-পরিবার তাঁহাদেরই সন্তান। তাঁহারা গোকুলস্থ গোস্বামীদিগের ন্যায় বংশানুক্রমে গুরু বলিয়া মান্য হইয়া আসিতেছেন। বোধ হয়, উল্লিখিত ছয় জন গৌড়ীয় গোস্বামী মথুরা ও বৃন্দাবনে গিয়া বসতি করিয়া থাকিবেন। তাঁহাদের সন্তানেরা অদ্যাপি তথায় অনেকানেক মন্দিরের অধিকারী হইয়া বাস করিতেছেন। চৈতন্য ও বল্লভাচার্য্য উভয়েই প্রায় এক সময়ে প্রাদুর্ভূত হন, উভয়েই মথুরাদি প্রদেশে গিয়া ধর্ম্ম প্রচার করেন, ও বিবিধ বিষয়ে উভয় সম্প্রদায়েরই সবিশেষ সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত অনুধাবন করিয়া দেখিলে বোধ হয়, চৈতন্য ও বল্লভাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত উভয় সম্প্রদায়ের পরস্পর কোনপ্রকার মূলীভূত সম্বন্ধ থাকিতে পারে। হয় ত, একের প্রভুত্ব-নিরাকরণার্থে অন্যের উদ্ভব হইয়া থাকিবে। পূর্ব্বোক্ত ছয় গৌড়ীয় গোস্বামীর নাম রূপ, সনাতন, জীব, রঘুনাথ ভট্ট, রঘুনাথ দাস ও গোপাল

ভট্ট। রূপসনাতন দুই ভাই বাঙ্গলা দেশের মোসল্মান রাজ-প্রতিনিধির নিকট কর্ম্ম করিতেন। তাঁহারা চৈতন্যের পবিত্র ধর্ম্ম ও পরিশুদ্ধ চরিত্র দেখিয়া তাঁহার শিষ্য হইলেন ও তদীয় সম্প্রদায়ের প্রধান আশ্রয় ও ভূষণ স্বরূপ হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা উভয়ে বহু-পরিশ্রমী সুপণ্ডিত গ্রন্থকর্ত্তা ছিলেন। এরূপ প্রবাদ আছে, বৃন্দাবনের দুটি অত্যুৎকৃষ্ট মন্দির তাঁহাদেরই কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় *। জীব তাঁহাদের ভ্রাতুষ্পুত্র †। তিনিও গ্রন্থকর্ত্তা ছিলেন এবং বৃন্দাবনে রাধা-দামোদরের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। রঘুনাথ ভট্ট ও রঘুনাথ দাস উভয়েই গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ; জীবনের শেষ ভাগে মথুরা ও বৃন্দাবন সন্নিধানে গিয়া অবস্থিতি করেন। গোপাল ভট্ট বৃন্দাবনে রাধারমণের মন্দির স্থাপনা করেন; তাঁহার সন্তানেরা অদ্যাপি উহার

---

*অর্থাৎ গোবিন্দ-দেব ও মদনমোহনের মন্দির। এক্ষণে ঐ উভয়ই নষ্ট হইয়া যাইতেছে। গোবিন্দ-দেবের মন্দিরে ১৫১২ শকের এক শিল্পলিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে লিখিত আছে, পৃথুরাওর কুলোদ্ভব মানসিংহ দেব ঐ মন্দির স্থাপিত করেন। যেমন চৈতন্যচরিতামৃত দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে, রূপ ও সনাতন উভয়ে চৈতন্যের সমকালবর্ত্তী ছিলেন, সেইরূপ, রূপ গোস্বামি-কৃত বিদগ্ধমাধবে লেখা আছে, তিনি ১৪৪৭ শকে অর্থাৎ চৈতন্যের পরলোক-প্রাপ্তির ৮ বৎসর পূর্ব্বে ঐ গ্রন্থ প্রস্তুত করেন। অতএব গোবিন্দ-দেবের মন্দির স্বয়ং সনাতনের প্রতিষ্ঠিত না হইয়া মানসিংহেরই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। তবে সনাতন কোন প্রকারে তাহার পরম্পরা কারণ হইলে হইতে পারেন।

† তাঁহাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র।

অধিকারী হইয়া রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া আসিতেছেন। উল্লিখিত ছয় গোস্বামী ব্যতিরেকে শ্রীনিবাস, শ্রীস্বরূপ, গদাধর পণ্ডিত, রামানন্দ, হরিদাস প্রভৃতি বহুতর সুপণ্ডিত ও শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি চৈতন্য দেবের শিষ্য হন। তাঁহারা সকলেই এই সম্প্রদায়ীদিগের সমধিক মান্য ও পরম শ্রদ্ধেয়। হরিদাস প্রায় নিজ গুরুর তুল্য গৌরবান্বিত হইয়া উঠিয়াছেন; এমন কি, তিনি বাঙ্গলা দেশের স্থানে স্থানে পূজিত হইয়া থাকেন। এরূপ প্রবাদ আছে, তিনি বহু কাল বন-বাস করিয়া প্রত্যহ তিন লক্ষ কৃষ্ণ-নাম জপ করিতেন। তদ্ভিন্ন আট জন কবিরাজ ও চৌষট্টি মহন্ত ছিলেন; চৈতন্যচরিতামৃত-প্রণয়িতা কৃষ্ণদাস তাহার এক কবিরাজ।

শ্রীকৃষ্ণ এই সম্প্রদায়-ভুক্ত বৈষ্ণবদিগের উপাস্য দেবতা। ইহাঁদের মতে তিনিই স্বয়ং ভগবান্, "**কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্**"। তিনি সর্ব্ব-কারণের কারণ পরমেশ্বর। তিনিই ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সমুদায় বস্তু। তাঁহার হ্রাস নাই, বৃদ্ধি নাই, ধ্বংস নাই। তিনিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর রূপ ধারণ করিয়া সৃজন, পালন, সংহার করেন এবং পৃথিবীর ভার মোচন ও প্রজাপালনার্থে কালে কালে পূর্ণাবতার, অংশাবতার, অংশাংশাবতার প্রভৃতি অনন্ত রূপ গ্রহণ করিয়া অনন্ত লীলা প্রকাশ করেন। যদিও বিষ্ণুপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ অংশাংশাবতার বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, ও মহাভারতে স্থানে স্থানে তাঁহার দেবারাধনা,

ব্রত-ধারণ ও তপঃ-সাধনের সবিশেষ বৃত্তান্ত লিখিত আছে, তথাচ বৈষ্ণবেরা প্রমাণান্তর অবলম্বন করিয়া তাঁহাকেই পূর্ণাবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন। দ্বিভুজ, মুরলী-ধর, পীতাম্বর, কৃষ্ণ-রূপ ভগবানের কূটস্থ স্বরূপ *। সেই বৃন্দাবন-বাসী গোপালই নবদ্বীপ-নিবাসী গৌরাঙ্গ রূপে অবতীর্ণ হইলেন; সুতরাং শচী-নন্দনও যশোদা-নন্দনের ন্যায় পূর্ণাবতার বলিয়া স্বীকৃত ও পূজিত হইলেন। চৈতন্যচরিতামৃত-কর্ত্তা কৃষ্ণদাস মহাপ্রভুর অবতরণের সবিশেষ বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন। তাহার স্থূল তাৎপর্য্য মাত্র এস্থলে সঙ্কলিত হইতেছে। চৈতন্য প্রভু যুগ-ধর্ম্মানুসারে বিধি-ভক্তির পরিবর্ত্তে প্রেমভক্তি প্রকাশ ও হরি-নাম প্রচার করণার্থ অবতীর্ণ হন, কিন্তু এটি তাঁহার বহিরঙ্গ কারণ, তদ্ভিন্ন একটি অন্তরঙ্গ কারণ আছে। পূর্ব্বে বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকা উভয়ে লীলাচ্ছলে অনুপম সুখ সম্ভোগ করিতেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের অতুল-মাধুর্য্য-রসানুভব করিয়া শ্রীরাধিকা যাদৃশ আনন্দ লাভ করিতেন, কৃষ্ণ তাহা অনুভব করিতে না পারিয়া দুঃখিত ছিলেন। এই হেতু, আপনার পরম মাধুর্য্য-রসাস্বাদন নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া, এবার পূর্ণ-শক্তি-স্বরূপা রাধিকা ও পূর্ণ-শক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণ উভয়ে এক দেহে মিলিত হইয়া নবদ্বীপে গৌরাঙ্গ রূপে অবতীর্ণ হইলেন। এই হেতু,

---

* এই পুস্তকের ১২৯ পৃষ্ঠায় দেখ।

তিনি রাধার ন্যায় গৌর-বর্ণ হইয়াছিলেন এবং আপনাকে রাধা-স্থানীয় ভাবিয়া ও শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমে উন্মত্ত হইয়া নিরন্তর প্রলাপ ও প্রেমোন্মাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

আমা হইতে রাধা পায় যে জাতীয় সুখ।
তাহা আস্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ॥
নানা যত্ন করি আমি নারি আস্বাদিতে।
সে সুখ-মাধুর্য্য ঘ্রাণে লোভ বাড়ে চিতে॥
রস আস্বাদিতে আমি কৈনু অবতার।
প্রেম-রস আস্বাদিব বিবিধ-প্রকার॥
রাগ-মার্গে ভক্ত ভজে মোরে যে প্রকারে।
তাহা শিখাইব লীলাচরণ দুয়ারে॥

আদি খণ্ড, চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পিতা মাতা গুরুগণ আগে অবতারি।
রাধিকার ভাব বর্ণ অঙ্গীকার করি॥
নবদ্বীপে শচী-গর্ভে শুদ্ধ-দুগ্ধ-সিন্ধু।
তাহাতে প্রকট হইলা কৃষ্ণ পূর্ণ ইন্দু॥

আদি খণ্ড, চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

প্রেমভক্তি এ সম্প্রদায়ের সর্ব্ব-সম্পত্তি; তাহার অনুষ্ঠানে সকল ধর্ম্মের ও যাবতীয় কর্ত্তব্য কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান হয়। পুরাণে এইরূপ নির্দ্দেশ আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং কহিয়াছেন, কর্ম্ম, তপস্যা, জ্ঞান, বৈরাগ্য, যোগ, দান ও অন্যান্য শুভানুষ্ঠান দ্বারা যাহা কিছু লব্ধ হয়, আমার ভক্ত ভক্তি-যোগের অনুষ্ঠান দ্বারা অনায়াসেই সে

সমুদায় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তিনি যদি স্বর্গ, মুক্তি ও আমার বৈকুণ্ঠ ধামও প্রার্থনা করেন, তাহাও লাভ করেন *।

সর্ব্বজাতীয় লোকেই ঐ প্রেম-ভক্তির অনুষ্ঠানে সমর্থ, অতএব মোসল্মান ও অন্যান্য ম্লেচ্ছ-জাতি প্রভৃতি সকলেই এসম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হইতে পারে। এরূপ লিখিত আছে যে, মহাপ্রভু এবং তাঁহার সহযোগী ভক্তেরা নিজে মোসল্মানদিগকে উপদেশ দিয়াছিলেন †।

---

* यत्‌कर्म्मभि र्यत्तपसा ज्ञानवैराग्यतश्च यत्‌।
योगेन दानधर्म्मेण श्रेयोभिरितरैरपि॥
सर्व्वं मद्भक्तियोगेन मद्भक्तो लभतेऽञ्जसा।
स्वर्गापवर्गं मद्धाम कथञ्चित्‌ यदि वाञ्छति॥

ভাগবত, ১১ স্কন্ধ, ২০ অধ্যায়।

† চৈতন্য পাঁচ জন পাঠানকে মন্ত্র দিয়া বৈষ্ণব করিয়াছিলেন। তজ্জন্য "পাঁঠান বৈষ্ণব বলি হইল তাঁর খ্যাতি।" "তবে নিজ ভক্ত কৈল যত ম্লেচ্ছ কাজি।" নবদ্বীপের কাজি তাঁহার মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া ফেলে, তাহাতে চৈতন্য ঘোরতর সঙ্কীর্ত্তন ও বিচার করিয়া তাহাকে পরাস্ত করেন। চৈতন্য বর্ণাভিমান অপেক্ষা ভক্তির প্রাধান্য স্বীকার করিতেন। "ঈশ্বরের কৃপা জাতি কুল নাহি মানে।" "বিদুরের ঘরে কৃষ্ণ করিল ভোজন।" তিনি স্বীয় মতের প্রামাণ্যার্থে সংস্কৃত-শ্লোকও পাঠ করিতেন, যথা ;—

भगवद्भक्तिदीप्ताग्निदग्धदुर्जातिकल्मषः।
श्वपाकोऽपि बुधैः श्लाघ्यो न वेदज्ञोऽपि नास्तिकः॥

সদ্ভক্তি রূপ পবিত্র দীপাগ্নি দ্বারা যাহার দুর্জ্জাতি জন্য পাপ নষ্ট হইয়াছে, এমত চণ্ডালও জ্ঞানী লোকের আদরণীয়, আর ভক্তি-শূন্য নাস্তিক যদি বেদজ্ঞও হয়, তথাপি সে আদরের পাত্র নহে।

হিন্দু-মণ্ডলীর অন্তর্গত সকল বর্ণেই এ ধর্ম্মে অধিকারী। বিশেষতঃ যাহারা উদাসীন অর্থাৎ বৈরাগী হয়, তাহাদের আর কোন বিষয়ে বর্ণ-বিচার থাকে না। তাহারা স্বধর্ম্মাক্রান্ত সকল লোকেরই স্পৃষ্ট অন্ন গ্রহণ করে এবং তাহাদের সহিত একত্র ভোজন ও সহবাস করিয়া থাকে। শুনা গিয়াছে, ভদ্র-বংশীয় গৃহস্থেরাও প্রচ্ছন্ন ভাবে পঙ্গতে বসিয়া ভোজন করেন।

পাঁচপ্রকার ভাব উল্লিখিত প্রেমের অন্তর্গত; যথা শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য্য। সনক সনাতনাদি পূর্ব্ব পূর্ব্ব যোগীন্দ্র সকলে যে ভাবে উপাসনা করিয়াছিলেন, তাহার নাম শান্ত-ভাব। সাধারণ ভক্ত সমুদায় যে ভাবে উপাসনা করেন, তাহাকে দাস্য-ভাব কহে। সখ্য তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; ভীমার্জ্জুন এই ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বাৎসল্য-ভাব পিতা মাতার স্নেহ-স্বরূপ; নন্দ-যশোদা বাৎসল্য ভাবে উদ্ধার হইয়াছিলেন। মাধুর্য্য সকল ভাবের প্রধান; রাধিকা

न मे भक्तश्चतुर्वेदी मद्भक्तः श्वपचः प्रियः।

तस्मै देयं ततो ग्राह्यं स च पूज्यो यथा ह्यहम्॥

চতুর্ব্বেদী পণ্ডিত হইলেও আমার ভক্ত হয় না, আর চণ্ডাল যদি আমার ভক্ত হয়, তবে সেই আমার প্রিয়। তাঁহাকে দান করিবে ও তাঁহার দান গ্রহণ করিবে; তিনি আমার ন্যায় পূজ্য।

চৈতন্যচরিতামৃতে এই সমুদায় শ্লোক এবং এরূপ অন্যান্য অনেক বচন বিনিবেশিত আছে।

প্রভৃতি গোপাঙ্গনাগণ যাদৃশ ভাবে কৃষ্ণ-সেবা করেন, তাহার নাম মাধুর্য্য। চৈতন্য প্রভু এই শেষোক্ত ভাবের ভাবী হইয়া বাতুল হইয়াছিলেন।

বল্লভাচারী বৈষ্ণবেরা যেরূপ ভাবে কৃষ্ণ সেবা করে, তাহার সহিত গৌরাঙ্গ-ভক্তদিগের বিশেষ বিভিন্নতা নাই; কিন্তু এ সম্প্রদায়ের গৃহস্থ লোকে বল্লভাচারী-দিগের ন্যায় প্রত্যহ অষ্টবার বিহিত বিধানে কৃষ্ণ-সেবা করে না। বাঙ্গলার অনেক স্থানেই কেবল পূর্ব্বাহ্নে ও সায়ংকালে তাঁহার পূজা হয়, তবে কখন কখন উল্লিখিত-রূপ অষ্টবিধ সেবাও অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। নাম-সংকী-র্ত্তন এ সম্প্রদায়ের পরম সাধন। ইহাদের মতানুসারে, কলিযুগে হরি-নাম-সংকীর্ত্তন ব্যতিরেকে আর পরিত্রাণের উপায় নাই।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

আদিখণ্ড, সপ্তম পরিচ্ছেদ।

তদ্ব্যতিরেকে, কৃষ্ণ-প্রীতি-কামনায় উপবাস, নৃত্য ও রিপু-সংযমাদি চৌষট্টি প্রকার সাধনের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু গুরু-পাদাশ্রয় সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যক ও শ্রেয়ঃ-সাধক। অন্যান্য অনেক উপাসকের ন্যায় ইহাঁদেরও দেব, গুরু ও মন্ত্রের অভেদ-জ্ঞান এবং গুরুকে আত্ম-সমর্পণ ও সর্ব্বস্ব দান করা অবশ্য-কর্ত্তব্য বলিয়া বিশ্বাস আছে।

বরং তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষাও শক্তিমান্ ও পূজ্য করিয়া মানিতে হয়।

যো মন্ত্রঃ স গুরুঃ সাক্ষাত্ যো গুরুঃ স হরিঃ স্বয়ম্।

উপাসনাচন্দ্রামৃত।

মন্ত্রই সাক্ষাৎ গুরু স্বরূপ ও যিনি গুরু, তিনিই স্বয়ং হরি।

প্রথমন্তু গুরুঃ পূজ্যস্ততশ্চৈব মমার্চ্চনম্।

ভজনামৃত।

অগ্রে গুরু-পূজা করিয়া পশ্চাৎ আমার অর্চ্চনা করিবে।

গুরুরেব সদারাধ্যঃ শ্রেষ্ঠোমন্ত্রাদভেদতঃ।

গুরৌ তুষ্টে হরিস্তুষ্টোনান্যথা কল্পকোটিভিঃ॥

ভজনামৃত।

সর্ব্বদা গুরু-আরাধনা করিবে। তিনি শ্রেষ্ঠ, যেহেতু গুরু ও মন্ত্রে বিশেষ নাই। গুরু তুষ্ট হইলেই হরি তুষ্ট হন; নতুবা কোটি কল্প আরাধনা করিলেও হরি তুষ্ট হন না।

হরৌ রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন।

ভজনামৃত।

হরি রুষ্ট হইলে গুরু ত্রাণকর্ত্তা আছেন, কিন্তু গুরু রুষ্ট হইলে আর কেহ নাই।

গোস্বামীরা এইরূপ কুল-ক্রমাগত গুরুত্ব-পদের অধিকারী হইয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে এইপ্রকার দুর্দ্ধর্ষ গুরুত্ব-পদ ও একাধিপত্য প্রাপ্ত হইয়া

শিষ্যদের প্রতি যথেচ্ছ অত্যাচার করেন ও নানা উপলক্ষ করিয়া তাহাদের নিকট হইতে অর্থ নিষ্পীড়ন করিতে থাকেন। রাজার রাজস্ব আদায়ের অপেক্ষা তাঁহাদের বৃত্তি-আদায়ের শাসন কঠিন। তাঁহাদের শিষ্য-শাসনার্থ স্থানে স্থানে ফৌজদার ও ছড়িদার নিয়োজিত থাকে; উহারা প্রভুদের আজ্ঞা-পালনার্থ শিষ্যদিগকে বন্ধন ও প্রহার পর্য্যন্ত করিয়া থাকে। কিন্তু যদি ব্যক্তি-বিশেষের অত্যাচার দ্বারা এ সম্প্রদায়ে দোষাবেশ ও কলঙ্ক-স্পর্শ হইয়া থাকে, সে দোষ কদাচ সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকদিগকে স্পর্শিতে পারে না।

গোস্বামীরা গৃহস্থদিগকে মন্ত্র দান করিয়া উপাসনার প্রকরণ উপদেশ দেন। যাঁহারা বৈরাগ্য-বাসনায় জাতি কুল পরিত্যাগ করিয়া গৌরাঙ্গ প্রভুর আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগকে ভেক লইতে হয়। গোস্বামীরা প্রায় ফৌজদার ও ছড়িদার দ্বারাই সে কর্ম্ম সমাধা করিয়া লন। তাহারা উপস্থিত শিষ্যের মস্তক মুণ্ডন পূর্ব্বক স্নান করাইয়া ডোর *, কৌপীন, বহির্ব্বাস, তিলক, মুদ্রা, করঙ্গা বা বটী এবং জপ-মালা ও ত্রিকণ্ঠিকা গল-মালা প্রদান করিয়া মন্ত্রাদেশ করে এবং তাহার স্থানে ন্যূন-

* কটি-দেশে ডোর-বন্ধন বিষয়ে দুই মত আছে; এক-মতস্থেরা বাম পার্শ্বে এবং অপর-মতস্থেরা দক্ষিণ পার্শ্বে, ডোরের গ্রন্থি দিয়া থাকে। যাহারা বাম দিকে গ্রন্থি দেয়, অপরেরা তাহাকে বেঁয়ো বলিয়া উপহাস করে।

সংখ্যা ১।০ পাঁচ সিকা দক্ষিণা গ্রহণ করিয়া থাকে। তদ্ভিন্ন, অদ্বৈত, নিত্যানন্দ ও চৈতন্য প্রভুর ভোগ দিতে হয় এবং মহোৎসব করিয়া বৈষ্ণবদিগকে ভোজন করাইতে হয়। নিত্যানন্দ প্রভু এই ভেকাশ্রমের সৃষ্টি করেন এই-রূপ প্রবাদ আছে।

বিবাহেতেও ঐ তিন প্রভুর ভোগ দিতে হয় এবং গোস্বামী, ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদিগকে মালা ও বাতাসা দিয়া বরণ করিতে হয়। পাণি-গ্রহণের সময় ছড়িদার বর কন্যা উভয়ের গল-দেশে মাল্য দান করিলে পর, পরস্পর মালা-পরিবর্ত্তন হয় এবং কন্যার মস্তকে বরের সিন্দূর-বিন্দু সংস্থাপন করিতে হয়। এই উপলক্ষে গোস্বামীরা ন্যূনসংখ্যা ১।০ পাঁচ সিকা দক্ষিণা এবং তদ্ভিন্ন ছড়িদারে-রাও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এসম্প্রদায়ী বৈরাগীদের মধ্যে বিধবাবিবাহ-প্রথা প্রচলিত আছে, কিন্তু গৃহস্থ-বৈষ্ণবদিগকে তদনুযায়ী অনুষ্ঠান করিতে দেখা যায় না।

মায়িক সংসার হইতে পরিত্রাণ-লাভ সর্ব্ব-বিধ হিন্দু-ধর্ম্মের পরম পুরুষার্থ। এসম্প্রদায়ী বৈষ্ণবেরা দুই প্রকার সদ্গতি স্বীকার করেন; ঐশ্বরিক ঐশ্বর্য্য-লাভ পূর্ব্বক চিরন্তন স্বর্গ-ভোগ, আর আনন্দময় বৈকুণ্ঠ-ধামে *

---

* বৈকুণ্ঠের পৃথিব্যাদি সকল চিন্ময়।
মায়িক ভূতের তাঁহা জন্ম নাহি হয়॥

শ্রীকৃষ্ণের সহিত একত্র-বাস। ইহাঁদের মতানুসারে, কৃষ্ণ-ভক্ত জনেরা ঐ শেষোক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া সালোক্য, সামীপ্য, সার্ষ্টি ও সারূপ্য এই চতুর্ব্বিধ মুক্তি লাভ পূর্ব্বক পরম সুখ সম্ভোগ করিতে থাকেন। ইঁহারা সাযুজ্য মুক্তির প্রাধান্য স্বীকার করেন না।

সালোক্য সামীপ্য সার্ষ্টি সারূপ্য প্রকার।
চারি মুক্তি দিয়া করেন জীবের নিস্তার॥
ব্রহ্ম-সাযুজ্য মুক্তির তাহা নাহি গতি।
বৈকুণ্ঠ বাহিরে হয় তা সবার স্থিতি॥

আদিখণ্ড, পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় এ সম্প্রদায়ের মত-প্রতিপাদক বহুল গ্রন্থ বিদ্যমান আছে। চৈতন্য, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত প্রভু কোন গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন এমত বোধ হয় না। কিন্তু রূপ ও সনাতন উভয়েই বৃহৎ বৃহৎ গ্রন্থ লিখিয়া সর্ব্বতোভাবে সে অভাব দূর করিয়া গিয়াছেন। বিদগ্ধমাধব নাটক; ললিতমাধব, উজ্জ্বলনীলমণি ও দানকেলি-কৌমুদী নামক কাব্য; বহুস্তবাবলি নামক স্তুতি-গ্রন্থ; অষ্টাদশ লীলাকাণ্ড; পদ্মাবলী, গোবিন্দ-বীরুদাবলী ও তাহার লক্ষণ; মথুরা-মাহাত্ম্য, নাটক-লক্ষণ, লঘুভাগবত, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, ব্রজবিলাসবর্ণন ও

চিন্ময় জন সেই পরম কারণ।
যার এক কণা গঙ্গা জগৎ-পাবন॥

আদিখণ্ড, পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কড়চা এই সমুদয় গ্রন্থ রূপ গোস্বামীর কৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। সনাতন গোস্বামী গীতাবলী, বৈষ্ণবতোষণী, হরিভক্তিবিলাস *, ভাগবতামৃত ও সিদ্ধান্তসার প্রস্তুত করেন। হরিভক্তিবিলাসে ভগবানের স্বরূপ ও উপাসনার প্রকরণ লিখিত আছে। ভাগবতামৃতে এ সম্প্রদায়ের কর্ত্তব্য ক্রিয়ার বিবরণ আছে, আর সিদ্ধান্তসার কেবল শ্রীভাগবতের দশম স্কন্ধের ভাষ্য মাত্র। অপর ছয় গোস্বামীর মধ্যে জীব গোস্বামী ভাগবতসন্দর্ভ, ভক্তি-সিদ্ধান্ত, গোপালচম্পু ও উপদেশামৃত রচনা করেন। আর রঘুনাথ দাস মুক্তাচরিত্র ও চৈতন্যস্তব-কল্পবৃক্ষ এই দুই গ্রন্থ প্রস্তুত করেন। এ সমুদায়ই সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। বাঙ্গালা ভাষায় রিপু-দমনবিষয়ের রাগময়-কোণ নামক গ্রন্থ রূপ গোস্বামীর কৃত ও কৃষ্ণ-ভক্তি বিষয়ের রসময়-কলিকা নামক গ্রন্থ সনাতন গোস্বামীর কৃত বলিয়া বিখ্যাত আছে। অন্যান্য সংস্কৃত ও বাঙ্গালা গ্রন্থও এ সম্প্রদায়ের প্রমাণিক শাস্ত্রের মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে ; যথা কবিকর্ণপূর-কৃত আনন্দবৃন্দাবনচম্পু, চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, কৌস্তুভালঙ্কার ও আচার্য্য-শতক ; রামচন্দ্র কবিরাজ-কৃত ভজনামৃত ও শ্রীস্মরণ-দর্পণ ; কৃষ্ণদাস কবিরাজ-কৃত গোপী-প্রেমামৃত এবং

* হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থ সনাতন গোস্বামি-কৃত বলিয়া প্রবাদ আছে বটে, কিন্তু যে হরিভক্তিবিলাস সচরাচর প্রচলিত দেখিতে পাই, তাহা গোপালভট্টের বিরচিত।

গোবিন্দদাস ও বিদ্যাপতির কৃত কৃষ্ণ-কীর্ত্তন। পূর্ব্বে চৈতন্য-চরিত্র বিষয়ক যে সমস্ত গ্রন্থের নামোল্লেখ করা গিয়াছে, তদ্ভিন্ন গৌরগণোদ্দেশদীপিকা ও লোচন-কৃত চৈতন্যমঙ্গল নামে দুই গ্রন্থ বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত গ্রন্থে চৈতন্যের শিষ্যদিগের বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে। আর বাঙ্গালা ভাষায় লালদাস-কৃত উপাসনা-চন্দ্রামৃত, নরোত্তম দাস-কৃত প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, রাধা-মাধব-কৃত পাষণ্ডদলন, দৈবকীনন্দন-কৃত বৈষ্ণববর্দ্ধন ও বৃন্দাবন দাস-কৃত চৈতন্যভাগবত প্রভৃতি অন্যান্য বিস্তর গ্রন্থ আছে। ইহাদের সমুদায় সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ একত্র করিলে স্তূপাকার হয়।

এসম্প্রদায়ী বৈষ্ণবেরা নাসা-মূল অবধি কেশ পর্য্যন্ত গোপীচন্দনের ঊর্দ্ধপুণ্ড করিয়া নাসাগ্রের সহিত তাহার সংযোগ করিয়া দেন। বাহু, বক্ষঃ-স্থল ও ললাট-পার্শ্বে মুদ্রা দ্বারা রাধা-কৃষ্ণের নামাঙ্কন করেন, কণ্ঠ-দেশে তুলসী-কাষ্ঠের ত্রিকণ্ঠিকা মালা ধারণ করেন এবং অষ্টাধিক শত অথবা সহস্র-সংখ্যক তুলসী-মণি গ্রথিত করিয়া জপমালা প্রস্তুত করেন। সর্ব্ব-জাতীয় লোক এবং কোন কোন স্থানের ম্লেচ্ছেরাও * এধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে। ইঁহারা আপনাদিগকে মধ্বাচারী-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বলিয়া পরিচয় দেন। যাহারা এই প্রস্তাবোক্ত মত ও ব্যবস্থা-বলি অবলম্বন করিয়া চলে, তাহাদের নাম গৌড়-বৈষ্ণব।

* যথা পুরুলিয়ার পার্ব্বতীয় লোক।

তদ্ভিন্ন আর কতকগুলি শাখা-সম্প্রদায় আছে, পশ্চাৎ সে সমুদায়ের বিবরণ করা যাইতেছে।

চৈতন্য-সম্প্রদায়ের শাখা।

মথুরা ও বৃন্দাবন-বাসী কয়েক জন গৌড়-বৈষ্ণবের প্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তি-বিশেষের নামানুসারে রাধারমণি, রাধী-পালি, বিহারিজি, গোবিন্দজি, যুগলভক্ত প্রভৃতি কতিপয় শাখা-সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে। মূল সম্প্রদায়ের সহিত ইহাদের নামান্তর-গ্রহণ ব্যতিরেকে ব্যবহার-গত বৈলক্ষণ্য প্রায় কিছুই নাই। স্পষ্টদায়ক, বাউল, ন্যাড়া সহজী প্রভৃতি আর কতকগুলি শাখা আছে, গৌড়-বৈষ্ণব-দিগের সহিত তাহাদের সবিশেষ বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায়।

স্পষ্টদায়ক।

প্রায় অপরাপর সমুদায় হিন্দু-সম্প্রদায়ের সহিত স্পষ্টদায়কদিগের দুইটি বিষয়ে সম্পূর্ণ প্রভেদ দেখা যায়। একটি এই, তাঁহারা দীক্ষা-গুরুর দেবত্ব ও একাধিপত্য অঙ্গীকার করেন না। দ্বিতীয় এই যে, এসম্প্রদায়ী বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীরা পরস্পর প্রীত মনে এক মঠে বা এক আখ্-ড়াতে একত্র অবস্থিতি করেন, অথচ কহিয়া থাকেন, কোন প্রকার দুষ্ট সহবাসে দূষিত হন না। সর্ব্ব-জাতীয় গৃহ-

স্থেরাই এ সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হইতে পারে, কিন্তু উদাসীন বা উদাসিনী ভিন্ন অন্যের গুরুত্ব-পদ-লাভে অধিকার নাই। ইহাঁরা কণ্ঠ-দেশে এক-কণ্ঠিকা মালা ধারণ করেন, এবং গৌড়-বৈষ্ণবদিগের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্র করিয়া তিলক-সেবা করিয়া থাকেন। পুরুষেরা কৌপীন ও বহির্ব্বাস পরিধান করেন এবং স্ত্রীলোকেরা প্রায় সমস্ত মস্তক মুণ্ডন করিয়া একটি ক্ষুদ্র শিখা মাত্র অবশিষ্ট রাখেন। এ সম্প্রদায়ের সদাচারী ব্যক্তিরা স্ব-সম্প্রদায়ী ভিন্ন অন্য কাহারও অন্ন-গ্রহণ করেন না।

স্পষ্টদায়কদিগের মতে, একত্র বাস, ভ্রাতৃ-ভগিনীবৎ প্রণয়াচরণ, সম-ধর্ম্ম ও সমার্থতা, উভয়েমিলিত হইয়া কৃষ্ণ ও চৈতন্যের প্রীতিতে নৃত্য, গীত ও গুণ-সঙ্কীর্ত্তন ইত্যাদি অনুষ্ঠানেই স্ত্রী-পুরুষের সংসর্গ সম্পন্ন হয়। বৈষ্ণবীরা ধনাঢ্য লোকের স্ত্রীদিগকে ধর্ম্ম বিষয়ে উপদেশ দিয়া থাকেন। অন্তঃপুর-প্রবেশে তাঁহাদের বারণ নাই এবং অন্তঃপুরস্থ স্ত্রীলোকেরাও সময় ক্রমে তাঁহাদের নিজ নিকেতনে গিয়া সাক্ষাৎ করিতে পারে। এই রূপে কলিকাতা মধ্যে এ সম্প্রদায় বিলক্ষণ প্রবল হইয়া উঠিতেছে।

বাউল।

ইহারা মহাপ্রভুকে আপন সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক বলিয়া পরিচয় দান করে। কিন্তু বাস্তবিক কোন্ ব্যক্তি

বাউল-মত প্রচার করে তাহার নিশ্চয় নাই। ইহারা আপনাদের সাধন-প্রণালী প্রকাশ করে না; প্রত্যুত কহিয়া থাকে, আমাদিগের মত ও ভজন প্রকাশ করিলে প্রত্যবায় আছে।

"আপন ভজন-কথা না কহিবে যথা তথা,
আপনাকে হইবে আপনি সাবধান।"

ইহাদের মতানুসারে পরম-দেবতা অর্থাৎ শ্রীরাধা-কৃষ্ণ যুগল রূপে মানব-দেহের মধ্যেই বিরাজমান আছেন; অতএব নর-দেহ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র তাঁহার অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজন নাই।

"কারে বল্‌বো কে করবে বা প্রত্যয়।
আছে এই মানুষে সত্য নিত্য চিদানন্দময়॥"

ফলতঃ কেবল ঐ পরম-দেবতা কেন, অখিল ব্রহ্মাণ্ডের নিখিল পদার্থই মনুষ্যের শরীরে বিদ্যমান রহিয়াছে। এই নিমিত্ত এ সম্প্রদায়ের মত দেহ-তত্ত্ব বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে।

"যাহা আছে ভাণ্ডে,
তা আছে ব্রহ্মাণ্ডে।"

চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি; ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর; গোলোক, বৈকুণ্ঠ ও বৃন্দাবন-ধাম সমুদায়ই দেহের মধ্যে বর্ত্তমান রহিয়াছে।

মানব-দেহে বিরাজমান পরম-দেবতার প্রতি প্রেমানুষ্ঠান এ সম্প্রদায়ের মুখ্য সাধন। প্রকৃতি-পুরুষের পর-

স্পর প্রেমেতেই ঐ প্রেম পর্য্যাপ্ত হয়। অতএব প্রকৃতি-সাধনই ইহাদিগের প্রধান সাধন। ইহারা এক একটি প্রকৃতি * লইয়া বাস করে এবং সেই প্রকৃতির সাধনেতেই চির দিন প্রবৃত্ত থাকে। ঐ সাধন-পদ্ধতি অতীব গুহ্য ব্যাপার। উহা অন্যের জানিবার উপায় নাই। জানিলেও পুস্তকে সবিশেষ বিবরণ করা সঙ্গত নহে। কাম রিপুর উপভোগের প্রকরণ-বিশেষ দ্বারা উহার শান্তি-সাধন করিয়া চরমে পরম পবিত্র প্রেম মাত্র অবলম্বন করা ঐ সাধনের উদ্দেশ্য। ইহাদের মত এই যে, যখন ঐ প্রেম পরিপক্ক হয়, তখন স্ত্রী-পুরুষ উভয়ে নিতান্ত আত্ম-বিস্মৃত ও বাহ্য-জ্ঞান-শূন্য হইয়া উভয়ের লীলাতে কেবল শ্রীরাধা-কৃষ্ণের লীলা মাত্র অনুভব করিতে থাকে*।

"তখন আপনি পুরুষ কি প্রকৃতি, নাইকো জ্ঞান কিছুই স্থিতি, অকৈতব ঠিক যেন ক্ষিতি, বাক্য নাই।"

কিন্তু ঐ উদ্দেশ্য এবং ঐ মত যত সিদ্ধ হইয়া থাকে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই।

"न जातु काम: कामाना मुपभोगेन शाम्यति ।
हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्द्धते ॥"

ঐ প্রকৃতি-সাধনের অন্তর্গত 'চারি চন্দ্রভেদ' নামে একটি ক্রিয়া আছে। লোকে ঐ ক্রিয়াকে অতিমাত্র বীভৎস ব্যাপার মনে করিতে পারে, কিন্তু বাউল মহাশয়েরা উহা পরম পবিত্র পুরুষার্থ-সাধন বলিয়া বিশ্বাস

* স্ত্রীলোক। ক্বচিৎ দুই একটি বাউল এ মতে সম্মত নয় শুনিয়াছি।

করেন। তাঁহারা কহেন, লোকে ঐ চারিটি চন্দ্রকে, অর্থাৎ শোণিত, শুক্র, মল, মূত্র এই চারিটি দেহ-নির্গত পদার্থকে, পিতার ঔরস ও মাতার গর্ভ হইতে প্রাপ্ত হইয়া থাকে, অতএব উহাদিগকে পরিত্যাগ না করিয়া পুনরায় শরীর মধ্যে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। ইহাঁদের ঘৃণা-প্রবৃত্তি-পরাভবের অন্য অন্য লক্ষণও দেখিতে পাওয়া যায়। শুনিতে পাই, এসম্প্রদায়ের মধ্যে নর-মাংস ভোজন * ও শবের বস্ত্র সংগ্রহ করিয়া পরিধান করা প্রচলিত আছে।

যদিও ইহারা অনেক বিষয়ে সংগোপনে লোক-বিরুদ্ধ কর্ম্ম করিয়া থাকে, কিন্তু লোক-সমাজে কিছু কিছু লোকাচার অবলম্বন করিয়াও চলে।

"লোক মধ্যে লোকাচার।
সদ্‌গুরু মধ্যে একাচার॥"

এ সম্প্রদায়ীরা এই বচন অনুসারে তিলক ও মালা ধারণ করে এবং ঐ মালার মধ্যে স্ফটিক, প্রবাল, পদ্মবীজ, রুদ্রাক্ষ প্রভৃতি অন্যান্য বস্তুও বিনিবেশিত করিয়া রাখে। ডোর-কৌপীন ও বহির্ব্বাস ধারণ করে এবং গাত্রে খেল্‌কা, পিরাণ, অথবা অল্‌খেল্লা দিয়া ও ঝুলি, লাঠি ও কিস্তি † সঙ্গে লইয়া ভিক্ষা করিতে যায়।

* ইহারা নর-বধ করে না, মনুষ্যের মৃত দেহ পাইলে ভক্ষণ করিয়া থাকে।

† কিস্তি একরূপ দীর্ঘাকার নারিকেলের মালা। ঐ নারিকেল দরিয়ার নারিকেল বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে।

ক্ষৌরী হয় না; শ্মশ্রু ও ওষ্ঠ-লোম প্রভৃতি সমুদায় কেশ রাখিয়া দেয় এবং মস্তকের কেশ উন্নত করিয়া একটি ধম্মিল্ল বাঁধিয়া রাখে। পরস্পর সাক্ষাৎ হইলে, দণ্ডবৎ বলিয়া নমস্কার করে।

ইহাদের মতে, বিগ্রহ-সেবা ও উপবাসাদি করা আবশ্যক নহে। কোন কোন আখ্‌ড়াধারী বাউল বিগ্রহ স্থাপন করিয়া থাকে বটে, কিন্তু সেটি বাউল-মতানুসারে দূষ্য ও নিন্দনীয়।

ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ রোগীদিগকে ঔষধ দান করে এবং হরিতাল পারদাদি ভস্ম করিয়া অপূর্ব্ব ঔষধ প্রস্তুত করি বলিয়া পরিচয় দেয়।

ব্রজউপাসনাতত্ত্ব, নায়িকাসিদ্ধি, রাগময়ী কণা ও তোষিণী প্রভৃতি ইহাদের অনেক গুলি সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ আছে। ঐ সকল গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত। ঐ সমুদায় পাঠ করিলে ইহাদের মতের সবিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারা যায়।

ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ ক্ষ্যাপা এই উপাধি পাইয়া থাকে। ফলতঃ ক্ষ্যাপা ও বাউল উভয়ই একার্থ শব্দ। বাউল শব্দ বাতুলের প্রাকৃত বই আর কিছুই নয় *।

ইহাদের ধর্ম্ম-সঙ্গীতের মধ্যে দেহতত্ত্ব ও প্রকৃতি-সাধন সংক্রান্ত অনেকানেক নিগূঢ় ভাব সাঙ্কেতিক শব্দে

* "লোপোহনাদ্য যুগ্বর্গাদিতৃতীয়য়োঃ" সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের এই সূত্র দ্বারা প্রাকৃত ভাষায় মধ্য-স্থিত তকারের লোপ হয়।

সন্নিবেশিত থাকে এই নিমিত্ত সহজে তাহার অর্থ বোধ হয় না। হইলেও প্রকাশ করিতে গেলে অত্যন্ত অশ্লীল হইয়া পড়ে। দুই তিনটি গান এস্থলে উদ্ধৃত হইতেছে, যাঁহারা অনুভব করিয়া বুঝিতে পারেন, বুঝিবেন।

গান।

১—সহজ মানুষ আলেক লতা। আলেকে বিরাজ করে, বাইরে খুঁজলে পাবি কোথা। আলেকের প্রেমের কোলে, পেতেছে বাঁকানলে, ত্রিবেণীর জল উজন চলে, বহিছে সর্ব্বদা। আপনি চলে নলের পথে, সে নল কেউ নারে চিন্তে, জগতে করে চিন্তে, চিন্তামণি চিন্তা-দাতা।

আলেক দুনিয়ার বীজে, আলেকে সাঁই বিরাজে, আলেকে খবর নিচ্চে, আলেকে কয় কথা। আলেক গাছে ফুল ফুটেছে, যার সৌরভে জগৎ মেতেছে, আলেকে হয় গাছের গোড়া, ডাল ছাড়া তার আছে পাতা।

আলেক মানুষের রসে, সনাতন সদা ভাসে, বাউলে তোর লাগ্‌লো দিসে, যেতে নার্‌বি সেথা। তুমি সদাই বেড়াও রিপুর ঘোরে, মানুষ চিন্‌বি কেমন করে, যে দিনে ধরবে তোরে, মুগুর দিয়ে ছেঁচ্‌বে মাথা।

২—দেল দরিয়া খবর কর্‌বে মন। তোর কোথা বৃন্দাবন, কোথা নিধুবন, কোথায় রে তোর গুরুর আসন।

যদি পদ্মা পাড়ি দিবি, তবে ঢাকা দেখ্‌তে পাবি, মুখসুধাবাদ কর্‌রে অন্বেষণ। আছে কলিতে কলিকাতা, তিন সহরে আঁটা, সাঁতার দে যায় রসিক যে জন।

৩—হলো বিষম রাগের করণ করা, জেনে যোগ মাহাত্ম্য, রূপের তত্ত্ব, জানে কেবল রসিক যারা। ফণি-মুখে হস্ত দিয়ে, বস্যে আছে নির্ভয় হয়ে করি অমৃত পান গরল খেয়ে, হয়ে আছে জিয়ন্তে মরা। রূপেতে রূপ নেহার করি, আছে রাগ দর্পণ ধরি হুতাসনকে শীতল করি, অনলে

রেখেছে পারা। গোসাঁই গুরুচাঁদে বলে, ডুবে থাক মন সিন্ধু-জলে, কিন্তু সে জলে পরশ্ হলে, শুক্‌নোয় ডুবাবি ভরা।

ন্যাড়া।

প্রভু নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র এই সম্প্রদায়ের র্ত্তক বলিয়া জনশ্রুতি আছে। এরূপ প্রবাদ আছে যে, তিনি ঢাকা-প্রদেশে গিয়া অশেষবিধ অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক ন্যাড়া-মত সংস্থাপন করেন। কেহ কেহ কহেন, নিত্যানন্দ তাঁহাকে স্বমত-বহির্ভূত দেখিয়া ত্যাজ্য পুত্র করাতে, তিনি স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বীরভূমে গিয়া অবস্থিত হন।

বাউলদের ন্যায় এ সম্প্রদায়েরও প্রকৃতি-সাধনই. প্রধান ভজন এবং ঐ সাধন বাউলদিগেরই অনুরূপ। ইহাদেরও মতানুসারে, শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ মানব-দেহের মধ্যে বিরাজমান রহিয়াছেন; যথা-বিহিত করণ অর্থাৎ ক্রিয়ানুষ্ঠান দ্বারা তাঁহাদের সাধন করা কর্ত্তব্য; একাদশীর উপবাসাদি দ্বারা পরমাত্মাকে ক্লেশ দেওয়া কোন মতেই বিধেয় নহে। ইহাদের বিগ্রহ-সেবা নাই।

এ সম্প্রদায়ের লোকেরা বাহু-দেশে তাম্র অথবা লৌহের একটা কড়া রাখে, অন্যান্য বৈষ্ণবদের ন্যায় ডোর, কৌপীন ও বহির্ব্বাস ব্যবহার করে এবং তিলক ও মালাও ধারণ করিয়া থাকে। ঐ মালার মধ্যে স্ফটিক, পলা ও শঙ্খাদির মালা সন্নিবেশিত করিতে দেখা যায়।

ইহারাও ক্ষৌরী হয় না; শ্মশ্রু ও ওষ্ঠ-লোম প্রভৃতি রাখিয়া দেয় এবং মস্তকের কেশ উন্নত করিয়া বান্ধিয়া রাখে। শরীরে যথেষ্ট তৈল মর্দ্দন করে, গাত্রে খেস্কা, পিরাণ অথবা আল্‌খেল্লা দেয় এবং ঝুলি, লাঠি ও কিস্তি সঙ্গে লইয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। মুখে হরিবোল অথবা বীর অবধূত বলিয়া থাকে।

ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ নানা বর্ণের চীর-সমূহ একত্র সংযুক্ত করিয়া আল্‌খেল্লা প্রস্তুত করে এবং গাত্রে ঐ আল্‌খেল্লা ও মস্তকে টুপি দিয়া ইতস্ততঃ ভিক্ষা করিতে যায়। ঐ আল্‌খেল্লার নাম চিন্তা-কন্থা। শুনিতে পাই, প্রকৃতি-সাধন সংক্রান্ত কোন কোন গুহ্য পদার্থে উহার কোন কোন চীর রঞ্জিত করা হয়। উহার এমন মহিমা যে, বাবাজীদের সঙ্গে কথা-বার্ত্তা হইয়া থাকে।

সহজী।

সহজী সম্প্রদায়ের মত অতি নিগূঢ় ও অতীব উদার। শ্রীকৃষ্ণ জগৎপতি, সুতরাং তিনিই কেবল সকলের এক-মাত্র পতি। যিনি গুরু তিনিই শ্রীকৃষ্ণ এবং শিষ্যারা শ্রীমতী রাধিকা স্বরূপ। গুরু দুই প্রকার; দীক্ষা-গুরু ও শিক্ষা-গুরু। তন্মধ্যে শিক্ষা-গুরুই প্রধান।

নামাশ্রয়, মন্ত্রাশ্রয়, ভাবাশ্রয়, প্রেমাশ্রয় ও রসাশ্রয় এই পঞ্চবিধ আশ্রয় ভজন-প্রণালীর অন্তর্গত। সহজী-

দিগের মতানুসারে শেষ দুইটি আশ্রয় অর্থাৎ প্রেমাশ্রয় ও রসাশ্রয়ই সর্ব্ব-প্রধান। ঐ রস নায়ক-নায়িকার সম্ভোগ-স্বরূপ। উহা দুই প্রকার, স্বকীয় ও পরকীয়। সহজ-সাধনে পরকীয় রসই শ্রেষ্ঠ। গুরু শিষ্যা উভয়ে ঐ দুই আশ্রয়ে আশ্রিত হইয়া ও আপনাদিগকে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকা জ্ঞান করিয়া, রাধা-কৃষ্ণের অনুরূপ রসলীলা করিতে প্রবৃত্ত থাকেন। ইহাকেই সহজ সাধন কহে। এক গুরুর অনেক শিষ্যা ও এক শিষ্যার অনেক শিক্ষা-গুরু হওয়া সম্ভব। অতএব সহজী-সম্প্রদায়ী প্রত্যেক পুরুষই অনেক প্রকৃতিকে শ্রীরাধা ও প্রত্যেক প্রকৃতিই অনেক পুরুষকে শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞান করিয়া বৃন্দাবন-লীলার অনুকরণ পূর্ব্বক সহজেই পরিত্রাণ পাইতে পারেন। এক এক গুরু অনেকানেক নিত্য-সিদ্ধ সখী স্বরূপ কামিনীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া অশেষবিধ সুখ-সম্ভোগে প্রীত হইতে থাকেন।

"গুরু কর্‌বো শত শত মন্ত্র কর্‌বো সার।
যার সঙ্গে মন মিল্‌বে দায় দিব তার॥" *

---

* এই শ্লোকটির পাঠান্তরও শুনিতে পাওয়া যায়। যথা,—

"গুরু কর্‌বো শত শত মন্ত্র কর্‌বো সার।
মনের আঁধার যে ঘুচাবে দায় দিব তার॥"

বাউলদিগকেও ঐ শ্লোকটিকে নিজ সম্প্রদায়ের বচন বলিয়া অঙ্গীকার করিতে শুনা গিয়াছে।

গৌরবাদী।

ইহারা গৌরাঙ্গকে শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষায় প্রধান বলিয়া অঙ্গীকার করে এবং ঐ মতের প্রামাণ্যার্থ এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করে যে, রাধা কৃষ্ণ উভয়ে একত্র মিলিত হইয়া গৌরাঙ্গ রূপে অবতীর্ণ হন, সুতরাং পৃথগ্ভূত রাধা বা কৃষ্ণ অপেক্ষায় তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিতে হয় এবং এক গৌরাঙ্গের আরাধনায় রাধা কৃষ্ণ উভয়েরই আরাধনা সিদ্ধ হয়।

ইহারা আপনাদের দেবালয়ে কেবল গৌরাঙ্গেরই বিগ্রহ স্থাপিত করে; অন্যান্য বৈষ্ণবদের ন্যায় তাহার সহিত নিত্যানন্দ অথবা অন্য বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করে না। ডোর, কৌপীন ও বহির্ব্বাস ব্যবহার করে, তিলক মালা ধারণ করে ও সতত গৌর-নাম উচ্চারণ করিয়া থাকে।

দর্‌বেশ।

সনাতন গোস্বামী এই সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করেন বলিয়া প্রবাদ আছে। এরূপ জনশ্রুতি আছে যে, তিনি দর্‌বেশ অর্থাৎ ফকিরের বেশ ধারণ করিয়া গৌড় বাদশাহের নিকট হইতে পলায়ন করেন এবং কাশী-ধামে গৌরাঙ্গের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার মতাবলম্বী হন। তিনি দর্‌বেশ-বেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া, কতক-

গুলি বৈষ্ণব তাঁহার দৃষ্টান্তানুসারে ঐ বেশ ধারণ পূর্ব্বক একটি পৃথক্ সম্প্রদায়-ভুক্ত হইয়াছে।

ইহারা নামে দর্‌বেশ অর্থাৎ উদাসীন হইলেও, প্রকৃতি-সহবাসে নিবৃত্ত নহে। প্রত্যেকে এক একটি প্রকৃতি রাখে এবং বাউল ও ন্যাড়াদের মতানুরূপ প্রণালী-বিশেষ অবলম্বন করিয়া সাধন করিয়া থাকে। ইহারাও বিগ্রহ-সেবা করে না। গাত্রে একটি আল্‌খেল্লা অর্থাৎ দীর্ঘাকার পিরাণ দেয় এবং ডোর ও কৌপীন ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহাদিগের অন্যান্য বেশ ও কেশ-বিন্যাস বাউল ও ন্যাড়াদিগেরই অনুরূপ। ইহাদের মতানুসারে লোকাচার অবলম্বন করা তাদৃশ আবশ্যক নহে, অথচ অনেককে গল-দেশে মালা ধারণ করিতে এবং ঐ মালার মধ্যে স্ফটিকাদি সন্নিবেশিত করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ কাষ্ঠের মালা একেবারেই পরিত্যাগ করে; বজ্রফল, স্ফটিক, প্রবাল প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া মালা প্রস্তুত করে এবং সেই মালা ধারণ পূর্ব্বক ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিয়া থাকে। ঐ মালার নাম তস্‌বিমালা। ন্যাড়া ও বাউলেরাও কেহ কেহ ঐ তস্‌বিমালা সঙ্গে রাখে এবং মধ্যে মধ্যে দুগ্ধ ও গঙ্গা-জলে অভিষিক্ত করিয়া থাকে।

দর্‌বেশেরা সর্ব্বদা 'দীনদরদী' নাম উচ্চারণ করে এবং একাদশীর উপবাসাদি কঠোর নিয়ম-পালনে বিরত থাকে।

দর্‌বেশ শব্দটি পারসীক, বাউল দর্‌বেশ প্রভৃতির ধর্ম্ম-সঙ্গীতের মধ্যে আল্লা, খোদা, মহম্মদ প্রভৃতি মুসল্‌মান দেবতা ও মহাজনদিগের নাম সন্নিবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব এই সকল সম্প্রদায়ের মত-প্রবর্ত্তন বিষয়ে মুসল্‌মান ধর্ম্মের কিঞ্চিৎ কার্য্যকারিত্ব আছে তাহার সন্দেহ নাই।

"কেয়া হিন্দু কেয়া মুসল্‌মান।
মিল্‌জুল্‌কে কর সাঁইজীকা কাম॥"

সাঁই।

সাঁই ও দর্‌বেশ প্রায় একরূপ। বিশেষ এই যে, সাঁইয়েরা কখন কখন নিতান্ত লোক-বিরুদ্ধ কর্ম্ম করিতেও প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। তাহারা মুসল্‌মান ম্লেচ্ছ প্রভৃতি সকলেরই অন্ন ভোজন করে এবং সুরাপান, গোমাংস-ভক্ষণ প্রভৃতি হিন্দু-মত-বিরুদ্ধ অশেষবিধ ব্যবহার অবলম্বন করিয়া চলে।

ইহাদের ধর্ম্ম হিন্দু ও মুসল্‌মান উভয় ধর্ম্ম-মিশ্রিত। ইহারা খাকশাফার * মালা জপ করে। ঐ মালা মক্কা হইতে আইসে। ঐ মালার মধ্যে একটি বড় মালা আছে, তাহাকে সোলেমেনি মালা বলে। এই জপের মালাতে একশত একটি মালা ও তন্মধ্যে দুইটি সাদা বেলোয়ারি ও দুইটি আকিক্‌বরের † মালা থাকে।

---

* মক্কার মাটী।

† একপ্রকার বহুমূল্য লাল রঙ্গের প্রস্তর।

ইহারা "মুর্‌শিদ্‌ সত্য" এই নাম ও অন্য একটি নাম জপ করিয়া থাকে। গল-দেশে জৈতুন কাষ্ঠের মালা ধারণ করে। বাম হস্তে তাঁবার ও লোহার বালা এবং দক্ষিণ হস্তে ২।৩ টা করিয়া হকিকের মালা ও থাক-শাফার দানা ধারণ করে। কেহ প্রকৃতি রাখে, কেহ রাখে না।

সাঁই ও দর্‌বেশেরা নিম্ন-লিখিত বচনটি নিত্য পাঠ করিয়া থাকেন। যথা ;—

বরহক্, লাএলাহা এল্‌লল্লা মহম্মদ রসুল আল্লা, দোয়া দরবেস রহমাল্লা জদম্ দরবেস রহেবালা ভালাকর ভালা হৈ, মখোদাজর নফা হৈ, সাত্ দে ও সাত্ লে, আল্লা নামকা মখোদা হৈ, হাজার হাজার মে কোই সখি মরদ হৈঁ ওনোঁকে সের পর খোদাকা বড়া মদদ্ হৈ, খোদাকে খোদাই মে চারা নেহি, মহম্মদকে বাদশাহি, যো রহে জাবেনা ঝুটা দগাবাজ সুদখোর কেনারা পাবেগা, খোদাকা খোদাই মে চারা নহি, খোদানে যো কলম ডালা সো মিটেগা নহি, কোই খোদাকা পেয়ারা হৈ, তো মখোদা কর এস্ রবকা সাত্ দে ওসাত্ লে আল্লা নামকা মখোদা হৈ হোয় নহোয় কর দেখ।

ইহাঁদিগের সম্প্রদায়-প্রচলিত আর কয়েকটি বচন ও গান নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে ;—

বে নাপাক পরবরদিগার ক্যা করোন্না ক্যা করে হক্কি

मार गरद विच डारे अइनेके घेर पर माया धरे मेरि कौन खवर दूयाले सांइ विना मेरा कौन खवर दूयाले।

सांइ हमार वनिया सहज करे वेपार। और विन् डण्डि और विन् तराजु तौलता है जगत् संसार। क्या हिन्दु क्या मुसल्मान। मिल्जुल् कर सांइजि का काम। हिन्दुका गुरु मुसल्मान का पीर। सो नाम राखा है नानक या फकिर।

महम्मदिया रसुल आल्ला नविजि आमरा तेरा। भरसा पाक देवीयानका सेकेन्दर समके पातसा ओनोंको घेर भि डरता। ओनो पर चल गिया रास्ता, महम्मदिया रसुल आल्ला।

लड़कपन मे खिल कर खिया, जोयानि निदभर सोया, वोड़ापा देखकर रोया, महम्मदिया रसुल आल्ला।

जेनोने भुम्ते हाति, हाजारा लोकथे साथि, ओनोंको खा गिया खाकि, महम्मदिया रसुल आल्ला।

जेनोके दांतथे हिरे, सड़ा मु चावते विडे, ओनोंको खा गिया किडे, महम्मदिया रसुल आल्ला।

जेनो घेर वालथे काले, आप्ने दुधसे पाले, ओनोंके खाक पर डाले, महम्मदिया रसुल आल्ला।

कोमरसे मोड़के चलते, आतरसव देह् पर मलते, उभाल मल खाक पर गलते महम्मदिया रसुल आल्ला।

जग् नाथे फुल फुलवारि, जग् नाथे वागोका मालि, भाड़ थे पाड़ा कलि महम्मदिया रसुल आल्ला।

जो चढ़ते पालकि घोड़ा, ओड़ते शाल आर जोड़ा
ओनोंको आखिर मौतने तोड़ा महम्मदिया रसुल आल्ला।

আপন দেল কেতাবসে ঢুড়ে লে।
মুরশিদ আমার কোন খানে বিরাজে রে॥
মুরশিদ আমার কোন শিয়রে জাগে রে॥
ঘর খানি বান্ধো বান্দা দুয়ার খানি ছান্দো।
আপনি মরিয়ে যাবা, মিছে পরের লেগে কান্দো রে॥
আসিবার কালে বান্দা দিলে মৌত লেখে।
এখন কেনে কান্দো বান্দা পরের মৌত দেখে রে॥
মায়ের চারি বাপের চারি, ওরে খোদার দিয়ে দোয়া দশ।
আঠারো মোকামের মধ্যে জলে হার সরে রে॥
তিলপ্রমাণ জায়গাখানি বান্দা আঠার সজ্জা পড়ে।
আমার খোদার দোস্ত মহম্মদ নবি,
কোন্ খানে নেমাজ করে রে॥
আসমান্ জোড়া ফকির রে ভাই, জমিন্ জোড়া কেঁথা।
এসব্ ফকির মলে পরে এর কবর হবে কোথা রে॥

আমি ছিলাম কোন্ খানে,
আমায় আন্‌লে সে কোন্ জনে,
আমি যাব কোথায় কেউ বলে না, হয়না রে মনে।
আমি এসে এই স্থনে, মন মুর্‌শিদ না নিলাম চিনে,
আমার মনের দোষে, কালের বশে,
পেয়ে বস্তু হারালেম কেনে।

চোকে আমার দিয়েছেন ঠুলি, আমি দেখ্‌তে পাব কি,
আমার সাধুর ভরা যাইছে মারা, রবি আর শশী,
দেলে আমার দিয়েছেন কালি,
ধড় ছেড়ে জান তুই ছেড়ে পালালি,
এই মুখেতে হরদম্ মওলার নাম লইতাম, কল্লিরে খালি।

কর্ত্তাভজা।

কিছু দিন পূর্ব্বে বাঙ্গলা দেশে চৈতন্য-সম্প্রদায়ের অনুরূপ অথবা উহার শাখা স্বরূপ আর একটি সম্প্রদায় সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহার নাম কর্ত্তাভজা। যদিও ঘোষপাড়া-নিবাসী সদ্গোপ-কুলোদ্ভব রামশরণ পাল এই ধর্ম্ম প্রচার করেন, কিন্তু এক উদাসীন ইহার প্রবর্ত্তক বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। তাঁহার চরিত্র বিষয়ে পরস্পর-বিরুদ্ধ নানা উপাখ্যান আছে; তাহার কোন আখ্যান সর্ব্বতোভাবে বিশ্বাস করা যায় না। তাঁহার নাম আউলে-চাঁদ। তাঁহার বিষয়ে যে অশেষবিধ জনশ্রুতি প্রচলিত আছে, তাহার কিয়দংশ সঙ্কলন করিয়া পশ্চাৎ প্রকটন করা যাইতেছে। উহার সমুদায় ভাগ সম্যক্ প্রামাণিক না হউক, তথাপি উহা পাঠ করিলে আউলেচাঁদের চরিত্র বিষয়ে এসম্প্রদায়ী লোকের যেরূপ বিশ্বাস আছে, অন্ততঃ তাহাও অবগত হওয়া যাইতে পারে।

উলা গ্রামে মহাদেব নামে এক বারুই ছিল। সে ব্যক্তি ১৬১৬ শকে ফাল্গুন মাসের প্রথম শুক্রবার স্বকীয় পর্ণ-ক্ষেত্রে একটি অজ্ঞাত-কুল-শীল অষ্টম-বর্ষীয় বালক প্রাপ্ত হয়। ঐ বালক বারুই-গৃহে ১২ বৎসর বাস করেন। তদনন্তর তথা হইতে প্রস্থান করিয়া এক গন্ধবণিকের বাটীতে ২ বৎসর কাল স্থিতি করেন। তৎপরে কোন ভূস্বামীর গৃহে গিয়া ১॥ বৎসর অবস্থান করেন। অনন্তর বাঙ্গলার পূর্ব্বখণ্ডে উপস্থিত হইয়া সে প্রদেশেও প্রায় ১॥ বৎসর ক্ষেপণ করেন এবং তৎপরে অন্যান্য নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া ২৭ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় বেজরা গ্রামে আগমন করেন। তথায় হটু ঘোষ প্রভৃতি কয়েক জন তাঁহার অনুগত ও সমভিব্যাহারী হইলেন এবং তৎপরে রামশরণ পাল তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিয়া তদীয় মত অবলম্বন করিলেন। আউলেচাঁদের পশ্চাল্লিখিত ২২ জন শিষ্য ছিল।

১	হটু ঘোষ।	৯	হরি ঘোষ।
২	বেচু ঘোষ।	১০	কানাই ঘোষ।
৩	রামশরণ পাল।	১১	শঙ্কর।
৪	নয়ন।	১২	নিতাই ঘোষ।
৫	লক্ষ্মীকান্ত।	১৩	আনন্দরাম।
৬	নিত্যানন্দ দাস।	১৪	মনোহর দাস।
৭	খেলারাম উদাসীন।	১৫	বিষ্ণুদাস।
৮	কৃষ্ণদাস।	১৬	কিনু।

১৭	গোবিন্দ।	২০	পাঁচু রুইদাস।
১৮	শ্যাম কাঁসারি।	২১	নিধিরাম ঘোষ।
১৯	ভীমরায় রজপূত।	২২	শিশুরাম *।

যদিও এক্ষণে অনেকানেক ভদ্র লোকে এই সম্প্রদায়ে নিবিষ্ট হইয়াছেন, কিন্তু প্রথমকার শিষ্যদিগের নাম দৃষ্টে স্পষ্ট বোধ হইতেছে, আদৌ ইতর লোকেরাই এই ধর্ম্ম প্রচার করে।

আউলেচাঁদ এই প্রকার এক অভিনব ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিয়া ১৬৯১ শকে বোয়ালে নামক গ্রামে পরলোক যাত্রা করেন † এবং রামশরণ পালাদি আট জন শিষ্য তথায় তাঁহার কন্থার সমাজ দিয়া চক্রদহের প্রায় তিন ক্রোশ

---

* এই বাইশ জন শিষ্যের বিষয়ে এক অপূর্ব্ব বচন প্রচলিত আছে; যথা
'আউলে চাঁদ দোয়া গরু, সঙ্গে বাইশ ফকির বাছুর তার।'
তদ্বিষয়ে একটি গানও আছে; যথা,
'এ ভাবের মানুষ কোথা হতে এলো।
এর নাইকো রোষ, সদাই তোষ, মুখে বলে সত্য বল।
এর সঙ্গে বাইশ জন, সবার একটি মন, জয় কর্ত্তা বলি, বাহু তুলি কল্যে প্রেমে ঢলাঢল।
এ যে হারা দেওয়ায়, মরা বাঁচায়, এর হুকুমে গঙ্গা শুকালো।'

† কিন্তু আর একটি এরূপ জনশ্রুতি আছে যে, ছেয়াত্তরে মন্বন্তরের সময়ে অর্থাৎ ১১৭৬ সালে রামশরণ পাল সুখসাগরের বাজারে তণ্ডুল-ক্রয়ার্থে গিয়াছিলেন। তথায় আউলেচাঁদ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন এবং তাঁহার বাটীতে আসিয়া উপদেশ প্রদান করেন।

পূর্ব্বে পরারি নামক গ্রামে তাঁহার দেহ আনয়ন পূর্ব্বক সমাধিস্থ করেন *।

তিনি কৌপীন ধারণপূর্ব্বক খেল্কা ও কন্থা গাত্রে দিয়া পর্য্যটন করিতেন ; লোকদিগকে বাঙ্গালা ভাষায় উপদেশ দিতেন ; হিন্দু, মোসল্মান, ম্লেচ্ছ সকলকেই সমান জ্ঞান করিতেন এবং জাত্যভিমান পরিহার পূর্ব্বক সকলেরই অন্ন ভোজন করিতেন। আউলেচাঁদের এই বৃত্তান্ত কতদূর প্রামাণিক তাহা নিশ্চয় করা দুষ্কর। তবে রামশরণ পাল কোন উদাসীনকে অবলম্বন করিয়া এই ধর্ম্ম-প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, অন্ততঃ এই মাত্র সম্ভাবিত বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে। যদিও পূর্ব্বোক্ত হটু ঘোষের দল ও অন্যান্য কোন শাখা অদ্যাপি বিদ্যমান আছে, কিন্তু রামশরণ পালের সম্প্রদায়ই সর্ব্বাপেক্ষায় প্রধান।

এসম্প্রদায়ী লোকে ঐ উদাসীনকে ঈশ্বরাবতার জ্ঞান করে এবং চৈতন্য-সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক গৌরাঙ্গের সহিত অভিন্ন বলিয়া স্বীকার করে। কৃষ্ণচন্দ্র, গৌরচন্দ্র, আউলেচন্দ্র, তিনেই এক, একেই তিন।

ইঁহারা কহেন, যে মহাপ্রভু পুরুষোত্তমে গিয়া

---

* এই আট শিষ্যের নাম যথা,

১ শ্যাম বৈরাগী। ৫ রামশরণ পাল।
২ হরি ঘোষ। ৬ ভীমরায় রজপুত।
৩ হটু ঘোষ। ৭ সহস্ররাম ঘোষ।
৪ কানাই ঘোষ। ৮ বেচু ঘোষ।

তিরোহিত হইয়াছিলেন, তিনিই পুনরায় রূপান্তর ধারণ পূর্ব্বক আউলে মহাপ্রভুরূপে আবির্ভূত হন। যেমন শ্রীকৃষ্ণের সহস্র নাম আছে, সেইরূপ ইঁহারও আউলেচাঁদ, আউলে ব্রহ্মচারী, আউলে মহাপ্রভু, কাঙ্গালী-মহাপ্রভু, ফকির ঠাকুর, সিদ্ধ পুরুষ, সাঁই গোসাঁই প্রভৃতি অনেক নাম শুনিতে পাওয়া যায়। লোকে বলে, মহাদেব বারুই ইহাঁর নাম পূর্ণচন্দ্র রাখিয়াছিল। মোসল্মানেরাও ইহাঁর উপদেশ গ্রহণ করে, অতএব বোধ হয়, তাহারাই, আউলে * নাম দিয়াছিল। কর্ত্তা-ভক্তদিগের এইরূপ বিশ্বাস আছে যে, ইনি অনেকানেক অত্যদ্ভুত অলৌকিক কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া যান; অন্ধকে চক্ষুঃ ও খঞ্জকে পদ প্রদান করেন, রোগীকে সুস্থ ও মৃতকে সজীব করেন, দরিদ্রকে ধনবান্ ও খলি-পিণ্ডকে স্বর্ণ-পিণ্ড করেন এবং আপনি কাষ্ঠ-পাদুকা গ্রহণ করিয়া গঙ্গার উপর দিয়া গমন করেন।

এ সম্প্রদায়ের বিজ্ঞ লোকেরা কহেন, একমাত্র বিশ্বকর্ত্তাকে ভজনা করাই আমাদের ধর্ম্ম। কিন্তু তাঁহারা "লোক-মধ্যে লোকাচার, সদ্গুরু-মধ্যে একাচার" এই বাক্য অবলম্বন করিয়া বহুবিধ দেব-প্রতিমারও অর্চ্চনা করিয়া থাকেন।

এসম্প্রদায়ী গুরুদিগের নাম মহাশয় এবং শিষ্যের

* পারসীক ভাষায় আউলিয়া শব্দের অর্থ বুজুর্গ্ অর্থাৎ যাহার দৈবশক্তি আছে।

নাম বরাতি *। তাঁহারা শিষ্যকে প্রথমে "গুরু সত্য" এই মন্ত্র প্রদান করেন †, পরে যখন তাহাদের প্রগাঢ়তর গুরু-ভক্তি উৎপন্ন হইয়া জ্ঞান পরিপক্ক হয়, তখন ষোল আনা মন্ত্র উপদেশ করেন ; যথা,—

"কর্ত্তা আউলে মহাপ্রভু, আমি তোমার সুখে চলি ফিরি, তিলার্দ্ধ তোমা ছাড়া নহি, আমি তোমার সঙ্গে আছি, দোহাই মহাপ্রভু ‡।"

---

* ইঁহারা বিস্তর নূতন কথা প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাহার এক একটি শব্দের কত ভাবই আছে। যে স্থলে "আমি চলিলাম" বা "আমি কহিলাম" বলিতে হয়, সে স্থলে "তুমি চলিলে" "তুমি কহিলে" বলিয়া থাকেন। আর স্বসম্প্রদায়ী লোককে "ভগবজ্জন" ও তদ্ভিন্ন অন্যান্য সমুদায় লোককে "ঐহিক লোক" বলেন।

† দীক্ষার সময়ে গুরু-শিষ্যের কথোপকথন :—

মহাশয়।—তুই এ ধর্ম্ম যজন করিতে পারিবি ?

বরাতি।—পারিব।

মহাশয়।—মিথ্যা কহিতে পারিবি না, চুরি করিতে পারিবি না, পরস্ত্রী-গমন করিতে পারিবি না এবং স্বস্ত্রী-সঙ্গও অধিক করিতে পারিবি না।

বরাতি।—আমি এ সমুদায়ের কিছুই করিব না।

মহাশয়।—বল, তুমি সত্য তোমার বাক্য সত্য।

বরাতি।—তুমি সত্য, তোমার বাক্য সত্য।

গুরু তখন মন্ত্র দান করিয়া কহেন, আমার অনুমতি ব্যতিরেকে আর কাহাকেও এ নাম বলিস্ নে।

‡ এই মন্ত্রের প্রকারান্তরও শ্রবণ করা গিয়াছে, যথা "কর্ত্তা আউলে মহাপ্রভু, তোমার সুখে চলি বলি, যা বলাও তাই বলি, যা খাওয়াও

ইহাঁরা কহিয়া থাকেন, আউলেচাঁদ পশ্চাল্লিখিত দশটি কর্ম্ম নিষেধ করিয়া গিয়াছেন, অতএব কোন কোন মহাশয় কোন কোন শিষ্যকে তাহা উপদেশ দিয়া থাকেন।

তিন কায়-কর্ম্ম—পরস্ত্রী-গমন, পরদ্রব্য-হরণ ও পর-হত্যা-করণ।

তিন মনঃ-কর্ম্ম—পরস্ত্রী-গমনের ইচ্ছা, পর-দ্রব্য-হরণের ইচ্ছা ও পর-হত্যা-করণের ইচ্ছা।

চারি বাক্য-কর্ম্ম—মিথ্যা-কথন, কটু-কথন, অনর্থক বচন ও প্রলাপ-ভাষণ।

বোধ হয়, সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকের অভিপ্রায় উত্তমই ছিল, কিন্তু তাঁহার গতানুগতিকেরা তৎপ্রদর্শিত পথ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছেন। বিশেষতঃ ব্যভিচার-দোষ তাঁহাদের সকল গুণগ্রাম গ্রাস করিয়াছে। সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক ইন্দ্রিয়-দোষের ভূয়োভূয়ঃ নিষেধ করিয়া গিয়াছেন * এবং তাঁহারাও স্বসম্প্রদায়ী লোকদিগকে ভ্রাতৃ-ভগিনী সম্বোধন করিয়া থাকেন; কিন্তু এইরূপ আত্মীয়-বোধে পরস্পর একত্র সহবাসই তাঁহাদের সর্ব্ব-নাশের হেতু হইয়া উঠিয়াছে। ভোজন বিষয়ে ইহাদের জাতিভেদ ও উচ্ছিষ্ট-বিচার নাই। কিন্তু শ্রুত হওয়া গিয়াছে, কাঁচড়াপাড়া প্রভৃতি কতিপয় গ্রামে কতকগুলি গুপ্ত কর্ত্তাভজা,

---

তাই খাই, তোমা ছাড়া তিলার্দ্ধ নই। গুরু সত্য বিপদ্ মিথ্যা, গুরু সত্য বিপদ্ মিথ্যা, গুরু সত্য বিপদ্ মিথ্যা।"

* "মেয়ে হিজ্ড়ে, পুরুষ খোজা, তবে হয় কর্ত্তাভজা।"

আছেন, তাঁহারা পরের উচ্ছিষ্ট-ভোজনে সম্মত নহেন, অতএব দীক্ষা-কালে শিষ্যদিগকে মাংস-ভোজন, মদ্য-পান, মিথ্যা-কথন ও পরস্ত্রী-গমনের সহিত উচ্ছিষ্ট-ভোজনও নিষেধ করেন *।

চৈতন্য-সম্প্রদায়ীদিগের ন্যায় ইহাঁদিগেরও প্রেমানুষ্ঠান প্রধান সাধন। মন্ত্রজপ ও প্রেমানুষ্ঠান দ্বারা ক্রমে ক্রমে সিদ্ধি-লাভ হইয়া অশ্রু, পুলক, হাস্য, কম্প, দন্ত-প্রতিঘাত প্রভৃতি নানা চিহ্ন প্রকাশ পাইতে থাকে। শিষ্যদিগের যত চিত্ত-শুদ্ধি ও প্রেম-বৃদ্ধি হয়, ঐ সমুদায় লক্ষণের ততই আধিক্য হইয়া আইসে। ইহাঁরা মধ্যে মধ্যে বৈঠক করিয়া ঐ সমস্ত লক্ষণ প্রদর্শন পূর্ব্বক আপন আপন ধর্ম্মোন্নতির পরিচয় প্রদান করেন এবং কখন কখন আমোদ ও উৎসাহ-বেগ বশতঃ সমস্ত রজনীই ঐ প্রকারে অতিবাহিত করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি এ রসের রসিক নহে, সে যদি দৈবাৎ ঘোরতর নিশীথ সময়ে তাঁহাদের ভয়ঙ্কর হুঙ্কার, বিকট হাস্য-রব, অতিদীর্ঘ শ্বাস-প্রশ্বাস এবং দন্ত-ঘর্ষণোৎপন্ন ভয়ানক শব্দ শ্রবণ করে, তবে অবশ্যই চমকিত হইয়া উঠে তাহার সন্দেহ নাই।

---

* ইঁহাদের মন্ত্রও স্বতন্ত্র ; যথা "ঠাকুর কর্ত্তা আউলে মহাপ্রভু, আমি তোমার তুমি আমার, দয়া কর ঠাকুর।"

শুনা গিয়াছে, ইহাঁদের মধ্যে কেহ কেহ কেবল সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা এক মাত্র পরমেশ্বরের উপাসনা করেন। তাঁহারা এই মন্ত্রের "আউলে মহাপ্রভু" এই দুটি শব্দ পরিত্যাগ করিয়া অপরাংশ গ্রহণ করেন।

চৈতন্য-সম্প্রদায়ী গোস্বামী ও ইঁহাদের মহাশয় উভয়েরই সমান প্রভুত্ব। যেমন কাঙ্গালি মহাপ্রভু জগৎপ্রভু স্বরূপ, সেইরূপ, যিনি তাঁহার দত্ত মন্ত্র উপদেশ দেন, তিনিও তাঁহারই স্বরূপ, এই যুক্তি অনুসারে ইঁহারা তন্ত্রোক্ত দেব, গুরু, শিষ্যের অভেদ-বিধির ন্যায় গুরুকে পরমেশ্বরের সহিত অভিন্ন বলিয়া অঙ্গীকার করেন এবং স্বকীয় শরীরকে মন্ত্রদাতা মহাশয়-দেবের শরীর বলিয়া প্রত্যয় করিয়া থাকেন।

আউলে চাঁদ মানুষ ছিলেন, অতএব মানুষই সত্য, সুতরাং মানুষ গুরুই পরম পদার্থ। মানুষ শব্দ উচ্চারণ, মনন, বা শ্রবণ করিলে, ইঁহাদের যে কত ভাবের উদয় হয়, তাহা অন্যের অনুধাবন করা সুকঠিন। ইঁহাদিগের এইরূপ বিশ্বাস আছে যে, সেই আউলে মানুষের জীবাত্মা রামশরণ পালে গিয়া বর্ত্তিয়াছিল, সুতরাং তিনি তৎস্বরূপ অর্থাৎ কর্ত্তা-স্বরূপ হইয়াছিলেন। পালদিগের বাটীতে এক গদি আছে, যিনি তাহার অধিকারী হন, তাঁহাকে ঠাকুর বলে। তিনিও কর্ত্তা-স্বরূপ; এসম্প্রদায়ী কায়স্থ ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণে ও সকল জাতীয় লোকেই তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পূর্ব্বক তাঁহার পদধূলি গ্রহণ ও প্রসাদ ভোজন করিয়া থাকে। প্রথমে রামশরণ পাল, তদনন্তর তাঁহার পত্নী, অবশেষে রামদুলাল পালের ভার্য্যা ঐ গদিতে উপবিষ্ট হন। এক্ষণে ঈশ্বরচন্দ্র পাল উহার অধিকারী। ঠাকুর বা ঠাকুরাণী স্বেচ্ছাক্রমে যাহাকে

উত্তরাধিকারী করিয়া যান, তিনিই ঐ গদির অধিকারী হইয়া থাকেন।

যে লক্ষ লক্ষ লোক এই ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে, তাহার অধিক ভাগই পালদিগের অধীন। অতএব আউলে-চাঁদের প্রসাদে পালদিগের প্রভুত্ব ও সম্পত্তির ক্রমা-গতই বৃদ্ধি হইয়া আসিতেছে। মহাশয়েরা ঐ প্রধান আচার্য্য-স্বরূপ পালদিগের অধীন ও অনুগত। স্থানে স্থানে গ্রাম-বিশেষে এক এক জন মহাশয় থাকেন; শিষ্য-সংগ্রহ, ধর্ম্মোপদেশ, দানগ্রহণাদি তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। তাঁহারা শিষ্যদিগের নিকটে কর সংগ্রহ করিয়া পাল-মন্দিরে কর্ত্তা বা কর্ত্রী সন্নিধানে উপ-স্থিত করেন। তদ্ভিন্ন, তাঁহাদের নিজেরও বিলক্ষণ লাভ্-ভাব আছে। শিষ্যেরা তাঁহাদিগকে সর্ব্বদাই নানাবিধ সুখদ সামগ্রী উপহার দেয়। অতএব তাঁহারা নিজ গৃহে বসিয়া অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব খাদ্য, পরিধেয় ও অন্য অন্য অশেষ-বিধ ভোজ্য ও ভোগ্য বস্তু প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, "আমরা দেব দর্শন এবং ইষ্টদেবতাকে নয়ন-গোচর করাইতে এবং মন্ত্র-বলে অত্যুৎকট রোগ সমুদায়ে-রও শান্তি করিতে পারি।" ইষ্ট-দেবের দর্শন ও সন্তানের রোগ-শান্তির আশ্বাস অপেক্ষায় স্ত্রীলোকদিগের ভক্তি-শ্রদ্ধা উৎপাদনের অমোঘ উপায় আর কি আছে?

কোন কোন স্থানের মহাশয় মোসল্মান; পরম ভক্ত হিন্দু শিষ্যেরাও গোপনে গোপনে গিয়া তাঁহার প্রসাদ

ভোজন করিয়া আইসেন। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া দেখিলে এক্ষণে এ দেশীয়দিগের জাতিভেদ আছে বলিয়া আর কোন রূপেই বিশ্বাস করা যায় না।

বাঙ্গালিদের দলাদলী ও দ্বেষাদ্বেষী সর্ব্বত্রই সমান; অতএব শিষ্যাধিকার বিষয়ে মধ্যে মধ্যে মহাশয়দিগের পরস্পর ঘোরতর বিসংবাদ উপস্থিত হয় এবং ঘোষ-পাড়ার কর্ত্তা বা কর্ত্রীর নিকট সে বিষয়ের অভিযোগ হইলে, তাঁহারা মীমাংসা করিয়া দেন।

এই সম্প্রদায় গোপনে গোপনে অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। যদিও অনেকানেক সুবিজ্ঞ ভদ্র লোকও ইহাতে নিবিষ্ট আছেন এরূপ শুনা গিয়াছে, কিন্তু অধি-কাংশই ইতর ও স্ত্রীলোক। কর্ত্তার অনুচরেরা গৃহস্বামী-দের অজ্ঞাতসারেও অবলীলাক্রমে অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়া শিষ্য-সংখ্যা বৃদ্ধি করেন। মধ্যে মধ্যে উৎসব উপলক্ষে ঘোষপাড়ায় মহা-সমারোহ হইয়া থাকে; বৈশাখ মাসে রথ এবং ফাল্গুন মাসে দোলের সময় দোল ও রাস হয়। এই শেষোক্ত উৎসবের সময় তথায় লোকারণ্য হইয়া থাকে। তিন দিবস চতুর্দ্দিক্ হইতে নানাস্থানীয় ও নানা-জাতীয় লোক ক্রমাগত আগমন করিতে থাকে এবং স্ত্রী-পুরুষে একত্র ভোজন ও পারমার্থিক সঙ্গীতাদি অশেষবিধ আমোদ-ব্যাপার সহকারে উৎসব সমাধান করিয়া প্রতি-গমন করে। এই কয়েক দিবস পাল-কর্ত্তাদের প্রচুর অর্থ-লাভ হয়। এই সময়, মহাশয়েরা স্ব স্ব শিষ্য সন্নিধানে

বার্ষিক কর * গ্রহণ করিয়া কর্ত্তা অথবা কর্ত্রী সমীপে উপস্থিত করেন এবং অনেক লোক পূর্ব্ব-কৃত মানসিকও প্রদান করিয়া থাকে। কর্ত্তা-ভক্তদিগের এইরূপ বিশ্বাস আছে যে, কর্ত্তা-প্রসাদে বিনা ঔষধে রোগ-শান্তি হয় এবং বিনা চেষ্টায় বিপদ্ নিবারণ হইয়া থাকে। পূর্ব্বে আউলেচাঁদ এ বিষয়ে অদ্ভুত শক্তি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, এক্ষণে গুরুদেব মহাশয়েরাও তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন এবং "গুরু সত্য আপদ মিথ্যা" বলিয়া সমুদায় বিপদ্ বিমোচন করিয়া দেন। এই নিমিত্ত, ঐ উৎসবের সময়ে শত শত বিপদ্-গ্রস্ত, রোগী, ও বন্ধ্যা স্ত্রীকে স্ব স্ব মনোরথ পরিপূরণার্থ পালদিগের আলয়ে দাড়িম্ব-বৃক্ষতলে হত্যা দিয়া দণ্ডবৎ পতিত থাকিতে দেখা যায়। তাঁহাদের বাটীর নিকট হিমসাগর নামে এক সরোবর আছে, কোন কোন ব্যক্তিকে পীড়া-শান্তির নিমিত্ত তাহাতে অবগাহন করিতে হয় এবং দুঃসাধ্য রোগ হইলে, সমুদায় পূর্ব্ব-কৃত পাপ স্বীকার করিতে হয়।

এ সম্প্রদায় চৈতন্য-প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়েরই শাখা-বিশেষ, কিন্তু অনেকাংশে মত-ভ্রষ্ট হইয়াছে। আউলে-

* এ সম্প্রদায়ের মতে, মানব-দেহ কর্ত্তার প্রদত্ত আবাস-গৃহ স্বরূপ; জীবাত্মা ঐ গৃহে বাস করেন। অন্যের স্থানে কর না দিয়া বাস করা উচিত নহে। অতএব কর্ত্তাভজারা যে বার্ষিক বৃত্তি প্রদান করে, তাহাকে খাজ্‌না অর্থাৎ কর কহে।

চাঁদের পরমাদ্ভুত অলৌকিক ক্রিয়া ও দশ অনুমতি, রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের পূর্ব্ব-কৃত পাপ-স্বীকার, কৃষ্ণ, গৌরাঙ্গ ও আউলেচাঁদ এই পরম দেব-ত্রয়ের একতা ইত্যাদি বিষয়ে খৃষ্টান্‌দিগেরও সহিত কর্ত্তা-ভক্তদিগের মতের সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হইতেছে।

ইহাদিগের সমধিক সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কিন্তু বিস্তর গান আছে; সে সমুদায় অশিক্ষিত ইতর লোকের কৃত এ প্রযুক্ত উৎকৃষ্ট ভাষায় রচিত হয় নাই বটে, কিন্তু তৎপাঠ দ্বারা এ সম্প্রদায়ের অনেকানেক নিগূঢ় ভাব অবগত হওয়া যাইতে পারে। অতএব তাহার কয়েকটা গীত উদ্ধৃত করা গেল।

গান।

১। অপরাধ মার্জ্জনা কর প্রভু, এমন মত-ভ্রম জন্মজন্মান্তরে তোমার সংসারে হয় না যেন কভু। বিকলে কর্ল্যে বড় কাবু, আমার ত্রুটি কত কোটিবার, লেখায় জোখায় লাগে ধোকা, সংখ্যা হয় না তার, দীন জন হইয়ে, অভয় পদ ধ্যায়ে, ত্রাণ পেয়েছে কত ভেয়ে বাবু।

আমার পাপচয় নিশ্চয় হয় না কখন। সুসারেপশারে বিস্তারে করে অগণন। উপাসনা পায় না পামরতম, দুখের অন্তে সুখের চিন্তা হোচ্চে মত-ভ্রম। ভ্রমে ভ্রম বাড়ালে, ছাড় ছাড় বলি ছাড়িতে চাইলে, ছাড়ে না কভু।

যত নিন্দকে নিন্দা করে আমাকে, দেখ্যে আমার রীত, আমি ব্যলীক, তুমি সভার মালিক, তা বলি ঠিক কর্ত্তার উচিত।

আমার অর্থ স্বার্থ সামর্থ্য জব্দ করেছে, আমাকে নিন্দকের বন্দুকের সেন্তে রেখেছে, আমি ভ্রান্ত দুরন্ত অন্তর, কলে বলে কল করিয়া বলি কুমন্তর, তুমি সবার সেব্য, সবার ভাব্য, ভাবের ভাবী হও তুমি রব্বা রবু।

আমি গরজে ক্ষীর ত্যজে এ রাজ্যে গরল করি পান। বিষ ত্যজি, প্রেমরসে মজি, বসি আছেন ভাগ্যবান্। আমি আত্ম-সুখী হয়েছি ডুবাইয়াছি ডিঙ্গে, এক বোলে ভাসিতেছি সকলে প্রেমের তরঙ্গে; ডুব্‌তে ডুব্‌তে খাবি খেতেছি, কর্ম্ম ফলে, অসম কালে, জব্দ হতেছি, ; তরি যে নীরে, কালের সংখ্যা কর্যে, আছি ধর্যে দণ্ড পলের তাম্বু॥

২। তুফান আস্‌তেছে কস্যে, জলে জল যাবে মিশে, মাজি হাল ধর কস্যে, আর যাঁহা নৌকা তাঁহা তুফান, নৌকা রাখ কি কারণ, ওরে মাজি দাঁড়িয়া শোন। মাজি সত্য বাদাম লও, ধীরে ধীরে বাও, কেন তুফান পানে চাও. হাল ধরেছে নিরঞ্জন॥

৩। ও কে ডাঙ্গায় তরি যায় বেয়ে; কোন রসিক নেয়ে; আছে দাঁড়ী মাঝী দশ জনা, ছয় জনা তার গুণ টানা, সে কে তা জেনেও জানিলে না। আনন্দেতে যাচ্ছে বেয়ে, যত অনুরাগী সারি গেয়ে, এ কোন রসিক নেয়ে; আছে ডিঙ্গা ভরা বস্তু ধন, বস্যে প্রেমের মহাজন, তার চৌকী পঞ্চ জন॥

৪। ক্ষ্যাপা এই বেলা তোর মনের মানুষ চিনে ভজন কর। যখন পলাবে সে রসের মানুষ, পড়িয়া রবে সুধুই ঘর॥

৫। সত্য বল সুপথে চল আমার মন। যদি পাবি সে শুদ্ধ সত্য বস্তু ধন, এই কথা শোন। জোর করি চালাবে কমি ঠেকিবে সংকটে, শমন ধরিবে জটে, আর ফেরে ফারে দিতে

হবে, করে্য ষোল আনাতে ভুক্তন। ফড়্যা যারা, মজ্‌বে তারা, বাটখারা যাদের কম, ধরে তসিল করিবে যম, আর গদিয়ান জহুরি যারা, বস্যে ব্যাপার কর্‌ছে প্রেমরতন। মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক যেতে পারিবে না, পথে আছে এক থানা, সোণার বেণে সোণা চিনে, নেবে নিক্তিতে করে্য ওজন॥

৬। দরবেশ করোয়া ধারী, প্রভু আমার অটলপ্রেমের অধিকারী। প্রভুর ব্রজের নামটি বংশীধারী, নবদ্বীপে গৌরহরি, এ যে কর্ত্তেছে ফকিরি, আউলে ডেঙ্গায় করে্য জারি। দরবেশ দরদি বটে, যখন যা চাও তাই ঘটে, তবে মিছে পূজা ঘটে পটে, দেখ সেরূপ নেহার করি॥

৭। ধন্য গুরু রে পাগল গোসাঁই, আহা মরি মরি গুণের লইয়া বালাই। নাহি কিছু গুণের শেষ, চন্দনে ছাড়ি আবেশ অঙ্গে মাখেন ছাই। কি কব ধ্যানের কথা, নেঙ্গুটি আর ছেঁড়া কাঁথা, গোলামে এলাম দাতা সবে বাদসাই। চঞ্চল লোচনে চায়, কে বুঝিবে অভিপ্রায়, কোথা থাকে কোথা যায়, কোথা আছে নাই॥

৮। স্বরূপের বাজারে থাকি। শোন্‌রে খেপা, বেড়াস্‌ একা, চিন্তে নার্‌লি ধর্‌বি কি। কালার সঙ্গে বোবায় কথা কয়, কালা গিয়া শরণ মাগে কে পাবে নির্ণয়, আর অন্ধ গিয়া রূপ নেহারে তার মর্ম্ম কথা বল্‌বো কি। মড়ার সঙ্গে মড়া ভেসে যায়, জেয়ান্তে ধরিতে গেলে হাবুডুবু খায়, সে মড়া নয়কো রসের গোড়া, তার রূপেতে দিয়া আঁখি॥

রামবল্লভী।

কিছু দিন হইল, পালদিগকে কর্ত্তা স্বরূপ স্বীকার না করিয়া, বংশবাটীর কয়েক ব্যক্তি রামবল্লভী নামে একটি শাখা সংস্থাপন করেন। কৃষ্ণকিঙ্কর গুণসাগর ও শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায় এবিষয়ের প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। এসম্প্রদায়ীরা রামবল্লভ নামে এক ব্যক্তিকে আপনাদের প্রবর্ত্তক ও শিব স্বরূপ বলিয়া স্বীকার করেন এবং প্রতিবৎসর শিবচতুর্দ্দশীর দিবসে পাঁচঘরা গ্রামে ঐ প্রবর্ত্তকের উদ্দেশে একটি উৎসব করিয়া থাকেন। ইহাঁরা সর্ব্ব শাস্ত্রকে সমান জ্ঞান ও সর্ব্ব-শাস্ত্রোক্ত দেবতাদিগকে অভিন্ন বোধ করেন। অতএব ঐ উৎসব-কালে ভগবদ্গীতা, কোরাণ, বাইবেল এই তিনই পঠিত হয়। সে স্থানে "পরম সত্য" নামে এক বেদী আছে; তথায় সর্ব্ব-জাতীয় লোকেই একত্রিত হইয়া সর্ব্ব-সঙ্কর রূপে ভোজন করেন। শ্রুত হওয়া গিয়াছে, ইঁহারা খেচরান্ন ও গোমাংসাদি সকল দ্রব্যেরই ভোগ দিয়া থাকেন। ইশুখৃষ্ট, মহম্মদ ও নানকের এক এক ভোগ হয় এবং এক এক জন তত্তৎ মহাজন স্বরূপ হইয়া তদীয় ভোগের সামগ্রী ভক্ষণ করিয়া থাকেন।

ইহাঁদের মতে, সকলকে সমান জ্ঞান করা, সকলের নিকট নম্রতা স্বীকার করা ও পরস্পর প্রগাঢ়তর প্রণয় রাখা বিধেয়; আর পর-দ্রব্য এবং পর-স্ত্রী হরণ করা দূরে থাকুক, স্পর্শ ও দর্শনও করা কর্ত্তব্য নয়। সর্ব্ব-

প্রকার কর্ত্তাভজাদিগেরই পরস্পর সাতিশয় সম্প্রীতি আছে বটে, কিন্তু তাঁহাদিগকে অপরাপর নিয়ম এবং বিশেষতঃ ব্যভিচার-বিবর্জ্জন-বিষয়ক প্রতিজ্ঞা কুত্রাপি পালন করিতে দেখা যায় না।

রামবল্লভীদিগের প্রার্থনা।

হে পরমেশ্বর! তোমার দাসের এই প্রার্থনা যে, তোমার আজ্ঞা-পালনে সকলে সক্ষম হয়, ইহাতে আপনকার যেমন ইচ্ছা তাহাই হউক।

ইহাঁদের মত-প্রতিপাদক গান।

কালী কৃষ্ণ গাড্ খোদা, কোন নামে নাহি বাধা, বাদীর বিবাদ দ্বিধা, তাতে নাহি টলো রে। মন কালী কৃষ্ণ গাড্ খোদা বলো রে।

সাহেবধনী।

এরূপ প্রবাদ আছে যে, কৃষ্ণনগর জেলার অন্তর্গত শালিগ্রাম, দোগাছিয়া প্রভৃতি কয়েক গ্রামের বনে এক জন উদাসীন বাস করিত। ঈশ্বরারাধনায় ও পরোপকারসাধনে তাহার বিশেষরূপ অনুরাগ ছিল। বাগাড়ে-নিবাসী রঘুনাথ দাস, দোগাছিয়া-নিবাসী দুঃখীরাম পাল এবং হিন্দু-মতাবলম্বী অপর কয়েক ব্যক্তি ও এক জন মোসল্মান তাহার শিষ্য হয়। ঐ উদাসীনের নাম সাহেবধনী বলিয়া এই সম্প্রদায়ের নামও সাহেবধনী হইয়াছে।

বোধ হয়, ইহারা কর্ত্তাভজা-সম্প্রদায়েরই শাখা-

বিশেষ। যেমন ঘোষপাড়ার কর্ত্তাভজা-সম্প্রদায়ের মূল-গুরু রামশরণ পাল, সেইরূপ ইহাদের মূল-গুরু দুঃখীরাম পাল। ঐ পালের পুত্র চরণপাল এই সম্প্রদায়ের মত বিশেষ-রূপে প্রচার করিয়া অতিশয় বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছে। ঐ পালেরা গোপজাতীয়।

ইহারা কোন বিগ্রহের উপাসনা করে না, বরং বিগ্রহ ও মন্ত্র-দাতা গুরুর প্রতি বিশেষ বিদ্বেষই প্রকাশ করে। ইহাদের উপাসনার স্থানের নাম আসন। ঐ আসন এক-খানি চৌকি মাত্র। ঐ চৌকিতে পুষ্প, চন্দন ও পুষ্পমালা দেওয়া থাকে। প্রতি বৃহস্পতি বারে এই সম্প্রদায়ী অনেক লোক ঐ আসন-স্থানে সমাগত হইয়া পরমার্থ সাধন করে। তথায় তাহারা আপনাদের প্রস্তুত করা পরমান্ন এবং যবনাদি নানাজাতি-প্রদত্ত মানসিক ভোগের সামগ্রী আসনের নিকট নিবেদন করিয়া দিয়া নিবেদিত দ্রব্য পরস্পরের মুখে অর্পণ করে। ইহাকেই পরমার্থ-সাধন কহে। অধিক রাত্রি হইলে, ঐ সকল দ্রব্য সকলে মিলিয়া ভক্ষণ করে এবং আপনাদের মতানুযায়ী সঙ্গীতাদি করিয়া উপাসনা সমাপন করে।

ঐ সময়ে অনেক রোগী ঐ স্থানে আগমন করে এবং রোগ-মুক্ত হইবার উদ্দেশে মানসিক করিয়া যায়। সম্প্রদায়-গুরুর প্রক্রিয়া-বিশেষ দ্বারা যাহারা রোগ হইতে মুক্ত হয়, তাহারা ঐ পূর্ব্ব-কৃত মানসিক আনিয়া উপস্থিত করে। ইহাতে সম্বৎসরে অনেক অর্থ সংগৃহীত হয় এবং সেই

অর্থ দ্বারা চৈত্র মাসে অগ্রদ্বীপে ইহাদের একটি মহোৎসব হইয়া থাকে।

ইহারা জাতি-ভেদ স্বীকার করে না; কি হিন্দু কি মোসল্‌মান সকল জাতিকেই স্বসম্প্রদায়ে নিবিষ্ট করে। হিন্দুদিগকে 'ক্লীং দীননাথ দীন-বন্ধু' এবং মোসল্‌মানদিগকে 'দীনদয়াল দীন-বন্ধু' এই মন্ত্র উপদেশ দিয়া থাকে।

কিছু দিন হইল, চরণপালের মৃত্যু হইয়াছে। এক্ষণে তাহার পুত্র তদীয় আসনের অধিকারী।

আউল।

ইহাদের আর একটি নাম সহজ কর্ত্তাভজা। প্রকৃতি-সাধন বিষয়ে অনেকানেক সম্প্রদায়ের অনেকরূপ ভাব বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু বোধ হয়, কোন সম্প্রদায় এ বিষয়ে ইহাদের ন্যায় উদার ভাব অবলম্বন করিতে পারে নাই। ইহাদের পরমার্থ-সাধন কেবল দুই একটি নিজ প্রকৃতি সহবাসে পর্য্যাপ্ত হয় না, কি প্রকাশ্য কি অপ্রকাশ্য, ইচ্ছানুরূপ বহুতর বারাঙ্গনা ও গৃহাঙ্গনা ইহাদিগের সাধন-সম্পাদনে নিয়োজিত হইয়া থাকে। ফলতঃ ইহারা কিরূপ সরল-মতাবলম্বী তাহা কি বলিব? শুনিয়াছি, আপনার প্রকৃতিকে অন্যদীয় সংসর্গে অনুরক্ত দেখিলেও কিছু-মাত্র ঈর্ষ্যা ও অসন্তোষ প্রকাশ করে না। প্রত্যুত ওরূপ অনুষ্ঠান আপন মতানুগত সহজ-সাধনের অঙ্গীভূত বলিয়াই অঙ্গীকার করে।

বাউল ও ন্যাড়ারা যেরূপ শ্মশ্রু ও ওষ্ঠ-লোমাদি সমুদায় কেশ রাখিয়া দেয়, ইহারা সেরূপ করে না ; ঐ উভয়ই ক্ষৌরী হইয়া থাকে। ৪০। ৪৫ বৎসর অতীত হইল, কলিকাতার শ্যামবাজারে রঘুনাথ নামে একটি আউল ও তাহার কতকগুলি শিষ্য ছিল। এক্ষণে এসম্প্রদায়ী লোক এপ্রদেশে আর সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না।

খুশি-বিশ্বাসী।

কৃষ্ণনগর জেলার অন্তর্গত দেবগ্রামের নিকটে ভাগা নামে একটি গ্রাম আছে। ঐ গ্রাম-নিবাসী খুশি বিশ্বাস নামে এক মুসল্‌মান এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক।

ইহারা খুশি বিশ্বাসকে চৈতন্য প্রভুর অবতার স্বরূপ জ্ঞান করে, কিন্তু বিচারের সময়ে পরমেশ্বরের সাকারত্ব স্বীকার করে না। খুশি বিশ্বাস আপন শিষ্যদিগকে কহেন, "তোরা আমাকে ডাকিস্, আমার কেউ থাকে, আমি তাকে ডাক্‌বো।"

ইহারা ভোজনাদির সময়ে স্বসম্প্রদায়ের মধ্যে বর্ণভেদ স্বীকার করে না। সকল জাতিতে মিলিত হইয়া একত্র আহার করে এবং সে সময়ে পরস্পর পরস্পরের মুখে অন্নাদি অর্পণ করিয়া থাকে। এইরূপ আচরণকে "বিশ্বাস" কহে।

ঘোষপাড়ার কর্ত্তাভজারা যেমন পীড়িত লোকদিগকে

ঔষধ দেয়, ইহারাও তেমনি রোগীর রোগ-নিবারণ, নিঃসন্তানের সন্তান-উৎপাদন ও অন্যান্য নানাবিধ বাঞ্ছা-পূরণ উদ্দেশে কাগজে বা বৃক্ষপত্রে আর্‌বি অক্ষরে "জটী সার" নাম লিখিয়া কবজ দিয়া থাকে এবং তাম্র, রৌপ্য বা স্বর্ণের কবজের মধ্যে ঐ কবজ রাখিয়া ধারণ করিতে কহে।

মহাপুরুষীয় ধর্ম্ম-সম্প্রদায়।

এই সম্প্রদায় শঙ্করদেব নামক মহাপুরুষ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হয় এই নিমিত্ত ইহার নাম মহাপুরুষীয় ধর্ম্ম। তিনি ১৩৭০ তের শত সত্তর শকে আসাম প্রদেশের অন্তর্গত আলিপুখুরি গ্রামে শিরোমণি ভুঁয়াকুসুমবর নামক কায়স্থের গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। শুনিতে পাওয়া যায়, তাঁহার পিতা ভারতবর্ষের পশ্চিম-উত্তর প্রদেশীয় লোক। এরূপ প্রবাদ আছে যে, তিনি বাল্যকালে সংস্কৃত শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া পশ্চাৎ তীর্থ-পর্য্যটনে প্রবৃত্ত হন; কাশী, উৎকল, বৃন্দাবন প্রভৃতি নানাদেশ পরিভ্রমণ পূর্ব্বক নবদ্বীপে চৈতন্যের নিকট বৈষ্ণব-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া হরিনাম গ্রহণ করেন এবং তদনন্তর গৃহে প্রত্যাগত হইয়া আসাম প্রদেশে এই ধর্ম্ম প্রচার করিয়া যান। এখন ঐ প্রদেশীয় ইতর ভদ্র অনেক লোকই এই ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া চলে।

শুনিতে পাই, শঙ্কর দেব সাকার দেবতার উপাসক ছিলেন না; প্রতিমা-পূজার, এমন কি প্রতিমা-দর্শনেরও, বিরোধী ছিলেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন, "অন্য দেবী দেব, না করিও সেব, না খাইবা প্রসাদ তার। গৃহে না পশিবা, মুক্তিকো না চাহিবা, ভক্তি হবে ব্যভিচার।" তিনি জাতি-নির্ব্বিশেষে সকলকেই শিষ্য করিতেন। একটি মোসল্মানকে শিষ্য করিয়া "জয় হরিনাম" মন্ত্র প্রদান করেন। আর বলাই নামে এক মিকিরকে ও গোবর্দ্ধন নামে এক নাগা-জাতীয়কে নিজ ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। কোচবেহারেরও অনেক লোক তাঁহার মতের অনুবর্ত্তী। শঙ্কর দেবের প্রধান শিষ্যের নাম মাধব দেব। তিনি এবং শঙ্কর দেবের পুরুষোত্তম দামোদর প্রভৃতি অন্য অন্য প্রিয় শিষ্যেরা ধর্ম্ম-প্রচার বিষয়ে অনুরক্ত ছিলেন। মহাপুরুষীয় শূদ্র মোহন্তেও ব্রাহ্মণকে মন্ত্রোপদেশ প্রদান করে।

শঙ্কর দেবের দুইটি প্রধান সত্র অর্থাৎ আখ্ড়া আছে। নওগাঁও জিলার অন্তর্গত বড়দওয়া গ্রামে একটি এবং গোহাটী জিলার অন্তঃপাতী বড়পেটা গ্রামে অপর একটি। উভয় সত্রে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নামঘর ভাওনাঘর * ইত্যাদি

---

* সাধারণ লোকে আমোদ-প্রমোদে অনুরক্ত। এই নিমিত্ত শঙ্কর দেব এরূপ কৌশলে একরূপ নাটক প্রস্তুত করেন যে, তাহা শ্রবণ করিলে আমোদও জন্মে ও সেই সঙ্গে ধর্ম্মের প্রতিও অনুরাগ-সঞ্চার হয়। তাহারই নাম ভাওনা।

আছে। নামঘরে প্রতিদিন প্রাতে, মধ্যাহ্নে, অপরাহ্নে এবং রাত্রিকালে ত্রিশ—চল্লিশ ও কখন কখন শত শত লোক একত্র নাম-কীর্ত্তনাদি করে। তথায় মধ্যে মধ্যে ইহাদের সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ-পাঠও হইয়া থাকে। অন্য অন্য বৈষ্ণব-দেবালয়ের ন্যায় নামঘরে বিগ্রহ-পূজা হয় না। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ প্রতিষ্ঠিত থাকে; সকলে তৎসন্নিধানে উপবিষ্ট হইয়া রাম, কৃষ্ণ, হরি-নাম প্রভৃতি গান ও কীর্ত্তন করে। ইহাদের মধ্যে যাহারা সংসার-ত্যাগী, তাহাদের নাম কেবলিয়া ভক্ত। এই সত্রে ন্যূনাধিক দেড় শত এইরূপ ভক্ত অবস্থিতি করে। বড়পেটা সত্রেও অনেকগুলি কেবলিয়া ভক্ত বাস করিয়া প্রতিদিন চারি বার ভক্তি সহকারে নাম-কীর্ত্তন করিয়া থাকে। এই সত্রে স্ত্রীলোকও আছে। কিন্তু তাহারা কীর্ত্তনাদির সময়ে পুরুষদের সহিত একত্র মিলিত না হইয়া বাহিরে অবস্থিতি করে। এই সত্রে শঙ্কর দেবের ও তাঁহার প্রিয়তম শিষ্য মাধব দেবের সমাধি আছে। অন্য অন্য অনেক গ্রামেও নামঘর আছে, কিন্তু তথায় তাদৃশ ধর্ম্মোৎসাহের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না। কখন কখন লোকে তথায় পূর্ব্ব-কৃত মানসিক বা বিশেষ কোন সঙ্কল্প নিবন্ধন নাম-কীর্ত্তনাদি করিয়া থাকে।

শঙ্কর সাকারবাদী ছিলেন না। অতএব তাঁহার সম্প্রদায়ীরাও সাকার-উপাসক নয় এরূপ যেন কেহ মনে না করেন। ইহারা শঙ্কর দেবকে দেবাবতার বলিয়া স্বীকার

করে। সত্রে এক এক খণ্ড প্রস্তরে শঙ্কর দেবের চরণ-চিহ্ন অঙ্কিত আছে, তাহার প্রতি সাতিশয় ভক্তি শ্রদ্ধা প্রকাশ করে এবং বিগ্রহ-পূজার ন্যায় তাঁহার বংশাবলী নামক চরিত-গ্রন্থের পূজা করিয়া থাকে। পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, ইহাদের মতে, দেব-প্রতিমাদির দর্শন-অর্চ্চনাদি নিষিদ্ধ। কিন্তু বিষ্ণু-বিগ্রহ বিষয়ে সেরূপ প্রতিষেধ দেখিতে পাওয়া যায় না। অনেক মহাপুরুষীয় গৃহস্থের বাটীতে দোল-দুর্গোৎসবাদিও হইয়া থাকে।

শঙ্কর দেব সাধুভাষা ও ব্রজভাষা-মিশ্রিত আসাম-দেশীয় ভাষায় কীর্ত্তন, লীলামালা, ভাগবতাদি পুস্তক রচনা, সঙ্কলন ও অনুবাদ করেন। পূর্ব্বোল্লিখিত বড়দ-ওয়া সত্রে একটি পুরাতন হরিতকী বৃক্ষ আছে, তথাকার লোকেরা বলে, তিনি প্রতিদিন সেই বৃক্ষ-মূলে বসিয়া গ্রন্থ রচনা করিতেন। তদীয় শিষ্য মাধব দেব নামঘোষা রত্নাবলী প্রভৃতি কতকগুলি পুস্তক লিখিয়া যান। অনেকে বলে, নামঘোষার প্রথমাংশ শঙ্কর দেবের সঙ্কলিত। তাঁহার মৃত্যু হইলে, মাধব দেব সেই গ্রন্থ সম্পূর্ণ করেন। নামঘোষার বচন সকল সঙ্গীতের ন্যায় অনেকে গান করে। ঐ পুস্তকের প্রথমাংশে অন্য অন্য গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত কতকগুলি সংস্কৃত বচন বিদ্যমান আছে। উহাতে হরিনামের অপার মহিমা পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে।

নহ্নিং দুর্দ্দিনং মন্যে মেঘাচ্ছন্নং ন দুর্দ্দিনম্।
যদ্দিনং হরিসংলাপকথাপীযূষবর্জ্জিনম্॥

নামঘোষা।

"যে দিন হরিনামামৃত-বর্জ্জিত, সেই দিনই দুর্দ্দিন; মেঘাচ্ছন্ন দিন দুর্দ্দিন নয়।"*

জগন্মোহনী-সম্প্রদায়।

রামকৃষ্ণ গোঁসাই নামে এক ব্যক্তি এই সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করেন। তিনি মোসল্মানদের রাজ্যাধিকার-সময়ে বিদ্যমান ছিলেন এইরূপ প্রবাদ আছে। এই সম্প্রদায়ীরা বলিয়া থাকে, তাঁহার বহু পূর্ব্বে জগন্মোহন গোঁসাই এই ধর্ম্মের সূত্রপাত করিয়া যান, এই নিমিত্ত এই সম্প্রদায়ের নাম জগন্মোহনী। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, তিনি উৎকলের একটি রামানন্দী বৈষ্ণবের নিকট উপদেশ গ্রহণ করিয়া ভেক ধারণ করেন। জগন্মোহনের শিষ্য গোবিন্দ গোসাঁই, গোবিন্দের শিষ্য শান্ত গোসাঁই এবং সেই শান্তের শিষ্য রামকৃষ্ণ গোসাঁই।

রামকৃষ্ণের সময়েই এই মত সমধিক প্রচলিত হয়। জগন্মোহনী-সম্প্রদায়ীরা বলেন, এক্ষণে ন্যূনাধিক ৫০০০০ পঞ্চাশ সহস্র লোক এই সম্প্রদায়ে সন্নিবিষ্ট আছে। ইহারা নির্গুণ-উপাসক; কোন সাকার দেবতার অর্চ্চনা করে না। কিন্তু গুরুকেই সাক্ষাৎ পরমেশ্বর বলিয়া অঙ্গীকার করে। তিনি মূর্ত্তিমান্ ঈশ্বর এবং তিনিই শিষ্যগণের ত্রাণকর্ত্তা। ইহারা দীক্ষা-কালে "গুরুসত্য" এই

---

* ১৭৯৭ শকের ১লা ও ১৬ই আষাঢ় এবং ১৮০১ শকের ১৬ই জ্যৈষ্ঠের ধর্ম্মতত্ত্বে এবিষয়ের বিবরণ প্রকাশিত হয়।

বাক্য উচ্চারণ পূর্ব্বক গুরুকেই প্রত্যক্ষ পরম দেবতা বলিয়া স্বীকার ও বিশ্বাস করে এবং তাঁহার নিকট হইতে ব্রহ্মনাম গ্রহণ পূর্ব্বক তদীয় উপাসনা অবলম্বন করিয়া থাকে।

ইহারাও অন্যান্য অনেক উপাসক-সম্প্রদায়ের ন্যায় দুই ভাগে বিভক্ত; গৃহী ও উদাসীন। গৃহস্থের ভাগ অধিক বোধ হয়।

বাঙ্গলা দেশের পূর্ব্ব-খণ্ডে নানা স্থানে ইহাদের অনেকগুলি আখ্‌ড়া বিদ্যমান আছে। শিষ্যদের কোন অভীষ্ট সিদ্ধ হইলে, তাহারা পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুত মানসিক-অনুযায়ী ভোগাদি প্রদান করে; ইহাতেই ঐ সকল আখ্‌ড়ার ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া যায়। ইহাদের কোন সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ নাই; ধর্ম্ম-সঙ্গীতই প্রধান অবলম্বন। সেই সঙ্গীতের নাম নির্ব্বাণ-সঙ্গীত। এ স্থলে আদর্শ স্বরূপ দুই একটি প্রদর্শিত হইতেছে।

নির্ব্বাণ-সঙ্গীত।

রাগিণী—সারঙ্গ।

সাধুরে ভাই, পুর্ণব্রহ্ম গুরু কেমন ভাবে পাই।
ছাড়িয়া সকল মায়া, প্রভুর পদে লও ছায়া,
অন্তকালে আর লক্ষ্য নাই।
অবিনাশে কয় মন, বুদ্ধি কর স্থিতি,
হেলায় তরিবা ভব, পাইবা মুক্তি।

হীন রামদাসে বলে, আমি হেলায় বড় হীন,
কৃপা করি রাখ পদে না বাসিও ভিন॥

রাগিণী—আহিরী।

ভজ হে পরম ব্রহ্ম থাকিবা আনন্দে।
কিসের কারণ ভাই লাগি রইলা ধন্দে।
আপনার প্রাণ পুনঃ নহে আপনার।
পিতা মাতা সুত কান্তা কি মতে তোমার।
পূর্ব্বে না ছিল কেহ না থাকিবে পাছে।
মিছা মায়া সংসারে ভ্রমেতে ভুলিয়া আছে।
শুকদেব নারদ প্রহ্লাদ সনাতন।
বিচার করয় তারা যত মুনিগণ।
সর্ব্ব বেদ সর্ব্ব শাস্ত্রে করেছে নির্ণয়।
গুরু বিনা তরাইতে কেহ না পারয়।
ধর্ম্ম পরে সহায় নাহিক কোন জন।
সেই সে খণ্ডাইতে পারে ভবের বন্ধন।
বৈরাগ্যের পর ধর্ম্ম নাহি কদাচিত।
বলে গোবিন্দদাস সেই ভাব বঞ্চিত॥ *

---

* বাঙ্গলা দেশের পূর্ব্ব-খণ্ডে বিথঙ্গল নামক স্থানে এই সম্প্রদায়ের প্রধান আখ্‌ড়া বিদ্যমান আছে। তথাকার মোহন্ত, শ্রীযুত বাবু বঙ্গচন্দ্র রায়ের অনুরোধ ক্রমে যেরূপ বিবরণ পাঠাইয়া দেন, তাহাই অবলম্বন করিয়া এবিষয়টি লিখিত হইল।

হরিবোলা।

হরিনাম এই সম্প্রদায়ের প্রধান অবলম্বন। হরিনাম গান ও কীর্ত্তন করাই ইহাদের প্রধান ধর্ম্মানুষ্ঠান, এই নিমিত্ত ইহাদিগকে হরিবোলা বলে। ইহাদের জপমালা নাই; মনে মনেই হরিনাম জপ করিতে হয়। গুরুই ইহাদের দেবতা-স্বরূপ। গুরুকেই অহরহ নেহার অর্থাৎ বিশেষরূপে স্মরণ করা শিষ্যের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ইহারা নিজ গুরুর অবয়বকে হরির অবয়ব জ্ঞান করিয়া ভজনা করে এবং যে সময়ে হউক, স্বসম্প্রদায়ী অনেকে একত্র উপবিষ্ট হইয়া হরিনাম সংকীর্ত্তন করিয়া থাকে।

হরিবোলাদের কোন সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ নাই; গানই শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। তাহা শুনিলেই ইহাদের মতের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এস্থলে দুই একটি সঙ্গীত লিখিত হইতেছে।

গান।

কর হরিনাম গান।
আমার যাবে ভব-ভয়, শুন ওরে মন,
জেনে শুনে না হইলে চেতন।
হরিনামের মরম জেনে, শিব জপেন আপন মনে,
পঞ্চমুখে করেন সাধন।
তার সাক্ষী দেখ, জগাই মাধাই গেল বৃন্দাবন।
পঞ্চ পাপের পাপী হইলে, মুক্তি পায় সে হরি বলে,
এমনি প্রভু অধম-তারণ।

তার সাক্ষী দেখ জগাই মাধাই গেল বৃন্দাবন।
ওরে আমার মন, বলি কথা শোন,
হরির নামে কর দিন গুজারণ।
অন্য চিন্তা ছাড়, গুরু চিন্তা কর,
ঐ পদে মন রাখ সর্ব্ব ক্ষণ ॥

স্থানে স্থানে ইহাদের আখ্‌ড়া-বাড়ি আছে। কৃষ্ণ হরির অংশ এই সংস্কারানুসারে, আখ্‌ড়ায় কৃষ্ণের অথবা রাধা-কৃষ্ণ যুগল-রূপের বিগ্রহ স্থাপিত হয়। ইহারা ঐ বিগ্রহকে দিবা-ভাগে অন্নভোগ ও সায়ংকালে শীতল দেয়; দিয়া, উপস্থিত হরিবোলা সকলকে সেই সকল প্রসাদ-সামগ্রী ভোজন করায় এবং সন্ধ্যার পরে তথায় বৈঠক করিয়া হরিনাম উচ্চারণ ও তাঁহার গুণ-গান ও মহিমা-কীর্ত্তন করিয়া থাকে। কোন কোন আখ্‌ড়ায় বিগ্রহ থাকে না।

রাঢ় ও বঙ্গ উভয় প্রদেশেই এই সম্প্রদায়ী অনেক লোক আছে। ইহাদের মধ্যে গৃহীই অধিক বোধ হয়, কিন্তু উদাসীনও দেখিতে পাওয়া যায়। উভয়েই গুরুত্ব-পদ-গ্রহণে অধিকারী। গুরুকে গোসাঁইও বলে। ইহারা অন্য অন্য বৈষ্ণবের ন্যায় ভেকও লয় না; ডোর-কপীনও ধারণ করে না। কিন্তু গৌড়-বৈষ্ণবদের মত কণ্ঠী ধারণ করিয়া থাকে।

ইদানী এদেশে যে হরিরলুট প্রচলিত হইয়াছে, ইহারাই তাহা প্রবর্ত্তিত করে। তুলসী-তলায় মোয়া, বাতাসা,

নবাত প্রভৃতি মিষ্টান্ন-সামগ্রী শ্রীহরিকে নিবেদন করিয়া ভূমি-তলে নিক্ষেপ করা হয়; উপস্থিত ব্যক্তিরা ও বিশেষতঃ বালকগণ তাহা সত্বর গ্রহণ করিয়া ভক্ষণ করে। ইহাকেই হরিরলুট বলে। বিবাহাদি শুভকর্ম্ম উপস্থিত বা রোগ-শান্তি বিপদুদ্ধার প্রভৃতি উদ্দেশে পূর্ব্ব-কৃত মানসিক সুসিদ্ধ হইলে, হরিরলুট দেওয়া হয়। ইহারা বাঙ্গলা-দেশীয় অনেকগুলি গৃহস্থের মধ্যে একটি গুরুতর বিষয়ের পরিবর্ত্তন করিয়া স্ত্রীজাতির হিত-সাধন ও ক্লেশ-লাঘব করিয়াছে। এদেশে প্রসব-কালে প্রসূতির যে সেক-তাপ দিবার ব্যবস্থা আছে, ইহারা স্বসম্প্রদায়ের মধ্যে তাহা রহিত করিয়া দিয়াছে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে, তাহাকে ও তদীয় গর্ভধারিণীকে স্নান করায় এবং তুলসী-তলের মৃত্তিকা লইয়া সন্তানের গাত্রে লেপন করে ও প্রসূতিকে ভক্ষণ করাইয়া অন্নব্যঞ্জন ভোজন করিতে দেয়। প্রসব হইলেই হরিরলুট দেওয়া আবশ্যক। একুশ দিন পর্য্যন্ত যাহার যেরূপ সাধ্য, সে সেইরূপ দিয়া থাকে। প্রসবান্তের উল্লিখিতরূপ ব্যবহার ও হরিরলুট অন্য অন্য সম্প্রদায়েও প্রচলিত হইয়াছে। বুদ্ধি-বিদ্যাতে যাহা সাধন করিতে না পারে, অনেক স্থলে দেব-ভক্তিতে তাহা অক্লেশেই করিয়া দেয়। *

---

* নারাণ-ফকির নামে একরূপ মোসলমান ফকিরেরা স্থানে স্থানে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক বন্ধ্যা স্ত্রীলোককে ঔষধ প্রদান করে। সেই ঔষধ সেবন করিয়া যদি সন্তান হয়, তাহা হইলে গৃহের অঙ্গনে একটি চৌবাচ্চা খনন

বিবাহ শ্রাদ্ধাদি সংস্কার বিষয়ে এই সম্প্রদায়-ভুক্ত যে জাতির যেরূপ প্রথা আছে, সেইরূপই হইয়া থাকে। অতিরিক্ত কেবল হরিরলুট দেওয়া হয়। ঐ সমস্ত উপস্থিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে, ইহারা হরিরলুটের জন্য অর্থ-সঞ্চয় করিয়া রাখে। মুমূর্ষু ব্যক্তি আপনার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার ব্যবস্থা যেরূপ বলিয়া যায়, তাহার দেহ-সৎকার সেইরূপ সম্পন্ন হইয়া থাকে। কাহার শব মৃত্তিকাতে খনন ও কাহারও বা জলে নিক্ষেপ বা অগ্নিতে দাহ করা হয়। বাঙ্গলা দেশের রাঢ় ও বঙ্গ উভয় প্রদেশেই এই সম্প্রদায়ের মত প্রচলিত আছে। সাতক্ষীরে, যশোর, খণ্ডঘোষ, জৌগাঁ প্রভৃতি নানা স্থানের অনেক লোক এই মতাবলম্বী। ইতিপূর্ব্বে বরাহনগরে গোলোকচাঁদ গোঁসাইয়ের আখ্ড়া ছিল, তাহাতে বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা ছিল না। এক্ষণে ঐ গ্রামে প্রেমচাঁদ গোসাঁইয়ের আখ্ড়া আছে।

করাইয়া, প্রসবান্তে তথায় প্রসূতি ও সন্তানকে স্নান করান হয়। হইলে, প্রসূতি নারাণ্ নামক পীরকে সিন্নি নিবেদন পূর্ব্বক সেই প্রসাদ ও পর্য্যু-ষিত অন্ন ভক্ষণ করে। আর তাপ-সেক কিছুই লইতে হয় না। এদেশীয় লোকের পক্ষে এটিও একটি সামান্য বিশ্বাসের কার্য্য নয়। শুনিতে পাই, বাঙ্গলা দেশের দক্ষিণ খণ্ডে নারাণ্ গড় নামক স্থানে নারাণ্ পীর নামক এক পীরের স্থান আছে, তথাকার ফকিরেরাই নারাণ্ ফকির বলিয়া প্রসিদ্ধ।

রাতভিকারী।

বাঙ্গলা-দেশীয় কতকগুলি বৈষ্ণব রাত্রি-কালে অর্থাৎ সায়ংকাল হইতে রাত্রি একপ্রহর পর্য্যন্ত ভিক্ষা করিয়া দিনপাত করে; তাহাদেরই নাম রাতভিকারী। শুক্ল-পক্ষীয় পঞ্চমী তিথি হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত ঐ ভিক্ষার প্রশস্ত সময়। তাহারা কাহারও দ্বারস্থ হয় না; পথে পথে গান করিতে করিতে গমন করে এবং গৃহস্থেরা তাহাদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক ভিক্ষা-দান করিয়া থাকে। কখন কখন দুই তিন জন মিলিত হইয়া ভিক্ষা-পর্য্যটন করে। সঙ্গে অন্য একটি লোক ধামা ধরিয়া যায়; চাল কড়ি প্রভৃতি যাহা কিছু ভিক্ষা পায়, সেই ব্যক্তি সমস্ত সংগ্রহ করিয়া সেই ধামায় রাখিয়া দেয়।

"রাতভিকারীর ধামাধরা থাকে এক এক জন।
হরিনাম বলে না মুখে, পিছে হোতে, চাল কড়ি কুড়াতে মন ॥"

কবি।

উল্লিখিত বৈষ্ণবেরা ভেক লইবার সময়েই এই বৃত্তি গ্রহণ করে। যে দিবস এই বৃত্তি অবলম্বন করে, সে দিবস সন্ধ্যার পর তিন গৃহ হইতে ভিক্ষা লাভ করা আবশ্যক। বাঙ্গলা দেশের নানাস্থানে ইহাদের অবস্থিতি আছে। উত্তরপাড়া, শ্রীরামপুর, বৈদ্যবাটী প্রভৃতির কতকগুলি রামাৎও এই মতাবলম্বী। তাহারা গৃহস্থ এবং এটি তাহাদের কৌলিক বৃত্তি। তাহারা বলে, দিবা-ভিক্ষা নিষিদ্ধ।

বলরামী।

বলরাম হাড়ি এই সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করে, এই নিমিত্ত ইহার নাম বলরামী। নদীয়া জেলার অন্তর্গত মেহেরপুর গ্রামের মালো-পাড়ায় তাহার জন্ম হয়। তাহার পিতার নাম গোবিন্দ হাড়ি ও মাতার নাম গৌরমণি। ১২৫৭ সালের ৩০এ অগ্রহায়ণে অনুমান ৬৫ পঁইষট্টি বৎসর বয়ঃক্রমে তাহার মৃত্যু হয়।

বলরাম ঐ গ্রামের মল্লিক বাবুদিগের বাটীতে চৌকিদারি কর্ম্ম করিত। তাঁহাদের ভবনে আনন্দবিহারী নামে এক বিগ্রহ আছে, ঐ বিগ্রহের স্বর্ণালঙ্কার চুরি যাওয়াতে, বাবুরা বলরামকে কিছু শাসন করেন। তাহাতে সে বাটী পরিত্যাগ করিয়া, গেরুয়া বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক, উদাসীন হইয়া যায় এবং এই স্বনাম-প্রসিদ্ধ উপাসক-সম্প্রদায় সংস্থাপন করে।

বলরামের শিষ্যেরা তাহাকে শ্রীরামচন্দ্র বলিয়া বিশ্বাস করে। কিন্তু বলরাম স্বয়ং যে এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিল এমন বোধ হয় না। শুনিতে পাওয়া যায়, সে স্বয়ং সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা বলিয়া আভাসে আপনাকে পরিচয় দিত। তাহার শিষ্যেরা কহে, "বলরাম 'বাচক' ছিলেন এবং সত্য ব্যবহার করিতে বলিতেন, এই নিমিত্ত আমরা তাঁহাকে পরমেশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করি। বাচক শব্দের কিছু গূঢ় অর্থ আছে। বলরাম বাক্য-চতুর ছিলেন এবং সংসারের যাবতীয় ব্যাপারের

নিগূঢ় ভাব ব্যাখ্যা করিতে পারিতেন; এই নিমিত্ত তিনি বাচক বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন। এক দিবস তাঁহার কোন কোন শিষ্য জিজ্ঞাসা করিল, পৃথিবী কোথা হইতে হইল? তিনি উত্তর করিলেন, 'ক্ষয়' হইতে হইয়াছে। শিষ্যেরা জিজ্ঞাসিল, 'ক্ষয়' হইতে কিরূপে হইয়াছে? তিনি পুনরায় বিশেষ করিয়া বলিলেন, আদিকালে কিছুই ছিল না, আমি আপন শরীরের 'ক্ষয়' করিয়া অর্থাৎ আপনার শরীর হইতে লইয়া এই পৃথিবী সৃষ্টি করি। এই নিমিত্ত ইহার নাম ক্ষিতি হইয়াছে। ক্ষয়, ক্ষিতি ও ক্ষেত্র সকলই এক পদার্থ। লোকে আমাকে নীচ-জাতি হাড়ি বলিয়া জানে; কিন্তু তোমরা যে হাড়ি সচরাচর দেখিতে পাও, আমি সে হাড়ি নই। আমি কৃতকার গড়নদার হাড়ি; অর্থাৎ যে ব্যক্তি ঘর প্রস্তুত করে, তাহার নাম যেমন ঘরামী, সেইরূপ আমি হাড়ের সৃষ্টি করিয়াছি বলিয়া আমার নাম হাড়ী।"

এক দিন বলরাম নদীতে স্নান করিতে গিয়া দেখিল, কয়েক জন ব্রাহ্মণ তথায় পিতৃ-লোকের তর্পণ করিতেছেন। সেও তাঁহাদের ন্যায় অঙ্গ-ভঙ্গী করিয়া নদী-কূলে জল সেচন করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া একটি ব্রাহ্মণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বলাই তুই ও কি করিতেছিস্? সে উত্তর করিল, আমি শাকের ক্ষেতে জল দিতেছি। ব্রাহ্মণ কহিলেন, এখানে শাকের ক্ষেত কোথায়? বলরাম উত্তর দিল, আপনারা যে পিতৃ-

লোকের তর্পণ করিতেছেন, তাঁহারা এখানে কোথায়? যদি নদীর জল নদীতে নিক্ষেপ করিলে, পিতৃ-লোকেরা প্রাপ্ত হন, তবে নদী-কূলে জল সেচন করিলে শাকের ক্ষেতে জল না পাইবে কেন?

দোলের সময়ে বলরাম স্বয়ং দোলমঞ্চে আরোহণ করিয়া বসিত এবং শিষ্যেরা আবির ও পুষ্পাদি দিয়া তাহার অর্চ্চনা করিত।

এ সম্প্রদায়ী লোকের মধ্যে জাতিভেদ প্রচলিত নাই। ইহাদের অধিকাংশই গৃহস্থ; কেহ কেহ উদাসীন। উদাসীনেরা বিবাহ করে না অথচ ইন্দ্রিয়-দোষেও লিপ্ত নহে। গৃহস্থেরা আপন আপন কুলাচার-মতে উদ্বাহ-সংস্কার সম্পন্ন করিয়া থাকে।

ইহাদের সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ নাই; বিগ্রহ-সেবাও দেখিতে পাওয়া যায় না; গুরু নাই বলিলেও হয়। ব্রহ্ম মালোনী নামে একটি স্ত্রীলোক আছে; বলরাম তাহাকে ভালবাসিত বলিয়া, সেই এক প্রকার এক্ষণে গুরুর কার্য্য করিয়া থাকে।

বলরামী সম্প্রদায় দুই শাখায় বিভক্ত। এক শাখার লোকেরা বলরামের মৃত্যু-স্থানের উপর এক খানি ক্ষুদ্র ঘর প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে; সন্ধ্যাকালে তথায় প্রদীপ দেয় ও প্রণাম করে। দ্বিতীয় শাখার লোকেরা, বলরামের এরূপ আজ্ঞা নাই বলিয়া, তাহার মৃত্যু-স্থানের কোন রূপ গৌরব করে না।

বলরামের বিরচিত কয়েকটি বচন এস্থলে উদ্ধৃত হইতেছে, পাঠ পরিলে কৌতুকও জন্মে, এ সম্প্রদায়ের মতও কিছু কিছু জানিতে পারা যায়।

১—রাঁধুনি নেই তো রাঁদ্‌লে কে, রান্না নেই তো খেলেন কি। যে রাঁদ্‌লে সেই খেলে, এই তো দুনিয়ার ভেল্কি॥

২—যেয়েও আছে থেকেও নাই। তেমনি তুমি আর আমি রে ভাই! আমরা মরে বাঁচি বেঁচে মরি। বলাইয়ের একি বিষম চাতুরী। বলাইয়ের একি বিষম চাতুরী॥

৩—তিনি তাই, তুমি যাই, যা তিনি, তাই তুমি, তিনি তুমি আমি ভাবি ভাবি অধোগামী॥

৪—যম বেটা ভাই দুমুখো থলি, তাই জন্যে ওর আঁৎ খালি। ও কেবল খাচ্চে, খাচ্চে, খাচ্চে, ওর পেটে কি কিছু থাক্‌চে,থাক্‌চে, থাক্‌চে॥

৫—চক্ষু মেলিলে সকল পাই, চক্ষু মুদিলে কিছুই নাই। দিনে সৃষ্টি রেতে লয়, নিরন্তর ইহাই হয়॥

সাধ্বিনী।

বিষমাচার, অর্থাৎ প্রচলিত-ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ আচরণ করাই ইহাদের পরমার্থ-সাধন। এই নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া ইহারা কি হিন্দু কি ম্লেচ্ছ সকল জাতির অন্ন গ্রহণ করে, মদ্য-মাংসাদি সকল বস্তুই ভোজন করে এবং সতত কটু ও প্রলাপ-বাক্য কহিয়া থাকে। গৃহবাসীও হয় না, দারপরিগ্রহও করে না; যথাতথা ভোজন ও যথাতথা শয়ন করিয়া থাকে। "ভোজনং যত্র তত্র স্যাৎ শয়নং হট্টমন্দিরে" ইহাদের কর্ত্তৃক এই শ্লোকার্দ্ধ যথাবৎ পরিপালিত

হয়। এই সমস্ত আচরণ ইহাদের অবশ্য-কর্ত্তব্য সাধন-ক্রিয়া। এই রূপ অনুষ্ঠান করিলে, ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া পরিত্রাণ করেন।

বাঙ্গলা দেশের প্রধান প্রধান বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের বৃত্তান্ত অতি সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। উহাদের শাখাস্বরূপ হজ্‌রতী, গোব্‌রাই, পাগলনাথী, তিলকদাসী, দর্পনারায়ণী ও অতিবড়ী প্রভৃতি ক্ষুদ্র বৃহৎ আরও কতকগুলি সম্প্রদায় প্রচলিত আছে। হজ্‌রৎ, গোব্‌রা, পাগলনাথ এই তিন জন মুসল্‌মান কর্ত্তৃক কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের অনুরূপ ভিন্ন ভিন্ন তিনটি সম্প্রদায় সংস্থাপিত হয়। তাহাদেরই নাম হজ্‌রতী, গোব্‌রাই ও পাগলনাথী। ঘোষপাড়ার এক ক্রোশ পূর্ব্বে বন্‌বনিয়া নামক এক খানি ক্ষুদ্র গ্রামে হজ্‌রতের আড্ডা ছিল। তাহার মত কিয়দংশে কর্ত্তাভজার, ও কিয়দংশে দর্‌বেশাদি কোন কোন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের, অনুরূপ। অতিথি সেবা করাই তাহার মতের প্রধান অনুষ্ঠান। সে আপনিও সর্ব্বদা অতিথি-সেবায় অনুরক্ত থাকিত। গোব্‌রা মুরদপুরে এবং পাগলনাথ নাগদা গ্রামে অবস্থিতি করিত। পাগলনাথ নামটি ঔপাধিক আখ্যা বোধ হইতেছে। তিলকদাসী সম্প্রদায় একটি সদ্গোপ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। সে অগ্রে কর্ত্তাভজা ছিল, পরে সে সম্প্রদায় পরিত্যাগ করিয়া মুরদপুরে নিজ নামে একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করে। সে আপনাকে বিষ্ণু শিবাদির

অবতার বলিয়া প্রচার করিত। দোল-যাত্রার সময়ে একটি ঝুড়ি কতকগুলি বেগুনে পরিপূর্ণ করিয়া লম্বিত করিয়া রাখিত এবং তাহাতে আবির দিয়া বারম্বার দোলায়িত করিত ও আপনিও অঙ্গে আবির মাখিয়া সেই স্থানে বসিয়া থাকিত। এরূপ অনুষ্ঠানের তাৎপর্য্য কি, সেই জানিত। তাহার মৃত্যুর পর অবধি ঐ সম্প্রদায় ক্রমশঃ লোপ পাইয়া আসিতেছে। দর্পনারায়ণী-সম্প্রদায় শান্তি-পুর-নিবাসী দর্পনায়ণ নামক একটি চর্ম্মকার কর্ত্তৃক প্রতি-ষ্ঠিত হয়। সে সচরাচর দপামুচি বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। বৈদান্তিক মতের অনুগত জীব ও ঈশ্বরের একরূপ অভেদ-জ্ঞানই তাহার মতের প্রধান তাৎপর্য্য বোধ হয়। ঐ দপা এক দিবস সাঁই-সম্প্রদায়ী কুর্ম্মণ্ ঘরামীর সহিত বিচারের সময়ে জীবেশ্বরের ভেদ-জ্ঞান-নিরাকরণ উদ্দেশে এই কথা কহিয়াছিল, "তুইতো তাকে পর-মেশ্বর বলিয়া থাকিস্; ভাল, যদি পর বলিয়াই তাকে সরিয়ে দিলি, তবে তুই তাকে ডাক্‌লি কই।" যাহা হউক, বড় প্রধান প্রধান লোকে বাঙ্গলা দেশের অনেকগুলি উপাসক-সম্প্রদায় সংস্থাপন করিয়াছে! অতিবড়ী সম্প্রদায় উৎকলে প্রচলিত আছে।

রাধাবল্লভী।

যেমন পুরুষ ও প্রকৃতির অর্থাৎ দেব ও দেবীর পৃথক্ পৃথক্ উপাসনা প্রচলিত আছে, সেইরূপ, যুগল-মূর্ত্তির

উপাসনাও হিন্দুধর্ম্মের আর একটি প্রকরণ। ইতঃ পূর্ব্বে রামানুজ ও রামানন্দের অনুগামী কোন কোন বৈষ্ণব-শ্রেণীর লক্ষ্মী-নারায়ণ ও রাম-সীতা প্রভৃতি যুগল-মূর্ত্তি-উপাসনার বিষয় উল্লেখ করা গিয়াছে; রাধা-কৃষ্ণ-উপাসক রাধাবল্লভীদিগের ধর্ম্মও আর এক প্রকার যুগল-মূর্ত্তির উপাসনা।

রাধার আরাধনা অত্যন্ত আধুনিক তাহার সন্দেহ নাই। মহাভারতে অর্থাৎ আদি পর্ব্বাদি অষ্টাদশ পর্ব্বের মধ্যে এক রাধার নাম আছে বটে, কিন্তু তিনি সারথি অধিরথের ভার্য্যা; বৃষভানু-কন্যা রাধিকার সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ নাই। কৃষ্ণ-প্রধান ভাগবত পুরাণেও বৃন্দাবন-বাসিনী গোপিনীগণের বর্ণনা মধ্যে রাধিকার নাম লিখিত নাই *। যে সকল সংস্কৃত-শাস্ত্র জন-সমাজে প্রামাণিক বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, তন্মধ্যে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ রাধার মাহাত্ম্য-বর্ণনায় পরিপূর্ণ; কিন্তু তদ্দ্বারা রাধিকা-পূজার প্রাচীনত্ব স্থাপিত না হইয়া ঐ পুরাণের আধুনিকত্বই নিরূপিত হইতেছে। উক্ত পুরাণানুসারে পরাৎপর পরম পুরুষ দ্বিধারূপ হইয়া দক্ষিণাঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ ও বামাঙ্গে শ্রীরাধিকা হইলেন। গোলোক-ধামে তাঁহাদের পরস্পর সহযোগ দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হয় এবং সেই স্থানেই শ্রীকৃষ্ণের লোমকূপ হইতে গোপগণের ও শ্রীরাধিকার

* যদিও গোস্বামীরা কষ্ট-কল্পনা করিয়া ভাগবতের বচন-বিশেষের শব্দ-বিশেষ হইতে রাধার নাম প্রতিপন্ন করেন, কিন্তু তাহা প্রকৃতার্থ নহে।

লোমকূপ হইতে গোপিকাগণের, সৃষ্টি হয়। সূক্ষ্মদর্শী বিচক্ষণ পণ্ডিতেরা কহিতে পারেন, রাধাকৃষ্ণের ভক্তগণ গোচারণ ও রাস-ক্রীড়াদি পার্থিব লীলাকেই যৎপরোনাস্তি সুখ-ব্যাপার মনে করিয়া সর্ব্বোপরিস্থ সর্ব্বোৎকৃষ্ট গোলকধামেও সেই সকল ঘটনার কল্পনা করিয়াছেন।

মানুষে যখন যাঁহার দেবত্ব অঙ্গীকার করে, তখন তাঁহার মহিমা বৃদ্ধি করিতে আর কিছুমাত্র অবশিষ্ট রাখে না। পূর্ব্বোক্ত পুরাণে রাধিকা আদ্যাশক্তি, সনাতনী, জগৎ-প্রসবিনী, সর্ব্বগুণময়ী ও ভক্তি-মুক্তি-প্রদায়িনী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন এবং অন্যান্য দেবতার ন্যায় ইঁহারও স্তব, কবচ, মন্ত্র প্রভৃতি পূজার পদ্ধতি সমুদায় প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ ও অন্যান্য দেবতার উপাসনা করিয়াও কেহ যদি রাধাকে অবহেলা করে, তবে তাহাকে চির দিন শোক দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া পরকালে, যাবৎ চন্দ্র সূর্য্য বিদ্যমান থাকিবে, তাবৎ নরক ভোগ করিতে হইবে। বরঞ্চ স্থানে স্থানে শ্রীকৃষ্ণের অপেক্ষাও রাধার প্রাধান্য উক্ত হইয়াছে। প্রথমে রাধার নামোল্লেখ না করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নামোচ্চারণ করিলে বিষম দুরদৃষ্ট ঘটে *।

---

* आदौ राधां समुच्चार्य्य पश्चात् कृष्णञ्च माधवम्।
प्रवदन्तीति वेदेषु वेदविद्भिः पुरातनैः॥
विपर्य्ययं ये वदन्ति निन्दन्ति च जगत्प्रसूम्।
कृष्णप्राणाधिकां प्रेममयीं शक्तिञ्च राधिकाम्।
ते पच्यन्ते कालसूत्रे यावदिन्दुदिवाकरौ।
भवन्ति स्त्रीपुत्रहीना रोगिणः सप्तजन्मसु॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, প্রকৃতিখণ্ড, ৫১ অধ্যায়।

বাঙ্গলা-দেশীয় রাধাকৃষ্ণ-উপাসকদিগের সহিত রাধা-বল্লভীদিগের কিছু বিশেষ আছে কি না নির্ব্বাচন করা সুকঠিন। বোধ হয়, ঐ উভয়ের পরস্পর বিভিন্নতা কেবল উহাদের স্বতন্ত্র গুরু-স্বীকার মাত্রেই পর্য্যাপ্ত হয়। রাধা-বল্লভী বৈষ্ণবেরা বংশ-পরম্পরাগত সুপ্রসিদ্ধ গোস্বামী-দিগকে গুরুরূপে অঙ্গীকার না করিয়া হরিবংশ নামক এক ব্যক্তিকে তাঁহাদের প্রবর্ত্তক বলিয়া স্বীকার করেন। তিনি বৃন্দাবনে অবস্থিত হইয়া তথায় এক মঠ স্থাপিত ও এক মন্দির প্রস্তুত করেন। ঐ মন্দিরের দ্বারোপরি লিখিত আছে, হরিবংশ ১৬৪১ সম্বতে এই মন্দির প্রস্তুত করিয়া তাহাতে শ্রীরাধাবল্লভজীর প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। শ্রীরাধিকার মাহাত্ম্য বিষয়ক "রাধাসুধানিধি" নামে যে এক খানি ক্ষুদ্র সংস্কৃত গ্রন্থ দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহাও হরিবংশের কৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। ব্রজ ভাষায় লিখিত "সেবাসখীবাণী" নামক এক খানি গ্রন্থে এ সম্প্রদায়ের উপাসনা, ক্রিয়াকলাপ ও উপাখ্যানাদির সবিস্তর বর্ণন সন্নিবেশিত আছে। তদ্ভিন্ন ব্রজভাষায় ও অন্যান্য ভাষায়ও ইঁহাদিগের মত-প্রতিপাদক অনেকানেক গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

---

* এই বচনে এবং অন্যান্য বচনে রাধার আরাধনা বেদ-সম্মত বলিয়া উক্ত হইয়াছে, কিন্তু যাঁহারা বেদাধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা এই সকল কথার অযাথার্থ্য এবং তৎসহকারে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ-রচনারও গূঢ় অভিসন্ধি অবগত হইতে পারেন

সখীভাবক।

এ সম্প্রদায় রাধাকৃষ্ণ-উপাসকদিগেরই শাখা-বিশেষ। বৈষ্ণবেরা কহেন, মহাপ্রভু স্বয়ং আপনাকে রাধারূপী জ্ঞান করিয়া কৃষ্ণ-প্রেমে উন্মাদ প্রকাশ করিতেন *। অতএব তিনিই এই উপাসনা-পদ্ধতি প্রচার করিয়া যান বলিতে হইবে।

এই সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবেরা শ্রীকৃষ্ণকে স্বামী-স্বরূপ ও আপনাদিগকে সখী-স্বরূপ মনে করিয়া † প্রেম-ভাবে তাঁহার ভজনা করেন এবং তদর্থে আপনাদিগকে সখী-ভাবাপন্ন বোধ করিয়া স্ত্রী-জাতির ন্যায় বেশভূষাদি সমাধান পূর্ব্বক, সর্ব্বতোভাবে স্ত্রী-জাতির লক্ষণ প্রকাশ করেন। এরূপ অনৈসর্গিক আচরণ তাঁহাদের অন্তঃকরণে পরমার্থ-সাধন বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে, কিন্তু

---

* ফলতঃ চৈতন্যচরিতামৃতে এই প্রকার বর্ণনা আছে বটে।

আমা হইতে রাধা পায় যে জাতীয় সুখ।
তাহা আস্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ॥
নানা যতন করি আমি নারি আস্বাদিতে।
সে সুখ-মাধুর্য্য-ঘ্রাণে লোভ বাড়ে চিতে॥
রস আস্বাদিতে আমি কৈনু অবতার।
প্রেমরস আস্বাদিব বিবিধ প্রকার॥

আদিখণ্ড, চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

† তাঁহারা এবিষয়ের প্রামাণ্য-প্রদর্শনার্থ "আত্মানং সখীরূপাং নবযৌবনাং নানালঙ্কারভূষিতাং" ইত্যাদি সংস্কৃত বাক্যও পাঠ করিয়া থাকেন।

পুরুষকে স্ত্রী-বেশ ধারণ, স্ত্রী-নাম অবলম্বন, ও সর্ব্বাংশে স্ত্রীবৎ ব্যবহার করিয়া স্ত্রী-লক্ষণ প্রদর্শন করিতে দেখিলে, অন্য লোকের পক্ষে হাস্য সম্বরণ করা সুকঠিন হইয়া উঠে।

শ্রীকৃষ্ণের বহু সখী আছে; তন্মধ্যে ইহাঁরা চতুর্দ্দশ সখীকে বিশিষ্ট করিয়া মানেন; অষ্ট প্রধানা সখী ও ছয় নম্র সখী *। তাহাদের এক এক সখীর উপর তাম্বুল-সেবা জল-সেবা প্রভৃতি এক এক প্রকার সেবার ভার সমর্পিত ছিল; তদনুসারে সখী-ভাব-গ্রাহী বৈষ্ণবেরা এক এক জন এক এক সখী স্বরূপ হইয়া উক্ত প্রকারে কৃষ্ণ-বিগ্রহের সেবা করিয়া থাকেন †।

এই সম্প্রদায়ী অনেকানেক লোক, বিশেষতঃ বৃন্দাবন-বাসী বহুতর ব্যক্তি, দার পরিগ্রহ করেন না; যাবজ্জীবন

---

* ললিতা বিসখা তথা, সুচিত্রা চম্পকলতা,
রঙ্গদেবী সুদেবী কথন।
তুঙ্গবিদ্যা ইন্দুরেখা, এই অষ্ট সখী লেখা
ইবে কহি নম্র সখীগণ। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা।
অনঙ্গমঞ্জরী আর, শ্রীরূপমঞ্জরী সার,
শ্রীরসমঞ্জরী——।
শ্রীরতিমঞ্জরী বলি, লবঙ্গমঞ্জরী কেলি,
শ্রীমঞ্জরী আর মঞ্জনালি। স্মরণদর্পণ।

† ইহার নাম প্রেম-সেবা; তাহার অনুষ্ঠান দ্বারা সাধকরূপ সখীগণ কৃষ্ণরূপ প্রিয় পতির প্রসাদ লাভ করেন।

স্ত্রী-বেশ ধারণ পূর্ব্বক ভজন সাধন করিয়া কাল-হরণ করেন।

এই মতাবলম্বী বৈষ্ণবেরা চৈতন্য প্রভুর অনুগত কোন কোন গোস্বামী ও প্রধান প্রধান বৈষ্ণবকে শ্রীকৃষ্ণের এক একটি সখী স্বরূপ বলিয়া স্বীকার করেন; এস্থলে তাহার কয়েক জনের নামোল্লেখ করা যাইতেছে।

গোস্বামী ও বৈষ্ণবের নাম	সখীর নাম
গদাধর গোস্বামী	শ্রীমতী রাধিকা
জাহ্নব গোস্বামী	,, অনঙ্গমঞ্জরী
রায় রামানন্দ	,, বিসখা
সেন শিবানন্দ	,, সুচিত্রা
বসু রামানন্দ	,, চম্পকলতা
গোবিন্দ ঘোষ	,, রঙ্গদেবী
বাসু ঘোষ	,, সুদেবী
মাধব ঘোষ	,, তুঙ্গবিদ্যা
গোবিন্দানন্দ ঠাকুর	,, ইন্দুরেখা

সখী-ভাবকেরা পূর্ব্বোক্ত সখী-বিশেষকে আদি-গুরু বলিয়া এবং আপনাকে ও আপন আপন গুরু-পরম্পরার অন্তর্গত সকল ব্যক্তিকেই এক এক সখী বলিয়া, অঙ্গীকার

এসব * অনুগা হঞা, প্রেমসেবা লব চেঞা,
ইঙ্গিতে বুঝিব সর্ব্বকাজ।
রূপগুণে ডগমগি, সদা হব অনুরাগী,
বসতি করিব সখী মাঝ॥ প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা।

* অর্থাৎ সখীসব।

করেন। গুরুও সখী, শিষ্যও সখী এবং শ্রীকৃষ্ণ ঐ গুরুশিষ্য উভয়েরই পরম সেব্য প্রিয় পতি।

জয়পুর, কাশী ও বাঙ্গলায় সখীভাবকদিগের অবস্থিতি আছে। প্রায় চল্লিশ বৎসর অতীত হইল, কলিকাতায় ইঁহাদের মত অত্যন্ত প্রবল হইবার উপক্রম হইয়াছিল। বৌবাজার ও জগন্নাথঘাট নিবাসী কোন কোন ব্রাহ্মণ, কলূ-টোলা ও গরাণহাটা নিবাসী কোন কোন কায়স্থ এবং অন্যান্য পল্লীস্থিত বৈদ্য, সুবর্ণ-বণিক্ ও অপরাপর জাতীয় ধনাঢ্য ও মধ্যবিধ লোকেরা ও দুই একটি উদাসীন বৈরাগী একত্র দলাক্রান্ত হইয়া অতিশয় উৎসাহ সহকারে উল্লিখিতরূপ প্রেম-সেবার অনুষ্ঠান করিতেন। ইঁহারা সকলেই এক এক সখীর নামে বিখ্যাত ছিলেন; সময়-বিশেষে এবং বিশেষতঃ দ্বাদশী তিথিতে আপনাদিগের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির বাটীতে সকলে সমাগত হইয়া স্ত্রী-বেশ ধারণ পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত রূপে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করি-তেন এবং স্বামীর সন্তোষার্থ রাধাকৃষ্ণের প্রেম-রস বিষয়ক সঙ্গীত-রসের আলাপন করিতেন। সমুদায় সখী কৃষ্ণ-পক্ষীয় ও রাধা-পক্ষীয় এই দুই দলে বিভক্ত হইয়া গান করিতেন এবং তদ্দ্বারা উত্তর প্রত্যুত্তর ক্রমে উভয়ের গুণানুবাদ ও প্রেমানুকীর্ত্তন করিয়া পুলকিত হইতেন।

উহার একটি গান।

শারী বলে শুন শুক তোমার কৃষ্ণ কালো।
আমার শ্রীরাধা রূপে নিধুবন করেছে আলো॥

শুক কহে আমার কৃষ্ণ মদনমোহন।
যাহার রূপেতে মোহিত এতিন ভুবন ॥

উৎকল-দেশীয় বৈষ্ণব।

উৎকলে আবার অন্যরূপ সংজ্ঞা-ধারী কতকগুলি বৈষ্ণব-সম্প্রদায় বিদ্যমান আছে; যেমন বিন্দুধারী, অতি-বড়ী, কবিরাজী, নিহঙ্গ, কালিন্দী ইত্যাদি। তথায় শ্রীকৃষ্ণের অথবা তদীয় রূপান্তর-বিশেষের উপাসনাই সমধিক প্রচলিত। তত্রস্থ বৈষ্ণব-দেবালয় সমূহে কৃষ্ণ, রাধা, গোপাল, শালগ্রাম এই সমুদায় দেব-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। তিলক-সেবা অথবা ব্যবহার বা বৃত্তি-বিশেষের প্রভেদ প্রযুক্ত, নানাপ্রকার বৈষ্ণব হইয়া উঠিয়াছে। কি অতিবড়ী, কি বিন্দুধারী, কি অন্য সম্প্রদায়ী, জগন্নাথ অনেকেরই ইষ্ট-দেবতা এবং নিম্ন-লিখিত মহামন্ত্র অনেকেরই ইষ্টমন্ত্র।

"হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরেরাম হরেরাম রাম রাম হরে হরে ॥"

বিন্দুধারী ও অতিবড়ী।

উৎকল দেশে বিন্দুধারী ও অতিবড়ী নামে দুই প্রকার বৈষ্ণব আছে। ঐ উভয়েই বিগ্রহ-সেবা, মচ্ছব-দান ও অপরাপর অনেক অংশে বাঙ্গলা-দেশীয় গৌড়-বৈষ্ণবদের ন্যায় ধর্ম্মানুষ্ঠান করে। তিলক-সেবা বিষয়ে পরস্পর কিছু বিভিন্নতা থাকাতেই, ঐ দুইটি নাম

উৎপন্ন হইয়াছে। বিন্দুধারীরা ললাট-দেশে ভ্রূযুগলের মধ্যস্থলের কিছু উপরিভাগে গোপীচন্দনের একটি ক্ষুদ্র বিন্দু ধারণ করে এই নিমিত্ত ইহাদের নাম বিন্দুধারী। অতিবড়ীরা নাসাগ্র হইতে কেশের নিকট পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধ-পুণ্ড্র করিয়া থাকে। ইহারা ডোর-কপীন ধারণ করে, মঠধারী ও স্থাপিত বিগ্রহের পূজারী হয় এবং গুরুত্ব-পদ গ্রহণ পূর্ব্বক কায়স্থাদি নানাবর্ণকে মন্ত্র-শিষ্য করিয়া থাকে। উৎকল-দেশীয় বৈষ্ণবগণের মধ্যে ইহারা প্রধান বলিয়া পরিগণিত।

উৎকল-নিবাসী জগন্নাথ দাস নামে একটি বিরক্ত বৈষ্ণব এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, তিলক-সেবা বিষয়ে চৈতন্য প্রভুর সহিত তাঁহার বাদানুবাদ হয়। তিনি প্রভুর মতে সম্মত হন নাই, এই নিমিত্ত উল্লিখিত প্রভু ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বলেন, তুমি অহঙ্কারপরবশ হইয়া আমার মতের অন্যথাচরণ করিতেছ; তুমি অতিবড় লোক; আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিলাম। তদবধি ঐ জগন্নাথ দাস ও তাঁহার মতাবলম্বী বৈষ্ণব-দল অতিবড়ী বলিয়া প্রসিদ্ধ হন। তিনি উৎকল-ভাষায় শ্রীভাগবত অনুবাদ করেন।

বিন্দুধারীদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, খণ্ডৈত, কর্ম্মকার প্রভৃতি অনেক জাতি বিনিবিষ্ট আছে। এই সম্প্রদায়ে শূদ্র-জাতীয়েরা ভেক লইয়া ডোর-কপীন ধারণ করে; তদনন্তর তীর্থ-ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইয়া নবদ্বীপ বৃন্দাবন প্রভৃতি

নানা তীর্থ পর্য্যটন করে; করিলে পর, প্রকৃতরূপ বৈষ্ণবত্ব-পদ প্রাপ্ত হইয়া দেবতা-পূজা ও মন্ত্রোপদেশ-প্রদানে অধিকারী হয়। ব্রাহ্মণ বিন্দুধারীদের ব্যবহার কিছু ভিন্ন। তাহাদের উক্তরূপ তীর্থভ্রমণাদি করা তাদৃশ আবশ্যক নয়। খণ্ডেত প্রভৃতি শূদ্র বিন্দুধারীরা ব্রাহ্মণ শূদ্র নানা জাতিকে শিষ্য করে।

এই উভয় সম্প্রদায়ীদের মধ্যে কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটিলে, ইহারা তাহার শব দাহ করে এবং সেই দাহ-স্থানে একটি মৃত্তিকার বেদি প্রস্তুত করিয়া তাহার উপর তুলসী-বৃক্ষ রোপণ করে। মৃত্যু-দিবসে শবের নিকট অন্ন রন্ধন করিয়া দেয় এবং বেদি প্রস্তুত হইলে তাহার নিকট একখানি পাখা ও একটি ছত্র প্রদান করিয়া থাকে। নয় দিবস অশৌচ পালন করিয়া দশম দিবসে তাহার আদ্য-শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করে এবং তদুপলক্ষে স্বসম্প্রদায়ী বৈষ্ণব-দিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া মচ্ছব * দিয়া থাকে। যদি কোন প্রাচীন প্রবীণ ব্যক্তির প্রাণ-বিয়োগ হয়, তাহা হইলে, উল্লিখিতরূপ দেহ-সংকার সম্পাদন করিয়া তাহার অস্থি আনয়ন পূর্ব্বক আপনাদের বাস্তু বা উদ্বাস্তু ভূমিতে সমাধি দেয় এবং প্রতিদিন দিবাভাগে পুষ্প চন্দন দ্বারা তাহার অর্চ্চনা করে ও সন্ধ্যাকালে তথায় সন্ধ্যা দিয়া থাকে।

---

* বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে ব্যবহৃত মচ্ছব শব্দটি সংস্কৃত মহোৎসব শব্দের রূপান্তর বোধ হয়।

উল্লিখিত উভয় সম্প্রদায়ীরা নিজ সম্প্রদায় ভিন্ন অন্য সম্প্রদায়ের পঙ্গতে অন্ন ভোজন করে না। এমন কি, এক-সম্প্রদায়ী ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় ব্যক্তিরা এক পঙ্গতে একত্র ভোজন করিলেও, প্রত্যেক জাতিতে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শ্রেণী করিয়া উপবিষ্ট হয়।

কবিরাজী।

উৎকলের মধ্যে স্থানে স্থানে কবিরাজী নামে এক-প্রকার বৈষ্ণব বাস করিয়া থাকে। রূপ কবিরাজ এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক বলিয়া প্রবাদ আছে। তিনি একটি কবি ছিলেন। গুরু তাঁহাকে শঙ্খ-ধারিণী স্ত্রীলোকের হস্তে ভোজন করিতে নিষেধ করেন, এই নিমিত্ত তিনি শঙ্খ-ধারিণী গুরু-পত্নীর প্রদত্ত অন্নব্যঞ্জন ভক্ষণ করেন নাই। গুরু এই কথা শ্রবণ মাত্র ক্রোধান্ধ হইয়া তাঁহার তিন কণ্ঠি মালার মধ্যে দুই কণ্ঠি ছিন্ন করিয়া দেন। কবিরাজ সেই এক কণ্ঠি লইয়া প্রস্থান করেন। তাঁহারই মতানু-বর্ত্তী বৈষ্ণবেরা কবিরাজী বলিয়া বিখ্যাত হয়। তাহারা অন্য অন্য বৈষ্ণব-দলে ব্যবহৃত ত্রিকণ্ঠি মালার পরিবর্ত্তে গল-দেশে এককণ্ঠী মালা ধারণ করিয়া রাখে। তাহারা সদাচার-পরায়ণ; অন্য কাহার পাক করা অন্ন ভোজন করে না। গৃহস্থ ও উদাসীন নানা-জাতীয় লোক তাহা-দের মধ্যে সন্নিবিষ্ট আছে। গৃহস্থেরা অপেক্ষাকৃত সমাজ-

নিন্দিত। অনেকে বলে এ প্রদেশে তাহাদেরই নাম স্পষ্টদায়ক।

সৎকুলী ও অনন্তকুলী।

উৎকলে সৎকুলী ও অনন্তকুলী নামে দুই প্রকার গৃহস্থ বৈষ্ণব আছে। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি নানা-জাতীয় বৈষ্ণব এই উভয়ের মধ্যে সন্নিবিষ্ট দেখা যায়। সৎকুলীরা কেবল স্বজাতীয় স্ত্রীলোকেরই পাণি-গ্রহণ করে; অন্য জাতিতে তাহাদের আদান প্রদান প্রচলিত নাই। মচ্ছব উপস্থিত হইলে, যদিও সকলে একত্র ভোজন করে, কিন্তু প্রত্যেক জাতীয়েরা ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী হইয়া উপবিষ্ট হয়। অনন্তকুলীদের ব্যবহার ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাহারা নানা জাতীয় বৈষ্ণব-গৃহে দার-পরিগ্রহ করে এবং সকল জাতিতে একত্র এক পঁক্তিতে উপবিষ্ট হইয়া ভোজন করিয়া থাকে।

যোগী, গিরি ও গুরুবাসী বৈষ্ণব।

গিরি পুরি প্রভৃতি দশনামী সন্ন্যাসীর অন্তর্গত কতক-গুলি লোক বৈষ্ণব-ধর্ম্ম অবলম্বন করে; যশোহর জেলার অন্তর্গত স্থান-বিশেষে তাহাদেরই কতক ব্যক্তি যোগী বৈষ্ণব বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। এইরূপ একটি প্রবাদ প্রচ-লিত আছে যে, চৈতন্য প্রভু কোন সময়ে কাশীধামের ঈশ্বরেন্দ্র পুরির নিকট উপস্থিত হইয়া বলেন, আমি স্বপ্নে

একটি মন্ত্র পাইয়াছি, শ্রবণ কর। পুরি সেই মন্ত্র শ্রবণ-মাত্র প্রেমাভিষিক্ত হইয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং তদীয় গুরু মাধবেন্দ্র পুরিও শিষ্য-সন্নিধানে উক্ত মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে দশনামী সন্ন্যাসী অনেকে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে সন্নিবিষ্ট হয়। ইহারা উদাসীন; দার-পরিগ্রহ করে না। অনেকে বলে, এই নিমিত্ত ইহারাই যোগী ও গিরি বৈষ্ণব বলিয়া খ্যাত হইয়াছে *। উৎকলেরও স্থানে স্থানে যোগী ও গিরি নামে দুই প্রকার বৈষ্ণব আছে। এই উভয়েই গৃহস্থ; স্ত্রীপুত্রাদি স্বজনবর্গ লইয়া বসতি করে। যোগী বৈষ্ণবেরা দুঃখী লোক; ভিক্ষা করিয়া দিন-পাত করে। তাহারা অলাবু-পাত্রে তণ্ডুলাদি ভিক্ষা-দ্রব্য গ্রহণ করিয়া থাকে। গিরি বৈষ্ণবেরা কৃষি-কার্য্য এবং শিষ্য-সেবক-দিগের নিকট দান গ্রহণ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। যোগীরা দুঃস্থ লোক, তথাচ অন্য অন্য বৈষ্ণবের ন্যায় তাহাদেরও স্বতন্ত্র মঠ ও মোহন্ত আছে। তাহারা সেই মোহন্তের নিকট মন্ত্রোপদেশ গ্রহণ করে।

উৎকল-দেশীয় অন্য একপ্রকার বৈষ্ণবের নাম গুরু-বাসী। তাহারা গৃহস্থ। তাহাদের স্বতন্ত্র মঠ ও মোহন্ত আছে; সেই মোহন্তের নিকট মন্ত্রোপদেশ গ্রহণ করে এবং কৈবর্ত্ত, কৃষিজীবী, মালাকার প্রভৃতি নানা জাতীয়

* বিবিধ-শাস্ত্র-বিশারদ শ্রীযুক্ত কাশীনাথ শাস্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই বিষয়টি যেরূপ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছেন, সেইরূপ লিখিত হইল।

লোককে মন্ত্র-শিষ্য করিয়া থাকে। সেই সমস্ত শিষ্য-সেবক ও কৃষি-কার্য্যাদি দ্বারা তাহাদের সংসার-নির্ব্বাহ হয়। তাহাদেরও পঙ্গত স্বতন্ত্র; অন্য বৈষ্ণবের সহিত পঁক্তি-ভোজন হয় না।

ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব, খণ্ডৈত বৈষ্ণব, করণ বৈষ্ণব, গোপ বৈষ্ণব প্রভৃতি নানাজাতীয় বৈষ্ণব।

বাঙ্গলা-দেশীয় বৈষ্ণবের সহিত উৎকল-দেশীয় বৈষ্ণব-দিগের এই একটি বিষয়ে প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায় যে, উৎকল-দেশীয় অনেকরূপ বৈষ্ণবের মধ্যেই জাতি-ভেদ প্রচলিত আছে। এমন কি, কোন কোন জাতীয় বৈষ্ণব সেই সেই জাতীয় বৈষ্ণব বলিয়াই প্রসিদ্ধ রহিয়াছে; যেমন ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব, খণ্ডৈত বৈষ্ণব, করণ বৈষ্ণব, সদ্‌গোপ বৈষ্ণব, কায়স্থ বৈষ্ণব, রজপুত বৈষ্ণব, বণিক্ বৈষ্ণব, গৌড় অর্থাৎ গোপ বৈষ্ণব ইত্যাদি। উৎকল দেশে খণ্ডৈত নামে একটি জাতি আছে, তাহারা ক্ষত্রিয় জাতির প্রতিলোমজ জাতি-বিশেষ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ঐ জাতীয় বৈষ্ণবের নাম খণ্ডৈত বৈষ্ণব। ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভব যে সমস্ত ব্যক্তি বৈষ্ণব-ধর্ম্ম অবলম্বন করে, তাহারাই ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব। তাহাদের মধ্যে কেহবা বৈষ্ণব-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া যজ্ঞোপবীত রক্ষা করে এবং কেহবা উহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভেক লইয়া থাকে। তাহারা ব্রাহ্মণ শূদ্র

নানাজাতিকে শিষ্য করে। এইরূপ, করণ, কায়স্থ, গোপ, বণিক্, রজপুত প্রভৃতি নানাজাতীয় যে সমুদায় ব্যক্তি বৈষ্ণব-ধর্ম্ম অবলম্বন করে, তাহারাই সেই সেই জাতীয় বৈষ্ণব বলিয়া প্রচলিত আছে। তাহারা বিবাহ ও পংক্তি-ভোজনে স্ব স্ব জাতি-মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলে। এক-জাতীয় বৈষ্ণব অন্য-জাতীয় বৈষ্ণবের গৃহে বিবাহও করে না, অন্নও খায় না ও পংক্তিভোজনেও একত্র উপবিষ্ট হয় না *। তাহারা সকলেই ভেক লইয়া ডোরকপীন ধারণ পূর্ব্বক বৈষ্ণব-ধর্ম্মে দীক্ষিত হয় ও সকলেই নানাজাতীয় লোককে শিষ্য করিয়া থাকে। পুরি ও কটক জেলায় এরূপ অনেক বৈষ্ণবের বসতি আছে। উল্লিখিত গৌড় বৈষ্ণবেরা কেবল গৌড় অর্থাৎ গোয়ালাদিগকে মন্ত্রোপ-দেশ প্রদান করে। যে সমস্ত উৎকল-দেশীয় গোপ-জাতীয় বেহারা কলিকাতা অঞ্চলে যান-বহনাদি কর্ম্ম করে, তাহারা ঐ গৌড় বৈষ্ণবের শিষ্য।

গৌড় বৈষ্ণব ও তদীয় শিষ্যদিগের মধ্যে কাহার মৃত্যু ঘটিলে, তাহারা মৃত ব্যক্তির শব দাহ না করিয়া মৃত্তিকার মধ্যে সমাধি দেয়। অচ্যুতানন্দ গোস্বামী এই সম্প্রদায়ী একটি তেজীয়ান্ লোক ছিলেন; কটক জেলার অন্তর্গত নেম্বাড় গ্রামে তাঁহার সমাধি আছে। সেটি ইহাদের একটি তীর্থ-স্থান-বিশেষ। গোপ বৈষ্ণবেরা ও তদীয় শিষ্য-গণ তথায় সাতিশয় ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে পূজা দেয়।

* পূর্ব্ব-লিখিত অনন্তকুলী বৈষ্ণবেরা এবিষয়ের ব্যভিচার-স্থল।

প্রতিবর্ষে এক দিবস তথায় যাত অর্থাৎ মেলা হইয়া থাকে, তাহাতে বিস্তর লোকের সমাগম হয়।

বাঙ্গলা দেশের ন্যায় উৎকলেও ব্রাহ্মণ-বংশোদ্ভব গোস্বামী ও অধিকারী নামক বৈষ্ণব-গুরুর বসতি আছে; তাঁহারা শিষ্য-সেবক রাখিয়া মন্ত্রোপদেশ প্রদান করেন; তাহাতেই তাঁহাদের জীবিকা-নির্ব্বাহ হয়।

বিরকত, অভ্যাহত ও নিহঙ্গ্ বৈষ্ণব।

উৎকল-দেশীয় কতকগুলি লোক আপনাদিগকে বিরকত ও অভ্যাহত বলিয়া পরিচয় দেয়। এই দুইটি শব্দ বিরক্ত ও অভ্যাগত শব্দের রূপান্তর তাহার সন্দেহ নাই। ইহাদের সংজ্ঞা শুনিলে, ইহাদিগকে এক এক রূপ উদাসীন বলিয়া প্রতীতি জন্মে। উদাসীন বৈষ্ণবদের মধ্যে যাহারা বৈষ্ণব-মঠে অবস্থিতি করিয়া বিগ্রহ-সেবাদি কার্য্যে নিযুক্ত থাকে, তাহারাই বিরক্ত। আর যাহারা এক স্থানে অবস্থিত না হইয়া মঠে মঠে ও স্থানে স্থানে পরিভ্রমণ করে, তাহাদের নাম অভ্যাগত। এই দুইটি শব্দ অনভিজ্ঞ বৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃক বিকৃত হইয়া বিরকত ও অভ্যাহত নাম প্রচলিত হইয়াছে।

নিহঙ্গ্ শব্দটি সংস্কৃত নিঃসঙ্গ শব্দের রূপান্তর তাহার সন্দেহ নাই। উৎকল-স্থিত উল্লিখিত নামধারী বৈষ্ণবেরা বিরক্ত অর্থাৎ উদাসীন। ইহারা মঠ প্রস্তুত করে, পূজারী দ্বারা বিগ্রহ-সেবা করায়, রাত্রিকালে মঠে বাস করে এবং

দিবাভাগে মঠের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ ব্যক্তি-বিশেষের নিকট অর্থ সংগ্রহ করিতে যায়; কিন্তু তণ্ডুলাদি মুষ্টি-ভিক্ষা করে না। ইহারা লোকের অতিমাত্র ভক্তি-ভাজন। নিহঙ্গ্‌ বৈষ্ণবের মৃত্যু হইলে, তাহার চেলারা অর্থাৎ অনুগত নিহঙ্গ্‌ শিষ্যেরা আপনাদিগের মঠেই তদীয় শব দাহ করিয়া একটি ইষ্টকময় বেদী নির্ম্মাণ করায় ও সেই বেদীর উপর তুলসী-বৃক্ষ রোপণ করিয়া কয়েক দিন পর্য্যন্ত তাহাতে জল-সেচন করে। চেলা না থাকিলে, প্রতিবাসী ভদ্র লোকে ঐরূপ অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে।

কালিন্দী ও চামার বৈষ্ণব।

উৎকলে মুচি, হাড়ি প্রভৃতি ইতর-জাতীয় বৈষ্ণবের নাম কালীন্দী বৈষ্ণব। ইহারা গৃহস্থ; ভেক লইয়া ডোর-কপীন ধারণ করে, তথাচ জাতি পরিত্যাগ করে না। ইহারা স্বজাতির গৃহেই পাণিগ্রহণ করে এবং নানা বিষয়েই স্বসম্প্রদায়-মধ্যে সর্ব্বতোভাবে বর্ণ-বিচার রক্ষা করিয়া চলে। বাঙ্গলা দেশে বর্ণ ব্রাহ্মণেরা যেমন ইতর-জাতীয় লোকের পৌরহিত্যাদি করে, সেইরূপ উৎকলের ঐ কালিন্দী বৈষ্ণবেরা হাড়ি মুচি প্রভৃতি অন্ত্যজ-জাতীয়-দিগকে বিষ্ণু-মন্ত্র উপদেশ দেয়। কালিন্দী বৈষ্ণবেরা ও তদীয় শিষ্যেরা শব দাহ করে না; মৃত্তিকা-মধ্যে খনন

করে এবং নয় দিবস পর্য্যন্ত অশৌচ পালন করিয়া দশম দিবসে আদ্যকৃত্য সম্পাদন করিয়া থাকে।

চামার বৈষ্ণবেরা একরূপ স্বতন্ত্র বৈষ্ণব। তাহারা চামার-জাতীয়; চামারদিগকেই মন্ত্রোপদেশ প্রদান করে। কালিন্দীদের সহিত তাহাদের একত্র পঁক্তি-ভোজন হয় না। চামার বৈষ্ণবদিগেরও মোহন্ত আছে; তাহারা সেই মোহন্তের নিকট উপদিষ্ট হয়।

উৎকল-দেশীয় উল্লিখিত বৈষ্ণব-সম্প্রদায় সমুদায়ের পৃথক্ পৃথক্ মঠ ও মোহন্ত আছে। তদীয় দলস্থ বৈষ্ণবেরা তাহারই নিকট মন্ত্রোপদেশ গ্রহণ করে এবং আপনারা অন্য অন্য জাতীয় গৃহস্থ লোককে শিষ্য করিয়া থাকে। কালিন্দী বৈষ্ণব, গোপ বৈষ্ণব প্রভৃতি যে সমস্ত বৈষ্ণব-দলের শব সমাধি দিবার কথা লিখিত হইয়াছে, তদ্ভিন্ন অন্য অন্য দলস্থ বৈষ্ণবেরা অতিবড়ী ও বিন্দুধারীদের মত মৃত ব্যক্তির অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকে।

মান্দ্রাজ ও বম্বাই প্রদেশীয় বৈষ্ণব-দল-বিশেষ।

বড়গল্ ও তিঙ্গল্ *। মান্দ্রাজ প্রদেশীয় বৈষ্ণবেরা দুইটি প্রধান সম্প্রদায়ে বিভক্ত; বড়্গল্ ও তিঙ্গল্।

* এ বিষয়ের একটি ইংরেজী প্রবন্ধে (Ind. Antiq., 1874, pp. 125 and 129.) এই দুইটি সম্প্রদায় বদকলই ও তেন্কলই বলিয়া লিখিত হইয়াছে। তিঙ্গল্ ও বড়্গলের মত ও ধর্ম্মানুষ্ঠান সংক্রান্ত

বড়্গল্ নামক সম্প্রদায়ীরা সংস্কৃত শাস্ত্রের অধিকতর অনুশীলন করেন। অপর সম্প্রদায়ীরা যদিও তাহার প্রামাণ্য স্বীকার করেন, কিন্তু তাদৃশ পরিমাণে অধ্যয়ন ও আলোচনা করেন না। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, ন্যূনাধিক ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে কাঞ্চীপুর-নিবাসী বেদান্ত তেসিকর নামে একটি ব্রাহ্মণ হইতেই এই দুইটি সম্প্রদায়-বিভাগ উৎপন্ন হয়। তিনি এইরূপ প্রচার করিয়া দেন যে, আমি দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ-কুলের আচার ব্যবহার সংশোধন ও দক্ষিণাপথে উত্তর খণ্ডের সনাতন শাস্ত্র ও সনাতন ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা-করণার্থ পরমেশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছি।

উল্লিখিত উভয় সম্প্রদায়ীরা সাক্ষাৎ বিষ্ণুর উপাসক। বড়্গল্ বৈষ্ণবেরা বিষ্ণুর ন্যায় বিষ্ণু-শক্তিরও অস্তিত্ব ও প্রভাবশালিত্ব অঙ্গীকার করেন। উহা বিষ্ণুর ক্ষমা ও করুণা-স্বরূপা। তিঙ্গল্ বৈষ্ণবেরা জীবাত্মার মুক্তি-সাধন বিষয়ে ঐ বৈষ্ণবী শক্তির অনুকূলতা অঙ্গীকার করিয়া থাকেন, কিন্তু অন্য কোন বিষয়ে তাঁহার কার্য্যকারিত্ব স্বীকার করেন না। এ বিষয়ের মত-ভেদ এই উভয় সম্প্রদায়ের পরস্পর বিষম বিদ্বেষ ও বদ্ধ-মূল বিরোধের একটি প্রধান কারণ। তদুপলক্ষে বিস্তর বিচার ও বাদানু-

যে সমস্ত বিষয় জানিতে পারিয়াছি, তাহা ঐ প্রবন্ধে লিখিত তত্তদ্বিষয়ক বৃত্তান্তের সহিত একরূপ অভিন্ন। অতএব উক্ত বদকলই ও তেন্‌কলই বড়গল ও তিঙ্গল্ তাহার সন্দেহ নাই।

বাদ ঘটিয়া গিয়াছে। তদ্ভিন্ন, তিলকসেবা লইয়াও ইহাদের বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হয়। তিঙ্গলের তিলকের সিংহাসন আছে; বড়্গলের তাহা নাই। উভয়েই স্বসম্প্রদায়ী তিলক ধর্ম্ম ও শাস্ত্র-সম্মত এবং প্রতিপক্ষের তিলক অশাস্ত্র-সিদ্ধ ও অধর্ম্ম-জনক বলিয়া অঙ্গীকার করেন। দক্ষিণাপথের অন্তর্গত কাঞ্চীপুর নামক স্থানে এই উপলক্ষে এক বার এমন বিষম বিবাদ উপস্থিত হয় যে, ইহার জন্য বিচারালয়ে মোকদ্দমা পর্য্যন্ত হইয়া যায়।

শাক্তবৈষ্ণব ও ওয়ারেকরি।—বম্বাই প্রদেশে একরূপ শাক্তবৈষ্ণব আছে, তাহারা লক্ষ্মীর উপাসক। লক্ষ্মী বিষ্ণু-শক্তি। তাহারা সেই বৈষ্ণবী শক্তির উপাসনা করে বলিয়া তাহাদিগকে শাক্ত বলে। বাঙ্গলা দেশে এ প্রকার শাক্তবৈষ্ণব বিদ্যমান নাই। বোম্বাই অঞ্চলে ওয়ারেকরি নামক একরূপ ভিক্ষুক বৈষ্ণব দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা গল-দেশে ও বাহু-যুগলে তুলসী-মালা ধারণ করে এবং গিরি-মৃত্তিকায় রঞ্জিত ধ্বজা ও ঝুলি সঙ্গে লইয়া পথিকদিগের নিকট ভিক্ষা করিয়া বেড়ায় *।

বিথল-ভক্ত।

মহারাষ্ট্র প্রদেশে বিথল-ভক্ত নামে একটি সম্প্রদায় আছে। গুজরাট্, কর্ণাট, ও ভারতবর্ষের মধ্য-খণ্ডেও এই

---

* Indian Antiquary, 1881, pp, 72 and 73.

সম্প্রদায়ী অনেক লোক দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের আর একটি নাম বৈষ্ণববীর। ইহাদের উপাস্য দেবতার নাম পাণ্ডুরঙ্, বিথল, ও বিথোবা। ইহারা তাঁহাকে বিষ্ণুর নবম অবতার বুদ্ধ দেব বলিয়া বিশ্বাস করে। অতএব ইহাদিগকে বৌদ্ধ-বৈষ্ণব বলিয়া উল্লেখ করিলে অসঙ্গত হয় না। দক্ষিণাপথে ভীমা নদীর দক্ষিণ তীরে পাণ্ঢার পুরে ঐ বিথল দেবের একটি মন্দির আছে।

ভক্তবিজয়, পাণ্ডুরঙ্গমাহাত্ম্য, হরিবিজয় প্রভৃতি ইহাদিগের অনেকগুলি সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ আছে। ইহাদিগের মত ও ধর্ম্ম সংক্রান্ত যাবতীয় বৃত্তান্ত ঐ সকল গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায়। পুণ্ডলিক নামে এক ব্যক্তি এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক বলিয়া উল্লিখিত আছে। বোধ হয় খৃষ্টাব্দের চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে ইনি বর্ত্তমান ছিলেন *।

এই সম্প্রদায়ীরা উপাস্য দেবের প্রতি উপাসকের প্রীতিকে উপাসনার প্রধান অঙ্গ বলিয়া অঙ্গীকার করে

* হরিবিজয় গ্রন্থ ১৫২৪ শকাব্দে অর্থাৎ ১৬০২ খৃষ্টাব্দে রচিত হয় লেখা আছে, সুতরাং ঐ গ্রন্থের রচয়িতা শ্রীধরও ঐ সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন বলিতে হইবে। পুণ্ডলিকের শিষ্য দত্তাত্রেয় হইতে পরম্পরাগত অধস্তন পুরুষ গণনায় শ্রীধর দশম বলিয়া পরিগণিত হন। যদি এক এক শত বৎসরে গড়ে তিন পুরুষ করিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে, তিন শত বৎসর হয়। অতএব শ্রীধর ও দত্তাত্রেয়ে ৩০০ শত বৎসর অন্তর। সুতরাং দত্তাত্রেয় ও তদীয় গুরু পুণ্ডলিক খৃষ্টাব্দের ১৪ শ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন বলিলে অসম্ভব হয় না।

এবং উপাস্য-উপাসকে পরস্পর প্রেম-বিনিময় হয় এইরূপ বিশ্বাস করিয়া থাকে। ইহারা সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করা নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া ব্যবস্থা দেয় না বটে, কিন্তু ইহাদের মধ্যে অনেকে বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া থাকে। ঐ বৈরাগীরা আরক্ত-পীত বস্ত্র পরিধান করে এবং ঐ বর্ণের পতাকা গ্রহণ পূর্ব্বক উপাস্য দেবতার নামোচ্চারণ করিতে করিতে পর্য্যটন করিয়া থাকে। এ সম্প্রদায়ের মতে, পণ্ঢারপুরই প্রধান তীর্থ। এই নিমিত্ত ইহারা কহে, যাহারা পাণ্ঢারপুর পরিত্যাগ করিয়া অন্যান্য তীর্থ ভ্রমণ করে, তাহাদের হীরক পরিত্যাগ করিয়া বালুকা-রাশি গ্রহণ করা হয়, অথবা গো-দুগ্ধ পরিহার পূর্ব্বক দ্বারে দ্বারে গিয়া তণ্ডুলোদক ভিক্ষা করা হয়। অন্যান্য অনেক বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের ন্যায় ইহারাও ললাটে দুটি শ্বেতবর্ণ উর্দ্ধরেখা চিহ্নিত করিয়া থাকে। এদেশীয় গোস্বামীরা শিষ্যদিগের উপরে যেরূপ প্রবলতর শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন এবং ধনাগমের নিমিত্ত যাদৃশ সুকঠিন নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, ইহাদের সে প্রকার কিছুই নাই।

অন্যান্য অনেক হিন্দু সম্প্রদায়ীরা বেদ ও ব্রাহ্মণ বর্ণের প্রতি যেরূপ ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে এ সম্প্র-দায়ীরা সেরূপ করে না, বরং ইহাদের গ্রন্থে ঐ উভয়ের প্রতি উপহাস-বাক্যই দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহারা জাতি-ভেদ স্বীকার করে না, সুতরাং পরস্পর পরস্পরের অন্ন

গ্রহণ করিতে পরাঙ্মুখ হয় না। প্রত্যুত, কোন কোন মহোৎসবের সময়ে বর্ণবিচার পরিহার পূর্ব্বক সকলেই সকলের অন্ন গ্রহণ করিয়া থাকে। অদ্যাপি জগন্নাথ-ক্ষেত্রের * ন্যায় পাণ্ঢারপুর-স্থিত দেব-মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে ঐরূপ ব্যবহার দৃষ্ট হইয়া থাকে। আর বৌদ্ধেরা যেমন বুদ্ধের এবং জৈনেরা পরেশনাথের, পদাঙ্কের প্রতি সবিশেষ শ্রদ্ধা প্রকাশ করে, ইহারাও সেইরূপ আপনাদের স্বধর্ম্ম-সংক্রান্ত মহাজনদিগের কল্পিত পদাঙ্কের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকে। বস্তুতঃ, হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের যদি কখনও সামঞ্জস্য হইয়া থাকে, তবে এই বৌদ্ধ-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ই তাহার একটি দৃষ্টান্ত-স্থল।

চরণদাসী।

দ্বিতীয় আলমগির বাদসাহের সময়ে দিল্লী নগরে চরণদাস এক ধুসর-জাতীয় বণিক্ ছিল; সেই এই চরণদাসী সম্প্রদায় সংস্থাপন করে। চরণদাসীরা রাধাকৃষ্ণের উপাসক। তাঁহাদের মতে শ্রীকৃষ্ণই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কারণ পরমেশ্বর; তিনিই স্বয়ং বিশ্বরূপে আবির্ভূত হইয়া এই মায়াপ্রপঞ্চ প্রদর্শন করাইতেছেন।

* বোধ হয় জগন্নাথ-ক্ষেত্রও এক সময়ে বৌদ্ধ-ক্ষেত্র ছিল। জগন্নাথ দেব বুদ্ধাবতার বলিয়া একটি প্রবাদও প্রচলিত আছে।

অন্যান্য বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ন্যায় তাঁহারাও গুরু ও ভক্তির প্রাধান্য স্বীকার করেন। তাঁহাদিগের মধ্যে সকল বর্ণের ও স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতিরই উপদেশ প্রদান ও গুরুত্ব-পদ ধারণে অধিকার আছে। তাঁহারা কহিয়া থাকেন, প্রথমে আমরা কোন ইন্দ্রিয়-গোচর পদার্থকে ঈশ্বর বলিয়া উপাসনা করিতাম না এবং তুলসী ও শাল-গ্রাম শিলাতেও শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতে প্রবৃত্ত ছিলাম না; পরে রামানন্দীদিগের সহিত ঐক্য ও প্রণয় রাখিবার নিমিত্ত ঐ দুটি বিষয় অঙ্গীকার করিয়াছি। অন্যান্য রাধাকৃষ্ণ-উপাসকদিগের সহিত চরণদাসীদিগের এই একটি বিষয়ে বিশেষ বিভিন্নতা আছে যে, তাঁহারা কেবল ভক্তিকেই পরম পুরুষার্থ-সাধনের অদ্বিতীয় উপায় জ্ঞান. করেন না; কর্ম্মানুষ্ঠানেরও আবশ্যকতা স্বীকার করেন। তাঁহারা কতকগুলি কর্ম্মকে বিশিষ্ট রূপ বিধেয় ও আর কতকগুলিকে ঐরূপ নিষিদ্ধ বলিয়া অঙ্গীকার করেন। সাধুসঙ্গ, হরি-আরাধনা, দীক্ষা-গুরুতে অবিচলিত ভক্তি, ও নিজ নিজ বৃত্তি সম্পাদন এই চতুর্ব্বিধ কর্ম্মকে বিধেয় বলিয়া স্বীকার করেন। আর মিথ্যা-কথন, পর-নিন্দা করণ, পরুষ ভাষণ, অনর্থক বচন, পরদ্রব্যাপহরণ, পরস্ত্রীগমন, জীবের প্রতি আঘাত করণ, অনিষ্ট-কল্পনা, দ্বেষ ও অহ-ঙ্কার এই দশবিধ কর্ম্মকে নিষিদ্ধ বলিয়া অঙ্গীকার করেন।

এই সম্প্রদায়ে গৃহস্থ ও উদাসীন উভয় প্রকার

লোকই বিনিবিষ্ট আছে, তন্মধ্যে গৃহস্থেরা অনেকেই বাণিজ্য-ব্যবসায়ী। উদাসীনেরা পীতবর্ণ বস্ত্র পরিধান করেন, ললাটে চন্দন বা গোপী-চন্দনের একটি দীর্ঘ রেখা করেন এবং তুলসী-কাষ্ঠ-নির্ম্মিত জপ-মালা ও গলমালা ধারণ করেন। তাঁহারা মস্তকে এক একটা পদ্ম-কলিকাকার ক্ষুদ্র টুপি ধারণ করেন এবং তাহার নিম্ন-দেশ দিয়া পীতবর্ণ উষ্ণীষ-বস্ত্র বন্ধন করিয়া থাকেন। ভৈক্ষ্যাচরণ তাঁহাদের বিহিত বৃত্তি বটে, কিন্তু অনেকানেক ধনাঢ্য শিষ্য থাকাতে, অক্লেশে ভরণ পোষণ হইয়া যায়।

শ্রীভাগবত ও ভগবদ্গীতা চরণদাসীদিগের সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ। এসম্প্রদায়ী পণ্ডিতেরা এই উভয় গ্রন্থই দেশ-ভাষায় অনুবাদিত করিয়াছেন; তন্মধ্যে ভাগবতের ভাষা-বিবরণ চরণদাসের স্বকৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। আর তিনি সন্দেহসাগর,ধর্ম্মজাহাজ প্রভৃতি কয়েক খানি মূলগ্রন্থও রচনা করেন। তিনি সর্ব্বাগ্রে স্বীয় ভগিনী সহজি বাইকে উপদেশ প্রদান করেন। সহজি বাই স্ত্রীজাতি হইয়াও ধর্ম্ম বিষয়ে সুশিক্ষিতা হইয়াছিলেন এবং সহজপ্রকাশ ও ষোলহ্‌তৎনির্ণয় নামে দুই খানি গ্রন্থও প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন, তাঁহারা উভয়েই অনেকানেক শব্দ * ও কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন এবং এ সম্প্রদায়ী অন্যান্য লোকেও দেশ-ভাষায় অন্যান্য গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন।

---

* ৫০ পৃষ্ঠা দেখ।

দিল্লী নগর চরণদাসীদিগের প্রধান স্থান। তথায় সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকের যে সমাধি-গৃহ আছে, তাহাতে প্রায় বিংশতি জন উদাসীন বাস করিয়া থাকে। তদ্ভিন্ন দিল্লীতে পাঁচ ছয়টা মঠ আছে, ও গঙ্গা যমুনার অন্তর্ব্বেদি-মধ্যেও স্থানে স্থানে এ সম্প্রদায়ের অনেকগুলি মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

মার্গী।

দ্বারকা অঞ্চলে মার্গীসাধু নামে একপ্রকার বৈষ্ণব আছে, তাহারা অন্যান্য গৃহস্থের মত কৃষি-কার্য্য ও বাণিজ্য-ব্যবসায়াদি করিয়া সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করে। সহসা পথের মধ্যে এক তীর্থ-যাত্রী বৈরাগীর মৃত্যু ঘটে। তাহার সহিত কোন কোন ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছিল; কতকগুলি লোকে সেই সমস্ত ধর্ম্ম-গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়া তদনুযায়ী অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হয়। তাহারা মার্গ অর্থাৎ পথ-মধ্যে সেই গ্রন্থগুলি লাভ করিয়া তদীয় মত অবলম্বন করে, এই নিমিত্ত তাহাদের নাম মার্গী বা মার্গীসাধু বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়। তাহারা সাতিশয় ভক্তি-শ্রদ্ধা সহকারে সেই সকল গ্রন্থের অর্চ্চনা করে শুনিয়াছি। রামানন্দীরা বলে, ভজন সাধন বিষয়ে তাহাদের সহিত আমাদের অনেক অংশে ঐক্য আছে, তথাচ তাহারা গৃহস্থ এই নিমিত্ত রামাৎ নিমাৎ প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবেরা

তাহাদের সহিত একত্র পংক্তি-ভোজনে উপবেশন করে না।

পল্টূদাসী, আপাপন্থী, সৎনামী, দরিয়াদাসী, বুনিয়াদদাসী, অনহদ্‌পন্থী ও বীজমার্গী।

পল্টূদাসী, আপাপন্থী, সৎনামী, দরিয়াদাসী, বুনিয়াদদাসী, অনহদ্‌পন্থী ও বীজমার্গীরা সকলেই আপনাদিগকে নির্গুণ-উপাসক বলিয়া পরিচয় দেয়; কোন দেব-প্রতিমূর্ত্তির অর্চ্চনা করে না, সুতরাং আপনাদের ভজনালয়ে দেব-প্রতিমা প্রতিষ্ঠাও করে না। এই সমস্ত বৈষ্ণব-দল শ্রীসম্প্রদায় প্রভৃতি চারি প্রধান সম্প্রদায়ের অন্তর্গত নয়। নানকপন্থী, দাদূপন্থী, কবীর পন্থী প্রভৃতি যেরূপ কতকগুলি পন্থী আছে, ইহারাও সেইরূপ পন্থী-বিশেষ বলিয়া পরিগণিত হয়। রামাৎ নিমাৎ প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবেরা ইহাদিগকে পাষণ্ড বলিয়া ঘৃণা করে। ইহাদের পঙ্গতে উপবেশন করা দূরে থাকুক, ইহাদের অঙ্গস্পর্শও করে না। করিলে, আপনাদিগকে অশুচি ও পাপ-গ্রস্ত মনে করে এবং যে স্থানে তাহারা উপস্থিত হয়, সেস্থান অপবিত্র বিবেচনা করিয়া থাকে।

পল্টূদাসী।—এই পন্থী পল্টূদাস কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হয় এই নিমিত্ত ইহার নাম পল্টূদাসী। তদীয় গুরুর নাম গোবিন্ সাহেব। কাশী জেলার অন্তর্গত আহিরোলা ও

ভোঁড়কুড়া গ্রামে তাঁহার আস্থান আছে। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, সাহাদৎ আলি নামক নবাবের সময়ে পল্টু-দাস এই পন্থী প্রচলিত করেন। ১৭৯৭ বা ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে সাহাদৎ আলি অযোধ্যার নবাবী-পদ প্রাপ্ত হন। অতএব ঐ প্রবাদানুসারে, খৃষ্টাব্দের অষ্টাদশ শতাব্দীর সর্ব্ব-শেষে অথবা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশে এই পন্থী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে বলিতে হয়। অযোধ্যায় পল্টুদাসের গাদি বিদ্যমান আছে। তথায় চৈত্র মাসে রামনবমীর দিবসে সরযূ-স্নান-উপলক্ষে একটি মেলা হইয়া থাকে; এই পন্থীরা সেই দিবসে তথায় উপস্থিত হইয়া ঐ গাদির মহন্তকে অর্থ-দান ও নানাবিধ দ্রব্যজাত প্রদান করে। তাঁহার শিষ্য পলাটুদাস, পলাটুদাসের শিষ্য রামকৃষ্ণদাস, এবং রামকৃষ্ণদাসের শিষ্য রামসেবকদাস। শুনিতে পাই, রামসেবকদাস এখন বর্ত্তমান আছেন।

পল্টুদাসী উদাসীনেরা গল-দেশে তুলসী-কাষ্ঠের হিরা ও গুঞ্জা রাখে, শ্বেতবর্ণ মৃত্তিকা দ্বারা নাসিকার অগ্র-ভাগ হইতে কেশের নিকট পর্য্যন্ত উর্দ্ধপুণ্ড্র করে এবং কৌপীন ধারণ ও পীতবর্ণ কোর্ত্তা ও টুপি ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ কেশ ও শ্মশ্রু রক্ষা করে ও কেহ কেহ সমস্ত মুণ্ডন করিয়া ফেলে।

ইহাদের পরস্পর সাক্ষাৎকার ঘটিলে, ইহারা সত্য-রাম বলিয়া অভিবাদন করে। মহন্তকে অভিবাদন করিলে, তিনিও সত্যরাম বলিয়া উত্তর দেন।

অযোধ্যা, নেপাল এবং লাক্‌নাউ প্রদেশে এই সম্প্রদায়ী গৃহী লোকের বসতি আছে। তাহারা এবং পশ্চাল্লিখিত সৎনামী ও আপাপন্থী গৃহস্থেরা রামমন্ত্র গ্রহণ করিয়া ভজন করে। তাহারা রামকৃষ্ণাদি বিষ্ণ্বতার স্বীকার করে, কিন্তু প্রধান প্রধান উদাসীনের মুখে শুনিয়াছি, তাঁহারা তাহা প্রত্যয় যান না। পল্টু দাস একটি প্রবন্ধে কৃষ্ণাবতারের উপাখ্যানটি একটি রূপক বর্ণনা বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

সুরত যমুনা বহি জ্ঞান মথুরা বসা। গ্রাম গোকুল বিশ্বাস আয়া। শান্তি যশোদা দেবকী, সত্‌গুরু নন্দ বসুদেব যদু প্রীতি লায়া। জিভ ঔ ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ বলদেব জি কংস অহঙ্কার কী মার লায়া। বিবেক বৃন্দাবন সন্তোষ কা কদম্ হৈ। গোয়াল দৌঁ বিচ দয়া। সন্দেহ শ্রীরাধিকা শীলকী গোপা তত্ত্ব মাখন লৈ ছীন্ খায়া। * * * *

পল্টু দাস।

মনোরূপী যমুনা নদী প্রবাহিত হইয়াছে। জ্ঞান-রূপী মথুরা নগরী বসিয়া গিয়াছে। বিশ্বাস-রূপী গোকুল গ্রাম উৎপন্ন হইয়াছে। শান্তি যশোদা ও দেবকী-স্বরূপ। সদ্‌গুরু নন্দ ও বসুদেব-স্বরূপ। প্রীতি যদুকুল-স্বরূপ। জীব ও ব্রহ্ম রূপ কৃষ্ণ ও বলদেব অহঙ্কার-রূপ কংসকে ধ্বংস করিয়াছে। বিবেক বৃন্দাবন-স্বরূপ। সন্তোষ কদম্ববৃক্ষ-স্বরূপ হইয়াছে। শরীরের অভ্যন্তর-স্থিত দয়া গোপ ও

গোপাল-স্বরূপ। সন্দেহ-রূপ শ্রীরাধিকা তত্ত্বরূপ নবনীত বল পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া ভক্ষণ করিয়াছে।

পল্‌টু দাস না তীর্থই মানিতেন, না গঙ্গা যমুনাদি কোন দেব-নদীতে স্নান করিতেই যাইতেন।

গোবিন্দ ঐসা বামনা পড়ে নিবালা লে।
পলটু ঐসা বণিয়া উঠ মুতে না জায়॥

গোবিন্দ এমন ব্রাহ্মণ যে, শুয়ে শুয়েই ভোজন করে। পল্‌টু এমন বণিক্ যে, উঠে প্রস্রাব করিতেও যায় না।

পল্‌টু দাসের কোন কোন বচনে যোগানুষ্ঠান ও ষট্‌চক্রভেদের প্রসঙ্গ বা সূচনা দেখিতে পাওয়া যায়।

জীবত্ মরৈ সোহি পঁচানে,
গঁব নগর সহজে চড় জানা।
ইঙ্গ্‌লা পিঙ্গ্‌লা চামর ঢোরত্ হৈ নিসি দিন,
সুখ মন হনে নিস্থানা।
দেখ রে গুরু গম মস্তানা॥
গঙ্গা যমুনা সরস্বতী ধারা,
লাগ মন্দোদর ঝর অস্ নানা।
দেখ রে গুরু গম মস্তানা॥
তুরিয়া চঢ় চঢ় গর্জ্জ যে লাগী,
দেখ রূপ যমরাজ ডরানা।
দেখ রে গুরু গম মস্তানা॥
গুরু গোবিন্দ্ মা সুখ মিলে হৈ,

आशिक् है पल्टु बौराणा।
देख रे गुरु गम मस्ताना॥

পল্টুদাস।

যে ব্যক্তি জীবন্ত মরে, সেই জানে, শরীর-রূপ নগর আরোহণ করিতে হইবে, অর্থাৎ মস্তক-স্থিত সহস্রপদ্মে উত্থিত হইতে হইবে। শ্বাস ও প্রশ্বাস * অহর্নিশ চামর ব্যজন করিতেছে। × × × দেখরে, গুরু-ভাব-মগ্ন! গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী † ধারা সন্নিধানে মেলা উপস্থিত হইয়াছে; স্নান কর। দেখ ওরে গুরু-ভাব মগ্ন! রসনায় আরোহণ করিয়া গর্জ্জন করে অর্থাৎ মন জিহ্বাতে আরোহণ করিয়া রামনাম ও গুরু গুরু শব্দ করে। সেই-রূপ দর্শন করিয়া যমরাজ ভয় পায়। দেখ, ওরে গুরু-ভাব-মগ্ন! গুরু-গোবিন্দ রূপ প্রণয়-পাত্র প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে; ক্ষিপ্ত পল্টুদাস তদীয় প্রেমে অনুরক্ত হইয়াছে। দেখ, ওরে গুরু-ভাব-মগ্ন!

যে সমস্ত উদাসীন ব্যক্তি গৃহাশ্রম পরিত্যাগ করি-

---

* যাঁহার নিকট এই বচনটি প্রাপ্ত হই, তিনি ইঙ্‌লা ও পিঙ্‌লা শব্দের অর্থ শ্বাস প্রশ্বাস বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু ষট্‌চক্রভেদের বিবরণ মধ্যে ইড়া ও পিঙ্গলা নামে দুইটি নাড়ির প্রসঙ্গ আছে *, উল্লিখিত ইঙ্‌লা পিঙ্‌লা ঐ দুইটি সংস্কৃত শব্দের রূপান্তর হইতে পারে।

† পশ্চাৎ সৎনামী-সম্প্রদায়ের বিবরণ মধ্যে গায়ত্রী-ক্রিয়ার প্রসঙ্গে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর অর্থ দেখিবে।

---

* শাক্ত-সম্প্রদায়-বিবরণের ১৮৬ পৃষ্ঠা দেখ।

য়াও কাম, ক্রোধ, লোভাদির বশীভূত হইয়া চলে, পল্টু-দাস একটি বচনে তাহাদিগকে যথোচিত তিরস্কার করিয়াছেন।

অরে ফকীর পড়া কিস খিল মে পাঁচ, পচ্চীস সঙ্গ তিস নারী। তীস কে কারণা ভীক তু মাংগতা এক ক্যা তকসীর্ প্যারী। হাঁ হাঁ রে পল্টু যি খিল ন বাঁধো, ছোড়তে তীস তব ছোড় প্যারী।

পল্টু দাস।

ওরে ফকির! তুই কি কুহকেই পতিত হইয়াছিস্। তোর সঙ্গে ত্রিশটি নারী অবস্থিতি করিতেছে; পাঁচতত্ত্ব * ও পঁচিশ প্রকৃতি। এই ত্রিশ জনের জন্যে তুই ভিক্ষা করিতেছিস্; এক জন কি অপরাধ করিয়াছে যে, তুই তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া এলি, (অর্থাৎ তুই নিজ গৃহিণীকে পরিত্যাগ করিলি, কিন্তু কাম ক্রোধাদি রিপু প্রভৃতিকে পরিত্যাগ করিতে পারিলি না)। ওরে পল্টু! অগ্রে তেত্রিশকে † পরিত্যাগ কর, পরে নিজ ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করিও।

ভাগ রে ভাগ ফকীর্ কা বালকা কনক কামিনি দুহু বাঘ লাগী। মারলেগী পড়া চীচীয়ায়গা। ভয়া বেকুফ তু নহী ভাগী। শৃঙ্গী ঋষি নারদকা মারকা খায় গয়ি।

---

* কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, অহঙ্কার এই বলিয়া পাঁচটির নাম পাঁচতত্ত্ব উল্লিখিত হয়।

† পূর্ব্বোক্ত ত্রিশ নারী এবং সত্ত্ব, রজ, তম এই তিন গুণ।

বচৈ ন কীযি জী লাখ যোগে। পলটু দাস কহে এক উপায ই বৈঠ সতসঙ্গমা নিত্যে জাগে।

পল্টু দাস।

পলারে পলা! ফকিরের শিষ্য! কনক ও কামিনী এই দুই ব্যাঘ্র তোকে লক্ষ্য করিয়াছে। তোরে বধ করিয়া লইবে, তখন তুই পড়িয়া চীৎকার করিবি! তুই নির্বোধ এই নিমিত্ত পলায়ন করিতেছিস্ না। কামিনী নারদ ও ঋষ্যশৃঙ্গকে সংহার করিয়া ভক্ষণ করে। লক্ষ দ্রব্য দিলেও, তাহার হস্তে কেহ রক্ষা পায় না। পল্টু-দাস বলে, সাধু-সংসর্গে উপবেশন পূর্ব্বক সতর্ক থাকাই ইহার একমাত্র উপায়।

পশ্চাল্লিখিত আপাপন্থী ও সৎনামীদের সহিত পল্টু-দাসীদের অনেক বিষয়ে ঐক্য বা সৌসাদৃশ্য আছে। অতএব সেই দুই পন্থীর বিবরণ মধ্যে সে সকল বিষয় প্রস্তাবিত হইবে। বিশেষতঃ ইহাদের গায়ত্রী-ক্রিয়া নামক প্রধান সাধনটির সবিশেষ বৃত্তান্ত সৎনামীদের প্রকরণেই দেখিতে পাইবে। গৃহী লোকের তাহাতে অধিকার নাই; উদাসীনেরাও প্রথমে গৃহস্থদের মত রাম-মন্ত্র গ্রহণ করিয়া পশ্চাৎ উল্লিখিত ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়।

আপাপন্থী।—মাল্লাপুর জেলার অধিবাসী মুন্নাদাস নামে একটি স্বর্ণকার এই পন্থী প্রবর্ত্তিত করেন। অযোধ্যার অনেক পশ্চিমে মাড়বা নামক গ্রামে ইহাঁর গাদি

আছে। তথায় অগ্রহায়ণ মাসে গুরুকুণ্ড-স্নান উপলক্ষে একটি মেলা হইয়া থাকে। ঐ দিন গৃহস্থ শিষ্যেরা সেই স্থানে আসিয়া টাকা, পয়সা ও নানাবিধ দ্রব্য দিয়া যায়। ঐ মুন্নাদাসের শিষ্য গুঙ্গ্‌দাস এবং গুঙ্গ্‌দাসের শিষ্য ভগ্গান দাস। শুনিয়াছি, ভগ্গান দাস এক্ষণে বর্ত্তমান আছেন। পল্টুদাসী-প্রবর্ত্তক পল্টুদাস যেমন গোবিন্দের নিকট দীক্ষিত হন, আপাপন্থী-প্রবর্ত্তক সেরূপ কাহার নিকট উপদেশ গ্রহণ করেন নাই; নিজেই এক পন্থী প্রচলিত করেন। এই কারণে তাঁহার শিষ্য-সম্প্রদায়ের নাম আপাপন্থী রাখা হইয়াছে। হিন্দুস্থানী বৈরাগীদের মুখে নিম্ন-লিখিত বচনটি সচরাচর শুনিতে পাওয়া যায়।

रामानुजकी फौजमें बारा गाड़ि पील।
आपापन्थी मनमुखी फिरै टोलेटोल॥

রামানুজের সৈন্য-দলে অনেকগুলি ভগ্ন গাড়ি আছে। মনমুখী * আপাপন্থী গলিতে গলিতে ভ্রমণ করিয়া থাকে।

ইহারাও পল্টুদাসীদের মত প্রথমে রাম-মন্ত্র গ্রহণ করে; পরে যখন সাধনায় পরিপক্ব হয়, তখন গায়ত্রী-ক্রিয়ার মন্ত্র-লাভে অধিকারী হইয়া থাকে।

ইহাদের মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক শুক্র-সঞ্চালনাদি কতকগুলি গুহ্য ক্রিয়া আছে। মুন্নাদাস-কৃত পশ্চাল্লিখিত বচনে

* যে ব্যক্তি আপন মতানুযায়ী অনুষ্ঠান করে, কাহাকেও গুরু বলিয়া স্বীকার করে না, তাহাকে মনমুখী বলে।

সেই বিষয়ের কিছু কিছু পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাই-তেছে। ঐ বচনে সাঙ্কেতিক শব্দ ও সাঙ্কেতিক ভাব সন্নিবেশিত আছে। ইহাদের মতাভিজ্ঞ ব্যক্তি-বিশেষের নিকট তাহার যেরূপ ব্যাখ্যা শুনা গিয়াছে, সেইরূপ লিখিত হইল।

सुनारा के न जाति न पाति हो रमियां आवा है मझारिया ।
न वाके जात् न पात् नावा भैंक न जानिया ।
अधर्म्मा धरे दुकान हो वेचे सोनेको घरिया ।
हिरालागी झाड़ हो गुंधि आलि आलि मतिया ।
मुन्नादास खिंचे तार हो देख पलक उघारिया ।

মুন্নাদাস।

শুক্রের জাতি-পাঁতি নাই। উহা সর্ব্ব শরীর ভ্রমণ করিয়া মধ্য-স্থলে আসিয়াছে। উহার জাতিও নাই, পাঁতিও নাই। উহার ভেক অর্থাৎ কৌপীন মালা প্রভৃতি সম্প্রদায়-চিহ্নও নাই। গোইন্দ্রিয় * উহার বিক্রয়-স্থান; তথায় উহা বিক্রীত হইয়া থাকে। হীরার ঝাড়ে অর্থাৎ মণিবৃক্ষে মতি অর্থাৎ শুক্র লাগিয়াছে। মুন্নাদাস তার টানিতেছে, অর্থাৎ শুক্র নির্গত হইতে না দিয়া উর্দ্ধ দিকে ভ্রূ-যুগলের মধ্য-স্থলে আকর্ষণ করিতেছে; নেত্র উন্মীলন করিয়া দেখ †।

---

* লিঙ্গ ও গুহ্যদ্বারের মধ্য-স্থলের নাম গোইন্দ্রিয়।

† ইহাদের বিশ্বাস এই যে, সাধকেরা সাধনা-কালে শুক্র নির্গত হইতে না দিয়া ভ্রূ-যুগলের মধ্য-স্থলে আনয়ন করে।

ইহারা দুই ভাগে বিভক্ত, গৃহী ও উদাসীন। লক্ষ্মীপুর, মোল্লারপুর, নেপাল এই সমস্ত জেলায় ও পশ্চিমোত্তর-প্রদেশীয় অন্যান্য স্থানেও এই সম্প্রদায়ী গৃহস্থ লোকের বসতি আছে। প্রথমে ইহাদের তিলক, মালা কৌপীন প্রভৃতি সম্প্রদায়-চিহ্ন ধারণের প্রথা ছিল না। এক্ষণে অনেকে উল্লিখিত রূপ কোন কোন চিহ্ন রাখিয়া থাকে।

এই পন্থীর ফকির অর্থাৎ উদাসীনগণ পীতবর্ণের কোর্তা ও টুপি ব্যবহার করে। কেহ কেহ গল-দেশে তুলসী-কাষ্ঠের হিরা ধারণ করে এবং শ্বেতবর্ণ মৃত্তিকা-বিশেষ দ্বারা নাসা-পৃষ্ঠের মধ্য-স্থল হইতে কেশের নিকট পর্য্যন্ত একটি উর্দ্ধপুণ্ড্র করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি কেশ ও শ্মশ্রু রক্ষা করে, কেহ কেহ সমস্ত মুণ্ডন করিয়া ফেলে। ইহাদের মোহন্তেরা গল-দেশে উর্ণসূত্রে প্রস্তুত একরূপ সেলি * ধারণ করে। পল্টুদাসীদের মত ইহাদেরও উপাধি দাস ও সাহেব। পরস্পর সাক্ষাৎকার ঘটিলে ইহারা বন্দিগি সাহেব বলিয়া অভিবাদন করে। কেহ মহন্তকে অভিবাদন করিলে, তিনি বন্দিগি বলিয়া প্রত্যুত্তর প্রদান করেন।

---

* শৈব-সম্প্রদায়-বিবরণের ১৩৮ পৃষ্ঠায় সেলি শব্দের অর্থ দেখ। ইহারা বিনট-কয়া বায়ান্নহারা সেলি ধারণ করে।

এই সমস্ত আপাপন্থী ফকিরদের মধ্যে কিয়ৎপরিমাণে জাতি-বিচার রহিত দেখা যায়। তাহারা আপন সম্প্রদায়-ভুক্ত কি গৃহস্থ কি উদাসীন সকলেরই অন্ন ভোজন করে; কিন্তু অন্যের অন্ন ভক্ষণ করে না। তাহারা সৎনামী ও পল্টুদাসী উদাসীনদিগের সহিত এক পঁক্তিতে উপ-বেশন করিয়া ভোজন করিলে, দোষ-স্পর্শ হয় না।

পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে, ইহাদের প্রধান ক্রিয়ার নাম গায়ত্রী-ক্রিয়া। পশ্চাৎ সৎনামীদের প্রকরণে সেই বীভৎস ব্যাপারটির বিষয় বর্ণিত হইবে।

সৎনামী।—ইহারা পরমেশ্বরকে 'সৎনাম' কহে এ কারণ ইহারা সৎনামী বলিয়া বিখ্যাত। অযোধ্যা প্রদে-শের অধিবাসী জগজীবন দাস নামে এক ক্ষত্রিয় এই পন্থী প্রবর্ত্তিত করেন। তিনি আসিফুদ্দৌলা নবাবের সময়ে বিদ্যমান ছিলেন এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে। ঐ নবাব ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যার উজিরী-পদে অধিরূঢ় হন। অতএব খৃষ্টাব্দের অষ্টাদশ শতাব্দের শেষ ভাগে এই পন্থী প্রচলিত হয়। সর্দ্দাহা * গ্রাম জগজীবনের জন্ম-স্থান। কোটোয়া গ্রামে তাঁহার গাদি ও সমাধি আছে। প্রতিবৎসর বৈশাখ ও কার্ত্তিক মাসে আবরণ-

---

* **অবদুপুরীকে পচ্ছু ষট্ যোজন পরমোণ।**
যেষযযন পর সদ্দাহা নহাঁ জগজীবন অস্থান ॥

অযোধ্যা পুরীর ছয় যোজন পশ্চিমে সরযূ-তীরে সর্দ্দাহা গ্রাম। তথায় জগজীবনের আস্থান আছে।

কুণ্ড-স্নান উপলক্ষে তথায় মেলা হইয়া থাকে। ঐ সময়ে গৃহস্থ শিষ্যেরা তথায় গমন করিয়া পূজাদি দেয়। বৈসো-য়ারা, তেলোই, হর্‌চন্দ্‌পুর, উমাপুর প্রভৃতি অন্য অন্য স্থানেও ইহাদের আস্থান আছে। এই কয়েকটি গ্রাম লক্‌নাউ জেলার অন্তর্গত।

জগজীবন সাহেবের শিষ্য জালালি দাস, জালালি দাসের শিষ্য গিরিবর দাস, গিরিবর দাসের শিষ্য জমাহির দাস, জমাহির দাসের শিষ্য যশকরণ দাস এবং যশকরণ দাসের শিষ্য হনূমান্‌ দাস ও বলদেব দাস। শেষোক্ত দুই জন এক্ষণে বিদ্যমান আছেন। ১৮০২ শকাব্দের শীত ঋতুতে এই বলদেব দাসের সহিত আমার আলাপ, আত্মীয়তা ও ঘনিষ্ঠতা ঘটিয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত আসিফু-দ্দৌলার মহিষী সৎনামীদিগকে পীড়ন করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত রামদাস নামে গিরিবর দাসের একটি শিষ্য এই বচনটি রচনা করেন,

অবদ্‌পুরীকী বসবী বসিয়ে কৌনি ঔর।
এ তিনী দুঃখ দৈবত্‌ হৈ বেগম বাঁদর চোর॥

অযোধ্যা পুরীর কোন্‌ অংশে বাস করি? বেগম, বাঁদর, চোর এই তিনেই এ স্থানে দুঃখ দেয়।

গিরিবর সাহেব নিজেও তাদৃশ উপলক্ষে পশ্চাল্লিখিত শ্লোক প্রণয়ন করেন,

গুল্লা মারী বন্দরে রাত্‌ রাখিয়ে চোর।
ভজন করু ভগবান্‌কী বেগম্‌ লেগি পোর॥

বানরকে গুলি প্রহার কর। রাত্রি-জাগরণ পূর্ব্বক ভজন করিয়া চোর নিবারণ কর। ভগবানের সাধনা করিতে থাক। বেগম কি লইবেন *?

জগজীবন দাস যাবজ্জীবন সংসারাশ্রমে থাকিয়া হিন্দী ভাষায় জ্ঞানপ্রকাশ, মহাপ্রলয়, প্রথমগ্রন্থ প্রভৃতি কয়েক খানি গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়া যান। ঐ জ্ঞানপ্রকাশ নামক পুস্তক ১৮১৭ সম্বতে লিখিত হয়।

ইহারা আপনাদিগকে নির্গুণ সৎস্বরূপ পরব্রহ্মের উপাসক বলিয়া পরিচয় দেয় এবং বৈদান্তিক মতানুরূপ জীবব্রহ্মের অভেদ-ভাবাদিও স্বীকার করিয়া থাকে। বাউল প্রভৃতি কোন কোন বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ীরা যেমন দেহকেই ব্রহ্মাণ্ড স্বরূপ জ্ঞান করে †, ইহাদের মধ্যেও তদনুরূপ মত প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়।

অন্দর খোজ মিলৈ সো জ্ঞানী।
নীচে বৃক্ষ মূল হৈ উংচে অনুভী অকত কহানি।
সাত দীপ নৌ খণ্ড মা সোহং সো ঘর সন্তন জানি॥

যে ব্যক্তি অভ্যন্তরের অনুসন্ধান পায়, সেই জ্ঞানী। নিম্ন-ভাগে স্কন্ধ ও শাখা এবং উর্দ্ধভাগে

---

* শেষ দুইটি শব্দ মূলের তাৎপর্য্যার্থ মাত্র। অবিকল শব্দার্থ লিখিলে অতিমাত্র অশ্লীল হইয়া পড়ে।

† প্রথম ভাগ, বাউল-সম্প্রদায়, ১৭২ পৃষ্ঠা।

মূল *। এটি অসম্ভব্য ও অকথ্য-কথন। সাধু জনেরা সাত দ্বীপ † নয় খণ্ড ‡ ও সোঽহং ¶ শব্দ অবগত আছেন।

সৎনামীদের মধ্যেও গৃহস্থ উদাসীন দুই প্রকার লোকই আছে। গৃহস্থেরা নেপাল, কাশী, কানপুর, মথুরা, দিল্লী, লাহোর, অযোধ্যা, মুলতান, হয়দরাবাদ, গুজরাট ইত্যাদি নানা প্রদেশে বাস করে। তাহারাও পল্টুদাসী ও আপাপন্থীদের ন্যায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যাদি নানা জাতিতে বিভক্ত। কিন্তু ফকির অর্থাৎ উদাসীনদের মধ্যে তাদৃশ বর্ণ-বিচার প্রচলিত নাই। তাহারা কেহ ভিক্ষা করে না; গৃহস্থ শিষ্য-সেবক দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। এই সম্প্রদায়ের ফকিরদিগের উপাধি দাস ও সাহেব। মহন্তকে সাহেব ও অপরাপর সকলকে দাস বলে। তদ্ভিন্ন, কেহ কোন ফকিরকে সসম্ভ্রম সম্ভাষণ করিবার ইচ্ছা করিলে সাহেব বলিয়া সম্বোধন করে।

---

* কঠোপনিষদের ষষ্ঠ বল্লীর প্রথম শ্লোকে উল্লিখিত হিন্দী বচনের অনুরূপ একটি ভাব লিখিত আছে, "ঊর্দ্ধ মূলোঽবাক্‌শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ।" অর্থাৎ এই অনাদি সংসাররূপ অশ্বত্থ বৃক্ষের মূল ঊর্দ্ধদিকে এবং বিবিধ জীবলোক রূপ শাখা সকল অধোদিকে অবস্থিত রহিয়াছে। পরব্রহ্ম এই জগতের মূল কারণ এই নিমিত্তই ইহার মূল ঊর্দ্ধ দিকে বিদ্যমান আছে এইরূপ উক্ত হইয়াছে। ঐ হিন্দী-বচনে এই প্রাচীন ভাবটি শরীর বিষয়ে প্রয়োজিত হইয়াছে বোধ হয়।

† দুই চক্ষু, দুই কর্ণ, দুই নাসিকা ও মুখ এই সাত দ্বীপ।

‡ দুই উরু, দুই জঙ্ঘা, দুই বাহু, দুই প্রকোষ্ঠ, নাভি হইতে স্কন্ধ পর্য্যন্ত মধ্য-ভাগ এই নয় খণ্ড।

¶ আমি সেই অর্থাৎ ব্রহ্ম। অন্তের মত এই যে, নিশ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা নিরন্তর ঐ সোঽহং শব্দ হইতেছে।

কোন গৃহস্থ সৎনামীর মৃত্যু ঘটিলে, মৃত ব্যক্তির মুখাগ্নি করিয়া মৃত্তিকার মধ্যে তাহার দেহ সমাহিত করা হয়। স্ত্রীলোকের মৃত্যু হইলে, দশ দিবস অশৌচ পালন করিয়া শেষ দিবসে তাহার শ্রাদ্ধ করিতে হয়। পুরুষের কাল-প্রাপ্তি হইলে, দশম দিবসে অশৌচান্ত হয় ও ত্রয়োদশ দিবসে শ্রাদ্ধ হইয়া থাকে। উদাসীন সৎনামীর মৃত্যু ঘটিলেও ঐরূপ দেহ-সৎকার ও আদ্যকৃত্য অনুষ্ঠান করিবার প্রথা প্রচলিত আছে।

এই সম্প্রদায়ী গৃহস্থেরা রাম-মন্ত্রে দীক্ষিত হয়। সে মন্ত্র এই,

ওঁ রা রা রংকার ওঁ ওঁকার শূন্য শব্দ নিরঙ্কার্ আহ্ জীব কিন্ পসার অন্নাবরী ভবরে পার, জগজীবন গুরু সত্‌নাম আধার, রামনাম গহি ভজ উতরি পার দয়া সত্ গুরুকী।

সত্‌নামি গৃহস্থকা মন্ত্র।

সৎনামী ফকিরেরাও প্রথমে এই মন্ত্র গ্রহণ করিয়া ভজনাদি করে। পশ্চাৎ সাধনায় কিঞ্চিৎ পরিপক্ক হইলে, গায়ত্রী-ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। কিছু পরেই তাহার সবিশেষ বিবরণ করা যাইতেছে। ইহারা প্রতিদিন হনূমান্ জীকে ধূপ দান করিয়া পূর্ব্ব-লিখিত রাম-মন্ত্র পাঠ করে। আর মঙ্গলবারে হনূমান্ জীর, কৃষ্ণপক্ষীয় সপ্তমীতে সত্যপুরুষের এবং পূর্ণিমাতে অজর্ পুরুষের ব্রত করিয়া থাকে। ঐ ঐ দিবস দিবা এক প্রহরের সময়ে ও সন্ধ্যার পরে পুষ্প, পান, লবঙ্গ ও মিষ্টান্ন দিয়া পূজা দেয়। সমস্ত

দিন উপবাসী থাকিয়া সায়ংকালে মাল্‌পো প্রভৃতি ভোগ দিয়া নিজে প্রসাদ পায় এবং নিকটে যে শিষ্যগণ সঙ্গীতাদি করে, তাহাদিগকেও প্রসাদ দিয়া থাকে।

এই সম্প্রদায়ী ফকিরেরা গাত্রে হিঙ্গুলে রঞ্জিত লোহিত-বর্ণ কোর্ত্তা ও লাল খেরুয়াতে প্রস্তুত অল্‌ফি * এবং মস্তকেও ঐরূপ রঞ্জিত বা ঐরূপ বস্ত্রে প্রস্তুত ঐ বর্ণের টুপি, হস্তে ঊর্ণসূত্রের ধাগা ও সুমরণী † ও গল-দেশে পট্টসূত্রের সেলি ব্যবহার করে এবং ভস্ম-বিশেষ বা শ্যাম-বিন্দি নামক মৃত্তিকা দ্বারা নাসা-পৃষ্ঠের মধ্য-স্থল হইতে কেশের নিকট পর্য্যন্ত অঙ্গুলি-প্রমাণ প্রশস্ত একটি ঊর্দ্ধ-পুণ্ড্র করিয়া থাকে। কেহ কেহ কেশ ও শ্মশ্রু রক্ষা করে, কেহ কেহ সমস্ত মুণ্ডন করিয়া ফেলে। ইহারা তিলক ও সেলি-ধারণের সময় পশ্চাল্লিখিত মন্ত্র দুইটি পাঠ করিয়া থাকে।

তিলক-ধারণের মন্ত্র।—

आद् जोत झिन पसार, जलगयि पारख, रहगयि खाक्, सो खाक् शिव गुरुके वाक् सो खाक् ब्रह्माके मस्तक चढ़े, विष्णुके मस्तक चढ़े, सो खाक् जगजीवन साहिबके मस्तक चढ़े सत्यनाम आधार।

---

* অল্‌ফি চাদরের মত, কিন্তু মাথা গলাইয়া পরিবার জন্য মধ্য-স্থলে কাটা।

† চিড়, চন্দন বা তুলসী-কাষ্ঠে নির্ম্মিত, বড় বড় বর্ত্তুল-সদৃশ, ১৭, ১৯, ২১ ইত্যাদি বিযোড়-সংখ্যক মালা।

সেলি-ধারণের মন্ত্র।—

सेलि सत्यमनेकी डार् गले सत्यनाम भवत् निशान है रे ताको तत्त्वनि चोय फिरढा फरफूंद बन्धन है रे श्वास औ श्वेत दोनो बैठका पहिर पहुंच पैहचान है रे चेत् दाना सुमेन्नि गुहे कैव कुवका आंदुपड़ा येभि येक भेद मस्तान है रे पांच पच्चीस को डाढवेको हाथ छड़ि लिये गुरुज्ञान है रे। जगजीवन दास पद्द रे सन्त निर्व्वान है रे दया सद्गुरुकी।

সৎনামী ফকিরদের পরস্পর সাক্ষাৎ হইলে, বন্দিগি সাহেব বলিয়া অভিবাদন করে। মহন্তকে এইরূপ সম্ভাষণ করিলে, তিনি সত্যনাম বলিয়া উত্তর দেন।

গায়ত্রী-ক্রিয়া।—পল্টুদাসী, আপাপন্থী, সৎনামী এই তিন সম্প্রদায়ীরা মৎস্য, মাংস ও মদ্য ব্যবহার করে না। ইহাদের মধ্যে অনেক সরল ও সজ্জন লোকও আছে। কিন্তু এই তিন সম্প্রদায়ী উদাসীনেরা এমন একরূপ বীভৎস ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে যে তাহাতেই ইহাদের সমুদায় গুণ ও সমুদায় সাধনা আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। সেটি বাউল-সম্প্রদায়ের চারিচন্দ্রভেদের * অনুরূপ। সেটি নিজ নিজ মল, মূত্র ও শুক্র মন্ত্রপূত করিয়া ভক্ষণ করা বই আর কিছুই নয়। তাহারই নাম গায়ত্রী-ক্রিয়া। ইহারা সেই অতীব গুহ্য ক্রিয়াকে পরম পুরুষার্থ-সাধন বলিয়া বিশ্বাস করে এবং তাহা গোপন রাখিবার উদ্দেশে

---

* এই পুস্তকের প্রথম ভাগ, বাউল-সম্প্রদায়, ১৭৩ পৃষ্ঠা।

কতকগুলি সাঙ্কেতিক শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে। পশ্চাৎ উদাহরণ স্বরূপ তাহার কয়েকটি লিখিত হইতেছে।

শব্দ	অর্থ
বীজ। মণি। রস।	শুক্র।
অজর্।	মল।
রামরস।	মূত্র।
চন্দ্র।	নাসিকার বাম রন্ধ্র্।
সূর্য্য।	নাসিকার দক্ষিণ রন্ধ্র্।
অর্দ্ধ।	দক্ষিণ চক্ষু।
উর্দ্ধ।	বাম চক্ষু।
লঙ্কা।	মুখ।
দশানন।	দন্ত।
গোইন্দ্রিয়।	লিঙ্গ ও গুহ্য-দ্বারের মধ্য-স্থল।
দশমদ্বার।	লিঙ্গের যে দ্বার দিয়া শুক্র নির্গত হয়।

উল্লিখিত তিন সম্প্রদায়ী ফকির অর্থাৎ উদাসীনেরা ঐ গায়ত্রী-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে। আপনার মল, মূত্র ও শুক্র আপনি ভক্ষণ করিয়া থাকে। গৃহস্থেরা গায়ত্রী-ক্রিয়া করে না; পূর্ব্বোক্ত রাম-মন্ত্র মাত্র গ্রহণ করিয়া ভজনা করে।

এই গায়ত্রী-ক্রিয়া তিন প্রকার; বীজ মন্ত্র, অমর্ মন্ত্র, ও অজর্ মন্ত্র। শুক্র সংক্রান্ত ক্রিয়ার নাম বীজ মন্ত্র, রামরস অর্থাৎ মূত্র সাধনার নাম অমর্ মন্ত্র এবং অজর্ অর্থাৎ মল সংক্রান্ত ক্রিয়ার নাম অজর্ বা গুরু মন্ত্র। মল যমুনা-স্বরূপ, মূত্র গঙ্গা-স্বরূপ এবং শুক্র সরস্বতী-স্বরূপ। এই তিনের সমবেত নাম ত্রিবেণী। ইহার অন্য

একটি নাম ত্রিকুটি। এই তিন সম্প্রদায়ের মতে, এই ত্রিবেণীই প্রকৃত ত্রিবেণী; পুরাণোক্ত ত্রিবেণী তাদৃশ মহিমান্বিত নয়। মন্ত্রোচ্চারণ সহকারে ঐ তিন পরম সামগ্রী ভক্ষণ করিলেই গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর সাধনা করা হয়। ইহাকেই ত্রিবেণী-সাধন বলে। এই সাধনেরই অন্য একটি নাম ত্রিগায়ত্রী-ক্রিয়া। যে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া যে দ্রব্য ভক্ষণ করিতে হয়, পশ্চাৎ লিখিত হইতেছে।

উল্লিখিত যমুনা-পানের মন্ত্র।

अजरि वजरि धरतहुं धरति लेओ संभार ओहुं नाम स्मरण करुं सोहुं नाम लौ लाय कहे कबीर धरमदास से काल दाग मिट जाय। दया सद्‌गुरुकी।

উল্লিখিত গঙ্গা-পানের মন্ত্র।

अमरित् आया अमर लोकसे जगमा रहा समाधि। अमरि मुरत् अमरि कंद अमरि तु रं पांच तत्वका फंद। कहे कबीर जो अमरि खाय जरा मरण त्यज अमर लोक को जाय। दया सद्‌गुरुकी।

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া রামরস অর্থাৎ মূত্র পান করিতে হয়। রামরসের নাম রাম ও জিহ্বার নাম জানকী। এই দুই একত্র মিলিত হইলে পরম পদ লাভ হয়।

উল্লিখিত শুক্র-পানের মন্ত্র।

अजर् अजयिन् अजमन् अजर् अमर गुरु गम्भीर।
सत्त नाम पर मुक्तामन नाम कबीर। दया सद्‌गुरुकी।

গায়ত্রী-ক্রিয়ার অনুষ্ঠানকারী সাধকেরা শুক্র হস্তে ধারণ করিয়া এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক অগ্রে উহা দ্বারা ললাটে উর্দ্ধপুণ্ড্র করে, পরে অঞ্জন করিয়া দুই চক্ষে লেপন করে, তদনন্তর ভক্ষণ করিয়া থাকে। সৎনামী ফকিরেরা প্রতিদিনই ত্রিকালে গায়ত্রী-ক্রিয়া করে; মল-সংক্রান্ত গায়ত্রী এক বার ও মূত্র-সংক্রান্ত গায়ত্রী তিন বার আর প্রতি মাসে এক বার মাত্র শুক্র-সংক্রান্ত গায়ত্রী-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। তদ্ভিন্ন, প্রতিদিন গণেশ-ক্রিয়া * নামে একরূপ শারীরিক ক্রিয়া সম্পাদন করে। সৎনামী প্রভৃতিরা বলে, কবীরপন্থী ও দাদূপন্থীদের মধ্যেও গায়ত্রী-ক্রিয়া প্রচলিত আছে। উল্লিখিত মন্ত্রগুলির মধ্যেও কবীরের ধ্বনি রহিয়াছে দৃষ্ট হইতেছে। শুনিলাম, সৎনামীদের ন্যায় কবীরপন্থীরাও উল্লিখিত তিন প্রকার গায়ত্রী-ক্রিয়ারই অনুষ্ঠান করে; আপাপন্থী, পল্টুদাসী ও দাদূপন্থীরা কেবল শুক্র-সাধনা করিয়া থাকে।

শৈব ও বৈরাগীদের ন্যায় এই সমুদায় পন্থীর মধ্যেও পরমহংস পদ বিদ্যমান আছে। যাঁহারা অন্য অন্য সমস্ত ক্রিয়া পরিত্যাগ করিয়া কেবল উক্তরূপ গায়ত্রী-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারাই পরমহংস। তাঁহারা জাতি-বিচার অবলম্বন করিয়া চলেন না; সকলের

* গুহ্যদ্বারের অভ্যন্তর পরিষ্কার করাকে গণেশ-ক্রিয়া বলে।

অন্নই ভোজন করেন। পরমহংস সাহেব-জাতীয় *। তাঁহাদের লৌকিক জাতি নাই।

জাত্ জাত্ কী পাহুনা জাত্ জাত্ কী যায়।
সাহিব জানি অজাতি হৈ সব ঘট্ রহৈ সমায়।

জগজীবন সাহেবের বচন।

ভিন্ন ভিন্ন জাতি ভিন্ন ভিন্ন জাতি-সমীপেই গমন করে। কিন্তু ঈশ্বরের জাতি নাই; তিনি সকল ঘটেই ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন।

পল্টুদাসী, আপাপন্থী, সৎনামী এই তিনের বিষয় যৎকিঞ্চিৎ যাহা লিখিত হইল, তদ্দ্বারা এই তিনের ব্যবহার ও ধর্ম্মানুষ্ঠান পরস্পর সুসদৃশ ও সুসম্বদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। এই তিন সম্প্রদায়ে † ব্যবহৃত, ফকির, বন্দিগি, সাহেব প্রভৃতি শব্দে ইহাদের মোসল্মান্-সংস্রব বা মোসলমান্-সম্প্রদায়ের আদর্শ-গ্রহণের পরিচয় দান করিতেছে। দরিয়াদাসীরাতো আধাহিন্দু ও আধামোসল্মান্ বলিয়া প্রবাদ আছে। ইহাদের ও বুনিয়াদদাসীদের সহিত আমার সাক্ষাৎকার ঘটে নাই এবং

* অর্থাৎ ঈশ্বর-জাতীয়।

† বৈষ্ণব-সমাজে সম্প্রদায় শব্দটি রামানুজাদি চারি প্রধান সম্প্রদায় অর্থেই ব্যবহৃত হয়; কিন্তু উহার আভিধানিক অর্থ পরম্পরা-উপদিষ্ট মত ও উপাসক দল-বিশেষ। তদনুসারে, এই গ্রন্থের নানা স্থানে উহা ঐ অর্থে প্রয়োজিত হইয়াছে।

এই উভয়ের সবিশেষ বৃত্তান্ত জানিবার কোন উপায়ও প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই।

বীজমার্গী।—ইহারা শুক্রকেই পরব্রহ্ম বলিয়া বিশ্বাস করে, কেননা শুক্র হইতেই সমস্ত জীবের উৎপত্তি হয়। শুক্রের নাম বীজ এই নিমিত্ত ইহাদের নাম বীজমার্গী। ইহাদের ভজন-সভার নাম সমাজ ও ভজনালয়ের নাম সমাজ-গৃহ। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময়ে ঐস্থলে ভজনা হইয়া থাকে। গোরক্ষনাথ প্রভৃতির বিরচিত ভজন সমুদায় গান করাই ইহাদের ভজনার প্রধান অঙ্গ।

শৈব শাক্তাদির ন্যায় ইহাদেরও একরূপ চক্র হয় ও তাহাতে অতীব গুহ্য ব্যাপার সম্পন্ন হইয়া থাকে। শুক্ল-পক্ষীয় চতুর্দ্দশীতে ঐ চক্রের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। কোন বীজমার্গী নিজ বাটীর স্ত্রীলোক-বিশেষকে কোন সাধুর অর্থাৎ উদাসীন-বিশেষের সহিত সহবাস করাইয়া তাহা হইতে শুক্র নির্গত করিয়া লয় *। সেই বীজ একটি সিসিতে পুরিয়া রাখে ও চক্রের দিবস ঐ শুক্র সমাজ-গৃহে আনয়ন পূর্ব্বক একটি বেদির উপর পুষ্প-শয্যার মধ্য-স্থলে একটি পাত্রে স্থাপন করে † এবং

* ইহাদের গৃহে কোন সাধুর সমাগম হইলে, আপনার স্ত্রী অথবা কন্যাকে তদীয় সেবায় নিযুক্ত করে, তাহারই সহিত সঙ্গম করাইয়া তদীয় বীজ অর্থাৎ শুক্র গ্রহণ করে ও সেই শুক্র একটি সিসিতে তুলিয়া রাখে।

† আরও শুনিয়াছি, ইহারা মহন্তের নিকট আপন স্ত্রীকে প্রেরণ পূর্ব্বক উভয়ের পরস্পর সহবাস দ্বারা বীজ বাহির করাইয়া লয় এবং সেই বীজ ও পূর্ব্বোক্ত পাত্রস্থ বীজ একত্র মিলিত করিয়া তাহার পূজা করে।

তাহাতে দুগ্ধ, মধু, ঘৃত ও দধি মিশ্রিত করিয়া পঞ্চামৃত প্রস্তুত করে। সেই পঞ্চামৃত ঐ পাত্রে সংস্থাপন করিয়া পুষ্প ও মিষ্টান্ন দিয়া ভোগ দেয়। দিয়া, সমাজস্থ সকলকে পরিবেশন করিয়া দেয়। ইহারা চক্র-স্থলে জাতি-বিচার পালন করে না; সকলের অন্ন সকলেই ভক্ষণ করে।

গির্নার অঞ্চলে কাটিবার দেশে ইহাদের বসতি আছে। ইহারা আপনাদিগের মত-প্রণালীকে বিসামারগ বলিয়া পরিচয় দেয়। ইহাদের মহন্ত গৃহস্থ। শুনিতে পাই, পরমার্থ-সাধনার উদ্দেশে এক বীজমার্গী অন্য বীজমার্গীর ভার্য্যার সহিত সহবাস করে। কাহার বিবাহ হইলে, তাহার ভার্য্যাকে মহন্তের সহিত তিন দিবস একত্র অবস্থিতি করিতে হয়; মহন্ত সেই স্ত্রীলোককে মন্ত্রোপদেশ প্রদান করিয়া তাহার সহিত সম্ভোগ করেন।

ইহারা এইরূপ ব্যভিচারী বলিয়া সর্ব্বাংশে যথেচ্ছাচারী নয়। শুদ্ধাচারাভিমানী অন্যান্য বৈষ্ণবের ন্যায় গল-দেশে তুলসী-মালা ধারণ করে ও মদ্য-মাংসাদি-ব্যবহারেও বিরত থাকে। ইহারা আপনাদিগকে নির্গুণ-উপাসক বলিয়া পরিচয় দেয় অথচ রাম ও কৃষ্ণ বিষয়ক সঙ্গীত-গানও করিয়া থাকে। কিন্তু রাম কৃষ্ণকে বিষ্ণু-বতার বলিয়া স্বীকার করে না; পরব্রহ্মের নামই রাম ও কৃষ্ণ এই কথা বলিয়া থাকে। ইহারা দেহকে কৌশল্যা

দশ ইন্দ্রিয়কে দশরথ, কুমতি বা দ্বেষকে কেকয়ী, উদরকে ভরত ও সত্ত্বগুণকে শত্রুঘ্ন বলে। দেহের অভ্যন্তর-স্থিত রামরস নামক পদার্থ-বিশেষ রাম এবং লাহা নামক স্থান-বিশেষকে লক্ষ্মণ বলিয়া বিশ্বাস করে।

'পূর্ব্বোক্ত বহুবিধ কলুষিত বিষয়ের বিবরণে এই প্রবন্ধ গুলিকে কলুষিত করা কোনরূপেই প্রীতিকর নয়। কিন্তু কি করি; ধর্ম্ম-প্রধান ভারতমণ্ডলে বীভৎসাকার অধর্ম্ম ধর্ম্ম-রূপ ধারণ করিয়া গুপ্তভাবে কিরূপ ক্রীড়া করিতেছে, তাহা জন-সমাজের গোচর না করিয়াই বা কিপ্রকারে নিরস্ত থাকি? মল-গর্ভ অন্ত্র ছেদন করিয়া না দেখিলেই বা তাহার প্রকৃতি ও রোগ কিরূপে নিরূপিত হইবে?

স্বামীনারায়ণী।—গুজরাট্ অঞ্চলে আমেদাবাদে নারায়ণ নামে একটি চর্ম্মকার বাস করিত। কোন বৈষ্ণব উদাসীন সেই স্থানে আসিয়া প্রাণ ত্যাগ করে। তাহার নিকট এক খানি ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছিল, ঐ চর্ম্মকার তাহা সংগ্রহ করিয়া রাখে। সে তাহার মর্ম্মার্থ কিছু বুঝিত না। গোঁড়া জেলার অন্তর্গত ছাপিয়া নামক গ্রামের অধিবাসী স্বামী নামে একটি ব্রাহ্মণ তীর্থ-পর্য্যটনে প্রবৃত্ত হইয়া ঐ আমেদাবাদে আগমন করে এবং উল্লিখিত নারায়ণ চর্ম্ম-কারের সহিত তাহার সাক্ষাৎকার-সংঘটন হয়। নারায়ণ কথা-প্রসঙ্গে স্বামীর নিকট ঐ গ্রন্থের বিষয় উপস্থিত করে এবং স্বামীও তাহা পাঠ করিয়া পরিতৃপ্ত হয়। পশ্চাৎ

উভয়ে মিলিত হইয়া ঐ গ্রন্থের মতানুসারে একটি পন্থী প্রবর্ত্তিত করে এবং আপনাদের নামানুসারে তাহার নাম স্বামীনারায়ণী রাখে। এই প্রকারে এই পন্থীর স্বামী-নারায়ণী নাম উৎপন্ন হয় এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে। উক্ত গ্রন্থের অর্চ্চনা ইহাদের প্রধান ধর্ম্ম; দেব-প্রতিমূর্ত্তির উপাসনা করা বিধেয় নয়। ইহারা এক খানি চৌকির উপর ঐ গ্রন্থ স্থাপিত করিয়া মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক পুষ্প, চন্দন, মিষ্টান্ন, তাম্বূলাদি উপকরণ দ্বারা তাহার অর্চ্চনা করে এবং ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে বাদ্য-বাদন পূর্ব্বক তুলসীদাস ও সুরদাসের বিরচিত সঙ্গীত সমুদায় গান করিতে থাকে। ইহাদের মতে, ঐ গ্রন্থের অর্চ্চনা-তেই ভগবানের অর্চ্চনা করা হয়। ইহারা ভগবান্‌কেই স্বামীনারায়ণ বলে এবং কাহার মৃত্যু হইলে বারম্বার স্বামীনারায়ণ স্বামীনারায়ণ বলিয়া মৃত দেহ লইয়া যায়। আমেদাবাদ, জামনগর, ঝুন্নাগড়, ভাওনগর এই চারি স্থানে ইহাদের দেবালয় আছে। এই চারি স্থানই গির্নার, কাটিবার ও গুজরাট অঞ্চলে অবস্থিত। বর্ষে বর্ষে ঐ চারি ধামেই ইহাদের উৎসব হইয়া থাকে। ফাল্গুন মাসে আমেদাবাদে, কার্ত্তিক মাসে জামনগরে, চৈত্র মাসের রামনবমীতে ঝুন্নাগড়ে এবং জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমাতে ভাওনগরে মহাসমারোহ পূর্ব্বক এক একটি মেলা হয়। ইহারা সকলেই গৃহী। কুর্ম্মি, কাঠি, বণিক্, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি অনেক জাতীয় লোক এই পন্থীর মধ্যে

প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু এক ধর্ম্মাক্রান্ত হইলেও, কেহ স্বজাতীয় ভিন্ন অন্যের হস্তে ভোজন করে না।

হরিশ্চন্দ্রী, সধ্নপন্থী ও মাধবী।

এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের সবিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হওয়া দুষ্কর এবং অন্যান্য বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সহিত ইহাদের বিভিন্নতাই বা কি তাহাও বিস্তারিত জ্ঞাত হওয়া দুঃসাধ্য। হরিশ্চন্দ্রী ও সধ্নপন্থী এই দুই সম্প্রদায় অন্ত্যজ লোক কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হয় এবং কেবল অন্ত্যজেরাই এই উভয় সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হয়। পশ্চিমাঞ্চলের ডোম-জাতীয় লোকেরা হরিশ্চন্দ্রী সম্প্রদায় অবলম্বন করিয়াছে। তাহারা কহে, হরিশ্চন্দ্র রাজা এক ডোমের ক্রীতদাস ছিলেন এবং তাহাকে এই সম্প্রদায়-নিষ্ঠ সমুদায় ধর্ম্ম উপদেশ করিয়াছিলেন, এই হেতু হরিশ্চন্দ্র রাজার নামানুসারে এই সম্প্রদায়ের নাম হরিশ্চন্দ্রী হইয়াছে।

সধ্ন নামে এক মাংস-বিক্রয়ী দ্বিতীয় সম্প্রদায় সংস্থাপন করে, এ প্রযুক্ত তাহার নাম সধ্নপন্থী হইয়াছে। এই প্রকার প্রবাদ আছে যে, সধ্ন পশু-হনন করিতেন না; অন্যের নিকট মাংস ক্রয় করিয়া বিক্রয় করিতেন। এক উদাসীন তাঁহার সাতিশয় দয়া-স্বভাব দৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে একটি শালগ্রাম শিলা প্রদান করিলেন। সধ্ন

তাহা প্রাপ্ত হইয়া পরম পুলকিত হইলেন এবং অবিচলিত ভক্তি সহকারে পূজা করিতে লাগিলেন। তাহাতে ভক্ত-বৎসল ভগবান্ সুপ্রসন্ন হইয়া তাঁহার সমুদায় কামনা সিদ্ধ করিলেন। একদা তিনি তীর্থ-ভ্রমণে গিয়াছিলেন, পথিমধ্যে এক ব্রাহ্মণ-বনিতা তাঁহার প্রতি আসক্ত-চিত্ত হইয়া তাঁহাকে মনের মানস অবগত করিলেন। সধ্ন শুনিয়া এই উত্তর দিলেন, "তোমার মতে আমার সম্মত হইবার পূর্ব্বে এক জনের কণ্ঠচ্ছেদ হওয়া আবশ্যক।" ব্রাহ্মণী এ কথার যথার্থ তাৎপর্য্যার্থ না বুঝিতে পারিয়া স্বীয় স্বামীর কণ্ঠচ্ছেদন করিল। ইহাতে তাহার প্রতি সধ্নের অশ্রদ্ধা-বৃদ্ধি হওয়াতে সেই ব্রাহ্মণী কোপাবিষ্ট হইয়া তাঁহার মিথ্যা অপবাদ প্রচার করিয়া দিল। কিন্তু সধ্ন তুচ্ছ করিয়া ঐ অমূলক অপবাদের অপনোদনার্থ যত্নবান্ না হওয়াতে, রাজ-বিচারে তাঁহার হস্তচ্ছেদন রূপ গুরুতর দণ্ড বিহিত হইল। সধ্ন-পন্থীরা কহে, মানুষে বিশিষ্ট রূপ তত্ত্বানুসন্ধান না করিয়া তাঁহার শাস্তি বিধান করিল বটে, কিন্তু জগৎপিতা জগন্নাথ তাঁহাকে পুনরায় হস্ত প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণ-বনিতা স্বীয় স্বামীর চিতারোহণ পূর্ব্বক সহমৃতা হইল, তাহা দেখিয়া সধ্ন কহিলেন, "স্ত্রীর চরিত্র কাহারও জ্ঞেয় নহে; স্ত্রীলোক স্বামীকেও নষ্ট করে, আবার সতীও হয়।"

মাধো নামে এক উদাসীন মাধবী নামে এক উদাসীন-সম্প্রদায় সংস্থাপন করেন। তাহারা বলিয়ান্ নামক

যন্ত্র সঙ্গে লইয়া নানাদেশ পরিভ্রমণ করে এবং ইষ্ট-দেবের উপাসনা-কালে গীত বাদ্য করিয়া থাকে। ভক্ত-মালে যে মাধোজি নামক ভক্তের বৃত্তান্ত লিখিত আছে, তিনিই এই মাধবি-সম্প্রদায়-সংস্থাপক মাধো হইবেন বোধ হয়। কিন্তু অন্য অন্য অনেক ভক্তেরও এই নাম শ্রুত হওয়া যায়। বিশেষতঃ কান্যকুব্জ-দেশীয় মাধো দাস নামক নানা-শাস্ত্র-বিশারদ এক সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণের সবিস্তর উপাখ্যান প্রচলিত আছে; তিনি কিছুকাল উৎকলে ও কতক দিন বৃন্দাবনে অবস্থিতি করিয়াছিলেন এবং বোধ হয় চৈতন্য প্রভুর মতানুবর্ত্তী হইয়াছিলেন।

চূহড়পন্থী।

১০। ১২ বৎসর হইল, আগরা নগরের এক বণিক্ এই সম্প্রদায় সংস্থাপন করেন।

গুজরাটে 'নাথজী' নামে এক বিগ্রহ আছে, ইহারা সেই বিগ্রহকে ইষ্টদেবতা স্বরূপ জ্ঞান করিয়া তাহারই বিশেষ রূপ উপাসনা করে এবং সতত কৃষ্ণ-নাম কীর্ত্তন ও কৃষ্ণ-নাম গান করিয়া দেহ মন পবিত্র করিতে থাকে।

ইহারা সাধনার নিমিত্ত কোন স্থান-বিশেষ নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখে না; যখন যেখানে সুবিধা হয় তখন সেই খানেই সাধনা করে। সাধনার সময় স্ব-সম্প্রদায়ী অনেক স্ত্রী-পুরুষে একত্র মিলিত হইয়া নৃত্য করিতে থাকে।

ইহারা জাতি-ভেদ স্বীকার করে না ; সকল জাতির অন্নই ভক্ষণ করে।

কুড়াপন্থী।

২৫। ২৬ বৎসর হইল, আগরা জেলার অন্তর্গত হাত্রাস নামক নগরে তুলসীদাস নামে এক অন্ধ বণিক্ এই সম্প্রদায় সংস্থাপন করেন।

এক কুণ্ডা অর্থাৎ এক কুঁড়েতে সমুদায় আহারীয় দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া স্ব-সম্প্রদায়ী সকলেই একত্র সেই কুঁড়েতে ভোজন করে, এই নিমিত্ত ইহাদের নাম কুড়াপন্থী হইয়াছে।

ইহারা জাতিভেদ স্বীকার করে না ; সকল জাতিকেই শিষ্য করে এবং সকল জাতির অন্নই ভক্ষণ করে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে যাহারা গৃহস্থ, তাহারা স্ব-সম্প্রদায়ী ভিন্ন অন্যের অন্ন গ্রহণ করে না।

ইহাদের সম্প্রদায়-ভুক্ত হইলে, সকল জাতীয় লোকেই কালক্রমে গুরু হইতে পারে। গুরুর আসনের নাম গদি। হাত্রাস, লক্ষ্ণৌ, আগরা প্রভৃতি অনেক স্থানেই এক একটি গদি আছে। এক এক জন এক এক স্থানের গদির স্বামী অর্থাৎ গুরু থাকেন এবং সেই সেই গুরুর কতকগুলি করিয়া শিষ্য থাকে।

ইহারা কোন মূর্ত্তির আরাধনা করে না। রাত্রিযোগে

গুরু এবং স্ব-সম্প্রদায়ী অনেক স্ত্রী পুরুষ একত্র সমাজ-বদ্ধ হইয়া ইষ্টদেবের উপাসনা করে। সে সময়ে কর্ণে হস্ত দিয়া শব্দ-শ্রবণ ও নাসিকাগ্রে দৃষ্টিপাত, ভ্রূকুটিধ্যান অর্থাৎ ভ্রূর মধ্য-স্থল-বর্ত্তী দ্বিদল পদ্ম-মধ্যে সত্য পুরুষ অবস্থিত আঁছেন এইরূপ মনে করা, নিজ সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক তুলসীদাস, নানকসা, কবীর ও রয়দাস প্রভৃতির কৃত পুস্তক পাঠ, একতারা বাজাইয়া গান বাদ্য করা, একটা কুঁড়ে অন্নে বা অন্য অন্য ভোজ্য বস্তুতে পরিপূর্ণ করিয়া গুরু শিষ্য সকলেই তাহাতে এক এক বার মুখামৃত দেওয়া, পশ্চাৎ একত্র সেই কুঁড়েতে ঐ অন্ন বা আহারীয় দ্রব্য ভোজন করা ইত্যাদি অনেকরূপ অনুষ্ঠান করিয়া থাকে।

এইরূপ এক স্থানে অনেক স্ত্রী পুরুষ একত্র মিলিত হওয়াতে, ব্যভিচার-দোষও ঘটিয়া থাকে। স্ব-সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ তাহাতে দোষার্পণ করে না। এমন কি শুনা গিয়াছে, ঐ ব্যভিচারাক্রান্ত স্ত্রী-পুরুষের স্বামী ও ভার্য্যা পর্য্যন্তও তাহাদের উপর বিরক্ত হয় না।

ইহারা গুরুকে একপ্রকার প্রত্যক্ষ দেবতা স্বরূপ জ্ঞান করে। যখন গুরু প্রস্রাব করিতে যান, তখন তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে কোন ব্যক্তি ঘোটকবৎ হইয়া তাঁহাকে পৃষ্ঠ-দেশে আরোহণ করাইয়া লয় এবং সময়ে সময়ে স্কন্ধে লইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করাইতে থাকে।

সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক তুলসীদাস ঘটরামায়ণ প্রভৃতি কয়েক

খানি হিন্দীগ্রন্থ প্রস্তুত করেন; ঐ গুলিই ইহাদের প্রধান সাম্প্রদায়িক শাস্ত্র।

বোধ হয়, বাঙ্গলা দেশের কর্ত্তাভজা সহজী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের অনুকরণ করিয়া এই সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

হরিব্যাসী, রামপ্রসাদী, বড়্‌গল্, লস্করী ও চতুর্ভুজী।

তিলক-ভেদ প্রযুক্ত, উৎকলে যেমন অতিবড়ী ও বিন্দুধারী নামক বৈষ্ণব-দল উৎপন্ন হয়, সেইরূপ, হিন্দুস্থানে হরিব্যাসী, রামপ্রসাদী, বড়্‌গল্ প্রভৃতি বৈষ্ণব-সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। রামাৎ নিমাৎ প্রভৃতি বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ী কোন কোন তেজীয়ান্ ব্যক্তি এক এক রূপ তিলক প্রবর্ত্তিত করিয়া নিজ নিজ নামে এক একটি বৈষ্ণব-দল সংস্থাপন করেন; যেমন হরিব্যাসী, রামপ্রসাদী, বড়্‌গল্ ইত্যাদি। নিমাৎ-সম্প্রদায়ী হরিব্যাসীরা অন্য অন্য সকল অংশেই রামানন্দীদের মত তিলকসেবা করে; বিশেষ এই যে, ললাটস্থ উর্দ্ধ পুণ্ড্রের মধ্য-স্থলে রক্তবর্ণ শ্রী * না করিয়া ভ্রূযুগলের মধ্য-স্থলে শ্যামবিন্দি নামক কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকা দ্বারা একটি ক্ষুদ্র বিন্দু করে। শ্যামবিন্দির অসংস্থান হইলে, গোপীচন্দন দ্বারা শুভ্রবর্ণ বিন্দু করিয়া

---

* উর্দ্ধপুণ্ড্রের মধ্য-রেখার নাম শ্রী।

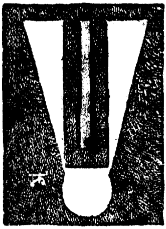
থাকে। রামানন্দীরা ভ্রূযুগলের নিম্ন-স্থলে ও নাসিকার ঊর্দ্ধভাগে গোপীচন্দন লেপন করিয়া যে অর্দ্ধগোলাকৃতি বা তদনুরূপ এক প্রকার আকৃতি প্রস্তুত করে, তাহাকে সিংহাসন বলে। হরিব্যাসীরা সেরূপ লিপ্ত সিংহাসন না করিয়া অর্দ্ধগোলাকৃতি রেখামাত্র করিয়া থাকে। ঐ আকৃতি বা রেখার উভয় প্রান্ত ললাটস্থ ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের নিম্ন-ভাগে লগ্ন করিয়া দেওয়া হয়। ভারতবর্ষের দক্ষিণ খণ্ডের অন্তর্গত মুগিপট্টনে হরিব্যাসীদের আদি আস্থান আছে। রামাৎ-সম্প্রদায়ী রামপ্রসাদীরা ভ্রূমধ্যে কৃষ্ণবর্ণ বিন্দু না করিয়া উহার কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে ললাট-দেশের মধ্য-স্থলে শ্বেতবর্ণ বিন্দু করে। সেই বিন্দুটি হরিব্যাসীদের অপেক্ষা বৃহত্তর। ইহাদের এই তিলককে বেণীতিলক বলে। ইহাদের এইরূপ সংস্কার আছে যে, সীতা দেবী স্বহস্তে রামপ্রসাদের কপালে এই তিলক অঙ্কিত করিয়া দেন। গোরক্ষপুর জেলার অন্তর্গত সরুয়ার্ নামক গ্রামে ইহাদের একটি আস্থান আছে। বড়্‌গল্ নামক রামাৎ-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবেরা উক্তরূপ বিন্দু না করিয়া রামানন্দীদের মত ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের মধ্য-দেশে রক্তবর্ণ শ্রী করে, কিন্তু তাহাদের ন্যায় ভ্রূর নিম্ন-স্থলে নাসিকার ঊর্দ্ধ-ভাগে সিংহাসন করে না। ঐ সম্প্রদায়ী লস্করী নামক বৈষ্ণবেরা রামানন্দীদের মত সিংহাসন করে, কিন্তু তাহাদের ন্যায় রক্তবর্ণ শ্রী না করিয়া শ্বেতবর্ণ শ্রী করে। অযোধ্যায় ইহাদের আস্থান আছে। চতুর্ভুজীদের তিলক রামা-

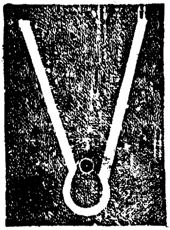
নন্দীদিগেরই অনুরূপ, কেবল ললাটে শ্রী নাই। শ্রী-স্থান শূন্য থাকে। ইহারাও রামাৎ-সম্প্রদায়ী। বৈষ্ণবদের বিশ্বাস এই যে, চতুর্ভুজী-দলের প্রবর্ত্তক সাধু-বিশেষ কোন উপলক্ষে চতুর্ভুজ ধারণ করিয়া নিজ প্রভাব প্রকাশ করেন এই নিমিত্ত এই দলের নাম চতুর্ভুজী হয়। পশ্চাৎ প্রধান চারি সম্প্রদায়ের অন্তর্গত পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্য বৈষ্ণবগণের প্রায় সমস্ত প্রকার তিলকের প্রতিরূপ চিত্রিত হইতেছে; দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে *।

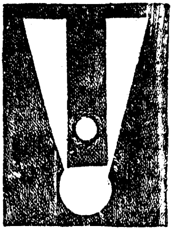
উহাতে যে যে বৈষ্ণব-দলের তিলক-সমূহের প্রতি-রূপ চিত্রিত হইল, একাদি অঙ্ক নির্দ্দেশ পূর্ব্বক যথা-ক্রমে তাহাদের নাম লিখিত হইতেছে। ১ রামানন্দী; ক চিহ্নিত অর্দ্ধগোলাকৃতি শ্বেতবর্ণ তিলকাংশের নাম সিংহাসন। ২ হরিব্যাসী। ৩ রামপ্রসাদী। ৪ চতুর্ভুজী। ৫ বড়্‌গল্‌। ৬ লস্করী। ৭ আচারী। ৮ মধ্বাচারী। ইহাদের কোন দলে কৃষ্ণবর্ণ বিন্দু করে; কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকা

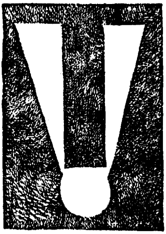
---

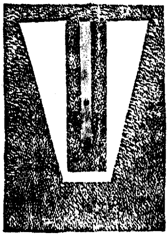
* বৈষ্ণব-ধর্ম্মে তিলকের বড় মহিমা। বাঙ্গলা দেশেও ভিন্ন ভিন্ন বৈষ্ণব-দলে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার তিলক-সেবা দেখিতে পাওয়া যায়। নিত্যানন্দ প্রভুর পরিবারে বেণুপত্রাকৃতি, অদ্বৈত প্রভুর পরিবারে বট-পত্রাকৃতি, আচার্য্য প্রভুর পরিবারে তিলপুষ্পাকৃতি, গৌরীদাস পণ্ডিতের পরিবারে রসকলিকাকৃতি ইত্যাদি নানা বৈষ্ণব-দলে নানা প্রকার তিলক প্রচলিত রহিয়াছে। সেই সমস্ত তিলক নাসিকা-পৃষ্ঠে করা হইয়া থাকে। তদতিরিক্ত, ঐ সমুদয় বৈষ্ণব-পরিবারের ললাট-দেশেও নানা রূপ উর্দ্ধপুণ্ড্র দেখা যায়। এস্থলে পরিবার শব্দের অর্থ শিষ্য-পরম্পরা।

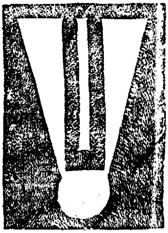

১

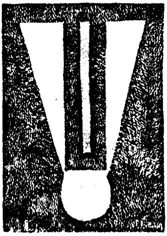

২

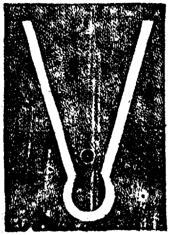

৩

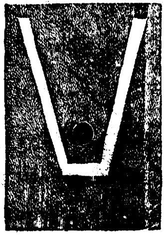

৪


৫


৬


৭


৮


৯

না থাকিলে শ্বেতবর্ণ বিন্দু করে; অপর কোন দলে কৃষ্ণ-বর্ণ শ্রী করে; অবশিষ্ট কোন দলে শ্রী-স্থান একেবারে শূন্য রাখে। কিন্তু এই তিনের সমুদায় প্রকার তিলক

আমার দৃষ্টি-পথে পতিত হয় নাই। ৯ বল্লভাচারী। বল্লভাচারীরা ভ্রূযুগলের মধ্য-স্থলে কৃষ্ণবর্ণ বিন্দু করে; কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকা না থাকিলে শ্বেতবর্ণ বিন্দু করিয়া থাকে। ইহাদের তিলকে সিংহাসন নাই। এই সমস্ত সম্প্রদায়ী বৈরাগীরা ইচ্ছানুসারে কখন কখন নিজ তিলকের পরিবর্ত্তে সমুদায় ললাটে গোপীচন্দন এবং কখন কখন বা সমগ্র মুখমণ্ডলে রামরজ্ নামক মৃত্তিকা-বিশেষ লেপন করে।

গোপীচন্দনে শ্বেতবর্ণ, শ্যামবিন্দি নামক মৃত্তিকাতে কৃষ্ণবর্ণ এবং হরিদ্রা, সোহাগা ও নেবুর রস মিশ্রিত করিয়া পীত ও রক্তবর্ণ তিলক করিতে হয়। এই শেষোক্ত তিলক-উপাদানে সোহাগার ভাগ অধিক হইলে রক্তবর্ণ হয়, নতুবা একরূপ পীতবর্ণ হইয়া থাকে।

বৈরাগী।

বৈরাগী শব্দের অর্থ রাগ-রহিত, অতএব যে কোন ব্যক্তি বিষয়-বাসনা-বিবর্জ্জিত হইয়া সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করে, তাহাকেই বৈরাগী বলা যায়; কিন্তু লোকে তাহার অর্থ সঙ্কোচ করিয়া কেবল রামানন্দী এবং তৎ শাখা স্বরূপ কবীরপন্থী, দাদুপন্থী প্রভৃতি বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ী উদাসীনদিগকে বৈরাগী ও শৈব উদাসীনদিগকে সন্ন্যাসী বলিয়া উল্লেখ করে *।

* কিন্তু বাঙ্গলা দেশে সচরাচর গৃহস্থ বৈষ্ণবদিগকেও বৈরাগী বলে।

এরূপ প্রবাদ আছে যে, রামানন্দের শিষ্য শ্রীআনন্দ বিশিষ্ট রূপে বৈরাগ্য-ধর্ম্ম প্রচার করেন; অতএব তাঁহা হইতেই রামানন্দী বৈরাগীদিগের প্রবাহ আরব্ধ অথবা প্রবল হইয়া থাকিবে। ইহারা নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। ঐ সকল শ্রেণীভুক্ত লোকেরা কেহ ধন সংগ্রহ ও দার পরিগ্রহ করে না; সকলেই ভিক্ষা করিয়া উদরপূর্ত্তি করে। অনেকেই দেশ-ভ্রমণ করিয়া কাল হরণ করে। কতক ব্যক্তি নিজ নিজ শ্রেণীর মঠ-বিশেষে অবস্থিত হয় ও গৃহস্থদিগকে মন্ত্রোপদেশ প্রদান করিয়া থাকে। যদিও প্রথমে ভারতবর্ষের উত্তর খণ্ডেই রামানন্দী সম্প্রদায় সংস্থাপিত হয়, কিন্তু তৎ-সম্প্রদায়ী বৈরাগীরা দক্ষিণ খণ্ডের অন্তঃপাতী নানা স্থানে গিয়া মঠ স্থাপন করিয়াছে। এই সকল বৈরাগীর মত ও অনুষ্ঠান নিতান্ত এক রূপ নয়। ইহারা বিষ্ণু বা বিষ্ণুর অবতার-বিশেষের নামোচ্চারণ করিয়া থাকে বটে, কিন্তু ইহাদের মতামত ও আচার ব্যবহার বিষয়ে পরস্পর অনেক বিভিন্নতা আছে। যাযাবরদিগের অপেক্ষায় মঠ-স্থিত বৈরাগীদিগের মতের কিঞ্চিৎ স্থিরতা দেখা যায়। যাযাবর বৈরাগীদিগের সহিত গুলালদাসী, দরিয়াদাসী, রামতিরাম প্রভৃতি কত প্রকার নূতন নূতন মতাবলম্বী বৈষ্ণব মিশ্রিত হইয়াছে তাহা নিরূপণ করা সুকঠিন।

রামাৎ বৈরাগীরা অঙ্গুরীয় সদৃশ এক প্রকার পদার্থকে গল-দেশে লম্বিত বা যজ্ঞোপবীতে গ্রথিত করিয়া

রাখে; তাহার নাম পবিত্রি বা যন্ত্র। তাম্র ও রৌপ্য মিশ্রিত করিয়া ঐ পদার্থ নির্ম্মিত হয়। উহাতে কিঞ্চিৎ স্বর্ণ বা পিত্তলও মিলিত থাকে। ইহারা কণ্ঠদেশে এক খণ্ড তুলসীকাষ্ঠও বদ্ধ করিয়া রাখে; তাহার নাম ছিরা। ছোট বড় নানাপ্রকার ছিরা আছে। এতদ্ভিন্ন ছোট ছোট তুলসীকাষ্ঠের মালাও কণ্ঠে ধারণ করে; তাহার নাম কণ্ঠী। ইহারা আরও নানাপ্রকার তুলসীমালা ব্যবহার করিয়া থাকে। তন্মধ্যে এক প্রকারের নাম সুমরণী অর্থাৎ স্মরণী। তাহাতে আঠারটি মালা থাকে। তাহার প্রত্যেকটি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের এক এক গ্রন্থির মত কিম্বা তাহা অপেক্ষাও বড়। এই আঠারটির মধ্য-স্থলে অপর একটি থাকে, তাহার নাম সুমেরু। যখন ইচ্ছা হয়, তখনই ইহারা এই মালা হস্তে লইয়া জপ করে। আর এক প্রকার জপমালা আছে, স্নানের পর তাহা দ্বারা জপ করিয়া থাকে। তাহাতে এক শত আটটি মালা ও একটি সুমেরু থাকে। সে গুলির গঠন সুমরণীর মত; কিন্তু আকারে তদপেক্ষা ছোট। কোন কোন বৈরাগীর উভয় কর্ণে এক একটু তুলসীকাষ্ঠ সূত্র দ্বারা লম্বিত দেখিতে পাওয়া যায়। উহা ক্ষুদ্র কীলকাকৃতি। ভজন-কালে উহা দ্বারা কর্ণবিবর রুদ্ধ করিয়া রাখে।

ইহারা ছয় হস্ত পরিমিত এক খণ্ড ঊর্ণাবস্ত্র অথবা কার্পাসবস্ত্র বুকে পীঠে বন্ধন করিয়া রাখে; তাহার

নাম অচলা। কেহ কেহ বাহু-দেশে এক প্রকার প্রস্তুত করা কার্পাস-সূত্রের রজ্জু বন্ধন করিয়া রাখে। তাহা এক প্রকার ব্রতস্বরূপ। অনন্ত ব্রতের সময় ধারণ করিয়া পর বৎসর অনন্ত ব্রতের দিন উহা পরিত্যাগ করিতে হয়।

ইহারা অলাবু বা কাষ্ঠ-নির্ম্মিত কমণ্ডলু ব্যবহার করে এবং মৃগচর্ম্ম ও লৌহময় দীর্ঘাকার চিমটা সঙ্গে রাখে। ভগবদ্গীতা ও তুলসীদাসী রামায়ণ প্রভৃতি ধর্ম্ম-প্রতিপাদক গ্রন্থ এবং শালগ্রাম শিলা ও রাম, সীতা, লক্ষ্মণ, গোপাল প্রভৃতি দেবমূর্ত্তি সকল সঙ্গে থাকে। কেহ কেহ শত শত বা সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শালগ্রাম শিলা সমভিব্যাহারে করিয়া তীর্থ ভ্রমণ করিতে যায়। কলিকাতার অপর পারে শালিকার গোবিন্দ প্রসাদের ঘাটে এক বার একটি রামানন্দী বৈরাগী আমারে রাশীকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শালগ্রাম সকল প্রদর্শন করাইয়া বলিলেন; ইহাতে চারি সহস্র শালগ্রাম শিলা বিদ্যমান রহিয়াছে। কেহ কেহ গল-দেশে শালগ্রাম শিলা বাঁধিয়া যান-পর্য্যটন করিয়া থাকে।

ইহারা তীর্থ-বিশেষ হইতে বিশেষ বিশেষ দ্রব্য সঙ্গে লইয়া আইসে। যেমন সেতুবন্ধ রামেশ্বর হইতে কৃষ্ণবর্ণ মালা-বিশেষ; কন্যাকুমারী হইতে কন্যাকুমারীর চাউল বলিয়া প্রসিদ্ধ বস্তু-বিশেষ; কিষ্কিন্ধ্যা হইতে বালী রাজার প্রস্তরীভূত অস্থি বলিয়া পরিচিত শ্বেতবর্ণ দ্রব্য-

বিশেষ এবং ভারতবর্ষের দক্ষিণ খণ্ডের পর্ব্বত-বিশেষ হইতে স্বভাবজাত কতকগুলি ধূপ; যেমন জনার্দ্দন ধূপ, আশাপূরী ধূপ, ভুতখরেরী ধূপ ইত্যাদি।

ফরারী, বাণশয্যী, পঞ্চধুনী প্রভৃতি বৈষ্ণব তপস্বী।

পরমার্থ-সাধন উদ্দেশে কায়-ক্লেশ করা হিন্দু-ধর্ম্মের একটি প্রধান অঙ্গ। তদনুসারে, সন্ন্যাসীদের ন্যায় বৈরাগীদের মধ্যেও ফরারী, দুধাধারী, বাণশয্যী, পঞ্চ-ধুনী, মৌনব্রতী, ঠাড়েশ্বরী * প্রভৃতি নানাপ্রকার তপস্বী দেখিতে পাওয়া যায়। তদতিরিক্ত, কেহ কেহ মৃৎ-পাত্রে তুলসী-বৃক্ষ রাখিয়া হস্তে ধারণ পূর্ব্বক করতল ঊর্দ্ধ দিকে উন্নত করিয়া রাখে। কতকগুলি বৈরাগী ডোরকপীন ভিন্ন অন্য বস্ত্র পরিধান করে না। তাহারা শীতকালে অঙ্গে ভস্ম-লেপন ও সম্মুখস্থ ধূনীর সমীপে উপবেশন পূর্ব্বক অগ্নিসেবা দ্বারা শীত নিবারণ করিয়া থাকে। কেহ কেহ কটি-দেশে কাষ্ঠের আড়বন্ধ ও কাষ্ঠের কৌপীন ধারণ করিয়া তপস্যা করে; ইহাদের নাম কাঠিয়া। কেহ কেহ আবার ঐ অঙ্গে জিঞ্জির অর্থাৎ একরূপ লৌহ-শৃঙ্খল দিয়া থাকে; তাহাদের নাম

---

* এই পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগে শৈব-সম্প্রদায়-বিবরণের ৯৯—১০২ পৃষ্ঠা দেখ।

লোহিয়া। তাহারা মুজ্ নামক দ্রব্য-বিশেষের এক রূপ রজ্জুও কটি-দেশে বন্ধন করিয়া রাখে। পিত্তল, নারিকেল-রজ্জু ও কার্পাসসূত্র-নির্ম্মিত আড়বন্ধও দেখা গিয়া থাকে। এই সমস্ত ধারণ করিবার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মন্ত্র আছে। জিঞ্জির-ধারণের মন্ত্র এই,

মুঞ্জকী বন্ধন ধরমকী ধাগা।

লোহাকী এড়বন্দ কমরমে লাগা॥

যে সমস্ত বৈরাগী সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম-লেপন রূপ ব্রত অবলম্বন করে, তাহাদের নাম খাকী। খাক শব্দের অর্থ ভস্ম। এই পুস্তকের ৭৫ পৃষ্ঠায় তাহাদের প্রসঙ্গ করা হইয়াছে। ভস্ম-লেপনের মন্ত্র এই,

বর্ষেগা মেঁহ জমেগা দুব্ চরেগা গৌ হুগেগা গোবর্ অগিন্, মুখ্ জলে সূর্য্য মুখ্ তপে বহ্নি খাক্ যন্তনকী চড়ে লগা খাক্ ছুবা হিল্ পাক্ মলম্ব নিরঞ্জন আপি আপ।

এইরূপ ব্রত-ধারী নানা প্রকার উদাসীনেরা জন-সমাজে অসাধারণ ভক্তি-শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া থাকে। কিন্তু বৈরাগীদের মধ্যেই কোন কোন সাত্ত্বিক-ভাবাপন্ন ব্যক্তিকে বলিতে শুনিয়াছি, এই সমস্ত বাহ্য আড়ম্বর কপট-বেশী বৈষ্ণবদের উপার্জ্জনের পথ মাত্র। ফরারীরা যেমন ফল-মূল মাত্র ভক্ষণ এবং দুধাধারীরা যেমন দুগ্ধ মাত্র পান করিয়া জীবন রক্ষা করে, সেইরূপ কোন কোন বৈরাগী কতকগুলি লঙ্কামরিচ মাত্র আহার করিয়া তপস্যা-মহিমা প্রকাশ করে শুনা গিয়াছে। কেহ কেহ যেমন

পঞ্চধুনী অর্থাৎ পঞ্চ স্থানে অগ্নি জ্বালিয়া তপস্যা করে, সেইরূপ কেহবা চতুর্দ্দিকে চৌরাশীটি ধুনি প্রজ্বলিত করিয়া তন্মধ্যে উপবেশন পূর্ব্বক জপাদি করিয়া থাকে।

কামধেন্বী ও মটুকাধারী।

রামাৎ নিমাৎ প্রভৃতি হিন্দুস্থানী বৈষ্ণবেরা .... বিশেষ ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়-সংজ্ঞা ধারণ করে; যেমন কামধেন্বী মটুকাধারী ইত্যাদি।

কামধেন্বী।—যাহারা কামধেনু নামে একরূপ ভিক্ষা-যন্ত্র স্কন্ধে করিয়া ভিক্ষার্থ পর্য্যটন করে, তাহাদেরই নাম কামধেন্বী। ঐ যন্ত্রটি এক গাছি বাঁক বই আর কিছুই নয়। ভারীরা যেরূপ বাঁকে ভার লইয়া যায়, তাহার ন্যায় ঐ কামধেনুরও দুই দিকে দুই গাছি শিক্য অর্থাৎ শিকা থাকে এবং সেই দুই শিকায় দুই খানি চাঙ্গারী রাখা হয়; তাহাতেই ভিক্ষা-সামগ্রী সকল সংগৃহীত হইয়া থাকে। ঐ শিকা লোহিত বর্ণ বস্ত্রে অর্থাৎ লাল খেরুয়াতে আবৃত। এক দিকের শিকায় গাভীর আকার ও অপর দিকের শিকায় হনূমানের মূর্ত্তি চিহ্নিত থাকে। কামধেন্বীরা এই কামধেনু যন্ত্র মন্ত্র-পূত করিয়া প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক প্রতিদিন দুই সন্ধ্যা তাহার পূজা ও আরতি করে। ইহারা উক্তরূপ লাল খেরুয়াতে প্রস্তুত পরিধেয় বস্ত্র,

আঙ্গরাখা ও টুপি ব্যবহার এবং কটি-দেশে ঘণ্টা বন্ধন পূর্ব্বক কামধেনু স্কন্ধে করিয়া ভিক্ষা করিতে যায়। কাহারও দ্বারস্থ হয় না; 'ধনুস্-ধারী রাম, ধনুস্-ধারী রাম' এই নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক পথে পথে ভ্রমণ করে ও গৃহীরা সেই নাম শ্রবণমাত্র ঐ কামধেনু-পাত্রে ভিক্ষা আনিয়া দেয়। ইহারা এইরূপে যাহা কিছু ভিক্ষা পায়, আলেখিয়া * সন্ন্যাসীদের ন্যায় সমস্ত আনিয়া স্বসম্প্রদায়ী বৈষ্ণবদিগকে ভোজন করায়।

মটুকাধারী।—যাহারা মটুকা অর্থাৎ বৃহৎ হণ্ডা স্কন্ধে করিয়া ভিক্ষা করে, তাহাদের নাম মটুকাধারী। কেবল সংযোগীরা † মটুকা স্কন্ধে করিয়া ভিক্ষা-পর্য্যটন করে। কখন কোন ব্যক্তি একাকী ও কখন বা বহু ব্যক্তি একত্র মিলিত হইয়া ঐ মটুকা পূর্ণ করিয়া দেয়। এইরূপ এক স্থানেই তাহাদের ভিক্ষাকার্য্য সম্পন্ন হয়; দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করা বিধেয় নয়।

---

* ২য় ভাগ উপাসক-সম্প্রদায়, ৯৩-৯৫ পৃষ্ঠা দেখ।

† রামাৎ নিমাৎ প্রভৃতি চারি সম্প্রদায়-ভুক্ত হিন্দুস্থানী বৈরাগীর মধ্যে যাহারা দার-পরিগ্রহ পূর্ব্বক স্ত্রী-পুত্রাদি স্বজনবর্গ লইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে, তাহাদিগকে সংযোগী বলে। ঐ সমস্ত সম্প্রদায়ের অপরাপর হিন্দুস্থানী বৈরাগীরা তাহাদিগকে ভ্রষ্টাচার বলিয়া ঘৃণা করে। এমন কি, তাহাদের সহিত সহবাসও করে না এবং পঁক্তি ভোজনেও উপবিষ্ট হয় না। শ্রী-সম্প্রদায়ী আচারী ব্রাহ্মণেরা ও বল্লভাচারী-সম্প্রদায়ী গোস্বামীরা বংশ-পরম্পরাক্রমে আবহমানকাল গৃহাশ্রমী। অতএব তাহারা সংযোগীদের মধ্যে পরিগণিত নয়।

বৈষ্ণব ব্রহ্মচারী ও বৈষ্ণব পরমহংস।

ব্রহ্মচারী তিন প্রকার; বাল-ব্রহ্মচারী, বৃদ্ধ-ব্রহ্মচারী ও কুল-ব্রহ্মচারী। যে সমস্ত ব্রাহ্মণ কিয়ৎ কাল গৃহাশ্রমে সন্নিবিষ্ট থাকিয়া পশ্চাৎ ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহারাই প্রথমোক্ত দুই প্রকার ব্রহ্মচারীর পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে যাহারা অবিবাহিতাবস্থায় সংসার-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে, তাহারাই বাল-ব্রহ্মচারী। আর যাহারা দার পরিগ্রহ পূর্ব্বক কিয়ৎকাল সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া পশ্চাৎ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করে, তাহারা বৃদ্ধ-ব্রহ্মচারী। এই উভয়ের মধ্যে যাহারা বিষ্ণু-মন্ত্রে দীক্ষিত, তাহারাই বৈষ্ণব ব্রহ্মচারী। যত দিন তাহারা এই মন্ত্রের সাধনা সহকারে ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিতে থাকে, তত দিন বৈরাগীরা তাহাদের সহিত সঙ্গত অর্থাৎ সহবাসাদি করে, কিন্তু পঙ্গত অর্থাৎ আহার-ব্যবহার করে না। পরে যখন ব্রহ্মচর্য্য সমাপন পূর্ব্বক বৈরাগী গুরু-বিশেষের নিকট কুলটুট্‌ মন্ত্র * নামে মন্ত্র-বিশেষ গ্রহণ করে, তখন বৈরাগীরা তাহাদিগকে স্বগণ মধ্যে

---

* রামাৎ নিমাৎ প্রভৃতি হিন্দুস্থানী বৈরাগীরা গৃহস্থ শিষ্যও করে, কিন্তু তাহাদিগকে ঐ কুলটুট্‌ মন্ত্র উপদেশ দেয় না। বর্ণ-বিশেষে বিশেষ বিশেষ অন্য মন্ত্র প্রদান করিয়া থাকে। সেই সকল মন্ত্রের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নাম আছে; যেমন রামমন্ত্র, রামতারক মন্ত্র, মহামন্ত্র। ২৩১ পৃষ্ঠায় উৎকল দেশীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মধ্যে মহামন্ত্র উদ্ধৃত হইয়াছে।

গণ্য করিয়া তাহাদের সহিত পংক্তিভোজনে উপবিষ্ট হয় *। এইরূপ বৈরাগ্য-অবলম্বন দ্বিতীয় জন্মস্বরূপ। এই নিমিত্ত উল্লিখিত বৈরাগীরা দীক্ষা-কালে নিজ পূর্ব্ব নাম পরিত্যাগ করিয়া গুরু-দত্ত অন্য নাম গ্রহণ করে এবং পূর্ব্ব গোত্র বিসর্জ্জন করিয়া আপনাদিগকে অচ্যুতগোত্র বলিয়া পরিচয় দেয়। যে সকল ব্যক্তি গৃহাশ্রমে থাকিয়া ব্রহ্মচর্য্য-ধর্ম্মের নিয়মানুসারে চলে, তাহাদের নাম কুল-ব্রহ্মচারী। তাহারা যথাবিধানে সন্তানোৎপাদন করিলেও প্রত্যবায় হয় না।

যাহারা রামানুজাদি-সম্প্রদায়-সম্মত বৈষ্ণব-দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়া পশ্চাৎ পরমহংস-বৃত্তি অবলম্বন করে, তাহারাই বৈষ্ণব পরমহংস। শৈব পরমহংসদের সহিত ইহাদের প্রভেদ এই যে, ইহারা বিষ্ণু-পরায়ণ, বিষ্ণুপক্ষীয় ও বৈষ্ণব-সহবাসী। শৈব পরমহংসেরা যেমন আপনাকে শিবস্বরূপ ভাবনা ও শিবোঽহং বাক্য উচ্চারণ করে, ইহারাও সেই রূপ অচ্যুতোঽহং, অহং বিষ্ণুঃ এইরূপ ভাবনা ও উচ্চারণ করিয়া থাকে। রামানুজাদি চারি সম্প্রদায়েরই

---

* রামাৎ ও নিমাৎ প্রভৃতি হিন্দুস্থানী বৈরাগীদের পঙ্গতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণে এক স্থানে উপবেশন করে; শূদ্রদিগকে কিছু দূরে ভোজন করিতে দেয়। পূর্ব্ব কালে আর্য্য ও শূদ্রে যেরূপ বিশেষ ছিল, রামানন্দী প্রভৃতিরা গৃহাশ্রম পরিত্যাগ করিয়াও অনেকাংশে তাহা রাখিয়া দিয়াছে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি দ্বিজাতিগণের মধ্যে যে জাতির যেরূপ যজ্ঞোপবীত, ঐ বৈরাগীদের মধ্যেও তাহা প্রচলিত আছে।

প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সায়ংকালে যথাবিহিত মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক স্নান, আচমন, দেবার্চ্চনাদি নানাবিধ নিত্যক্রিয়া করিবার ব্যবস্থা আছে। পটল ও পদ্ধতি নামক সংগ্রহ-গ্রন্থে এই সমস্ত ক্রিয়ার বিষয় লিখিত হইয়াছে, এই নিমিত্ত এই সমুদায় ক্রিয়াকে পটল-ক্রিয়া ও পদ্ধতি-ক্রিয়া বলে। বাহ্য ব্যাপারের অনুষ্ঠান পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক মনে মনে ভগবানের চিন্তন-অর্চ্চনাদিকে মানসী ক্রিয়া বলে। পরমহংসেরা এই সকল ক্রিয়া বিহিত বিধান ক্রমে পরিত্যাগ করেন।

ইহাঁরা বৈরাগীদের অনুষ্ঠেয় তিলক, কণ্ঠী, মালা-ধারণ প্রভৃতি বাহ্য ব্যাপার এবং ফলাহার, দুগ্ধাহার, বাণশয্যা, জিঞ্জির-ব্যবহার প্রভৃতি তপস্যারও অনুষ্ঠান করেন না। কেশ, জটা, শ্মশ্রু প্রভৃতিও রাখেন না; শৈব পরমহংসদের ন্যায় সময়ে সময়ে সমস্ত মুণ্ডন করিয়া ফেলেন। ডোরকৌপীনও আবশ্যক বোধ করেন না; ইচ্ছা হয় রাখেন, ইচ্ছা না হয় না রাখেন। নিজেও অন্ন পাক করেন না এবং ব্রাহ্মণ ব্যতিরেকেও অন্য বর্ণের হস্তে ভোজন করেন না। যোগ-সাধন দ্বারা সাযুজ্যমুক্তি-লাভ ইহাঁদের পরম পুরুষার্থ। অগ্রে সালোক্য ও পরে সাযুজ্যমুক্তি সিদ্ধ হয় এইরূপ ইহাঁদের বিশ্বাস। বিষ্ণুর সহিত এক লোকে সহবাসকে সালোক্য এবং তাঁহার সহিত সংযুক্ত অর্থাৎ তাঁহাতে লীন হওয়াকে সাযুজ্য মোক্ষ বলে।

ইহাঁরা কুলাচারী শৈব পরমহংসদের ন্যায় মদ্য মাংস

ব্যবহার করেন না। প্রত্যুত তাহাতে ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া থাকেন।

বৈষ্ণব দণ্ডী বা ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী।

শ্রী-সম্প্রদায়-ভুক্ত যে সকল ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য্য ও গার্হস্থ্যাশ্রম উত্তীর্ণ হইয়া সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করেন, তাঁহাদের নাম বৈষ্ণব দণ্ডী বা ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী। ইহাঁরা রামানুজ-সম্প্রদায়ী ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভব দণ্ডি-সম্প্রদায়। দশনামী দণ্ডীরা এক গাছি দণ্ড ধারণ করেন, ইহাঁরা তিন গাছি দণ্ড একত্র বন্ধন করিয়া সঙ্গে রাখেন *। শিখা ভিন্ন সমস্ত মস্তক মুণ্ডন, গেরুয়াবস্ত্র পরিধান এবং যজ্ঞোপবীত ও গল-দেশে তুলসীকাষ্ঠ ও কমলবীজের মালা ধারণ করেন। ইহাঁরা নারায়ণ অর্থাৎ চতুর্ভুজ বিষ্ণুর উপাসক। আচার ব্যবহার বিষয়ে শ্রী-সম্প্রদায়ী অন্যান্য লোকের সহিত ইহাঁদের কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা আছে। বিশেষরূপ শুদ্ধাচার-অবলম্বন, অহরহ বেদাধ্যয়ন ও

---

* দণ্ড শব্দে যষ্টি; প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা আরোপ করিয়া সংযম অর্থে ঐ শব্দ ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা কায়দণ্ড, বাগ্দণ্ড, মনোদণ্ড এই ত্রিবিধ দণ্ড-সাধনে সমর্থ, তাঁহাদেরই নাম ত্রিদণ্ডী *। বোধ হয়, এইপ্রকার দণ্ড-বিধান হইতেই দণ্ডীদিগের দণ্ড-গ্রহণ রূপ ব্রতের উৎপত্তি হইয়া থাকিবে।

वाग्दण्डोऽथ मनोदण्डः कायदण्डस्तथैव च।
यस्यैते निहिता बुद्धौ त्रिदण्डीति स उच्यते॥

मनु।

নানাপ্রকার নিত্যক্রিয়ার অনুষ্ঠান ইহাঁদের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

ইহাঁরা অগ্নি ও ধাতু স্পর্শ করেন না। শ্রী-সম্প্রদায়ী গৃহস্থ ব্রাহ্মণদিগের নিকট হইতে দানস্বরূপ যাহা কিছু খাদ্য সামগ্রী প্রাপ্ত হন, তন্মাত্র ভক্ষণ করিয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করেন। কমণ্ডলু-ধারণ, মরণানন্তর দেহ-সংকার ইত্যাদি অনেক বিষয় শৈব দণ্ডীদের অনুরূপ *। কিন্তু ইহাঁদের মধ্যে কেহই কুলাচারী শৈব দণ্ডীদের ন্যায় মদ্য মাংস ব্যবহার করেন না। ইহাঁরা দেবারাধনা, ধর্ম্ম-বিষয়ক মতামত ও নিত্য নৈমিত্তিক আচার ব্যবহার বিষয়ে রামানুজ-প্রদত্ত উপদেশানুসারেই চলিয়া থাকেন। অপরাপর উদাসীনদিগের ন্যায় অধিক দূর পর্য্যটন করেন না, এ প্রযুক্ত ভারতবর্ষের উত্তর খণ্ডে ইহাঁদিগকে প্রায়ই দৃষ্টি করা যায় না। কিন্তু দক্ষিণ খণ্ডের অন্তর্গত বহু স্থানে ভূরি ভূরি ও প্রধান প্রধান ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসীরা অবস্থিতি করেন।

নাগা।

নাগা দুই প্রকার, বৈষ্ণব ও শৈব। যদিও বৈরাগী ও সন্ন্যাসীদিগের সহিত নাগাদিগের তাদৃশ কিছু বিশেষ নাই, কিন্তু তাহারা এরূপ দুঃশীল যে, লোক-লজ্জা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিবস্ত্র ও দল-বদ্ধ হইয়া পর্য্যটন করে এবং

* দ্বিতীয়ভাগ উপাসক-সম্প্রদায়, ১৬—১২ পৃষ্ঠা দেখ।

এরূপ উগ্র-স্বভাব ও কলহশীল যে, সর্ব্বদা খড়্গ, ফলক ও বন্দুক লইয়া ভ্রমণ করে এবং উপলক্ষ পাইলেই লোকের সহিত বিবাদ ও যুদ্ধ করিয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে হরিদ্বারের কুম্ভমেলাতে ইহাদের উগ্র-স্বভাবের বিলক্ষণ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে শৈব নাগাদিগের সহিত বৈরাগী নাগাদিগের বিষম বিবাদ উপস্থিত হইয়া এক এক বারে সহস্র সহস্র মনুষ্য রণ-ক্ষেত্রে নিপতিত হইয়াছে। দাবিস্তানে লিখিত আছে যে, ১০৫০ হিজরা শাকে হরিদ্বারে মুণ্ডীদিগের সহিত সন্ন্যাসীদিগের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তাহাতে সন্ন্যাসীরা জয়ী হইয়া ভুরি ভূরি মুণ্ডীর প্রাণ নষ্ট করে। ১৬৮১ শকে তথায় সন্ন্যাসীদিগের সহিত বৈরাগী-দিগের যে যুদ্ধ-ঘটনা হয়, নাগারাই তাহার প্রধান অধ্যক্ষ ছিল তাহার সন্দেহ নাই। তাহাতেও বৈরাগীরা পরাস্ত হইয়া তথা হইতে দূরীকৃত হইয়াছিল এবং তদবধি যে পর্য্যন্ত সে স্থান ইংরাজ রাজার অধিকার-ভুক্ত না হইয়াছিল, সে পর্য্যন্ত তাহারা আর হরিদ্বারে স্নান করিতে পাইত না।

নাগা ও পূর্ব্বোক্ত অপরাপর বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীরা চারি ধামের ন্যায় চারিটি সরোবরকেও পুণ্যপ্রদ বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকে। যথা নারায়ণ-সরোবর *, বিন্দু-সরোবর,

* কচ দেশ হইতে অনতিদূরে অবস্থিত।

পম্পা-সরোবর ও মানস-সরোবর। উহারা সচরাচর এই সকল সরোবরকে নারাণ্সর্, বিন্দ্সর্, পম্পাসর্ ও মান্সর্ বলিয়া উল্লেখ করে। প্রতিবৎসর এই সকল পুণ্য-স্থানে মেলা হইয়া থাকে। তাহাতে বিস্তর লোকের সমাগম হয়।

চার্ সম্প্রদায়কা ভাঁট।

দশনামী ভাঁটের ন্যায় এক রূপ ভাঁটেরা রামানুজ প্রভৃতি প্রধান চারি সম্প্রদায়ের শিষ্য-প্রণালী প্রভৃতির বিবরণ লিখিয়া রাখে এবং প্রয়োজন অনুসারে তাহা কীর্ত্তন করিয়া থাকে। তাহারা আপনাদিগকে 'চার্ সম্প্রদায়কা ভাঁট' বলিয়া পরিচয় প্রদান করে। তাহারা বৈরাগী ও অবৈরাগী অনেকের নিকট গমন পূর্ব্বক স্তুতি-পাঠ, যশোবর্ণন ও শিষ্য-প্রণালী আবৃত্তি করিয়া ভিক্ষা করে। তাহারা যাহা কীর্ত্তন করে, তাহাকে কবিৎ বলে। তাহারা বিষ্ণূপাসক।

বৈষ্ণবদিগের যাত বা মেলা।

রামাৎ, নিমাৎ প্রভৃতি বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ীদিগের আপন আপন সম্প্রদায়ের অন্তর্গত কোন দেবতা, মহাপুরুষ, অথবা সাম্প্রদায়িক কোন বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে বৎস-

রের মধ্যে এক এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে স্থানে স্থানে যাত অর্থাৎ মেলা হয়। মেলায় দেশ-দেশান্তর হইতে লোক সমূহ সমাগত হয় এবং নৃত্যগীতাদি নানা প্রকার আমোদ ও উৎসবের কার্য্য সকল অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। তথায় নানা স্থান হইতে দোকানী পশারী সকল আসিয়া উপস্থিত হয় এবং বিবিধ দ্রব্য-সামগ্রীর ক্রয়-বিক্রয় হইতে থাকে।

জঙ্গিপুরের সন্নিধানে তুলসীবিহার নামে একটি মেলার অনুষ্ঠান হয়। তথাকার জমীদার শ্রীযুক্ত দেওয়ান কীর্ত্তিচন্দ্র দত্ত মহাশয় ঐ মেলা স্থাপন করেন। জঙ্গিপুরে শ্রীবৃন্দাবনবিহারী নামক শালগ্রাম, কয়েকটি রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ এবং একটি সদাব্রত সংস্থাপিত আছে। উল্লিখিত কীর্ত্তিচন্দ্র দত্ত মহাশয়ই এ সমুদায়ের স্থাপন-কর্ত্তা। দত্ত মহাশয় জাতিতে সুবর্ণবণিক্; পাছে কেহ তাঁহার ঠাকুরবাড়ীতে আহারাদি গ্রহণ না করেন, এই আশঙ্কায় উক্ত ঠাকুরবাড়ী, সদাব্রত এবং জমীদারীর কিয়দংশ ইষ্টদেবকে সমর্পণ করিয়া যান। অবশিষ্ট জমীদারী শ্রীবৃন্দাবনবিহারীর সেবার নিমিত্ত নির্দ্ধারিত হয়। তাঁহার বংশধরেরা সেবকস্বরূপ থাকিবেন, ইহাও লিখিয়া যান। এক্ষণে ঐ কীর্ত্তিচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বংশাবলী দ্বারাই মেলার কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে।

ভাগীরথীর পশ্চিম কূলে রঘুনাথগঞ্জ নামক স্থানে তুলসীবিহার উৎসবের আলয় সংস্থাপিত। প্রায় ৭০

বিঘা ভূমির চতুঃপার্শ্বে কেবল গৃহ; মধ্য-স্থলে নাটমন্দির নামে একটি মন্দির আছে। বর্ত্তমান জমীদারগণ কর্ত্তৃক বাটীটির সুন্দররূপ মেরামত হয় না, এজন্য অনেক স্থান ভগ্নাবশেষ হইয়া রহিয়াছে। ৩০শে বৈশাখ শ্রীবৃন্দাবন-বিহারী জঙ্গিপুর হইতে আগমন করিয়া এই মন্দিরে ৩ দিবস মহাসমারোহের সহিত অবস্থিতি করেন। এই মন্দিরের চতুঃপার্শ্বে যে আশীটি প্রকোষ্ঠ আছে, তাহাতেও নানা স্থানের ঠাকুর আসিয়া বিরাজ করেন। ইহঁাদিগকে উৎসবের পূর্ব্বে আহ্বান করা হয় এবং যথোচিত সম্মান ও পুরস্কারও প্রদত্ত হইয়া থাকে।

উৎসবের তিন দিন নানারূপ নৃত্যগীতাদির অনুষ্ঠান হয়। এই মেলায় কলিকাতা, বর্দ্ধমান ও মুরশিদাবাদ হইতেও দোকানী পশারী আইসে এবং নানা স্থান হইতে বহুতর লোকের সমাগম হয়; তন্মধ্যে মুরশিদাবাদ, বীরভূম, বর্দ্ধমান ও মালদহ হইতেই অধিকাংশ লোক আসিয়া থাকে। মুরশিদাবাদ জেলার মধ্যে আরও কয়েকটি মেলার অনুষ্ঠান হয়; কিন্তু এইটিই সকলের মধ্যে প্রধান। এই মেলার জাঁকজমক পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কমিয়া গিয়াছে।

অগ্রদ্বীপে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসের একাদশী তিথিতে গোপীনাথের মেলা নামে একটি মেলা হইয়া থাকে। তাহাতেও বিস্তর বৈষ্ণবের সমাগম হয়। তাহাকে ঘোষঠাকুরের শ্রাদ্ধও বলিয়া থাকে। উহাতে

চিড়ে-মচ্ছব ও অন্ন-মচ্ছব হয়। বৈষ্ণবেরা অতি আদরের সহিত উহা ভক্ষণ করে। মেলা উপলক্ষে অপরাপর অনেক জাতীয় লোকও উপস্থিত হয় ও নানাবিধ দ্রব্য-সামগ্রী বিক্রীত হইয়া থাকে। ঐ মেলা ও গোপীনাথদেব নবদ্বীপের রাজার অধিকৃত।

নবদ্বীপে মাঘ মাসে শ্রীপঞ্চমীর পরবর্ত্তী সপ্তমী তিথি হইতে ১২ বার দিবস কাল ব্যাপিয়া একটি মেলার অনুষ্ঠান হয়। উহাতে বৈষ্ণবেরা একত্র মিলিত হইয়া অনবরত নামসঙ্কীর্ত্তন করে ও মচ্ছব দেয়। ঐ দিনের পর দিবসে অর্থাৎ পূর্ণিমার পরবর্ত্তী চতুর্থীর দিনে উহারা ধূলায় ধূসরিত হয় ও অপরাপর লোকদিগকেও ধূসরিত করিয়া থাকে। ঐ সময়ে অদ্বৈত প্রভুর আবির্ভাব হয়। লোকেরা তত্রত্য নানা আখড়ায় নানা দেব-দেবীর মূর্ত্তি দর্শন করে। পরে এই মেলা এখান হইতে উঠিয়া বাগ্‌নাপাড়া নামক স্থানে গিয়া বসে এবং তথায় ৭ সাত দিন নিয়ত আনন্দোৎসব চলিতে থাকে। এখানকার দেবতার নাম গোপীনাথ। ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমায় নবদ্বীপে গৌরাঙ্গের জন্মতিথি উপলক্ষেও মেলা হইয়া থাকে।

পৌষ মাসের সংক্রান্তির দিবসে বীরভূম জেলার অন্তঃপাতী কেন্দুবিল্ব গ্রামে জয়দেব গোস্বামীর মেলা ও তেহট্ট নামক গ্রামে কৃষ্ণরায় ঠাকুরের মেলা হয়। বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী কুলীনগ্রাম নামক স্থানে

সমস্ত মাঘ মাস ধরিয়া মদনগোপাল বিগ্রহের যাত হইয়া থাকে। ১লা বৈশাখ খিদিরপুর ও চক্রবেড় নামক গ্রামে গোষ্ঠ-বিহারের মেলা হয়। এতদ্ভিন্ন গোষ্ঠাষ্টমী অর্থাৎ জগদ্ধাত্রী পূজার পূর্ব্বদিবসে অগ্রদ্বীপের নিকটবর্ত্তী চাকুন্দে নামক গ্রামে এবং চৈত্র মাসে সোণামুখী নামক স্থানে ও খানাকুলে অভিরাম গোস্বামীর পাটে যাত হইয়া থাকে।

কার্ত্তিক মাসে শান্তিপুর নামক স্থানে শ্যামচাঁদ ও অন্যান্য কতকগুলি দেবতার রাস উপলক্ষে বিলক্ষণ সমারোহ হইয়া থাকে। উহাতে অসংখ্য লোকের সমাগম ও অশেষবিধ দ্রব্যসামগ্রীর আমদানী-রপ্তানী হয় এবং ১৫ পোনর দিন ধরিয়া গৃহে গৃহে নৃত্য-গীতাদি বিবিধ আনন্দ-জনক কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতে থাকে। কলিকাতার উত্তর খড়দহ নামক স্থানেও শ্যামসুন্দর ঠাকুরের রাস উপলক্ষে মহা উৎসব-কার্য্য হইয়া থাকে। কলিকাতার দক্ষিণ জয়নগর গ্রামেও রাধাবল্লভ বিগ্রহের পঞ্চম দোল উপলক্ষে অতিশয় জনতা ও সমারোহ হয়। মাহেশে জগন্নাথ দেবের রথ ও স্নানযাত্রা উপলক্ষে এবং বগড়ীতে কৃষ্ণরায় নামক বিগ্রহের রাস, দোল ও রথযাত্রা উপলক্ষেও সামান্য জনতা ও সমারোহ হয় না।

শ্লোক ও সঙ্গীত।

এই পুস্তকে প্রস্তাবিত সম্প্রদায় সমূহের প্রবর্ত্তক ও গুরু বিশেষের বিরচিত কয়েকটি শ্লোক ও সঙ্গীত উদ্ধৃত হইতেছে।

পিপার কৃত।

কায়ো দেবা কায়ো দেবল্ কায়ো জঙ্গম জাতি।
কায়ো ধূপ দীপ নৈবেদ্ কায়ো পূজাপাতি॥
কায়া বহুখণ্ড খোজনে ন নিধি পাই।
ন কুছু আয়ো ন কুছু গয়ো রামকি দোহাই॥
যো ব্রহ্মাণ্ডে সোহ্ পিণ্ডে যো খোজে সো পাবে।
পিপা প্রণবৈ পরম তত্ত্ব হৈ সদ্‌গুরু হোয় লখাবে॥

শরীরই দেবতা, শরীরই দেবালয়, শরীরই জঙ্গম-জাতি, শরীরই ধূপ দীপ নৈবেদ্য, শরীরই পূজা-পত্রাদি। বহু-খণ্ড-বিশিষ্ট শরীর অন্বেষণ করিয়া লোকে কোন নিধিই পায় না। আসেও নাই কিছু, যায়ও নাই কিছু, রামের দোহাই। ব্রহ্মাণ্ডে যিনি, দেহ-মধ্যেও তিনি। যে অনুসন্ধান করে, সেই পায়। পিপা নম্রভাবে পরম তত্ত্ব কহিতেছে, সদ্‌গুরু হইলেই দেখাইয়া দিবে।

সূরদাসের কৃত।

তজ মন হরি বিমুখন্‌কো সঙ্গ।
যাকে সঙ্গ্ কুমতি উপজত্ হৈ করত ভজনমে ভঙ্গ॥

কাগহি কাহ কপূর চুনায়ে শ্বান্ নহায়ে গঙ্গ।
খরকো কাহ অরগজালেপন মরকট ভূষণ অঙ্গ॥
সুমতি সুসঙ্গতি তিনহিঁ ন ভাবত পিয়ত বিষয়রস ভঙ্গ।
সূরদাস প্রভু কারি কমরিয়া চঢ়ত্ ন দূজী রঙ্গ॥

মন! যে ব্যক্তি হরি-সেবায় বিমুখ, তাহার সংসর্গ পরিত্যাগ কর। তাহার সঙ্গ-দোষে কুপ্রবৃত্তির উৎপত্তি হয় ও ভজনের ভঙ্গ হইয়া যায়। কাককে যদি কর্পূর ভোজন করান হয়, আর কুক্কুরকে যদি গঙ্গা-স্নান করান যায়, তাহা হইলেই বা কি হইবে? গর্দ্দভের গায়ে অরগজা * লেপন করিলেই বা কি, আর মরকটের অঙ্গে ভূষণ দিলেই বা কি। সুমতি ও সৎসঙ্গ তাহাদের ভাল লাগে না; তাহারা বিষয়-রস-রূপ সিদ্ধি পান করে। সূরদাস কহে, প্রভু! হরি-বিমুখ ব্যক্তি কৃষ্ণবর্ণ কম্বল-স্বরূপ; তাহাকে অন্য বর্ণ করা যায় না (অর্থাৎ কিছুতেই হরি-ভক্ত করিতে পারা যায় না)।

তুলসীদাসের কৃত।

গঙ্গা যমুনা সরস্বতী সাতসিন্ধু ভরিপূর।
তুলসী চাতক্কে মতে বিন্ স্বাতী সবধূর॥

গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী ও সাত সমুদ্র জলে পরিপূর্ণ রহিয়াছে, তথাচ তুলসী কহে, পাপিয়া পক্ষীর মতে স্বাতী নক্ষত্রের জল ব্যতিরেকে সমুদায় ধূলি-সমান।

---

* গন্ধদ্রব্য-বিশেষ।

উপল বরষি গরজত তরজি ডারত কুলিস কঠোর।
চিতব কি চাতক্ক জলদ্‌ তজি কবহুঁ আনকী ঔর॥

মেঘ গর্জ্জন, তর্জ্জন ও শিলা-বর্ষণ করিয়া কঠিন বজ্র নিক্ষেপ করিতেছে, তথাচ চাতক পক্ষী কি মেঘ পরিত্যাগ করিয়া কখন অন্য দিকে দৃষ্টি-পাত করে?

ঊঁচী জাতি পপীহরা পিয়ত ন নীচো নীর।
কৈ যাচৈ ঘনশ্যাম সো কৈ দুখ সহৈ শরীর॥

পাপিয়া পক্ষীই উচ্চ-জাতীয়; নীচের জল পান করে না। হয়, শ্যাম জলধরের নিকট জল প্রার্থনা করে, না হয়, শরীরের দুঃখ সহিয়া থাকে।

প্রভু তরুতর কপি ডারপর তে কিয় আপু সমান।
তুলসী কহুন রাম সে সাহেব শীলনিধান॥

প্রভু তরু-তলে আর বানরগণ শাখার উপর। তিনি তাহাদিগকে আপন সমান করিয়াছেন। তুলসী বলে, রামের সমান সুশীল প্রভু কোথাও নাই।

তুলসী সন্তনতে সুনে সন্তত ইহৈ বিচার।
তন ধন চঞ্চল অচল জগ যুগ যুগ পরউপকার॥

তুলসী কহে, সাধুগণ-সমীপে সতত এই বিচার শুনিতে পাই যে, দেহ ধন সকলই অস্থায়ী; জগতে কেবল পরোপকারই যুগ-যুগান্তর-স্থায়ী হইয়া থাকে।

নীচ নিচাই নহি তজৈ জো পাবত সতসঙ্গ।
তুলসী চন্দন বিটপ বাসি বিনু বিষ ভে ন ভূজঙ্গ॥

নীচ জন সাধু-সঙ্গ পাইলেও নীচত্ব ত্যাগ করে না। তুলসী কহে, ভুজঙ্গ চন্দন-তরুতে বাস করিলেও বিষ-বর্জ্জিত হয় না।

কবীরের কৃত।

ঐসৈঁ জনম জরি যায় জগ আয় কে।
আপনি জু কায়া পোষৈ ঔরে কল্যায়কে॥
কোহু পূজে কঙ্কর পত্থর মূরতি বনায়কে।
জিন্ সাহেবনে কায়া সিজা তাহে বিসরায়কে॥
কোহু মারে মেঁড়া বকরা দুর্গা বনবায়কে।
আপন জিয়রা পালৈ পাপী পরজী সতায়কে॥
কোর সতাবে মাতা পিতা গুরু তিয়া বুলায়কে।
আপন উদর ভরৈ পাপী হরি বিসরায়কে॥
কোহু করে দান দক্ষিণা ব্রাহ্মণ বুলায়কে।
কোহু হরে পরধন গলে ফাঁসী লায়কে॥
কহত কবীরা বানী সুনো মন লায়কে।
রামকে ভজন্ বিন্ মরোগে বৌরায়কে॥

জগন্মণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়া এই রূপেই জন্ম জ্বলিয়া যায়। লোকে অন্যকে অতিশয় দুঃখ দিয়া আপন শরীর পোষণ করে। যে প্রভু দেহ সৃজন করিয়াছেন, কেহ তাঁহাকে বিস্মরণ পূর্ব্বক কঙ্কর ও প্রস্তরের মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া পূজা করে। কেহ বা দুর্গা-প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া

ছাগ ও মেষ বিনাশ করে। পাপাত্মা ব্যক্তি পরের প্রাণে পীড়া দিয়া আপন জীবন পালন করে। কেহ বা দার-পরিগ্রহ করিয়া পিতা মাতা গুরুকে পীড়ন করে। পাপী ব্যক্তি হরিকে বিস্মৃত হইয়া আপনার উদরই পরিপূর্ণ করে। কেহ ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করিয়া দান-দক্ষিণা করে। কেহ বা গলায় ফাঁসি দিয়া পর-ধন হরণ করে। কবীর কহে, মনোযোগ পূর্ব্বক এই বাক্য শ্রবণ কর, রাম-ভজন না করিলে ক্ষিপ্ত হইয়া মরিবে।

पण्डित वाद वदै सो झूँठा।
रामके कहे जगत् गत् पावे खांड़ कहे मुख मीठा॥
पावक कहे पांओ यो डाढ़े जल कहे तृषा बुझाई।
भोजन कहे भूख यो भागी तो दुनियाँ तर याई॥
विन् देखि विन् दरश परश विन् नाम लिये क्या होई।
धन्के कहे धनी यो होवे निर्द्धन रहे न कोई॥
नर्के साथ सूआ हरिवोले हरिप्रताप नहि जाने।
यो कवहीं उड़ियाय जङ्गल को तो हरिसुरति न जाने॥
साँचो देह विषय माया सङ्ग् हरिभक्तनकि हाँसी।
कहे कवीर राम भजे विन् बाँधे यमपुर यासी॥

পণ্ডিতেরা যে বাদানুবাদ করেন, তাহা মিথ্যা। রাম বলিলেই যদি লোকে পরিত্রাণ পায়, তবে খাঁড় বলিলেই মুখ মিষ্ট হইতে পারে। যদি অগ্নি বলিলে পা দগ্ধ হয়, ও জল বলিলে তৃষ্ণা-নিবারণ হয়, আর যদি ভোজন বলিলে ক্ষুধা-নিবৃত্তি হয়, তবে রাম বলিলেই লোক

নিস্তার পাইবে। দর্শন ও স্পর্শন না করিয়া কেবল নামোচ্চারণ করিলে কি হয়? ধন বলিলেই যদি ধনী হয়, তবে আর কেহ নির্দ্ধন থাকে না। মনুষ্যের সঙ্গে শুকপক্ষী হরিনাম করে, কিন্তু হরির মহিমা জানে না। যদি কখন সে জঙ্গলে উড়িয়া যায়, তবে আর হরি-স্মরণ করে না। বিষয়-মায়া-সংযুক্ত দেহই সত্য, এই কথা বলা হরি-ভক্ত জনের পক্ষে হাস্যের বিষয়। কবীর কহে, রাম-ভজন না করিলে বাঁধা পড়িয়া যম-পুরে যাবি।

পাথর পূজেঁ হরি মিলেঁ তো হম্ পূজেঁ পহাড়।
মালা ফেরে হরি মিলেঁ তো হমভী ফেরেঁ ঝাড়॥

প্রস্তর পূজিলে যদি হরি-লাভ হয়, তবে আমি পাহাড় পূজা করি। মালা ফিরাইলে যদি হরি-লাভ হয়, তবে আমিও গাছের ঝাড় ফিরাই।

নীকী নীকী বাত করো হক না হক করতে দুঁহা।
কংঠী বাঁধে হরি মিলেঁ তো বন্দা বাঁধে কুঁদা॥

ভাল কথা বল, বৃথা চীৎকার করিতেছ। গলায় কণ্ঠি বাঁধিলে যদি হরিকে পাওয়া যায়, তবে এ অধীন কাঠের কুঁদো বাঁধিবে।

মলূকদাসের কৃত।

দীনবন্ধু, দীননাথ মেরে তন্ হেরিয়ে।
সোনেকা সোনৈয়া নহিঁ, রূপেকা রূপৈয়া নহিঁ,

কৌড়ি পয়সা গাঠ নহিঁ, যাসো কুছ লীজিয়ে।
খেতি নহিঁ, বারি নহিঁ, বনিজ ব্যাপার নহিঁ,
ঐসা কোই সাহু নহিঁ, যাসো কুছ লীজিয়ে॥
ভাই নহিঁ, বন্ধু নহিঁ, কুটুম কবীলা নহি,
ঐসা কোই মিত্র নহিঁ, যাকে ঢিগ লাগিয়ে।
কহে তো মলূক দাস, ছোড় দে পরাই আস,
ঐসা ধনী পায়কে শরণ কাকে যাইয়ে॥

হে দীনবন্ধু দীননাথ! আমার প্রতি দৃষ্টিপাত কর। আমার সোনার মোহর নাই, রূপার টাকাও নাই, কড়ি ও পয়সাও গাঁটে নাই যে, তাহাতে কিছু ক্রয় করি। চাষও নাই, বাগানও নাই, বাণিজ্য-ব্যাপারও নাই, এমন কোন মহাজনও নাই যে, তাহা হইতে কিছু প্রাপ্ত হই। ভাইও নাই, বন্ধুও নাই, কুটুম্ব ও পরিবারও নাই, এমন কোন মিত্রও নাই যে, তাহার শরণ লই। মলূকদাস কহিতেছে, পরের আশা পরিত্যাগ কর। এমন ধনী প্রাপ্ত হইয়া আর কাহার শরণ লইবে?

দাদুর কৃত।

দাদু দুনিয়াঁ কাবরী পাথর পূজন যায়।
ঘরকী চক্কী ন পূজে যাকা পীসা খায়॥

দাদু কহে, জগতের লোক ক্ষিপ্ত; তাহারা প্রস্তর পূজা করিতে গমন করে, কিন্তু নিজ গৃহের যে প্রস্তরময়

চক্রে * পেষিত সামগ্রী ভোজন করে, তাহার পূজা করিতে প্রবৃত্ত হয় না।

রৈদাসের কৃত।

মাটিকী পুঁত্লা কৈসোকে নাচত হৈঁ।
শুন বোলি দেখ্ দেখ্ দৌড়ে হি ফিরত হৈঁ॥
যো কুছ্ পাবে তো গরব করত হৈ।
মায়া গয়ে তব রোনে লাগত হৈঁ॥
মন বচ করম রস বস হি লোভানা।
বিনস্ গয়ে তন্ কাঁহা যা সমানা॥
কহে রৈদাস বাজিগর ভাঈ।
বাজিগরসো প্রীত বন আঈ॥

মাটির পুতুল কেমন নৃত্য করিতেছে। শুনিয়া, বলিয়া দেখিয়া, কেমন দৌড়িয়া বেড়াইতেছে। যদি কিছু পায়, তবেই গরিমা প্রকাশ করে, আর যদি ধন নষ্ট হয়, তাহা হইলেই ক্রন্দন করিতে থাকে। মন, বাক্য ও কর্ম্ম দ্বারা জীব বিষয়-রসের বশীভূত হইয়া প্রলুব্ধ থাকে, কিন্তু শরীর নষ্ট হইলে কোথায় যাইয়া থাকিবে। রৈদাস কহে, ও ভাই বাজিকর! বাজিকরের সহিত প্রীতি কর।

---

* জাঁতা।

মীরাবাইয়ের কৃত।

মেরে গিরিধর গোপাল দুসরো ন কোই।
যাকে শির মোরমুকুট মেরে পতি সোই॥
কৌস্তুভমণিকণ্ঠ পদ্‌চিহ্ন উরসি দেখ জোই।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম কণ্ঠমাল সোই॥
মেঁ তো আই ভক্তি জানি যুক্তি দেখি মোই।
অঁাসুআন জল সীঁচি সীঁচি প্রেমবীজ বোই॥
সাধুন্ সঙ্গ্ বৈঠি বৈঠি লোকলাজ খোই।
অবতো বাত ফয়ল গয়ী জানে সব কোই॥
প্রেম কো মথানী মথি যুক্তিসে বিলোই।
মাখন ঘৃত কাড়ি লেত ছঁাছ পিয়ে কোই॥
রাজন ঘর জন্ম লেত সবে বাত হোই।
মীরা প্রভু লগন লগী হোনি হো সো হোই॥

গিরিধর গোপালই আমার; দ্বিতীয় কেহ নাই। যাঁহার মস্তকে ময়ূর-মুকুট, তিনিই আমার পতি। তাঁহার গলায় কৌস্তুভ মণি ও বক্ষঃস্থলে ভৃগু-পদ-চিহ্ন দেখা যায়। তিনি শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ও কণ্ঠমালায় সুশোভিত। আমি তো ভক্তি জানিয়া আসিয়াছি; যুক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। অশ্রু-জল সেচন করিয়া প্রেম-বীজ বপন করিয়াছি। সাধুগণের সহিত উপবেশন করিয়া লোক-লজ্জা ক্ষয় করিয়াছি। এখন তো কথা প্রচার হইয়াছে, সকল লোকেই জানে। প্রেমরূপ মন্থন-

দণ্ড দ্বারা যুক্তি পূর্ব্বক মন্থন করিয়া আমি মাখন ঘৃত বাহির করিয়া লইতেছি, যে হয় কেহ ঘোল খাক্। রাজ-গৃহে জন্ম গ্রহণ করাতে সকল সুখ-সম্ভোগই হইতে পারে, কিন্তু প্রভুর প্রতি মীরার প্রেমানুরাগ হইয়াছে; ইহাতে যা হবার তা হউক।

সধন কৃত।

नृपकन्याके कारण भया एक भेखधारी ।
कामारथि स्वारथि ओयाकी पयेज समृभारि ॥
तवगुण कया जगत्गुरा जौ पाप करम न नाशै ।
सिंह शरण कत् याइये जौ जम्बुक् ग्रासै ॥
एक बुन्द्के कारण चातक् नित दुःख् पावे ।
प्राण गये सागर मिलै फुन् काम न आवे ॥
मैं नहि प्रभु हौ नहि कुछ् अहै न मोरा ।
आवसर् लज्जा राख्ले सधना उ म् तोरा ॥

কোন স্বার্থপর ব্যক্তি রাজকন্যার নিমিত্ত কামর-ধারীর * ভেক ধারণ করে, তুমি তাহার ক্লেশ জানিয়া মানস পূর্ণ করিয়াছিলে। যদি পাপ-কর্ম্মের নাশই না হয়, তবে হে জগৎগুরু! তোমার মহিমা কি? যদি

* বাঁকের ন্যায় একটি বাঁশের দুই দিকে দুইটি শিকা থাকে এবং সেই শিকায় দুইটি ছোট পেটরা রাখা হয়, ইহাকেই কামর কহে। যাহারা সেই কামর স্কন্ধে লইয়া তীর্থযাত্রা করে, তাহাদেরই নাম কামরধারী।

জম্বুকেই গ্রাস করে, তবে সিংহের শরণ কেন লইবে? এক বিন্দু জলের নিমিত্ত চাতক পক্ষী নিরন্তর ক্লেশ পায়। যদি তার প্রাণ-বিয়োগ হয়, আর সাগরও মিলে; তথাচ তাহাতে তাহার কোন কাজ দেখে না। আমি কিছু নই, আমারও কিছু নাই; হে প্রভু! তুমিই আছ; এ সময়ে লজ্জা হইতে রক্ষা কর, সধন তোমারই।

বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের বৃত্তান্ত একরূপ সমাপ্ত হইল। পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, এক্ষণে বৈষ্ণবদিগের চারিটি প্রধান সম্প্রদায় প্রচলিত আছে *। রামানুজ, বিষ্ণু-স্বামী, মধ্বাচার্য্য এবং নিম্বাদিত্য। অপরাপর সমুদায় সম্প্রদায় ঐ চারিটি প্রধান সম্প্রদায়ের শাখা স্বরূপ। ঐ সমস্ত প্রধান অর্থাৎ মূল সম্প্রদায়ের সহিত এক একটি শাখা-সম্প্রদায়ের অতিমাত্র বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গলা-দেশীয় ন্যাড়া বাউল প্রভৃতি প্রায় সমুদায় বৈষ্ণবেরাই আপনাদিগকে মধ্বাচারী সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বলিয়া অঙ্গীকার করেন। কিন্তু উঁহাদের সহিত ঐ মূল সম্প্রদায়ের আচার ব্যবহারাদি বিষয়ে এরূপ বিভিন্নতা দৃষ্ট হইয়া থাকে যে, উঁহারা মধ্বাচারী সম্প্রদায়ের শাখা বলিয়া সহসা প্রতীয়মান হয় না।

প্রথম ভাগ সমাপ্ত।

---

* তৃতীয় পৃষ্ঠা দেখ।

শুদ্ধিপত্র।

উপক্রমণিকা।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪	১৮	হস্তন্	হশত্
৮	১০	আর্য্যাবর্ত:	আর্য্যাবর্ত ;
১০	২২	P.	P. P.
১১	১৯	ঋষি	ঋষি
১২	৯	তাহার	তাহার
১২	২৫	হিড়ম্	হিন্দুম্
১৫	১৫	আগর	আগর্
১৫	২১	অহেস	অহেস্
১৫	২৬	সংস্কত	সংস্কৃত
২২	২৪	৭ ম	১ ম
২৩	১৩	বিত্রাবরুণ	মিত্রাবরুণ
২৩	২১ ও ২২	৭ম, ৩৯ সূ, ২ ঋক্ ;	৫ম, ৮৫ সূ, ৫ ঋক্ ;
২৩	২২	এবং ২৫ সূ, ৪ ঋক্ ইত্যাদি।	ইত্যাদি।
২৪	২২	Journal,	Journal, New Series,
২৮ ও ৫১	২৯ ও ২০।৩০	হগ	হোগ্
৩০	১৬	নাভানেনিষ্ঠ	নাভানেদিষ্ঠ
৫৩	৪	স্বরস্বতী	সরস্বতী
৫৩	৩২	রোট্	র, রোথ্
৫৪	২৮	মহাশয়েরা	মহাশয়েরা
৬১	২৩ *		

* "পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে" এই অংশটি ত্যাগ করিতে হইবে।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬৩	১৯	प्रतिसेध	प्रतिषेध
৬৬	২৪	प्रतिषेधो	प्रतिषेधो
৭৩	২২	ভার্গবত	ভাগবত
৭৬	২৪	कीकटषु	कीकटेषु
৭৬	১৯	সহিতা	সংহিতা
৭৭	১৮	প্রতিবাদকবৎ	প্রতিপাদকবৎ
৮৫	২১	যায়।	যায়,
৮৮	২০	আদিত্যপুরাণ	শুদ্ধিতত্ত্ব-ধৃত আদিত্যপুরাণীয় বচন।
৯০	২৪	विद्वेषा इति	विद्वेषेति
১১৮	১১	विद्यायां	विद्यायाँ

সম্প্রদায়-বিবরণ।

৩	৪	উদাসী	সৎনামী
৩	৮। ৯	মধ্যে সবিশেষ লিখিত হইয়াছে।	অবশিষ্ট ভাগে লিখিত হইবে।
৪	২২	পারক	পারকর্ত্তা
১২	৪	আছেন।	আছে।
১২	২১	य कण्ठ	य कण्ठ
১৪	২৭।২৮	Stampting	Stamping
১৬	২২। ২৪	+ + + +	ঐ
১৬	২৪	मेदान्	मेदात्
১৭	১৯	तद्वासे	तद्वासो
২৭	১৮	ঊর্দ্ধপুণ্ড্	ঊর্দ্ধপুণ্ড্র
৪৫	১৯	সমস্ত	সমস্ত
৫০	১৬	চৌত্রীশ	চৌত্রিশ
৫১	১১	গোষ্ঠী	গোষ্ঠী

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬৪	১	তাহাকেই	তাহারই
৬৮	৭	ঐ স্থলে	টিকলে
৯৩	৪	ঈচ্ছা	ইচ্ছা
১২০	৭	উর্দ্ধরেখা	উর্দ্ধ্ রেখা
১২৪	২১	**নামদস্নানাত্**	**নামেদস্নানাত্**
১২৯	১	হওা	হওয়া
১৩১	১১	**স্বভাব**	**স্বভাব**
১৩৬	৬	শ্যামবন্দী	শ্যামবিন্দি
১৩৬	১৬	সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত
১৩৯	১	সিধরি	সিধরি
১৪১	৩	ভক্তমালায়	ভক্তমালে
১৪৪	২২	গলার ও জপের মালা	গলমালা ও জপমালা
১৫০	৪ । ১১	চৈতন্যচরিত্রে	চৈতন্যমঙ্গল
১৬১	২২	**বধৈঃ**	**বুধৈঃ**
১৬৩	১৯	**হুরণাম**	**হরেণাম**
১৭৫	২২	তাহাকে	তাহাদিগকে
১৭৮	১৬	প্রমাণক	প্রামাণিক
১৭২	১৫	তত্ত্ব	তত্ত্ব
১৮৩	৮	থাকেন	থাকে
১৮৩	২০	ইহাঁদিগের	ইহাদিগের
১৮৫	৪।৫	মুরশিদ	মুরশিদ
১৯৮	৬	ইহাদিগের	ইহাঁদিগের
২২৩	৮	দর্পনারণ	দর্পনারায়ণ
২৪৬	১৪	চরণদাস	চরণ দাস নামে
২৫০	৫	পলটদাসী	পল্টুদাসী
২৫৩	৬	**সুতে**	**স্বতে**
৩০১	১০	ঐ দিনের	ঐ দ্বাদশ দিনের
৩০১	১৩	আথড়া	আখ্ড়া

পরিশিষ্ট।

(২৩ পৃষ্ঠার ২১ পঙ্‌ক্তির পর।)

মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তঃপাতী সাদকবাগ নামক গ্রামে একটি আখ্‌ড়া আছে। সাদকবাগ মুর্শিদাবাদ হইতে ৪ চারি ক্রোশ উত্তরে গঙ্গাতীরে অবস্থিত। অনুমান হয়, নবাব সিরাজ্‌উদ্দৌলার অধিকার-কালে ঐ আখ্‌ড়া স্থাপিত হইয়াছে। মস্তরাম আউলিয়া উহার স্থাপন-কর্ত্তা; এজন্য উহাকে সচরাচর লোকে মস্তরাম বাবাজীর আখ্‌ড়া বলিয়া [illegible]কে। মস্তরাম আউলিয়া রামাৎ-সম্প্রদায়ী হিন্দুস্থানী মহন্ত। জনশ্রুতি [illegible]স্তরাম আউলিয়া বিস্তর অলৌকিক কার্য্য দ্বারা বিশিষ্টরূপে [illegible] ও লোকের ভক্তিভাজন হইয়াছিলেন। একদা নবাব সিরাজ্‌-[illegible]দ্দৌলা [illegible]ণী ভবানীর কন্যা তারাসুন্দরীর সতীত্ব-ভঙ্গে উদ্যত হইলে, তারাসুন্দরী মস্তরাম আউলিয়ার আখ্‌ড়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। উহাঁকে ধরিয়া আনিবার নিমিত্ত নবাব যত সৈন্য পাঠাইয়া দেন, হনূমান্ সেই সমুদায় সৈন্যকে দূরে অপসারিত করিয়াছিলেন।

মস্তরাম আউলিয়ার পর ক্রমান্বয়ে ৫ জন মহন্ত ঐ আখ্‌ড়ার গদিতে উপবেশন করিয়াছেন; যথা, গৌরীরাম দাস আউলিয়া, ভরদ্বাজ আউ-লিয়া, অযোধ্যারাম দাস আউলিয়া, শ্রবণ দাস আউলিয়া এবং জয়কৃষ্ণ দাস আউলিয়া। শেষোক্ত জয়কৃষ্ণ দাস আউলিয়া এখন বর্ত্তমান আছেন। এখানে রাম সীতা প্রভৃতি দেবতার প্রতিমূর্ত্তি আছে।

এই আখ্‌ড়ায় অতিথি অভ্যাগত উপস্থিত হইলে প্রায় বিমুখ

হয় না। ইহাঁর জমিদারীর আয় বার্ষিক ৮। ১০ হাজার টাকা আছে। মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে এ আখ্ড়ার সদৃশ সমৃদ্ধ আখ্ড়া আর নাই। শ্রীরাম-নবমীর দিন মহাসমারোহের সহিত শ্রীরামচন্দ্রের পূজা ও ব্রাহ্মণ-ভোজনাদি হইয়া থাকে। মহিষাদলের রাজা এই আখ্ড়ার মহন্তের শিষ্য।